শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শরণং।

গোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থঃ।

অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি কর্ত্তৃক

মূল গ্রন্থঃ।

তদন্তর্গত মধ্যাহ্ন ও সায়হ্ন লীলা

---oo---

শ্রীযুত যদুনন্দন দাস কর্ত্তৃক

পযারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া

কলিকাতা।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।

শকাব্দা ১৭৭৪।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
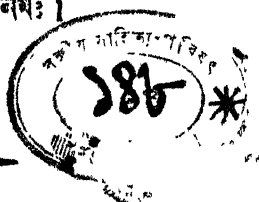
শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দং সন্দোহানন্দমন্দিরং।
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গনন্দিতং॥

যোহজ্ঞানমত্তং ভুবনং কৃপালু রুল্লাঘয়ন্নপ্য করোৎ প্রমত্তং।
স্বপ্রেমসম্পৎ সুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মমুং প্রপদ্যে॥
শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণ কমলয়োঃ কেশ শেষাদ্যগম্যা যা সাধ্যা
প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈ গাঢ়লৌল্যৈক লভ্যা।
সাস্যাৎ প্রাপ্তায়য়াতাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি॥
কুঞ্জাকোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং,
প্রাতঃ সায়ঞ্চলীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোহবতান্নঃ॥

এই সব শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপ করিয়া। লিখি মাত্র আপনার মন বুঝাইয়া॥

যথা রাগঃ। শ্রীগোবিন্দ ব্রজানন্দ, আনন্দ মন্দির কন্দ, শ্রীরাধিকা সঙ্গানন্দময়। বন্দো বৃন্দাবনাধীশ, বাঞ্ছা কল্পতরু ঈশ, সর্ব্বানন্দ যাহার আশ্রয়॥ অজ্ঞান মত্ত ক্ষিতি, দেখি কৃপা কৈল অতি, নিজ প্রেম সুধা অদভুত। দিয়া মাতাইল যেই,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই, তাঁর পদে প্রণতি বহুত॥ শ্রীরাধিকা প্রাণবন্ধু, পাদপদ্ম নখইন্দু, ব্রহ্মা শিব শেষ অগোচর। প্রেম সেবা সাধ্য যেই, গাঢ় লোভে মিলে সেই, ব্রজবাসি চরিত তৎপর॥ রাগপথে পথি হৈয়া, ব্রজভাবে প্রবেশিয়া, যে লভিল নৈষ্ঠিক সেবন। মানসের সেবা সেই, বিস্তার করিয়ে এই, প্রণমিএগ তাঁহার চরণ॥ নিশা অন্তে কুঞ্জ হৈতে, প্রবেশয়ে গোষ্ঠনিতে, গোদোহন ভোজনাদি লীলা। প্রাতঃকালে সায়ং কালে, খেলে সব সখা মিলে, গোচারণ সঙ্গবের বেলা॥ মধ্যাহ্নে রজনী কালে, রাধা সঙ্গে সুবিহারে, বৃন্দাবনে সেই মহানন্দে অপরাহ্নে গোষ্ঠে যান, প্রদোষে সুহৃদ স্থান, সেই কৃষ্ণ রাখু রসকন্দে॥ আমি যে অপটু অতি, তটস্থ বুদ্ধের গতি, অতি অপাত্র আণ্ডা হাঁড়ি যেন। কৃষ্ণলীলা রস সার, তাহে চাহি রাখিবার, বৈষ্ণবের হাস্য সুবর্দ্ধন॥ কৃষ্ণ লীলামৃতার্ণবে, বিহরে বৈষ্ণব সবে, নিরবধি হিত দাতাগণ। অদোষ দরশি চিত, সদা করে পরহিত, শুনি ইহা হরষিত মন॥ শ্রীরূপ সন্নটরাজ, কৈল যে নাটক কায, কৃষ্ণ লীলামৃত রসময়। ব্রজের বৈষ্ণবগণ, তাহে আছে নিমগন, সবে হয় রসের আলয়॥ তাঁর আগে মোর বাণী, হাস্য প্রকাশন মানি, ভগু প্রায় বচন আমার। যদি মন্দ বাক্য অতি, তথাপি বৈষ্ণব তথি, হইবেন হরিষ বিস্তার॥ ভাগবতাদি শাস্ত্রে কহে, কৃষ্ণ কথা উক্তি যাহে, তাতে সর্ব্ব পাপ বিনাশয়। বর্ণনে গোবিন্দ লীলা, মন্দ বাক্য আর্য্য শিলা, সাধুগণ সদা আদরয়॥ মোর মুখ মরুস্থল, বাণী খিন্নরূপ চর, গোকুল উন্মুখী বাক্যগণ। বৈষ্ণবের কর্ণনদী,

প্রবেশ করয়ে যদি, পুষ্ট স্নিগ্ধ হইবে তখন ॥ না জানি শ্লোকার্থ গণ, যৈছে তৈছে সংঘটন, করি গুরু বৈষ্ণব বন্দিয়া। গোবিন্দ লীলামৃত সার, নিগূঢ়ার্থগণ তার, পাণ্ডিতেহো না বুঝয়ে ইহা॥ আমি অতি তুচ্ছমতি; না জানিয়ে স্থান স্থিতি, ভাল মন্দ বিচার উদ্দেশে। শুনি কৃষ্ণ গুণ তথি, বিহ্বল হইল মতি, গায় যদুনন্দন হরিষে॥

এবে কহি গুরুবর্গ বৈষ্ণব বন্দনা। যাতে সর্ব্ব সুখোদয় মঙ্গল ঘটনা॥ বন্দনা করিব মাত্র এই মোর সাধ। ক্রম বিপর্য্যয় না লইবে অপরাধ॥

যথা রাগঃ। বন্দো গুরু পদতল, চিন্তামণিময় স্থল, সর্ব্ব গুণ খনি দয়ানিধি। আচার্য্য প্রভুর সুতা, নাম শ্রীল হেমলতা তাঁহার স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি॥ অগেয়ান অন্ধকারে, পতন দেখি-য়া মোরে, জ্ঞানাঞ্জন দিলা দয়াকরি। তাঁহার করুণা হৈতে, নেত্র হৈল প্রকাশিতে, দূরে গেল অন্ধকারাবলি॥ বন্দো শ্রীআ চার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু, তাঁর পদে কোটি পরণাম। বন্দো গোপাল ভট্ট নাম, রাধাকৃষ্ণ প্রেমধাম, পরাপর গুরু কৃপাধাম॥ বন্দো প্রভু গৌরচন্দ্র, সকল আনন্দ কন্দ, পরমেষ্ঠি গুরু তিঁহ হয়। যেঁহো কৃষ্ণপ্রেমবন্যা, দিয়া কৈল ক্ষিতি ধন্যা, অনন্ত প্রণতি তাঁর পায়॥ বন্দো তার ভক্তগণ, তাঁর গুণ অনু ক্ষণ, রোদন মিশালে যেই গায়। না জানয়ে নিশি দিশি, গৌর প্রেমরসে ভাসি, কল্পতরু সম কৃপাময়॥ বন্দো নিত্যানন্দ রায়, গৌর প্রেম যার গায়, অনেক প্রণাম করি তাঁরে। বন্দো তাঁর ভক্ত ততি, সদয় হৃদয় অতি, প্রেমের সাগরে যেঁহো

তারে ॥ আচার্য্য অদ্বৈত পায়, প্রণাম করিয়ে তায়, গৌরচন্দ্র বিনু স্মৃতি নাই। বন্দো তাঁর ভক্ত যত, যে লয় আচার্য্য মত, যাতে হৈতে গৌরচন্দ্রে পাই ॥ বন্দো রূপ সনাতন, সর্ব্বদা বিহ্বল মন, রাধাকৃষ্ণ লীলা রস রঙ্গে। বহু শাস্ত্রগণ আনি, প্রকাশিল সার জানি, রাধাকৃষ্ণ প্রেমের তরঙ্গে ॥ বন্দ ভট্ট রঘুনাথ, বন্দ দাস রঘুনাথ, বন্দ আর শ্রীজীব গোসাঞি। বন্দ রায় রামানন্দ, গদাধর প্রেমকন্দ, বন্দ আর স্বরূপ গোসাঞি ॥ বন্দ শ্রীমুকুন্দ দাস, বন্দ নরহরি দাস, বন্দ আর শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীখণ্ডেতে যার বাস, গৌর প্রেম সুখোল্লাস, যার শীল ভুবন বন্দন ॥ ঠাকুর পণ্ডিত পায়, বন্দনা করহোঁ তায়, সদা রহে প্রেমানন্দ পূর। গৌরাঙ্গ জীবন যার, কে কহিবে গুণ তাঁর, যার নামে পাপ যায় দূর ॥ বর্ণিতে বিলম্ব হয়, গ্রন্থ বাঢ়ে অতিশয়, না জানিয়ে বন্দনার ক্রম। আপন পবিত্র কাযে, নাম গাই গ্রন্থ মাঝে, নাশাইতে মনের বিভ্রম ॥ সকল বৈষ্ণবগণ, দৃশ্যাদৃশ্য যত জন, সবার চরণ ধূলী যত। আপন মস্তকে করি, হরষিত হৈয়া ধরি, প্রত্যেকে বন্দিব আর কত ॥ আচার্য্য প্রভুরগণ, পরিবার যত জন, প্রণমহ সবার চরণে। আমি অতি দুরাচার, মোরে কৃপাদৃষ্টি কর, দন্তে তৃণ করেঁ নিবেদনে ॥ পতিত তারণ কাযে, সবে আইলা ক্ষিতি মাঝে, সবে হয় দয়ার সাগর সংসার সাগরানলে, পড়িয়া কাকুতি করে, এযদুনন্দনে পার কর ॥

শ্রীগুরু শ্রীপদ দ্বন্দ করিয়া বন্দন। সংক্ষেপে কহিব কিছু কৃষ্ণ লীলাক্রম ॥ বুদ্ধিহীন মূর্খ শাস্ত্র জ্ঞানশূন্য বড়। ভাল মন্দ

বিচারের না জানিয়ে দড়॥ তথাপিহ চিত্ত মোর করে ধক্ধকী। মনের প্রবোধ লাগি যত্ন মতে লিখি॥ বৈষ্ণব গোসাঞি পায় কোটি নমস্কার। অদোষ দরশী চিত্ত সদাই যাঁহার॥ যদি মুঞি অতিশয় জড় অতিছার। না জানিয়ে শুদ্ধ সত্ব নত্বের বিচার॥ তথাপিহ অন্য নহে লিখি কৃষ্ণগুণ। আস্বাদনে বাঢ়ে সুখ পাপ হয় ন্যূন॥ নিজ দোষ কত মুঞি লিখিব বিস্তার। চলিতে না পারোঁ এত পাতকের ভার॥ কৃষ্ণলীলা এজন লিখিতে সাধ করে। বিচার করিতে পড়োঁ লজ্জার সাগরে॥ অনন্ত সহস্র মুখে বর্ণিতে না পারে। ব্রহ্মা শিব সনকাদি চিন্তয়ে অন্তরে॥ নারদ প্রহ্লাদ আদি অনন্ত ভকত। ব্যাস উদ্ধব আদি আর কত শত॥ ইহারা না পায় অন্ত হেন লীলা যাঁর। মুঞি ক্ষুদ্র কীট হৈয়া কি পাইব পার॥ শুকদেব ঠাকুর যেই লীলা রসময়। কিছু প্রকাশিল তিহোঁ ভাগবতে কয়॥ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ এই সবার জ্ঞান। ব্রজবাসী জনের প্রেমভক্তি অনুপাম॥ কে কহিতে পারে তাহা বিনা ব্রজবাসী। অহর্নিশি রহে যেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥ সর্ব্ব সুখস্থল কৃষ্ণের বৃন্দাবন ধাম। সুখময় সঙ্গে সব তাঁহারি সমান॥ ইচ্ছা লীলা করে কৃষ্ণ মায়াগন্ধ হীন। পিতা মাতা দাস সখা ভাবেতে প্রবীণ॥ প্রেয়সী সহিতে সুখ বিলাস অপার। গোবিন্দ লীলামৃতে এই লীলার বিস্তার॥ উপপতি ভাব কৃষ্ণের রাধিকাদি গণে। পরপত্নী ভাব ইহা সবাজন জানে॥ পরকীয়া বিলাস কৃষ্ণের রাধিকাদি লৈয়া। রসিক শেখর খেলে রসলোভি হৈয়া॥ কৃষ্ণের প্রেয়সী সবে কেহ নহে পর। রসের কারণে হয় লীলা স্বতন্তর॥ সাধন,

জানিতে ইহা জানিবে সর্ব্বথা। কিন্তু ব্রজবাসী জনে পরকীয়া তথা॥ এইমত নিত্যলীলা যার নাহি নাশ। রসিক ভকত যাহা পাইতে করে আশ॥ কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ইহার নিত্যতা। অদ্ভুত ইহাতে নাহি দুর্ভাবনা ব্যথা॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণ সঙ্গে স্থিতি। অতএব ব্যক্ত কৈল সে সব চরিতি॥ তাহার চরণে করি কোটি নমস্কার। প্রকাশিল যেহোঁ কৃষ্ণ লীলার ভাণ্ডার॥ প্রাকৃতে লিখিয়া বুঝি এই মোর সাধ। এসব সংপূর্ণ হয় বৈঞ্চব প্রসাদ॥ উজ্জ্বল কৃষ্ণভক্তি যেহোঁ তাঁর প্রাণ ধন। প্রেমময় লীলা এই সর্ব্বোত্তমোত্তম॥ অত্যন্ত নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিতে। আনন্দ বিষাদ ভয় পূর্ণ হৈল চিত্তে॥ অথবা কৃষ্ণের লীলা অনন্ত অপার। কে আছে এমন যেই করে অন্ত তার॥ এক দিনের লীলাক্রম সংক্ষেপ করিয়া। লিখি মন বুঝাইব এই মোর হিয়া॥ কিন্তু এই পরিবার সঙ্গে অনুক্ষণ। প্রকটাপ্রকট লীলা নাহি বিশ্রমণ॥ প্রকটেও পরকীয়া অপ্রকটেও সেই। পরিবার ভিন্ন নহে নিত্যরূপ যেই॥ গুহ্যাতিগুহ্য এই পরকীয়া রস। সদা কৃষ্ণ আস্বাদয় হৈয়া যার বশ॥

তথাহি।

মধুরাশ্চর্য্য মাধুর্য্য মানন্দামৃত সাগরং।
পরকীয়া মহাভাবা নমস্যা মরুসিকতা॥

পাষণ্ড লাগিয়া সদা ভয় লাগে চিত্তে। পাষণ্ড না রহে যথা গোবিন্দ চরিতে॥ তবে যদি তর্কে কেহ করে উপহাস। সর্ব্বথায় গলে সে বান্ধিল যমপাশ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তগণের যে করয়ে

দ্বেষ। নিন্দা কৈলে পিতৃ সঙ্গে পায় ঘোর ক্লেশ॥ বহু জন্ম নরক ভোগয়ে সেই পাপী। ঐছে কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত পরম প্রতাপী॥ এই কথা শাস্ত্রে শুনি বাঢ়িল আহ্লাদ। আরম্ভ করিনু গ্রন্থ ভাঙ্গিল বিবাদ॥ দোষ না লইহ প্রভু বৈষ্ণব গোসাঞি। তোমা সবা বিনু মোর অন্য গতি নাই॥ শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম এই মাত্র জানি। যেই উঠে মনে সেই সত্য করি মানি॥ তাঁর পদে।ব শ্বাস লব নাহিক আমার। তথাপিহ লোভ বাঢ়ে চরিত তাঁহার শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিয়া বন্দন। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু কৃষ্ণলীলা ক্রম॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান। ইহাতে জড়িত চিত্ত নাহি সমাধান॥ ইহা সমাধান বিনু নহে কৃষ্ণভক্তি। ভক্তিহীন জনের লীলা বর্ণনে কি শক্তি॥ চিত্ত প্রবোধ মাত্র যে তে মতে করি। যাতে সুখী হয় মন সেই অনুসারি॥ যেই লীলা ব্রহ্মা শিব শেষ অগোচর। ব্রজবাসী জনে মাত্র সম্বন্ধ গোচর॥ বিধি ভক্ত্যে না মিলয়ে এই কৃষ্ণলীলা। রাগাত্মিকা জনে মাত্র করে নানা খেলা॥ কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান কভু নাহি করে। দেখিলে সে জীয়ে সব না দেখিলে মরে॥ আত্মসুখ দুঃখে কার নাহিক বিচার। কৃষ্ণ সুখ লাগি সবে করয়ে আচার॥ আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহিলে কি হয়। যার মনে উপজয়ে সেই সে বুঝয়॥ বড় রসময় কথা লোক অগোচর। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পর॥ পরম লালসা মূল্যে সেই প্রেম মিলে। বেদ অগোচর কথা মহাজনে বলে॥ দন্তে তৃণ ধরি মুঞি কহোঁ বারবার। যত্নকরি এই গ্রন্থ করিবে বিচার॥ পয়ার বলিয়া মনে না করিবে হেলা। শ্লোক প্রবন্ধে

কহে এইমত খেলা ॥ শ্লোকের অর্থের কথা কিছুই না জানো। যেই উঠে মনে সেই সত্য করি মানো ॥ অত্যন্ত নিগূঢ় কথা বহির্ম্মুখ স্থানে। যত্ন করি রাখিবে ইহা করিয়া গোপনে ॥ আপন সংপ্রদা বিনে অন্যে না কহিবে। এই মোর নিবেদন বিচার করিবে॥ বৈষ্ণব চরণে মোর একান্ত শরণ। এই সে ভরসা সবে সংসার তারণ ॥ আমি লিখি কহি মাত্র অভিমান করি। যেই কহান কৃষ্ণ তাহা উঠয়ে উচ্চারি। রাধা কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এযদুনন্দন কহে গোবিন্দ বিলাসে ॥

তথাহি।

রাত্র্যন্তে ত্রস্ত বৃন্দেরিত বহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীর শারী পদ্যৈ
হৃদ্যৈরহৃদ্যৈ রপিসুখশয়নাদুত্থিতৌতৌসখীভিঃ। দৃষ্টৌহৃষ্টৌ
তদাত্বোদিতরতি ললিতৌ কক্খটীগীঃ সশঙ্কৌ রাধাকৃষ্ণৌ
স তৃষ্ণাবপি নিজ নিজ ধাম্ন্যাপ্ত তল্পৌ স্মরামি ॥

অস্যার্থঃ। । রাত্রি শেষে শুক শারী আদি পক্ষগণ। বৃন্দার নিদেশে শব্দ করে বিলক্ষণ ॥ রাধাকৃষ্ণ জাগিলেন সে ধ্বনি শুনিঞা। রসের আবেশে তভু রহিলা সুতিয়া ॥ নানা পদ্য হৃদ্য আর অহৃদ্য বচন। কহি শুক শারী জাগাইল দুই জন ॥ শয্যায় বসিলা উঠি কিশোর কিশোরী। আনন্দে মগন দোঁহে দোঁহা মুখ হেরি ॥ এইকালে সখিগণ করিলা প্রবেশ। দরশনে বাঢ় গেল আনন্দ বিশেষ ॥ নানা পরিহাস কথা নানান চাতুরি। নিমগন হৈলা দেখি সে রস মাধুরি ॥ কক্খটী কহিলা তবে জটিলা আইলা। তার বাক্যে রাধাকৃষ্ণ সখী চমকিলা। তবে দোঁহে গেলা নিজ নিজ গৃহ মাঝে। তৃষিত অন্তরে দোঁহে

সুতে নিজ সেজে।।রসের অলসে দুহু সুখে নিদ্রা যায়।হেম মণি মরকত জনু এক ঠায়।। সেবাপরা যেই সেই সময় জানিঞা। যার যেই সেবা হয় করে হর্ষ হৈয়া।। নিশা অবসানে পক্ষ জাগিল সকলে। মুক হৈয়া আছে সবে নিজ২ স্থলে।। রাধাকৃষ্ণে জাগাইতে উৎকণ্ঠা অন্তরে। বৃন্দা আজ্ঞা বিনে শব্দ করিতে না পারে।। তবে বৃন্দাদেবী যবে আজ্ঞা দিল তারে। ক্রীড়ার নিকুঞ্জ বেঢ়ি সবে শব্দকরে।। দ্রাক্ষা বৃক্ষে শারী আর দাড়িম্ব বৃক্ষে কীর। কোকিলা কোকিলী ডাকে আম্রবৃক্ষে স্থির।। পিলু বৃক্ষে কপোত আম্র প্রিয়কে ময়ূর। লতাতে ভ্রমরি গুঞ্জে ভুবি তাম্রচূড়।। ভ্রমরার শব্দ যেন মদনের শঙ্খ। ভ্রমর ঝঙ্কৃতি রতি ঝল্লরী প্রবন্ধ।। কুসুমিত কুঞ্জে শয্যা কুসুম রচিতে। মকরন্দ লুব্ধ আলি ফিরে চারি ভিতে।। পিকশ্রেণী গান যেন মন্মথের বীণা। তার স্বরে শব্দ মধুরস পরবীণা।। কোকিলীর গান যেন বিপঞ্চির ধ্বনি। কোকিলার কাছে গায় মন মোহে শুনি।। আম্রের মুকুল খাঞা কণ্ঠ পুষ্ট হৈয়া। গান করে রাধাকৃষ্ণ প্রবোধ লাগিয়া।। কন্দর্প ব্যাঘ্ররাজ কপোত ফুৎকার। মান মৃগী লাজ বুক ভাঙ্গে গোপীকার।। গোপীগণ ধৈর্য্য ধর্ম্মচর্য্যা দূর করে। ঐছন মধুর ধ্বনি কপোত আচরে।। ময়ূর ময়ূরী কথা কহে রসময়। রাধা ধৈর্য্য ধরাধর কে আছে চালয়।। কৃষ্ণ বিনে অন্য কেহো নারে চালিবারে। কৃষ্ণ মত্ত হস্তি বশ করে প্রেমডোরে।।রাধা বিনু কৃষ্ণ আর কারো বশ নয়। কেকা২ শব্দে তারা এই কথা কয়।। হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত উচ্চারে বেদধ্বনি পারা। কুঃকুকু শব্দ ছলে কহে তাম্রচূড়া।। এইমত পক্ষগণের

কোলাহল হৈতে। জাগিলেন রাধাকৃষ্ণ দুহু অবিদিতে।। দৃঢ় আলিঙ্গন ভঙ্গে কাতর হইয়া। কপট নিদ্রার ছলে রহিলা সুতিয়া।। সুবর্ণ পিঞ্জরে আছে গৃহের শারিকা। অতি সুপণ্ডিতা সেই দয়িত রাধিকা।। নিশাকেলি সাক্ষী সেই সব লীলা জানে। কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচনে।। জয়২ কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলের বন্ধু। জয় বৃন্দাবননাথ জয় রসসিন্ধু।। রসভরে শ্রান্ত কান্তা জাগিয়া জাগাও। শশিকম্প শয্যা ছাড়ি নিজ গৃহে যাও।। উদয় হইল পূর্ব্বে তৎকাল অরুণ। তরুণি নিচয়ে যেই বড় অকরুণ।। অতএব যমুনার তটশয্যা হৈতে। নিভৃতে উচিত হয় নিজ গৃহে যাইতে।। কমল বদনী তুয়া কিছু দোষ নাই। নিশান্তে শয়ন অঙ্গ আলস ঘুচে নাই।। তোমার সুখের বৈরি অরুণ উদয়। চন্দ্রাবলী সখীপ্রায় মোর মনে লয়।।রজনী গমন কৈল প্রভাত হইল সূর্য্যের মণ্ডল শীঘ্র উদয় করিল।। শীতল পল্লব শয্যা শয়ন ছাড়িয়া। স্বগৃহে শয়ন কর তৎকাল যাইয়া।। তবে কীররাজ কহে কৃষ্ণ জাগাইতে। প্রগাঢ় গরিমা প্রেম লাগিলা কহিতে।। বিচক্ষণ নাম তার বাক্য পটু বড়। দীপ্ত প্রসন্ন কথা পদ্য কথা দড়।। কৃষ্ণ প্রবোধন দক্ষ উদ্ভট বচনে। অতি হৃষ্ট হয় কৃষ্ণ সে কথা শ্রবণে।। জয়২ গোকুল মঙ্গল সর্ব্ব মূল। জয় ব্রজ রমণীর প্রাণ সমতুল।। জয় ব্রজাঙ্গনা অলি কমল বিরাজ। জয়২ অচ্যুতানন্দ জয় ব্রজরাজ।। জয়২ লতাগণ সকলআনন্দ। জয় বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্ব রসকন্দ।। প্রাতঃকাল হৈল জানি সব ব্রজবাসি। তৃষিত নয়নে তোমা দেখিবারে আসি।। সকল গোষ্ঠের তুমি জীবনের জীবন। তোমা না দেখিলে প্রাণ না যায় ধরণ।।

দেখ পূর্ব্বদিগে কৃষ্ণ নায়িকা সমানে।সূর্য্যের মণ্ডল যেন নায়ক গমনে ।। দেখিয়া পাইল লজ্জা,আপন অন্তর। তৎকাল উত্থান কৈল অরুণ অম্বর ।। অতএব কুঞ্জশয্যা নিদ্রা তেয়াগিয়া। গৃহেতে গমন কর প্রিয়ারে লইয়া।। সূর্য্যের উদয় মনে চমৎকার পাঞা। চন্দ্রের মণ্ডপ গেল বনিতা লইয়া ।। রজনী চলিয়া গেল আপন আলয়। বিহঙ্গ বনিতা সঙ্গে নদীতটাশ্রয়।। চক্রবাকী এক নেত্র চক্রবাকে ধরে। আর এক নেত্র ধরে অরুণ পটলে।। সূর্য্যের কিরণে পেচা তরুর কোটরে। প্রবিষ্ট হইব করি অনুবন্ধ করে।। অতএব কৃষ্ণ কুঞ্জে নিদ্রা তেয়াগিয়া। ঘরেতে গমন কর কান্তারে লইয়া।। বৃন্দা পঢ়াঞাছে,শারী পদ্য কথা সার। রাধিকাতে স্নেহ বড় কহে বার২।। কলবাক সূক্ষ্ম ধীমান প্রেমোৎফুল্ল তনু। পটুবাক্য কহে অতি বেদধ্বনি জনু।। জিহ্বা রঙ্গভূমে বাণী নৃত্য করাইতে। স্নেহ মধুমত্ত হৈয়া লাগিলা কহিতে।। নিজ২ ঘরে দোঁহে করুহ গমন। এই মনে করি কহে মধুর বচন।। ব্রজপথে ব্রজবাসী যাবৎ না যায়। তাবৎ রাধিকা শীঘ্র যাহ নিজালয়।। সুন্দর বদনী তেজ ত্বরিতে শয়ন। তৎকাল গমন কর আপন ভবন।। উদয় পর্ব্বতে সূর্য্য গমন করিল। ত্বরিতে কিরণ তার উদয় হইল।। অলস নিকুঞ্জ ছাড়ি নিজ গৃহে যাহ। প্রাতঃকালোচিত কৃত্য করিবারে চাহ।। কৃষ্ণকে জাগাহ রতি অলসল অঙ্গ। অতি শীঘ্র তেজ ধনী নিদ্রা সুখ রঙ্গ ।। রাধাকৃষ্ণ জাগিয়াছেন দুঁহে অগোচর। দুহুঁ দুহুঁ ত্যাগ ইচ্ছা না হয় অন্তর ।। কৃষ্ণ জানুপরি রাই নিতম্ব আলম্ব। বক্ষস্থলে কুচযুগ মুখে মুখালম্ব।। কণ্ঠে ধরি ভুজলতা

কৃষ্ণ ভুজে ধীর। রহিয়াছে যেন মেঘে বিদ্যুল্লতা থীর॥ গোষ্ঠ গন্তমনা কৃষ্ণ উৎকণ্ঠা অন্তরে। রাই অঙ্গ সঙ্গ গাঢ় আলিঙ্গন করে॥ সঙ্গ ভঙ্গ কাতর কৃষ্ণ বিশৃঙ্খল মন। কপট নিদ্রার ছলে করেন শয়ন॥ দক্ষ নামে কীর কৃষ্ণ লীলা যে রচয়। লক্ষ লক্ষ শ্লোক পঢ়ে পণ্ডিত সে হয়॥ প্রফুল্লিত পাখা কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দে। কহিতে লাগিলা তিহোঁ নানা পদ্য ছন্দে॥ যাবৎ জননী তোমার গৃহেতে যাইয়া। এই সব কর্ম্ম করে সচকিত হৈয়া॥ তোমার নিদ্রা ভঙ্গ ভয় দধির মন্থনে। দাসীকে নিষেধ করে করিয়া যতনে॥ তাবৎ নিভৃতে তুমি যাহ নিজ ঘরে। সেখানে শয়ন কর আনন্দ অন্তরে॥ কালিন্দী আদি করি যত গাবীগণ। সবেই করিছে তব পথ নিরীক্ষণ॥ স্তব্ধ কর্ণ ঊর্দ্ধ মুখে স্তন দুগ্ধভরে। পীড়া পায় তবু বৎস আহ্বান না করে॥ তুমি গেলে তা সবার দুঃখ যায় দূর। তৃষার্থ বাছুরে পীয়ে তবে দুগ্ধপূর॥ প্রাতঃকৃত্য করি পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী। যাবৎ মিলিতে না যায় তোমার জননী॥ তোমাকে দেখিতে যাবৎ তোমার মন্দিরে। প্রবিষ্ট না হয় তাবৎ যাহ নিজ ঘরে॥ কীর বাক্য শুনি গোষ্ঠ গমনে সত্বর। উঠিলেন শয্যা হৈতে শ্যামল সুন্দর॥ অল্পে২ প্রিয় অঙ্গ হৈতে অঙ্গ লৈয়া। প্রিয়া অঙ্গ শোভা দেখে শয্যাতে বসিয়া॥ পূর্ব্বেই জাগিয়াছেন সব সখীগণ। বৃন্দা সঙ্গে দেখে কুঞ্জ ছিদ্রেতে আনন॥ প্রাতঃকাল হৈল দেখি সশঙ্ক হইয়া। দেখয়ে দোঁহার শোভা নয়ন ভরিয়া॥ রাধিকার রতিভরে উদ্ধত কলাপিনী। সুন্দরী নাম তার ময়ূর রমণী॥ ময়ূরের সঙ্গ ছাড়ি শীঘ্র তাঁহা আইলা।

রতি মন্দিরাঙ্গনে সে আসিয়া রহিল।। কদম্বের বৃক্ষ হৈতে ময়ূর নাম্বিল। তাণ্ডবিক নাম তার নাচিতে লাগিল।। কৃষ্ণেতে তাহার প্রেম কহনে না যায়। কৃষ্ণবর্ণ দেখি নাচে আনন্দ হিয়ায়।। রঙ্গিণী হরিণী নাম রাধার সহচরী। কুঞ্জদ্বারে আইলা নিজ পতি পরিহরি।। চঞ্চল নয়নে দেখে দুহুঁ মুখ শোভা। মাধুর্য্য দেখিয়া বাঢ়ে হৃদয়ের লোভা।। সুরঙ্গ হরিণী আইলা কৃষ্ণপ্রাণ যার। কুঞ্জদ্বারে দেখে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের সার।। তবে সখিগণে দেখি দুহুঁকা সুসমা। অন্যোন্যে কহে কথা মাধুরী ঘটনা।।

যথা রাগ।

ত্রিপদী। তবে কৃষ্ণ উঠি বৈসে, মৃদু মন্দ২ হাসে, করি নিজ বাহু প্রসারণে। রাঁইরে আনিয়া কোলে, আঁখিভরে হর্ষজলে, মাধুরা দেখয়ে দুনয়নে।। সখিহে দেখ রাধা মাধব পিরিতি। সব রাত্রি বিহরিলা, তথাপি তৃষিত ভেলা, প্রতিক্ষণ নবীন আরতি।। ধ্রু।। ছলে রাই নিদ্রা যায়, চক্ষু নাহি প্রকাশয়, জাগিয়া আছয়ে অনুমানি। কৃষ্ণ নিরীক্ষয়ে শোভা, সঘন নয়ন লোভা, ধনী চক্ষু প্রকাশে তখনি।। প্রভাতে কমল পারা, মুখপদ্ম মনোহরা, তাতে চক্ষু খঞ্জন যুগল। তাহাতে ঘূর্ণায়মান, রসের অলস কাম, অলিকে অলকা ভৃঙ্গচল।। কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখি, দিয়া আপনার আঁখি, ভ্রমর যুগল মত্তরাজ পান করে মুখী শোভা, মকরন্দ মনোলোভা, অতিশয় সতৃষ্ণার কায।। তবে রাই উঠি বৈসে, বাহু দুই পরকাশে, অঙ্গুলী মোড়িয়া অঙ্গ মোড়ে। বদনে উঠয়ে হাই, দশন কিরণ ছাই, দেখি কৃষ্ণ হরিষ বিহ্বলে।। তবে পুনঃ কৃষ্ণচন্দ্র, হাসে মৃদু

মন্দ২, রাই লঞা আপনার কোলে। উত্তান শয়নে রাখি, দেখে শোভা দিয়া আঁখি, নিমগন আনন্দ হিল্লোলে ॥ রাই মিথ্যা করি কান্দে, হাসে মৃদু মন্দ ছান্দে, কেশ অর্দ্ধ খসে অগ্রভাগে। বিমর্দ্দিত পুষ্পমালা, চন্দন কুঙ্কুম ধূলা, মণিহার ছিণ্ডি রহে অঙ্গে ॥ অলসে ঘূর্ণন আঁখি, মিলি ক্ষণে মৃদু দেখি, এইমত বদন সুসমা। একে কেলি শ্রান্ত অঙ্গ, তাহাতে লাবণি ভঙ্গ, দেখি কৃষ্ণ আঁখি নাহি ক্ষমা ॥ স্বর্ণপদ্ম জিনি অঙ্গ, আছে কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ, সুরত অলস ভেল তায়। নবীন তমাল জিনি, কৃষ্ণ অঙ্গ সুশাজনি, তাহে রাই স্বর্ণলতা প্রায় ॥ দামিনী জলদে যদি, স্থির রহে নিরবধি, তবে রাধাকৃষ্ণের সুসমা। বেকত করিয়া কহি, দিতে আর স্থান নাহি, তবে সে কহিয়ে সেই সমা ॥ মকর কুণ্ডল দোলে, কৃষ্ণের শ্রবণ মূলে, চর চর গণ্ডের লাবণি। মুখে মৃদু মন্দ হাসি, উগরে অমিয়া রাশি, মদালসে নয়ন সোহনি ॥ ললাটে অলকা দোল, যেন ভৃঙ্গ পাঁতি ভোল, মুখপদ্ম শোভা মধুপানে। মুখ দশনেতে ক্ষত, অঞ্জনে মলিন মত, ওষ্ঠাধর ভৈগেল রঞ্জনে ॥ এইরূপে কৃষ্ণের মুখ, দেখি ধনী পাইল সুখ, পুনঃ উনমনা বিলসিতে। নয়নে২ দুহু, অকলোক লহু লহু, লজ্জা পাঞা করিল কুঞ্চিতে ॥ তাহাতে ঈষৎ হাসি, দেখি রাই মুখশশী, গোবিন্দের অতি তৃষ্ণা হৈল। পুনঃ বিলাসের লাগি, মনে মনমথ জাগি, তাহে তাহা আরম্ভ করিল ॥ নিজ বামহস্ত তলে, ধরে রাই বেণী মূলে, চিবুক ধরয়ে অন্য করে। রাই হাস্যগণ্ড শোভা, দেখি কৃষ্ণ হঞা লোভা, হাসি২ চুম্বয় কপোলে ॥ কৃষ্ণাধরস

পরশ, কেবল অমিয়া রস, পাইয়া আনন্দ সিন্ধু মাঝে। মগন হইল ধনী, ঢুলায় সঘন পাণি, অলস কুঞ্চিত চক্ষুলাজে ॥ নহি২ কহে ধনী, আনন্দে গদ্গদ্ বাণী, মুচকি২ হাসে তায়। দেখিয়া সখির আঁখি, হইল পরম সুখী, এযদুনন্দন দাসে গায় ॥

পয়ার। প্রাতঃকাল হৈল দেখি শঙ্কা সখিগণে। প্রবিষ্ট হইলা কুঞ্জে সহাস্য বদনে ॥ কেহ২ আগে চলে কেহ২ মাঝে। এইরূপে হরিষে সখী হাসাবার কাযে ॥ একত্র আছয়ে দোঁহে নিগূঢ় বিলাসে। হেনই সময়ে তাহাঁসবেই প্রবেশে ॥ সখিগণের হাস্য দেখি রাধা সুবদনী। চঞ্চল নয়ন ভেল কৃষ্ণ ইহা জানি ॥ দ্বিগুণ ধরিল তারে ভুজলতা দিয়া। কৃষ্ণ বক্ষস্থলে রাই রহিল লাগিয়া ॥ ত্বরাতে উঠিল ধনী পীতবস্ত্র লয়া। আচ্ছাদন কৈল বপু সেই বস্ত্র দিয়া ॥ কৃষ্ণ বামপার্শ্বে রাই রহে লজ্জা পায়া। সখী মুখ নিরীক্ষয় চঞ্চল হইয়া ॥ তবে সব সখী দেখি দুহুক সুষমা। সে সব শোভার মাত্র তাঁরাই উপমা ॥ দুহুক অধরে শোভে দশনের চিহ্ন। বিলাসে অলস দৃষ্টি দুহু পর বীণ ॥ নখাঙ্কুশ শোভে ভাল দুহু কলেবর। পত্রাবলি বিগলিত কৈল শ্রমজল ॥ শ্লথবস্ত্র কুন্তল টুটল দুহুঁ হার। পুষ্পমালা ছিড়িয়াছে যত রত্নমাল ॥ এই শোভা দেখি সবে হরিষ পাইল। সেই সে সুখের সাক্ষী যে তাহা দেখিল ॥ তবেত শয্যার শোভা দেখি সখীগণ। বিপরীত কেলি কথা কহিল তখন ॥ মধ্যে কৃষ্ণ অঙ্গ তাতে কুঙ্কুম লাগয়। দুইপার্শ্বে রাধা পদ যাবক শোভয় ॥ সিন্দূরে চন্দনকণা কাজরের বিন্দু। নানা চিত্র কৈল যেন তপ্ত পূর্ণ ইন্দু ॥ পুষ্প সব ম্লান আর তাম্ব

লের রাগ । অঞ্জন শোভয়ে আর কুঙ্কুমের দাগ ।। শ্রীরাধিকার
অঙ্গে যেন কৃষ্ণ অঙ্গ চিহ্ন । এইমত পুষ্প শয্যা বিলাসের সীম
অল্পাক্ষরে সখী কাছে কহয়ে গোবিন্দ । শুনিঞা মগন ধনী
লজ্জার আনন্দ।।আপনার বক্ষ কৃষ্ণ ইঙ্গিতে দেখায় । রাইভাব
সাবল্যতা দেখিবারে চায় ।। অন্য উপদেশে কহে চাতুরী বচন
দেখ২ সখীগণে আর বিলক্ষণ ।। চন্দ্র যদি দিবা ছাড়ি করিল
গমনে । ভয়ে শত চন্দ্র রেখা লেখয়ে গগণে।। সখী আগে
কৃষ্ণ কথা শুনি বিনোদিনী । কুঞ্চিত চঞ্চল চক্ষু হর্ষিত বয়ানী ।।
বিকসিত গণ্ডস্থল ভ্রু ভঙ্গি করিয়া ।হানিল কটাক্ষবাণ কৃষ্ণে নির
ক্ষিয়া ।। হইলা উল্লাস আর বাস্প মুকুলিত । স্বেদ আর্দ্র অরু
ণান্ত লজ্জায় পূরিত ।। শঙ্কা চাপল্য আর চকিত ভঙ্গুর । ঈর্ষা
স্মের আদি সব ভাবের অঙ্কুর ।। এইমত রাধা দৃষ্টি ক্ষণেকে
হইল । দেখিয়া গোবিন্দ মনে আনন্দ বাঢ়িল।।প্রাতঃকালেঐছে
দুহুঁ অঙ্গের মাধুরী । নানারঙ্গ ভঙ্গি কত বচন চাতুরী ।। সখী
গণ সঙ্গে মগ্ন সুখাব্ধি তরঙ্গে । বিস্মৃত হইল গোষ্ঠে গমন প্রস
ঙ্গে ।। তবে বৃন্দাদেবী চিত্তে সঙ্কোচ পাইলা । শুভাখ্যা শারি
কে দৃষ্টে ইঙ্গিত করিলা ।। ইঙ্গিতজ্ঞা বড় সেই শারী সুপ
ণ্ডিতা ।কহে গুরু পতি হাস্য নিবারণ কথা ।। গোষ্ঠ হৈতে তুয়া
পতি ক্ষীর ভাণ্ড লৈয়া । আইলেন উঠ রাধে বাস্ত পূজ গিয়া ।।
এই কথা যাবৎ তোমার পতির জননী । নাহি কহে তাবৎ হও
ত্বরিত গমনী ।। কুঞ্জশয্যা ছাড়ি যাও আপন আলয় । কালো
চিত কর্ম্ম কর যেই যাহা হয় ।। তারা নিজপতি লঞা রজনী
বিলাসা করি লুকাইল গিঞা সংপ্রতি আকাশ ।। চন্দ্রপথ অরুণ
কৈল রবির কিরণে । রাজপথে হৈল এবে জনের গমনে ।।

কুঞ্জপথ ছাড়ি এবে শুনহ শরলা। ঘরপথে যাইতে দেখি এই ভাল বেলা ॥ শুনহ অহে কৃষ্ণ কি তুয়া চরিত। লোক লজ্জা ধর্ম্মকর্ম্মে নাহি মান ভীত ॥ পতি কটুমতি অতি শাশুড়ী দুর্জ্জনা। শঙ্কাপঙ্কে থাকে ধনী সঘন মগনা ॥ ননদী কণ্টকী আর দুর্জ্জনের বাণী। প্রাতে নাহি ছাড় রাধা কি বিচার জানি ॥ শারিকা বচন শুনি রাধা বিনোদিনী। সঙ্কোচ হইল মনে প্রাতঃকাল জানি ॥ মন্দর পর্ব্বত ক্ষীর সমুদ্র পতনে। ক্ষুব্ধ হয় তাতে ঐছে মহা মীনগণে ॥ ঐছন রাধিকা মন নয়ন ঘুরয় বিচ্ছেদে দুঃখিতা শয্যা হইতে উঠয় ॥ চঞ্চল নয়নযুগ দেখিয়া রাধার। তৎকাল উঠিলা কৃষ্ণ জানিয়া বিচার ॥ অতি সূক্ষ্ম নীলবস্ত্র অঙ্গেতে ধরিয়া। চলিলেন নিজ গৃহে বিমনা হইয়া ॥ দুহুঁ বস্ত্র পরিবর্ত্ত দোহার হইলা। হস্ত অবলম্বি কুঞ্জ বাহিরে আইলা ॥ বামহস্ত পদ্মে রাধার হস্ত পদ্ম ধরি। দক্ষিণ হস্তেতে বেণু ধরয়ে মুরারি ॥ এইমত চলে দুহুঁ উপমা কি হয় বিদ্যুৎমালা সঙ্গে যেন মেঘের উদয় ॥ সুবর্ণ ভৃঙ্গার কেহ হাতেতে ধরিল। স্বর্ণদণ্ড বিজন অন্য কোন সখী নিল ॥ দর্পণ লইল কেহ মলয়জ পাত্র। কুঙ্কুমের পাত্র কেহ তাম্বুলের পাত্র ॥ পিঞ্জরস্থ শারিকা লইল কোন সখী। হরষিত হঞা সবে চলে গৃহোন্মুখি ॥ সিন্দূরের পাত্র তবে লয় অন্য জন। অদ্ভুত গঠন তার শুন বিবরণ ॥ কাঞ্চনের তলা তার ঢাকনি নীলমণি। কুচ যুগ শোভে যেন প্রথম গুর্ব্বিণী ॥ আলিঙ্গনে ছিন্ন যেই মুকুতার হার। কুড়ায়ে অঞ্চলে বান্ধে কোন সখী আর ॥ বিহারে খসিয়াছে তাড়ঙ্ক শয্যায়। লঞা রাই কর্ণে রতি মঞ্জরী পরায় শয্যা মধ্যে কঞ্চুলিকা লইয়া ত্বরিত। প্রিয় নর্ম্ম সখীগণে করি

য়া গোপিত।। শ্রীরূপ মঞ্জরী দিল রাধিকার করে। তাহা পাঞা রাই সুখি তার মুখ হেরে।। চর্ব্বিত তাম্বূল ছিল শয্যার সমীপে। গুণ মঞ্জরীকা সখি লইল নিভৃতে।। ভক্ষণ করিলা সবে আনন্দিত হঞা। এইরূপে সুখে মগ্ন হৈল তার হিয়া।। কুঙ্কুম চন্দন পঙ্ক আর পুষ্পমালা। শয্যাতে পড়িল যেই লইল মঞ্জুলা।। তাহা আনি দিল সেই প্রতি সখি অঙ্গে। এই মত কুঞ্জ দ্বারে সবে আইলা রঙ্গে।। মেঘাম্বর দেখি সবে কৃষ্ণের শরীরে। পীতাম্বর দেখে রাধা বিনোদিনী ধরে।। অন্যান্যে হাসে হস্তে আচ্ছাদিয়া মুখ। চঞ্চল চক্ষের ভঙ্গী কথা রস সুখ সখী পরিহাস ভঙ্গী দেখি রাধাকৃষ্ণ। অন্যান্য প্রফুল্ল মুখ দেখি নেত্র তৃষ্ণ।। উছলিল প্রেম সুখ সমুদ্র তরঙ্গ। নিমগন ভেল দুহু হর্ষ স্তব্ধ অঙ্গ।। ঘনশ্যামবর্ণ কৃষ্ণের সূক্ষ্ম নীলবাস। লেখা নাহি যায় অঙ্গ বস্ত্র এক ভাষ।।গৌর অঙ্গ রাধিকার পীত বস্ত্র চীর। পরিচয় নহে অঙ্গ বস্ত্র ভেল মিল।। শঙ্খ মধ্যে দুগ্ধ যৈছে নহে ভিন্ন জ্ঞান। ঐছন দুহুক অঙ্গে বস্ত্র সন্নিধান।। রাধা কৃষ্ণ লীলামৃত আস্বাদ করিতে। বিঘ্ন কৈল প্রাতঃকাল অরুণ উদিতে।। জানিয়া ললিতা সখী নিন্দয়ে অরুণ। না জানয়ে রস কথা না জানে করুণা।। প্রতি সঙ্গে প্রাতে লীলা করে শ্রেষ্ঠ নারী। ভঙ্গ পাপে হৈল পাদ গলিত তাহারি।। তথাপিও প্রতি দিন করে রসভঙ্গ। জানিল দুস্ত্যজ্য নিজ স্বভাব তরঙ্গ।। শুনিয়া ললিতা দেবীর উপহাস বাণী। কহিতে লাগিলা তবে রাধা বিনোদিনী।। অরুণে অরুণ দৃষ্টি আকাশে করিয়া। মৃদু মন্দ বাক্য কহে ঈষৎ হাসিয়া।। পদ হীন তথাপিহ আকাশ লংঘিয়া। উদয় করয়ে অতি প্রভাতে আসিয়া।। দুই উরু অরু

ণের থাকিত বা যবে। রজনী বলিয়া নাম না থাকিত তবে॥ মনোরম প্রাতঃকালের শোভা দেখি হরি। পান কৈল রাধিকার বচন মাধুরী॥ হর্ষ উন্মাদে গোষ্ঠ গমন পাসরি। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ রাধা মুখ হেরি॥ দেখ রাধে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব দিগ রাগ। অন্য কান্তা সঙ্গে কান্ত কান্তা অনুরাগ॥ দেখিয়া যেমন হয় অরুণ বয়ান। এইমত পূর্ব্বদিগ অরুণ সন্ধান। অন্য দিগ সঙ্গ করি সূর্য্য আইলা প্রাতে। দেখিয়া কষায় ঈর্ষা পূর্ব্ব দিগ তাতে॥ নলিনীর উপহাসে লাজে কুমদিনী। সঙ্কোচ হইল পত্র ম্লান অনুমানি॥ কহয়ে নলিনী শুন অহে কুমদিনী। চন্দ্র তুয়া কান্ত এবে খাইল বারুণি॥ পড়িয়া রহিল গিয়া সেই অস্তাচলে। তমোহন্তা শ্রান্ত হৈয়া কাহে ঐছে করে॥ তমো ক্ষয় চন্দ্র দেখি কোকিল চকিত। পুনঃ দেখে পূর্ব্বদিগে অরুণ উদিত॥ কুহু শব্দে অমাবস্যা ফুকরয়ে নীত। নিজ বণ অন্ধকার কুহু এক মিত॥ রাহু সঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য গ্রাসের কারণে। ডাকে পিকু কুহুঽ তেঞি সে কারণে॥ আর দেখ বৃক্ষ লতা প্রফুল্লিত হৈল। ইহার কারণ শুন মনে যে লইল॥ নিজ কান্ত বসন্ত কাল সঙ্গ হৈল যবে। আনন্দ পাইল সব তরু লতা তবে কপোত ফুৎকার সহ বনের শীৎকার। কহিতে বাঢ়য়ে সুখ কৃষ্ণের অপার॥ কুমদিনী সঙ্গে অলি রজনী বঞ্চিয়া। প্রভাতে বিলাস চিহ্ন অঙ্গেতে করিয়া॥ আসিয়া করয়ে নতি নলিনীর কোষে। অন্য কান্তা ভুক্ত কান্ত যেন কৈল দোষে॥ অরুণের ছটা লাগে অরুণ কমলে। দ্বিগুণ অরুণ ভেল দেখ মনোহরে॥ দেখ চক্রবাকী মনে আনন্দ পাইয়া। চঞ্চুতে চুম্বয়ে চক্রবাক অনুমিয়া॥ কলস্বন নাম হংস নিজ হংসী তেজি। শব্দ করি

যায় নদী তটে যাই ভজি॥ তুণ্ডিকেরি নাম হংসী স্বামী ভুক্ত শেষ। মৃণাল ভক্ষয়ে শব্দ করয়ে বিশেষ॥ তুয়া মুখপদ্মে দৃষ্টি করিয়া একান্ত। যাইতে উৎকণ্ঠা করে যথা নিজ কান্ত॥ মলয় পবন বহে পদ্ম গন্ধ লঞা। লতিকা কুমারি নৃত্য শিক্ষায় গুরু হঞা॥ শীতল জলের সঙ্গে করয়ে বিহার। রমণীর মন স্বেদ আয়াস বিদার॥ এইমত রাধাকৃষ্ণ বাক্যের বিলাস। সহচরী সঙ্গে মগ্ন বিছুরল বাস॥ বনেশ্বরী চিত্তে প্রাতে হৈল চমৎকার। কক্খটীকে কহে দৃষ্টি ইঙ্গিত আকার॥ বৃন্দার ইঙ্গিত কথা কক্খটী ভাল জানে। কক্খটী বানরী কহে সুপদ্য বন্ধানে॥ রক্তবস্ত্র ধরি এই জটিলা আইলা। প্রাতঃসন্ধ্যা তপস্বিনী সতাং বন্ধ্যা হৈলা। ঊর্দ্ধ প্রসর্পণে যেন সূর্য্যের কিরণ। এইমত ক্রোধরূপে ত্বরিত গমন॥ জটিলা কুটিলা দুহুঁ নাম শুনাইতে। পড়িলেন রাধাকৃষ্ণ শঙ্কার পঙ্কেতে॥ বস্ত্র শ্লথ কেশ শ্লথ মালা ছিন্ন গলে। ভয় পাঞা সখীগণ ইতস্তত চলে বামে চন্দ্রাবলীগণে করে এক দৃষ্টি। ডাহিনে সভয় কান্তা নিরীক্ষয়ে ইষ্টি॥ সম্মুখে বৃদ্ধগণ আর পশ্চাতে জটিলা। সশঙ্ক হইয়া কৃষ্ণ এমত চলিলা॥ রাই মনে জটিলার হৈল আগমন। দ্রুতগতি ইচ্ছা হয় সঙ্কোচিত মন॥ উন্নত নিতম্ব আর পীন স্তনভার। হৃদয় সঙ্কোচ তাহে স্তম্ভের সঞ্চার॥ তৎকাল চলিতে নারে আকুল বিথারে। কেশ বস্ত্র শ্লথ তাহা ধরে নিজ করে॥ ভয়ে অনুরাগে ধূম চঞ্চল লোচনে। আগে রূপ মঞ্জরী চলে লোক নিবারণে॥ তার আগে যায় রতিমঞ্জরী সহায়। ভয়ে দৃষ্ট চঞ্চল চক্ষু সৈন্য আগে যায়॥ ইতস্তত ক্ষেপে নেত্র সেনাপতি রাজ। এইরূপে গেলা নিজ নিকেতন মাঝ॥ নিজ

নিজাঙ্গনে সবে চকিত হইয়া। পাদ বিক্ষেপণ করে মন্থর করিয়া ।। গুরুজন গৃহ দ্বারে সভয় চঞ্চল। নয়নে নিরখে আর গমন মন্থর ।। এইরূপে গেলা সবে না জানিল পরে। নির্ভয়ে প্রবেশ কৈল নিজ নিজ ঘরে ।। নিজ২ শয্যাতে রাধা কৃষ্ণের শয়ন। অন্যান্য তৃষ্ণা পুনঃ মিলনের মন ।। সখীগণ শয়ন কৈল নিজ২ ঘরে। অলসে আকুল হঞা সতৃষ্ণা অন্তরে ।। প্রতিকল্পে যেন হরি করেন শয়ন। সেখানে শয়ন করে যেন বেদগণ ।। গোবিন্দ চরিতামৃত কথা অনুপাম। অপূর্ব্ব রহস্য শুনি জুড়ায় মন কান ।। বিশ্বাস করিয়া যেই করয়ে শ্রবণ। ইহাতেই মিলে রাধাকৃষ্ণের চরণ ।। নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস। সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যদুনাথ দাস ।।

ইতি গোবিন্দ লীলামৃতে প্রথম সর্গঃ।

রাধাং স্নাত বিভূষিতাং ব্রজপয়াহুতাং সখিভিঃ প্রগে
তদ্গেহে বিহিতান্ন পাক রচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাং।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্ত ধেনু সদনং নির্ব্যূহ গোদোহনং
সুস্নাতং কৃত ভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথতঞ্চাশ্রয়ে ।।

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপাময়। পতিত পাবন প্রভু সদয় হৃদয় ।। জয়২ ব্রজবাসি কৃষ্ণ ভক্ত বৃন্দ। জয়২ রাধাকৃষ্ণ, নিত্য সুখানন্দ ।। শুন,সব লোক এই অদভুত কথা। রাধা কৃষ্ণ বিলাসের সুধাময়ী গাঁথা ।।

যথা রাগঃ। রাধাস্নাত বিভূষণ, নানা চিত্র বিলেপন, ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞার পালন। সঙ্গে করি সখীগণ, গেলা তাহার ভবন, প্রাতে কৈল কৃষ্ণের রন্ধন ।। কৃষ্ণচন্দ্র জাগি তথা, গেলা ধেনু শালা যথা, কৈলা তাঁহা গো দোহন কাযে। সব সখাগণ মেলা,

নানান্ কৌতুক কলা, পুনঃ আইলা স্নানবেদী মাঝে॥ তাহা কৈলা স্নান কায়, সঙ্গে নর্ম্ম সখা যান, ভোজন করয়ে রসময়। শয়ন হইল তবে, দাসগণ পদ সেবে, নানান কৌতুক ভাব হয়॥ রাই নিজ সখী সনে, কৃষ্ণের শেষান্নাশনে, ভোজন করিলা বহু রঙ্গে। তাহাতে বিশেষ যত, বিস্তারি কহিব কত, শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ছন্দে॥

পয়ার। প্রাতঃকালে নিত্যকৃত্য করি পৌর্ণমাসী। অচ্যুত জননী স্থানে মিলিলেন আসি॥ আসি দেখে নন্দালয় অতি মনোহর। প্রেমচন্দ্রে পূর্ণ পৌর্ণমাসী কলেবর॥ গোবৎস পূরিত স্থল নানা রত্নময়। গব্যের মন্থন বিন্দু লাগিয়াছে গায়॥ দুগ্ধ ফেণ সম শয্যা কোমল নির্ম্মল। তাতে সুইয়াছেন কৃষ্ণ শ্যামল সুন্দর॥ শ্বেতদ্বীপ প্রায় সেই আলয় দেখিয়া। রহিয়াছেন পৌর্ণমাসী হরষিত হঞা॥ ব্রজেশ্বরী দেখি পৌর্ণমাসী আগমন। অভ্যুত্থান করি তথা করিল গমন॥ ব্রজেশ্বরী যায়ে তাঁরে প্রণতি করিল। কৃষ্ণের মাতাকে তোহোঁ অলিঙ্গন কৈল আশীর্ব্বাদ করি তারে পৌর্ণমাসী বলে। পতি পুত্র ধেনুগণের পুছয়ে কুশলে॥ তেহো কহেন কুশল সব তোমার প্রসাদে। চল পুত্র দেখি ভাঙ্গি মনের বিবাদে॥ এত বলি দোঁহে অতি উৎকণ্ঠিত হয়ে। কৃষ্ণ শয্যালয় গেলা দর্শন লাগিয়ে॥ হেনই সময়ে সব কৃষ্ণ সখাগণে। আসিয়া ডাকয়ে কৃষ্ণে রহিয়া অঙ্গনে গোভদ্র ভদ্রসেন সুবল স্তোককৃষ্ণ। অর্জুন শ্রীদাম আর উজ্জ্বল সতৃষ্ণ॥ দাম কিঙ্কিনী আর সুদামাদি সখা। সবেই আইল তারা কে করিবে লেখা॥ বলরাম অঙ্গনে তোমার এখন শয়ন। প্রভাত হইল তবু না হয় চেতন॥ সখাগণ বাক্যে কৃষ্ণের নিদ্রা

ভঙ্গ হৈল। জানিলেন সব সখা অঙ্গনে আইল॥ হিহি২ শব্দে মধুমঙ্গল উঠিলা। গমন স্খলনে কৃষ্ণ নিকটে আইলা॥ নিকটে যাইয়া বটু উচ্চ করি ডাকে। উঠ উঠ উঠ কৃষ্ণ চলহ গোষ্ঠকে॥ তার বাক্যে গতনিদ্রা কৃষ্ণের হইল। ঘূর্ণ পূর্ণ চক্ষে তবু উঠিতে নারিল॥ ক্ষীরোদকশায়ী যেন রতন মন্দিরে। অনন্ত রতন শয্যায় যোগনিদ্রা ছলে॥ প্রলয়কাল অবসানে বেদমতা যায়ে চেতন করায় তারে স্তবন করিয়ে॥ এইমত ইহা এই ব্রজেশ্বরী মাতা। জাগায়েন কৃষ্ণচন্দ্রে সস্নেহ মমতা॥ পর্য্যঙ্ক উপরে দিল নিজ বামকর। অঙ্গভার দিল সেই হস্তের উপর॥ অন্য হস্ত পদ্মনালে কৃষ্ণ প্রতি অঙ্গ। ও মুখ দর্শনে বাঢ়ে প্রেমের তরঙ্গ॥ নয়নে আনন্দ জল বহে অবিরাম। স্তনদুগ্ধ ধারায় সেই শয্যা কৈল স্নান॥ বাৎসল্যে ব্যাকুলা হয়ে গদ২ বাণী। উঠ পুত্র মুখপদ্ম দেখুক জননী॥ তোমার নিদ্রার ভঙ্গ ভয়ে তুয়া পিতা। আপনেই গোষ্ঠে গেলা গাবী বৎস যথা॥ উঠ পুত্র কর নিজ মুখ প্রক্ষালন। সখা সঙ্গে যায়ে কর গাবীর দোহন॥ বলরামের নীলবস্ত্র কেনে তোমার অঙ্গে। এতবলি সেই বস্ত্র নিরখয়ে রঙ্গে॥ অঙ্গে হৈতে নীলবস্ত্র ধনিষ্ঠাকে দিলা। নখক্ষত অঙ্গ দেখি কহিতে লাগিলা॥ দেখ পৌর্ণমাসী অঙ্গ অতি সুকোমল। তুলনা না করি নীল নলিনীর দল॥ ঝামুর হয়েছে অঙ্গ কণ্টকের চিহ্ন। চঞ্চল বালক সনে খেলে রাত্রি দিন॥ নানা ধাতু রাগ চিহ্ন অঙ্গে লাগিয়াছে। হাহা কি করিব ইহার উপায় কি আছে॥ স্নেহভরে জননীর চিত্রপদ বাণী। লজ্জা সচকিত তবে কৃষ্ণ তাহা শুনি॥ কৃষ্ণের সঙ্কোচ দেখি শ্রীমধুমঙ্গল। কহিতে লাগিলা কিছু মাতার গোচর॥ সত্য মাতা কত

কেলি চঞ্চলা হইয়া ॥ বনেং ভ্রমণ কৃষ্ণ ফুল উঠাইয়া ॥ কুঞ্জের ভিতরে কত করে নানা খেলা। আমার নিষেধ কথায় হাসে করি হেলা ॥ এমত বচন কৃষ্ণ শুনিয়া সকল। মাতার আগে করে বাল্য প্রকাশের ছল ॥ ঈষৎ হাসিয়া যত্নে চক্ষু প্রকাশয়। পুনঃ চক্ষু মেলে পুনঃ নিদ্রালস হয় ॥ তবে পৌর্ণমাসী শুনি ব্রজেশ্বরী বাণী। দেখি কৃষ্ণে বাল্য চেষ্টা মনে অনুমানি ॥ ব্রজেশ্বরীর ভাবান্তরাচ্ছাদন করিতে। হাসি পৌর্ণমাসী কিছু লাগিল কহিতে ॥ নিরন্তর সখা সঙ্গে বিহার করিতে। শ্রান্ত হয়ে সুয়ে আছে এইত প্রভাতে ॥ তাহাতে তোমারে তার কিবা দিব দোষ। কিন্তু তোমার দরশনে সবার সন্তোষ ॥ ধেনুগণ দুগ্ধ ভরে স্তনে পায় পীড়া। তৃষিত আছয়ে বৎস ত্যাজি নিজ ক্রীড়া সঙ্কর্ষণ অঙ্গনেতে সখাগণ লঞা। আছয়ে তোমার সবে মুখ নিরখিয়া ॥ অতএব উঠ কৃষ্ণ গোদোহন কাল। জাগিয়া করহ যত প্রাতঃ কৃত্য আর ॥ এইমত কত কব প্রণয় বচনে। জাগাইলা কৃষ্ণচন্দ্রে উঠিলা তখনে ॥ দুই হস্তে মুষ্টি বান্ধি অঙ্গ বিমোড়ন। রসালস অঙ্গ করে জৃম্ভা বিসর্পণ ॥ দশনাংশু যেন চন্দ্র চন্দ্রিকামোহন। নূতন তমাল তনু মদন মোহন ॥ পালঙ্কের এক দিগে বসিলেন আসি। পদাব্জ যুগল তনু পৃথিবী পরশি ॥ জৃম্ভা বিসর্পণ করে গদ্গদ বচন। যোড় হস্তে কৈল পৌর্ণমাসীকে বন্দন ॥ এলাইল কেশ মঞ্জু অঞ্জনের পুঞ্জ। খসিল কুসুমাবলি সব মনরঞ্জ ॥ স্নেহভরে ব্রজেশ্বরী সেইত কুন্তল। সম্বরণ করি বান্ধে ঝুঁটী মনোহর ॥ নিকটে স্বর্ণের ঝারি জল সুশীতল। মুখ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর ॥ মাতা নিজ পটাঞ্চলে বদন মুছিল। অলসে ঘূর্ণিত চক্ষু দেখি সুখ পাইল ॥

মধুমঙ্গলের কর ধরি বাম করে। ডাহিনে ধরিল বংশী অতি মনোহরে ॥ মাতা পৌর্ণমাসী সঙ্গে শয্যালয় হৈতে। অঙ্গনে আইল কৃষ্ণ অতি হরষিতে॥ দেখি সখাগণ সব আইল ধাইয়া কৃষ্ণাঙ্গ পরশ কৈল হরষিত হঞা ॥ কহে আসি কর স্পর্শে কেহত পটান্ত। কেহ অঙ্গ স্পর্শে কেহ দর্শনে সুশান্ত ॥ প্রেমোৎসাহ সবাকার প্রফুল্ল বয়ান। এই মত বেঢ়িল সখা কমল নয়ান ॥ ব্রজেশ্বরী কহে কৃষ্ণ গোষ্ঠকে যাইঞা। তৎ কাল আইস ঘরে গাবী দোহাইঞা ॥ কৃষ্ণ কহে শীঘ্র মাতা আসিতেছি ঘরে। এত কহি সখা সঙ্গে নানা লীলা করে ॥ এত বলি ব্রজেশ্বরী গেলা নিজ ঘর। পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ লঞা গেলা নিজ স্থল॥ তবে কৃষ্ণ সখা সঙ্গে গাবী দোহাইতে। গোষ্ঠে কে চলিলা কৃষ্ণ অত্যন্ত ত্বরাতে ॥ কহিতে লাগিল কিছু মধু মঙ্গল সে বটু। পরিহাস করে সেই বাক্য অতি পটু ॥ গগণে ঘটনা কৈল নয়ন যুগল। কহে কৃষ্ণ দেখ আর অদ্ভুত সকল ॥ আকাশ দীঘিতে সব তারা মৎস্যগণ। আদিত্য কৈবর্ত্ত তার করিতে বন্ধন॥ কিরণের জাল যবে প্রসারণ কৈল। সঙ্কোচ পাইয়া তারা মৎস লুকাইল ॥ আর দেখ সূর্য্য ব্যাধ মৃগের কারণে। জাল পেলাইল সেই আপন কিরণে ॥ তাহা দেখি চন্দ্র নিজ মৃগ তারা হৈতে। প্রবিষ্ট হইল গিয়া পর্ব্বত গুহাতে আর এক আশ্চর্য্য দেখি চমৎকার হৈল। আকাশ রমণী গর্ত্তে চন্দ্র নিকসিল ॥ অঙ্গের ভূষণ তারা তেজিল এখন। কপোত ফুৎকৃতি ছলে করয়ে ক্রন্দন ॥ শুন চন্দ্রমুখ তোমার চন্দ্র মুখ হেরি। আকাশ তেজিয়া চন্দ্র গেলা গিরোদরি ॥ চন্দ্র তুচ্ছ

কৈল এই তোমার বদন। দেখিয়া হাসয়ে সব নলিনীর গণ ॥ যদ্যপিও চন্দ্র পদ্ম অহিতের স্থল। তথাপিও মুখ চন্দ্র পদ্মা হিত স্থল॥ গোপাল পাল যে পশু পালের বালক। গোশাল মানাতে তারা হৈল প্রবেশক ॥ এই মত মধুমঙ্গল করে পরি-হাস। হাসে কৃষ্ণ সব সখা পরম উল্লাস ॥ রাম মধুমঙ্গল আর সকল গোপাল। মধ্যে করি যায় কৃষ্ণ আনন্দ বিশাল॥ কৈলাশ গণ্ড শৈল যেন মণ্ডলীর মাঝে। মহা ঐরাবত যেন কৃষ্ণচন্দ্র সাজে॥ ধবল ধবলী মধ্যে কৃষ্ণ প্রবেশিলা। তাহাতে সুন্দর শোভা অতিশয় হৈলা ॥ শ্বেত পদ্ম বনে যেন মত্ত ভৃঙ্গ ঘুরে। হিহি গম্ভীর শব্দে প্রিয় গোপ ফুকারে॥ গঙ্গা গোদাবরী নাম ধবলি সাঙলি। কালিন্দী ধূম্রা তুঙ্গী যমুনা কমলী॥ হংসী ভ্রম-রী নাম হরিণী করিণী। রম্ভা চম্পা করি কৃষ্ণ করে হিহি ধ্বনি॥ দুই জানু মধ্যে কৃষ্ণ ধরয়ে দোহনি। পাদপদ্ম অগ্রে ভর করিয়া আপনি॥দোহয়ে গাভির দুগ্ধ দোহায় সখারে। বাছুরে পিয়ায় স্তন হরিয় অন্তরে ॥ লালন করয়ে যত ধেনু বৎস গণে। অঙ্গ মুছে করে কৃষ্ণ অঙ্গ কণ্ডূয়নে॥ এই রূপে করে কৃষ্ণ গোদোহন লীলা। বৎস চারণ আর সখা সঙ্গে খেলা ॥ তবে ওথা শ্রীরাধি-কা করিয়া শয়ন। রসাল সে নিদ্রা আর কুঞ্জ পথশ্রম ॥ মুখরা জাগিঞা যায় নাত্নী জাগাইতে। জটিলা আইসে তথা দেখা হইল পথে॥ স্বভাব কুটিলা অভিমন্যুর জননী। পুত্রের সম্প-ত্তি বাঞ্ছে দিবস রজনী॥ মুখরাকে কহে যত পৌর্ণমাসী আজ্ঞা নীতকর্ম্মে পৌর্ণমাসী অতি বড় বিজ্ঞা ॥ ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা তুমি সদাই পালিবে। অগ্রে বধূ প্রাতঃকালে স্নান করাইবে ॥ বস্ত্র অভরণ তার অঙ্গে পরাইবে। গোকোটি বৃদ্ধের লাগি সূর্য্য

পূজাইবে ॥ এই সব আজ্ঞা তার তোমার নাতিনী। শয়নেই র হিয়াছে প্রভাত রজনী ॥ অতএব যাঞা তারে জাগাও আপ নি। করাও মঙ্গল যাতে পুত্র হয় ধনি ॥ তাহাকে কহিয়া তবে বধূ প্রতি কহে। উঠ বাছা স্নান কর যেন দিন নহে ॥ বাস্তু পূজা কর সূর্য্যপূজা উপহার। করিয়া তৎকাল যাও পূজা করিবার ॥ এত কহি গেলা তেহো আপন নিলয়। মুখরা আই লা নাত্নী শয়ন আলয় ॥ আসি কহে উঠ পুত্রী প্রভাত হইল দেখ তোমার গুরু কুল সবাই জাগিল ॥ মুখরার দৃষ্টে রাধা অমৃত প্রদীপ। অতি স্নেহ মানে কোটি আপনার জীব ॥ অমৃত আস্বাদি কথা কহে ধীরে ধীরে। উঠ পুত্রী পাসরিলে আজি রবিবারে ॥ স্নানমঙ্গল করি পূজার দ্রব্য লঞা। পূজ গিয়া সূর্য্য নিজ অভীষ্ট লাগিয়া ॥

যথারাগঃ॥ রতন মন্দিরে, রসাল সভরে, শয়নে আছয়ে রাই। মুখরাবচনে, জাগিয়া বিশাখা, জাগায়ে তাহারে যাই ॥ অতি ত্বরা ডাকি, কহে উঠ সখী, ঘুচাহ অলস কায। তার বাণী শুনি সুগন্ধি সুধনী, জাগে ঘুমে দিঠিরাজ ॥ রাজহংসী যেন, নদীতে শয়ন, তরঙ্গে চালয়ে ঘন। রতন পালঙ্কে, রাই এই রঙ্গে হিলোল এতুই নয়ান ॥ হেন কালে রতি, মঞ্জরী সুমতি, জানে অবসর কাল। বৃন্দাবনেশ্বরী, পদযুগ ধরি, সেবন করয়ে ভাল ॥ কতেক প্রকার, করি বারেবার, জাগায় সকল সখী উঠি ত্বরাকরি, বসিলা সুন্দরী, ক্ষিতিতলে পদ রাখি ॥ হেনই সময়ে, মুখরা দেখয়ে, উড়নি পিয়ল বাস। বিশাখাকে কহে, কিবা দেখি ওহে, দেখিয়া লাগয়ে ত্রাস ॥ হাহাপর মাদ, করিয়া বিষাদ, একি পরমাদ হয়। দেখি হেমকান্তি, বস

নের ভাতি, তোমার সখির গায় ॥ সন্ধ্যাকালে কালি, উরে বনমালী, দেখি আছে পীতবাস। সতী কুল হঞা, সে রূপে ভুলিঞা, ধরম করিল নাশ ॥ মুখরা বচন, করিয়া শ্রবণ, বিশাখা চকিত হঞা। দেখি পীতবাস, আছে রাই পাশ, একি কহে ধীর হঞা ॥ মুখরাকে তবে, কহে শুন এবে, স্বভাব অন্ধতা তুয়া। একে আর দেখ, আনে আন লেখ, নাহি কহ বিচারিয়া ॥ রাইর বরণ, দ্রব হেম সম, পিন্দন এনীল বাস। তাহাতে বিহানে, রবির কিরণে, সে যেন পিয়ল বাস ॥ গবাক্ষ জালেত, দেখহ বিদিত, রবির কিরণ লাগে। ইহার কারণে, তোমার মরমে, শঙ্কা উঠি কেনে জাগে ॥ শুদ্ধমতি জনে, হেন কহ কেনে, অবোধ জরতি মতি। এযদু নন্দন, কহয়ে বিভ্রম, বড়ই প্রমাদ অতি ॥

শুনিঞা বিশাখা বাক্য মুখরা লজ্জিতা। নিজালয়ে গেলা গৃহ কর্ম্ম আকুলিতা ॥ ললিতা প্রভৃতি আর যত সখীচয়। রাধিকা নিকটে আইলা হৈতে নিজালয় ॥ স্নানবেদি কাছে আইলা যত সখীগণ। স্নান দ্রব্য লঞা করে পথ নিরীক্ষণ ॥ রতন আসন আগে ধরিয়াছে যথা। উঠিয়া রাধিকা আসি বসিলেন তথা ॥ খসাইল অঙ্গভূষা ললিতা আসিঞা। হরিষ পাইল অঙ্গ সুসমা দেখিঞা ॥ সুবর্ণ লতার পুষ্প পল্লব তোটন প্রণয়ে করয়েতেন রাধাঙ্গ ভূষণ ॥ মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী নাম রজকের কন্যা। বস্ত্র লঞা রাধা আগে ধরে অতি ধন্যা ॥ তবে মুখ প্রক্ষালন কৈল সুবদনী। দন্ত ধাবন কৈল আম্র পথ আনি গন্ধ চূর্ণে পরিপূর্ণে মাজিল দশন। পদ্মরাগ স্ফাটিক মণি নিন্দি মনোরম ॥ স্বর্ণ জিহ্বা শোধনি নিজ করে ধারি। শোধন

করিল জিহ্বা কৃষ্ণ সুখকারি ॥ সুবর্ণ ভৃঙ্গার জল দাসীগণে দিল। গণ্ডুষে গণ্ডুষে মুখ প্রক্ষালন কৈল॥ সূক্ষ্ম জলবাসে মুখ মার্জ্জন করিল। স্নান যোগ্য বস্ত্র তবে পরিধান কৈল॥ স্বর্ণ কুম্ভ পূর্ণ জল সুগন্ধি শীতল। স্নানবেদী বেড়ি তাহা আছে বহুতর॥ মণিবেদী উপরে মৃদু কাঞ্চন আসন। তাহার উপরে সূক্ষ্ম মঞ্জুল বসন॥ তাহাতে বসিল গিয়া রাধা সুনয়নী। স্নান যোগ্য দ্রব্য ধরে পরিজনে আনি॥ সুগন্ধা নলিনী নাম নাপিতের কন্যা। মর্দ্দন উদ্বর্ত্তন কেশ সংস্কারে ধন্যা॥ নারায়ণ তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিল। অতি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল উদ্বর্ত্তন দিল॥ আমলকী সুগন্ধে কৈল কেশের সংস্কার। ক্ষালন করিতে পুনঃ দিল জলধার॥ সূক্ষ্ম বস্ত্র দিঞা জল ঘুচাইল তার। এই রূপে উজ্জ্বল কৈল কেশের সংস্কার॥ মন্দ গন্ধ সুবাসিত জলকুম্ভ শ্রেণী। জল পূর্ণ স্বর্ণঘটী সখীগণে আনি॥ সেই জল লঞা সবে স্নান করাইল। প্রত্যঙ্গ গামছা দিঞা অঙ্গ মোছাইল॥ অতি সূক্ষ্ম জলবাসে কেশ সম্মার্জ্জিল। সূক্ষ্ম শুষ্ক বস্ত্র তবে পরিধান কৈল॥ ভূষণ বেদীরোপরি আসিয়া বসিলা। প্রভাত কালের যোগ্য ভূষা সখী কৈলা॥ তরুণ বয়েস অঙ্গ অনঙ্গ মোহন। ভাব হাব অলঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ শোভন॥ স্বস্তিদাক্ষ নাম রত্ন কাকই লইঞা। ললিতা করয়ে বেশ কেশ বিনাইয়া॥ ধূপ ধূম দিঞা সেই কেশ শুকাইল। স্নিগ্ধ সুকুঞ্চিত কেশ সুগন্ধিত কৈল॥ সহজে সুগন্ধি কেশ অগুরের গন্ধ। তাহাতে দিলেন আর অনেক সুগন্ধ॥ বেণী বনাইঞা দিল শঙ্খচূড় মণি। কালসর্প ফণে যেন শোভে দিব্য মণি॥ বকুলের দিব্য মালা মুকুতার মালা। তাতে দিল যেন ভেল ত্রিবেণীর মেলা॥

সমষ্টি করিয়া পুনঃ স্বর্ণসূত্র দিঞা। মূলেতে বান্ধিল পট্ট জাদ-তেতে দিয়া॥ সূক্ষ্ম রক্তবস্ত্র ধনী ভিতরে পরিল। তাহার উপরে নীল বসন ধরিল ॥ ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র অতি সূক্ষ্মতর। মেঘাম্বর নাম তার অতি মনোহর ॥ আশ্চর্য্য কোচার শোভা নাহিক উপমা। যে শোভা দেখিতে লাজ পায় ব্রজরামা॥ সমুষ্টি করিয়া মধ্যে স্বর্ণসূত্র দিঞা। রক্তপট্ট জাদ দিল সুছান্দ করিয়া॥ স্বর্ণ সূত্রে করি মণি কিঙ্কিণীর জাল। রত্ন বন্ধ জাল তাতে শোভয়ে বিশাল॥ নিতম্ব দেশেতে তার করিল যোজনা যে শোভা হইল তার নাহিক উপমা॥ চন্দন কর্পূর আর অগুরু কাশ্মীর। পঙ্ক করি লয়া আইলা বিশাখা সুধীর॥ পৃষ্ঠে বক্ষে বাহু আর কুচযুগ দেশে। লেপন করিল সেই পরম হরিষে॥ উরজের দুই পাশে মৃগ মদ চিত্র। লিখিয়া দেখেন শোভা পরম বিচিত্র॥কস্তুরীর পত্রাবলি লিখন কপোলে।সুন্দর সিন্দূর বিন্দু রচিলেক ভালে॥ তার তলে চন্দনের বিন্দু যে রচিল। তার মধ্যে পুনঃ কস্তুরীর বিন্দু দিল॥ কামযন্ত্র নাম সেই ললাটে তিলক। তাহা দেখি কৃষ্ণ হয় সর্ব্বাঙ্গে পুলক॥ শিথির উপরে দিল সিন্দূরের রেখা। মদন কাঁপনি কিবা নব-ঘন লেখা॥ তবে চিত্রা ঠাকুরাণী রাই বক্ষস্থলে। লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র বক্ষের উপরে॥ পুষ্পগুচ্ছ ইন্দুরেখা নবীন পল্লব। লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র পদ্ম আদি সব॥ মীন পুষ্প পল্লব আর নবচন্দ্র রেখা। কন্দর্পের বাণ গুণ ধনুকের দেখা॥ রাধিকার ভ্রু ধনু ভঙ্গির তরাসে। কাম নিজ বাণ থুইল ধনী কুচ কোষে॥ রক্ত বস্ত্রে মুক্তা রচিত অনেক রতন। দিব্য চণি দিল কুচে করিয়া যতন॥ ইন্দ্র ধনু প্রায় সেই সুবর্ণ

পর্ব্বতে। রক্তসন্ধ্যা আসি যেন করিল উদিতে।। সুবর্ণের তাল পত্র বলয় করিঞা। কর্ণে দিল নীলমণি পুষ্প তাতে দিঞা।। আশ্চর্য্য তাড়ঙ্ক তার কি কহিব শোভা। স্বর্ণপদ্ম কলিতে যেন মধুকর লোভা।। সুবর্ণের চক্রি ঊর্দ্ধ শ্রবণেত দিল। প্রভাতের সূর্য্য যেন উদয় করিল।। চতুর্দ্দিগে মুক্তা তার মধ্যে নীলমণি। রত্ন মণি উপরে শোভে হীরার সাজনি।। আশ্চর্য্য শলাকা শোভে কহিল না হয়। যাহা দরশনে কৃষ্ণের মনো উল্লাসয়।। তবেত বিশাখা আনি মৃগ মদ বিন্দু। চিবুকেতে দিঞা হেরে রাই মুখইন্দু।। কি কহিব সেই শোভা অতি মনোহর। স্বর্ণ পদ্ম দল আগে যৈছে মধুকর।। সুবর্ণ বেসরে শোভে মকুতার ফল। নাসা অগ্রভাগে সেই করে ঝলমল।। বোট সঙ্গে শুক মুখে নেয়ালের ফল। ঐছন যেমন তেন নাসার উপর।। সুদীর্ঘ নয়নে দিল দলিত অঞ্জন। কি কহিব সেই শোভা অতি মনোরম।। কৃষ্ণ মুখচন্দ্র শুধা পানের লালসা। চকোরী রহিল যেন করি বহু আশা।। নির্ম্মল স্বর্ণের পাঁতি বিশাখা আনিয়া। রাধিকার কণ্ঠে দিল শ্রীকণ্ঠ ঢাকিয়া।। হরি করে আছে শঙ্খ চিহ্ন মনোহর। আচ্ছাদিল কম্বু কণ্ঠ পাঞা কৃষ্ণ ডর।। স্বর্ণ হংস দিল রাধা কণ্ঠের উপরে। যে শোভা হইল তাহা কে কহিতে পারে।। মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম আগে নীলরত্ন মণি। স্বর্ণ সূত্র দিল তাহে হীরার খেচনি।। অতি সূক্ষ্ম মুক্তাফলে গুচ্ছ নির মিয়া। হিয়ার উপরে দিল হরষিত হঞা।। দুই গুচ্ছের মধ্যে২ দিল স্বর্ণ কাঁঠি। স্বর্ণ কাঁঠির দুই পার্শ্বে দিল মণি কাঠি।। তবে রত্নমালা দিল হিয়ার উপরে। গোলকাঁটি সব সেই অতি মনোহরে।। ইন্দ্র নীলমণি আর পদ্মরাগ মণি। হেম মণি স্থূল মুক্তা

প্রবাল গাথনি ॥ তবেত হৃদয়ে দিল মুক্তাগুচ্ছ মাল। মধ্যে স্বর্ণ কাঠি পার্শ্বে যুগল প্রবাল ॥ রাসে নৃত্য গান কৈল রাধা বিনোদিনী। সুখি হঞা কৃষ্ণ দিল গুঞ্জামালা আনি ॥ গুঞ্জা মালা নহে সেই হৃদয়ের রাগে। সমর্পণ কৈল কৃষ্ণ অতি অনুরাগে ॥ সেই মালা আনি ধনী ধরিল হিয়ায়। তাহার পরশে কৃষ্ণ পরশ জাগায় ॥ তবে একাবলি হার নায়ক সহিতে। স্থূল তারাবলি যেন অম্বর উদিতে ॥ চতুষ্কি আনিঞা তার হৃদয়েতে দিল। সুবর্ণ শিকলি দিঞা চতুষ্কি গাঁথিল ॥ইন্দ্র নীল রত্নে সেই চতুষ্কি রচিল। পদ্মরাগ হীরা মণি কনকে খচিল ॥ পট্টথোপ পৃষ্ঠদেশে ক্রমে নাম্বিয়াছে। আকণ্ঠ হইতে শোভে নিতম্বের কাছে ॥ নিতম্ব পর্ব্বত হৈতে বেণী ভুজঙ্গিনী। মস্তকে উঠিতে কৈল সোপান সাজনি ॥ স্বর্ণাঙ্গদ ভুজে দিল বিশাখা আনিঞা কাল পট্টডোরি রত্ন মালাতে রচিয়া ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পায়। হেন সে অঙ্গদ শোভা কহনে না যায় ॥ নীল রত্ন বলয়া তবে দিল দুই করে। যে শোভা হইল তাহা কে কহিতে পারে ॥ রক্তপদ্ম মৃণালে যেন মধু বিগলিত। তাহাতে রহিল যেন ভ্রমর বেষ্টিত ॥ সুবর্ণ কঙ্কণ দিল তাহার উপরে। মুক্তাবলি শোভে তাহে অতি মনোহরে ॥ সূর্য্যের মণ্ডলে যেন চন্দ্র বিম্ব গণ। উদয় সময়ে যেন শোভা এই মন ॥ সুবর্ণ মাদুলি অতি শোভিয়াছে করে। পট্টথোপ নাম্বিয়াছে তাহার অন্তরে ॥ অনেক রতনে কৈল থোপের সাজনি। এই রূপ হস্তে মণি বন্ধের বন্ধনি ॥ অদ্ভুত রত্ন মুদ্রিকা অঙ্গুলিতে দিল। বিপক্ষ মর্দন নাম তাহাতে লিখিল ॥ আশ্চর্য্য কটক দিল চরণ যুগলে নানা রত্ন [illegible] [illegible] ঝলমলে ॥ তার ধ্বনি যেন মত্ত হংস

ধ্বনি করে। শুনি কৃষ্ণ হংস মতি শ্রুতি ধৃতি হরে॥ মৃদু পাদ পদ্মে দিল রতন মঞ্জীর। কালিন্দীর হংস পাঠে যার ধ্বনি ধীর পায়ের অঙ্গুলে রত্ন উজ্ঝটিকা দিল। তাহা দেখি বিশাখার বিস্ময় জন্মিল॥নর্ম্মদা মালির কন্যা দিল নীলাপদ্ম। কৃষ্ণ মনো হরে যাহা হেরি শোভা সদ্ম॥সেই পদ্ম হস্তে দিল বিশাখা আনিঞা। পদ্মদৃশা পদ্মহস্তে সঁপিলা আসিয়া॥ নর্ম্মদা মালির কন্যা দিল পুষ্পমালা। হাসিয়া বিশাখা তাহা ধনী গলে দিলা নাপিতের কন্যা সে সুগন্ধা নাম তার।মণি দরপণ দিল আগেত তাহার॥ দর্পণে আপন অঙ্গ দেখি বিনোদিনী। কৃষ্ণ সুখ যোগ্য বেশ মনে অনুমানি॥ কৃষ্ণের মিলন লাগি হইলা চঞ্চল। নারী বেশ কান্ত প্রাপ্তি এই তার ফল॥ সংক্ষেপে কহিল এই রাধিকার বেশ। অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিশেষ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সুধু সুধাময়। শুনিতে মধুর ধারা তাপ বিনাশয়॥শুদ্ধ প্রেমভক্তি গণ করয়ে উদয়। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা সে মিলয় পাষণ্ড না শুনে যেন করিবে সে কায। এই ভিক্ষা মাগো মুঞিও বৈষ্ণব সমাজ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ। গোবিন্দ চরিত কহে যদুনাথ দাস॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে স্নান ভূষাদি বিলাস দ্বিতীয়ঃ স্বর্গঃ।

তাবদ্গোষ্ঠেশ্বরী গোষ্ঠং গতে গোকুলনন্দনে।
সর্ব্বান্ গৃহজনানাহ তদ্ভক্ষোৎপাদনাকুলা॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি। তোমার চরণ বিনু আর গতি নাই॥ অতঃপর কহি কিছু রন্ধনের কথা। অত্যন্ত

আশ্চর্য্য এই রসময় গাঁথা ॥ ওথা ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণ ভোজন লাগিয়া। করেন সামগ্রী চেষ্টা উৎকণ্ঠিতা হঞা ॥ যদ্যপিহ নিজ২ কার্য্যে দাস দাসী। ব্যগ্র আছে তথাপিহ ব্রজেশ্বরী আসি ॥ কহিতে লাগিলা দাসী আহ্বান করিয়া। কৃষ্ণ স্নেহ পরিপাকে স্নপিতা হইয়া ॥ রন্ধন সামগ্রী কর শীঘ্র হয় যাতে এখনি আসিবে কৃষ্ণ গোঠেত হইতে ॥ প্রাতঃকালে দেখি-য়াছি বড় কৃশ অঙ্গ। অতএব শীঘ্র কর রন্ধন প্রবন্ধ ॥ শাক মূল ফুল ফল আদ্রকাদি করি। আম্রচূর্ণ ছাকাশুণ্ঠী হরিদ্রাদি করি ॥ মরিচ কর্পূর চিনি জিরা ক্ষীর সার ॥ তিন্তিডি হিঙ্গু ত্রি জাত সুমথিত আর ॥ সৈন্ধব বটিকা আর নারিকেল শস্য। তৈল গোধূম চূর্ণ লইবে অবশ্য ॥ ঘৃত দধি আর তুলসী ধান্যের তণ্ডুল। সকল লইয়া যাহ রন্ধনের পুর ॥ বকনা গাবীর দুগ্ধ আছয়ে প্রচুর। ব্রজেন্দ্র পাঠান যাহা পায়সানুকূল ॥ এই সব দ্রব্য লইয়া যাও পাকস্থলে। সেই২ কার্য্য তারা যত্ন করি করে ॥ বাৎসল্যে প্রেষিত চিত্ত সদা নেত্র ঝরে। রোহিণীকে ডাকি তবে ব্রজেশ্বরী বলে ॥ রামকৃষ্ণ পৃষ্ঠে যাই লাগিল উদর দেখিয়াছোঁ প্রাতঃকালে বড়ই দুর্ব্বল ॥ বলিষ্ঠ বালক সঙ্গে বাহুযুদ্ধ খেলা। নানা পরিশ্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈয়া গেলা ॥ তাতে কালি রাত্রে কিছু না কৈল ভোজন। দুর্ব্বল ভ্রমে লয়ে সব সখাগণ ॥ ক্ষীণমূর্ত্তি দেখি মনে লাগিয়াছে ডর। ভালমতে কর পাক যাতে মিষ্টতর ॥ অতিশীঘ্র গিয়া তুমি করহ রন্ধন। অপূর্ব্ব পিষ্টক আদি উত্তম ব্যঞ্জন ॥ হেন সে করিবে পাক যেন রামকৃষ্ণ। পরম রুচিতে ভুঞ্জে হইয়া সতৃষ্ণ ॥ এত কহি দাসী গণ দিল তার সঙ্গে। রন্ধন সামগ্রী লৈয়া গেলা তেহোঁ রঙ্গে ॥

কৃষ্ণ রুচিদ্রব্য লাগি ব্যগ্র ব্রজেশ্বরী। মিষ্টান্ন করিতে আন রাধিকা সুন্দরী॥ উপনন্দের পুত্র হয় সুভদ্র আখ্যান। তার পত্নী কুন্দলতা আইলা তাঁর স্থান॥ ব্রজেশ্বরী পাদপদ্মে করেন প্রণাম। তিহোঁ কহে আইস বাছা বাড়ুক কল্যাণ॥ তারে কহে ব্রজেশ্বরী আইস কুন্দলতা। তুমি যাঞা আন গিয়া বৃষ ভানু সুতা॥ অমৃত মধুর তার হস্তের রন্ধন। রুচি জন্মাইয়া কৃষ্ণ করিবে ভোজন॥ দুর্ব্বাসা মুনির বর পূর্ব্বে আছে তারে। সুধা সম হয় সেই যেই পাক করে॥ যে তাহা ভুঞ্জয়ে তার আয়ু বৃদ্ধি হয়ে। এত সব লাভ আর কার পাকে নহে॥ শাশুড়ীকে বলো তার আমার সম্বাদ। আনহ ত্বরিতে রাই ঘুচুক বিবাদ এইমত প্রতি দিন কুন্দলতা দ্বারে। আনয়ে রাধিকা তেহোঁ রন্ধনের তরে॥ ব্রজেশ্বরীর বাক্যে আনন্দিত কুন্দলতা। পরম আনন্দে ভেল তনু প্রফুল্লতা॥ রাধিকা ভ্রমরী মধুসূদনের সঙ্গ। করিতে বাঢ়িল তার উৎকণ্ঠা তরঙ্গ॥ তৎকাল আইলা তেহোঁ জটিলার স্থানে। যশোদা সন্দেশ কথা কহিলা যতনে ব্রজেশ্বরী আজ্ঞা শুনি জটিলা চিন্তিত। কৃষ্ণকে বধূর শঙ্কা করে বিপরীত॥ কহিতে লাগিল তিহোঁ কুলন্দতা প্রতি। ছিদ্রা দ্বেষি লোক দেখি শঙ্কা পাই অতি॥ বধূ মোর সাধ্বীগুণ গরিমা প্রচুরা। সৌন্দর্য্য নবীন বয়া মাধুর্য্য মধুরা॥ বড়ই চঞ্চল সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন। লংঘিতে না পারি ব্রজেশ্বরীর বচন॥ এইত কারণে চিত্ত না চলে আমার। নিশ্চয় করিতে নারি হৃদয় বি চার॥ এত শুনি কহে কুন্দলতা তারে বাণী। যে কহিলে সেই সত্য শুনহ জননী॥ ব্রজেন্দ্র নন্দন ধর্ম্ম স্বরূপ সর্ব্বথা। খল লোকে তোমারেত কহে এই কথা॥ সূর্য্যের উদয় যেন কৃষ্ণের

চরিত। ধর্ম্ম পদ্মগণ সদা করে প্রফুল্লিত ॥ অধর্ম্ম তিমিরগণ সব নাশ করে। খললোক ঘুক যায় বৃক্ষের কোটরে ॥ ব্রজ বাসি চক্রবাকী আনন্দ বাঢায়। এইমত কৃষ্ণ অঙ্গ হয় মাধুর্য্য ময় ॥ কিন্তু কৃষ্ণ অঙ্গ হয় মাধুর্য্য আলয়। জগত যুবতী চিত্ত সদা আকর্ষয় ॥ তোমার নবীন বধূ পালন উচিত। কৃষ্ণ প্রতি তুমি কিছু না করিহ ভীত ॥ রাধিকার ছায়া কৃষ্ণ না দেখে যেম নে। এইমত লৈয়া যাব ব্রজেশ্বরী স্থানে ॥ পুনর্ব্বার আমি তো মায় করি সমর্পণ। তবে নিজ গৃহে আমি করিব গমন ॥ এত শুনি সুখী হঞা জটিলা কহয়। সাধ্বী প্রগল্ভা তুমি সবে ইহা কয় ॥ অবলা আমার বধূ সমর্পিনু তোরে। চঞ্চল কৃষ্ণের নেত্র যেন নাহি পড়ে ॥ এত কহি বধূ প্রতি কহিতে লাগিলা। যাও ব্রজেশ্বরী স্থানে তোমা বোলাইলা ॥ তৎকাল আসিহ পুনঃ কুন্দলতা সঙ্গে। সূর্য্য পূজিবারে যাবে যে আছে নির্বন্ধে ॥ শুনি য়া রাধিকা মনে উল্লাস হইলা। অনিচ্ছার প্রায় হৈয়া কহিতে লাগিলা ॥ যাইতে নারিব গৃহে আছে প্রয়োজন। ঘরে ঘরে ফিরে কেবা কুলাঙ্গনাগণ ॥ জটিলাহ পুনঃ কহে আগ্রহ করিয়া যাও বাছা ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা পালগিয়া ॥ তবে কুন্দলতা তারে আগ্রহ করিয়া। কহিতে লাগিলা রাই হস্ত আকর্ষিয়া ॥ আমি তুয়া সঙ্গে যাব কেন কর ডর। চল লঞা যাব ব্রজেশ্বরীর গো চর ॥ শুনিয়া উঠিলা রাই আনন্দ অন্তরে। প্রফুল্ল হইল তনু অতি মনোহর ॥ কৃষ্ণের ভক্ষণ দ্রব্য লড্ডুকাদি গণ। লইল ললিতা দেবী করিয়া যতন ॥ আউলায়ে রাধা অঙ্গ আনন্দ আবেশে। মন্থর গমনে চলে অত্যন্ত হরিষে ॥ রজনী বিলাস চিহ্ন অঙ্গেত দেখিয়া। উপহাস করে কুন্দলতা যে হাসিয়া ॥

যথারাগঃ। দেখিয়া রাধিকা বুক, কুন্দলতা পায় সুখ, পরিহাস করিতে লাগিলা। চিরদিন তুয়া প্রতি, গোষ্ঠেতে গমন সতী, নখচিহ্ন কেবা বুকে দিলা।। তুহু ধনি সতী কুলনারী। অন্তর সহিতে হাস, সদা গদ২ ভাষ, সব তনু ভোগচিহ্ন ধারি।। ধ্রু।। অধরহএ৯াছে ক্ষত, সাধ্বী হয়া এ চরিত, দেখি মনে লাগয়ে তরাস। শুনি কুন্দলতা বাণী, হরষিত হইলা ধনী, কুঞ্চিত নয়ন মৃদুহাস।। ললিতা কহয়ে শুন, কারণ আছয়ে পুনঃ, কাহে কহ সন্দেহ বিচারি। করক ফলের ভ্রমে, রাধিকা যুগল স্তনে, বৈসে কীর নখাঙ্ক তাহারি।। অধর বান্ধুলী শোভা, দেখি কীর হৈল লোভা, বিম্বভ্রমে দশনে দংশিল। তাহার আছয়ে চিহ্ন, সন্দেহ না কর ভিন্ন, সেই সে কারণে ক্ষত হৈল। শুনিয়া রাধা তুহু বাণী, কৃষ্ণ লীলা মনে আনি, কম্প হৈল সুখ ময় অঙ্গে। পুনঃ কুন্দলতা হাসে, রসময় পরকাশে, কহে বাক্য আনন্দ তরঙ্গে।। কুন্দলতার দেবর, মধুসূদন নাম ধর, শুন পদমিনী মধু পিল। পুনঃ আসিবেন এথা, শুনহ আমার কথা, বৃথা কম্প তোহে কেন ভেল।।পদ্মা কহে পদ্মছন্দে, এমতি রাইরে বোলে, শুনি চিত্তে আনন্দ বাঢ়য়। কহয়ে ললিতা তবে, শুন কুন্দলতা এবে, এলাগি পদ্মিনী কম্প নয়।। সং পদ্মিনী মৃদু অতি, ভ্রমরা উন্মত্ত মতি, চঞ্চল দেখিয়া তনু কাঁপে। মিত্রে অনুরাগ সদা, জানিয়া তাহাতে রাধা, এযদুনন্দন মনে জপে।।

এই মত নর্ম্ম ভঙ্গি করি চলি যায়। চলিতে না পারে রাই উলাসল গায়।। ভাবের উদ্ভাবে ভেল বিভাবিত চিত। গাঢ় অনুরাগ ভেল হৃদয়ে উদিত।। কৃষ্ণ দরশনে ভেল লালসা অন্তর তরলিত চিত্তে আইল ব্রজেশ্বরীর ঘর।। আসিয়া করিল ব্রজে

শ্বরীকে প্রণতি। উঠাইঞা কোলে কৈল মাতা শুদ্ধমতি॥ মস্তকে আঘ্রাণ লঞা চুম্ব দেই মুখে। মাতাধিক স্নিগ্ধ স্নেহ অশ্রু বহে সুখে॥ চিবুক ধরিয়া মুখ দেখে পুনঃ২। মুখ শোভা দেখি আর্ত্তি বাঢ়িল দ্বিগুণ॥ নয়ন পুতলি মাঝে রাখে হেন সাধ। নয়নের জলে করে দরশন বাদ॥ এই মত রাধা সঙ্গে যত সখী গণ। কুশল সুধাঞা সব কৈল আলিঙ্গন॥ কৃষ্ণের ভোজন কার্য্যে সদা ব্যগ্র মাতা। কহিতে লাগিলা পুনঃ স্বস্নেহ মমতা॥ সবেই কহেন রাধে তুয়া মিষ্টপাকে। আশ্চর্য্য করিয়া কর কৃষ্ণ স্পৃহা যাকে॥ লবণ সংযোগ যেই তাহা যাঞা কর। ঘৃত পাক যেবা হয় তাহা ভিন্ন ধর॥ শর্করা মিশ্রিত যেবা তাহা কর আর। সকল রন্ধন কার্য্য যে জান প্রকার॥ রোহিণী দেবী-কে লঞা পাক কর তুমি। আপনে যে কর আর যে কহিয়ে আমি অমৃতকেলি কর্পূর বটক চিক্কণ। নির্ম্মাণ করহ স্বাদু নাহি যার সম॥ পীযূষগ্রন্থি কর্পূর এলাচি মিশ্রিত। অপূর্ব্ব করিয়া পানা কর মনোনীত॥ এই সব তোমা বিনু কেহ বেত্তা নয়। অতএব সজ্জ কর যাতে ভাল হয়॥ ললিতা রসালা তুমি করহ যতনে। শিখরিণী কর বিশাখিকা নিরমাণে॥ শশীরেখা বাছা আর চম্পকলতিকা। ছেনা কর যাতে যোগ পাকের অধিকা॥ তুঙ্গবিদ্যা চিত্রা কর দোঁহে মিশ্রিপানা। রঙ্গদেবী বাছা কর খণ্ডের মণ্ডনা॥ ক্ষীরসা করহ তুমি সুদেবী জননী। বাসন্তী করহ শুভ্র অতি মৃদুফেণী॥ মঙ্গলা করহ তুমি জিলেবি বিধান। কাদম্বরী কর চন্দ্রকান্তি নিরমাণ॥ নাসিকা করহ পিঠা চালু চূর্ণকরি। কৌমুদিনী কর তুমি সুমিষ্ট সস্কুলি॥ চন্দ্রমুখী কর বহু প্রকার বটক। ইন্দুলেখা মদালসা করহ পিষ্টক॥ দধিবড়া যত্নে কর মাধুর্য্যের সার। সুমুখী রচনা

কর শর্করা পাটি আর ॥ গিষ্টপুয়া সজ্জ কর আর মণি মতি। কাঞ্চন লতিকা ঝুরি কর মিষ্ট অতি ॥ মনোরমা কর তুমি লাড্ডু মনোহরা। মৌক্তিকাখ্য লাড্ডু কর বাঞ্ছা রত্নমালা ॥ মাধবী তিলের লাড্ডু সজ্জ কর তুমি। তিলখণ্ড পাটি কর অমৃতের খনি ॥ তিলের কদম্ব লাডু কর ভাল মতে। চিক্কণ করিবা কৃষ্ণ রুচি হয় যাতে ॥ ঘৃতে ভাজা চিড়া আর ঘৃতভ্রষ্ট যব। চিনিপাকে বৃন্দা কর মোদকানুভব ॥ রম্ভা মনোজ্ঞা দোঁহে দধি ছাতু লঞা। সুবর্ণ কুণ্ডিতে তাহা একত্র করিঞা ॥ অনুপাম কুদলক আর আম্ররস। সিতা ঘনদুগ্ধ দিয়া করহ সুরস ॥ সুগন্ধা গাবির দুগ্ধে দধি উত্থাপিত। আমি মথিয়াছি প্রাতে সেই নবনীত ॥ কিলিম্বা যাইয়া তুমি ঘৃত কর তার। পরম সুগন্ধি বহে তেমন প্রকার ॥ অম্বিকা করহ তুমি দুগ্ধ আবর্ত্তন। ধবলীর দুগ্ধ সেই অতি মিষ্টতম ॥ দুগ্ধশালা যাও যাহাঁ চুলার সমাজ। হাতা কড়া বহু আছে যার যেই কায ॥ মৃত্তিকার কুম্ভ কুণ্ডী অনেক আছয়। সবে যাঞা কর কার্য্য যার যেই হয় ॥ আম্রাতক অম্ল আর জাম্বির আচার। আমলকী টেটী আর বিবিধ প্রকার ॥ রুচকাদি ফল তৈল লবণ সহিতে। আদ্রকাদি আছে কৃষ্ণ রুচির নিমিত্তে ॥ ধনিষ্ঠা আনিয়া দেহ তুলসীর স্থানে। রঙ্গন মালিকা সহ পাত্রে করি আনে ॥ আনি২ দাসী করে কর সমর্পণে। এসব আচার কৃষ্ণ রুচির কারণে ॥ তেন্তড়িকা রস মিশ্রি সহিতে আছয়। রসাল বদরী ধাত্রী পূর্ণকুম্ভ হয় ॥ ইন্দুলেখা কর তাহা কাঞ্চন ভাজনে। আনি২ দিবে কৃষ্ণ বসিলে ভোজনে ॥ সন্দেশ ভিয়ান লাগি শুভামিষ্ট হস্তা। অতি শীঘ্র যাও তুমি দুগ্ধশালা যথা ॥ ভারিগণে দুগ্ধ আনি ধরিয়াছে তাতে। দুগ্ধ আবর্ত্তন কর ভাল

হয় যাতে।। ওথা শ্রীরাধিকা যাঞা রন্ধন মন্দিরে। প্রবিষ্ট হই তে পাদ প্রক্ষালন করে।। হেমঝারি জল ভরি ধনিষ্ঠা আনিলা রন্ধন করিতে গৃহে প্রবেশ করিলা।। রোহিণীর পদে যাই কৈলা নমস্কারে। তেঁহো নববধূ প্রায় আলিঙ্গন করে।। রন্ধনে প্রবেশ তবে কৈলা সুবদনী। অধিষ্ঠাত্রী রহে মাত্র রামের জননী তবে ব্রজেশ্বরী কৈলা সবা নিযোজনে। যার যেই কার্য্য সেই করয়ে যতনে।। তবে দাসগণে কহে কৃষ্ণের জননী। সন্ধ্যা-কালে কালি যেই জল ভার আনি।। ভারিগণ রাখিয়াছে চন্দ্রের কিরণে। শীতল হঞাছে জল সুগন্ধ পবনে।। পয়োদ যাইয়া তাহা সংস্কার কর। কর্পূর কুঙ্কুমাগুরু চন্দন তাতে ধর।। চন্দ্রকান্ত শিলামণি বেদীর উপরে। আনিয়া২ তাহা রাখ থরে থরে।। বারিদ করহ তুমি জল সুবাসিত। কৃষ্ণ পানকরে তাহা যাতে করে হিত।। ঘটগণে অগুরু ধূম বাসিত করিঞা। মল্লি কা কর্পূর লঙ্গ রাখ তাতে দিঞা।। নারায়ণ তৈল কৈল কল্যা নদ বৈদ্য। অশেষ দোষ নাশে, বপু পুষ্টি হয়ে সদ্য।। সুবন্ধ নাপিতপুত্র তৈল আন এথা। মর্দ্দন করাবে কৃষ্ণে সুখ হয় যথা সুবন্ধ কর্পূর দুই নাপিত তনয়।আমলকী কল্কে কেশ উদ্বর্ত্তন হয়।।তৎকাল আনহ দোঁহে কৃষ্ণ অঙ্গবেশ।সংস্কার কহিতে চাহ করিয়া বিশেষ।। শারঙ্গ রাখহ তুমি বস্ত্র কোচাইঞা। সূক্ষ্ম শুক্লবাস স্নান করিবে পরিঞা।। হেমকান্তি কোষে হয় যুগ্ম পট্টবাস। স্নানোত্তর পরি করে ভোজন বিলাস।। পাগ জামা নিমা আর নবীন পটুকা। রক্ত হেমারুণ চিত্রবর্ণে যে অধিকা।। চারি রূপ বস্ত্র এই ব্রজযোগ্য হয়। তৎকাল কোচাহ তাহা যাতে শোভাময়।। নটবর বেশ বস্ত্র খণ্ড বিখণ্ডিত। অত্যন্ত সু সূক্ষ্ম বস্ত্র ভুবন মোহিত।। শিয়া বস্ত্র সজ্জকর রৌচিক সৌচিক

যার শোভা ঝলমল করে অলৌকিক ॥ সেই বস্ত্র সুকুঞ্চিত করহ বকুল। কৃষ্ণ বেশ করিবারে যেহোঁ অনুকূল ॥ কুঙ্কুম চন্দন আর অগুরু কস্তুরী। কর্পূরের সঙ্গে তাহা রাখ এককরি ॥ সুবাস বিলাস দোঁহে করহ যতনা স্নান কৈলে কৃষ্ণ অঙ্গে করিবে লেপন ॥ চতুঃসম নাম এই বড়ই সুগন্ধ। সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়ে যার অনুবন্ধ ॥ পুষ্পহাস সহ মন মধুকন্দ বাছা। পুষ্পমালা কর কৃষ্ণে সদা যাতে ইচ্ছা ॥ চাম্পেয় মাধবীলতা কাঞ্চন যূথিকা। কালাগুরু দ্রবে কর বাসিত অধিকা ॥ রত্নাবলি খচিত হেমভূষা সব আন। যত্নে গড়াইলা যাহা রঙ্গণ টঙ্কণ ॥ সৌরিন্দ্র মালিন আর মকরন্দ ভৃঙ্গ। কোষালয় হৈতে আন অভরণ বৃন্দ ॥ পুষ্যা নক্ষত্র আজি শুভ করিবারে। ভাল দিন আজি কৃষ্ণ ভূষা করিবারে ॥ শানীক আনহ তুমি নীলকণ্ঠ পাখা। গুঞ্জাহার আন মণি সিতারণ গাঁথা ॥ তাম্বূল রচহ তুমি হেমবর্ণ পাণ। সূক্ষ্মবস্ত্রে মাজি রাখ মিষ্ট অনুপাম ॥ কাত্তারিতে ত্যাগ কর ত্যাজ্য ভাগ যত। সুবর্ণ সম্পুটে তাহা কর শুদ্ধ মত ॥ বহুক্ষণ দুগ্ধে ভিজা আছয়ে খপুর। জাঁতি দিয়া কাট তাহা ধাত্রীপত্র তুল ॥ কর্পূর বাসিত করি রাখহ ত্বরিত। সুবিলাস এই কার্য্য করহ ললিত ॥ রসাল বিলাস করি বিরাট প্রবন্ধ। বস্ত্রে ছানা চূর্ণ তাতে খদির লবঙ্গ ॥ এই সব কার্য্যে মাতা সভা নিযোজিয়া। কৃষ্ণ আগমন পথে রহে দৃষ্টি দিয়া এই কালে ভারি আইলা দুগ্ধ ভার লঞা। তারে পুছে কৃষ্ণ কোথা যতন করিঞা ॥ কেহ কহে বৃষেহ যুদ্ধ করাইলা। কেহ কহে সখা সঙ্গে করে নানা খেলা ॥ ইহা শুনি ব্রজেশ্বরী, নিজ দাসে বলে। রক্তক তৎকাল যাঞা আনহ কৃষ্ণেরে ॥ তারে পাঠাইঞা মাতা পাকশালা গেলা। যতেক ব্যঞ্জন

তাহা দেখিতে লাগিলা ॥ রোহিণীকে কহে কহ কোন কোন ব্যঞ্জন। উত্তম করিয়া কৈল দেখাহ এখন॥ শুনিয়া রোহিণী কহে রাধা প্রশংসিয়া। অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন সব দেখহ আসিয়া ॥ চিক্কণ পায়স দেখ বেদীর উপরি। কলসিতে ভরা এই দেখ সারি২ ॥ রাধিকা হস্তের পাক মধু মিষ্ট গুণ। অত্যন্ত সুগন্ধি রস পুষ্টির কারণ ॥ রম্ভাপিঠা ক্ষীরপিঠা বিবিধ প্রকার। সস্কুলিকা আদি করিয ত দেখ আর ॥ পীযূষ গ্রন্থি কেলি অমৃতকেলি আর। রাধিকা করিলা সজ্জ অদৃশ্য আমার মাষবড়া দুগ্ধবড়া এদুই প্রকার। সিতালবণ যোগে চারি পরকার ॥ চক্রাম্র আম্রাতক তিন্তিড়ি যোগকরি। হইলা অনেক অম্ল দেখ ব্রজেশ্বরী॥ ঈষদাম্ল মধুরাম্ল বড়াম্ল আর। দ্বাদশ প্রকার হৈল অম্লরস ভাল ॥ বাঝা কলার থোড় নবীন মুকুল। মানকচু আলু আদি নাহি যার তুল ॥ জালিকুষ্মাণ্ডের চাকি ছোলা পক্ক দিয়া। ঘৃতে ভাজা ধরা আছে পৃথক করিয়া ॥ বটিকা সংযোগ আর ফল মূল দিয়া। ত্রিজাত মরিচ তাতে সুপক্ক করিয়া॥ অলাবু কাঁকড়ি আর ফলাদি যতেক। রাই দধিযোগে হৈল সংস্কার কতেক॥ পুষ্পের কলিকা গণ আনি কত কত। ঘৃতে ভাজা দধিক্লিন্না কৃষ্ণ অভিমত ॥ ফুলবড়ি ঘৃতে ভাজা দধির সংযোগে। দ্বিবিধ হইলা এই কৃষ্ণযোগ্য ভোগে ॥ পটোলের ফল কত ঘৃতে ভাজা গেল। পৃথক২ তাহা পাত্রেত রাখিল॥মান আলু কচু আর কুষ্মাণ্ড বটিকা। তাহাতে সুকতা চূর্ণ আছয়ে অধিকা॥ অপূর্ব্ব সুক্তানি দেখ সুধা বিনিন্দিতা। তাতে হস্ত পরশিলা বৃষভানু সুতা ॥ দুগ্ধতুম্বি হৈল সিতা মরিচাদি দিয়া। এই যোগে কুষ্মাণ্ড দুগ্ধ দেখহ আসিয়া দধি ওল ধাত্রি ওল অপূর্ব্ব করিলা। ঘৃতে ভাজা দধিযোগে

দ্বিবিধ হইলা ।। মৃদুরম্ভা গর্ভখণ্ড কুষ্মাণ্ডের খণ্ড। সিতাদধি যোগে অম্ল মাধুর্য্যের খণ্ড।। লালিতা সুলুপা আর মেথি সুম-হুরি। পটোল বাস্তুক শাক প্রক্কারাণ্য করি ।। নটিয়া সুসনি শাক যোগ ভেদ দিয়া । পালঙ্ক পিড়িঙ্গ শাক পৃথক করিয়া ।। কাঁচা আম্র তিন্তিড়ি দিয়া কলম্বি লালিতা । যোগ ভেদ স্বাদু ভেদ অমৃত বঞ্চিতা ।। মোট মদ্গ মাষ সূপ বিবিধ প্রকার। অমৃত কূপ নিন্দে সে মিষ্টিত ইহার ।। গোধূমের রুটী হৈল পূর্ণ চন্দ্রা-কার। অতি মৃদু অতি শুভ্র মাধুর্য্যের সার।। সূক্ষ্ম শাল্য সুতণ্ডুল সূক্ষ্মবাসে করি । জ্বালে জ্বাল দিতে আছে কৃষ্ণ মুখ হেরি।। শ্রী অন্ন ব্যঞ্জন সব প্রস্তুত হইল । যেবা নাই হয় সেই জানিবে হইল।। এরূপে রোহিণী ক্রমে সব দেখাইলা। দেখি শুনি ব্রজে-শ্বরী বহু সুখ পাইলা ।। সৌরভ্য সদ্বর্ণ দেখি ব্রজেশ্বরী মাতা। জিজ্ঞাসে কেমনে হৈল হইয়া বিস্মিতা ।। কহেন রোহিণী দেবী সবিস্ময় চিত। কি কহিব রাধিকার কৌশল রচিত ।। সেই সব সামিগ্রী মাত্র অন্য কিছু নয়। গান্ধর্ব্বা পরশে সব সুধাময় হয় ।। তবে ব্রজেশ্বরী স্নেহে রাধিকা দেখিলা । গায়ে ঘর্ম্ম শ্রান্ত দেখি ব্যথা বড় পাইলা।। দাসীগণে কহে শীঘ্র ব্যজন করিতে। অব-নত মুখি রাই হৈলা লজ্জাতে।। তবে ব্রজেশ্বরী মাতা গেলা দুগ্ধ ঘরে। তাহা দেখি আইলা মাতা লঘু বহির্দ্বারে ।। ব্যগ্র হঞা ফিরে মাতা কৃষ্ণ স্নেহভরে । এমত স্নেহের কথা কে কহিতে পারে।। এইত কহিল কৃষ্ণ রন্ধনের কর্ম্ম । যাহা শুনি তৃপ্ত হয় শ্রবণের মর্ম্ম।। সংক্ষেপে লিখিল ইহা কে করে বিস্তার। গোবিন্দ লীলামৃতে আছে এসব প্রচার।। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ব্রজেতে বসতি । সাক্ষাতে দেখিয়া তেঁহো বিস্তারিল অতি।। তাঁহার চরণে করি প্রণতি অপার। যাহা হৈতে হৈল গোবিন্দ লীলার

প্রচার ॥ তাহার শ্লোকের অর্থ কিছু নাহি জানে। যেই উঠে মনে তাহা সত্য করি মানে ॥ অপটু তটস্থ বুদ্ধি অশুদ্ধ হৃদয়। হেন জনারে কিবা করিবেক উদয় ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা সুধাময়। ভাগ্যবান জন যেই সেই আস্বাদয় ॥ রাধা-কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে রন্ধন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে রন্ধন বিলাস নাম
তৃতীয়ঃ স্বর্গঃ।

অথ ব্রজেন্দ্রেণ কৃতাগ্রহোৎকরৈঃ কৃষ্ণঃ সগোষ্ঠাৎ
প্রহিতাং নিজোন্মুখীং। স্তন্যাশ্রু বিক্লিন্ন পয়োধরাম্বা
রামং মিলন্তীং পুরতো দদর্শঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌররায়। কৃপা করি প্রেম ভক্তি দেহ নিজ পায় ॥ কর্ম্মদোষে পড়িয়াছোঁ এ ভব সংসারে। তোমা বিনু মোরে কেহ উদ্ধারিতে নারে ॥ অধমেরধম মুঞি তোমা জ্ঞানবলে। তোমা পাসরিয়া মরোঁ সংসার অনলে ॥ হাহা কৃপাময় প্রভু কৃপা কর মোরে। যেখানে সেখানে রহোঁ না পাসরি তোরে ॥ স্নেহে অশ্রু পড়ে মাতার স্তনে দুগ্ধ ঝরে। বসন ভিজিল তাতে কৃষ্ণ স্নেহভরে ॥ বিলম্ব দেখিয়া তথা ব্রজেন্দ্র ঠাকুর। পাঠাইলা আনিতে কৃষ্ণ আগ্রহ প্রচুর ॥ মাতা আগে কৃষ্ণ যবে দিলা দরশন। দুঃখ গেল মাতা হৈলা আনন্দিত মন ॥ আইস২ বাছা ব্যাজ কেন এত। শীতল হইল অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা পীড়া পাও আইস সকাল। মোরে দুঃখ দিতে কর এই ব্যবহার ॥ এত কহি কৃষ্ণ অঙ্গ করে

সম্মার্জয়। বাৎসল্যে ব্যাকুলা হঞা অনেক লালয়॥ তবে সব সখাগণে কহে ব্রজেশ্বরী। এথাই ভোজন আজি আইস স্নান করি॥ তোমা সবা বিনু কৃষ্ণ না করে ভোজন। বড়ই চঞ্চল সদা খেলাইতে মন॥ এই লাগি কহ শীঘ্র আইস এই ঘরে। কহিয়া বিদায় দিলা বলাই বটুরে॥ তারা সব নিজ নিজ গৃহে সবে গেলা। গোবিন্দ লইয়া মাতা নিজ গৃহে আইলা॥ বল্লভী গণের নেত্র তৃষিত চাতকী। কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী ধারে কৈলা তারে সুখী॥ গোবিন্দ নয়ন যেন তৃষিত চকোর। বল্লভী মুখেন্দু সুধা পানে হৈলা ভোর॥ ইহা আচরিয়া কৃষ্ণ আইলা নিজ ঘর। আসিয়া বসিলা স্নানবেদীর উপর॥ ভৃত্যগণ আসি অঙ্গ ভূষণ খসায়। শারঙ্গ আসিয়া স্নান বসন যোগায়॥ সে বাস পরিয়া কৃষ্ণ বসিলা আসনে। পত্রী আসি কৈল পাদপদ্ম প্রক্ষালনে॥ পত্রক আনিয়া দেন ভৃঙ্গারের পানী। পাখালে বাসিত জলে কৃষ্ণপদ পাণি॥ সূক্ষ্ম জলবাসে কৈল পাদ সম্মার্জন। সুগন্ধ নাপিতপুত্র আইলা তখন॥ নারায়ণ তৈল অঙ্গে করায় মর্দন। নানান প্রবন্ধ করি অতি বিলক্ষণ॥ সুগন্ধ আসিয়া দিলা অঙ্গে উদ্বর্ত্তন। শীতল নির্ম্মল তনু হৈলা মনোরম॥ সহজে শীতল অতি নিরমল তনু। নবনী২ এক কৈল কেহু জনু॥ ধাত্রী ফল কল্কে কৈলা কেশের সংস্কার। কর্পূর সেবক তাহা রচিয়াছে ভাল॥ শীতল সুগন্ধি জলে পুনঃ পাখালিলা। পয়োদ সেবক সূক্ষ্ম বসনে মাজিলা॥ সুবাসিত জল স্বর্ণ ঘটীতে ঢালিয়া। স্নান করাইলা কৃষ্ণে আনন্দ পাইয়া॥ মৃদু জলবাসে অঙ্গ কেশ সম্মার্জিলা। কাঞ্চনের দ্যুতি শুষ্কবস্ত্র পরাইলা॥ দাস গণ এই সেবা করে এইখানে। তবে আসি বৈসে কৃষ্ণ রতন আসনে॥ অগুরুর ধূমে তবে কেশ শুকাইলা। কঙ্কতি শোধি-

য়া কেশ জূট বনাইলা॥ কুমদ আনিয়া বান্ধে দিয়া চিত্রদাম। রোচনা তিলক ভালে দিলা অনুপাম॥ কঙ্কণ টঙ্কণ নাম দিলা দুই ভুজে। সুবর্ণ অঙ্গদ সেই অদভুত সাজে॥ কর্ণে দিলা দুই স্বর্ণ মকর কুণ্ডল। চরণে মঞ্জীর দিল অতি মনোহর॥ সুবর্ণ নূপুর সেই হংসধ্বনি করে। তারা মণিহার দিলা হিয়ার উপরে॥ প্রেমকন্দ ভৃত্য এই ভূষণ পরায়। স্নেহেতে ব্যাকুলা মাতা তাহা নিরীক্ষয়॥ অতিশীঘ্র করি মাতা কহে দাসগণে। বটু সখা সঙ্গে রাম আইলা সেইক্ষণে॥ স্নান লেপন তারা করিয়া আইলা। সখা সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভোজনে বসিলা॥ কাঞ্চনের বেদী সেই সৌরভ্য পূরিতে। কাঞ্চন আসন পাতি আছয়ে তাহাতে॥ তাহার নিকটে হেম ভৃঙ্গারের জল। ভিজা শুক্লবাসে তাহা বান্ধিলা সকল॥ আসন উপরে কৃষ্ণ বসিলেন রঙ্গে। ভোজন করেন তথা সখাগণ সঙ্গে॥ শ্রীদাম সুবল দোঁহে বৈসে কৃষ্ণ বামে। শ্রীমধুমঙ্গল রাম বসিলা দক্ষিণে॥ এই রূপে কৃষ্ণ বেড়ি বৈসে সখাগণ। অনেক বসিলা তার কে করে গণন॥ স্বর্ণপাত্রে পানা আনি ব্রজেশ্বরী মাতা। পরিবেশন করেন কৃষ্ণে অধিক মমতা॥ কৃষ্ণ সঙ্গে বসিয়াছে যত সখাগণ। তারং মাতা আনে পক্বান্নাদিগণ। ব্রজেশ্বরী লঞা তাহা ক্রমে পরিবেশে। ভোজন করেন কৃষ্ণ পরম হরিষে॥ খণ্ডোদ্ভবা লাড়ু আর গঙ্গাজল নাম। রাধিকা আনিলা সজ্জ করিয়া বিহান॥ রাধিকা ইঙ্গিতে রঙ্গদেবী তাহা আনে। যত্ন করি দিলা লয়ে ব্রজেশ্বরী স্থানে॥ বড় স্বর্ণপাত্রে তাহা ব্রজেশ্বরী লঞা। সবাকে দিলেন তাহা বণ্টন করিয়া॥ তাহা আস্বাদেন কৃষ্ণ পরম হরিষে। কত ব্যাখ্যা করে তার হাস পরিহাসে নয়ন অঞ্চলে কৃষ্ণ দেখে রাইমুখ। তাহা দেখি সখিগণ পায়

বহু সুখ॥ তর্জনী অঙ্গুলি দিয়া ব্রজেশ্বরী মাতা। দেখাঞা দেখাঞা ভুঞ্জান অধিক মমতা॥ এই দ্রব্য ভাল ইহা কর আস্বাদন। এই দ্রব্যখানি দেখ বড় বিলক্ষণ॥ এই দ্রব্যখানি হয়ে অতি সুশীতল। এই দ্রব্যে আছে দেখ মিষ্টতা বিস্তর॥ এইখানি সকল খাও অতি মনোরম। এই রূপে প্রতি দ্রব্য করান ভক্ষণ॥ যে সখার যে যে দ্রব্যে বড় রুচি জানে। কৃষ্ণ তাহা তারে দেন নিজ পাত্র হনে॥ কৃষ্ণ মন্দরুচি দেখি যত্ন করে মাতা। তাহা দেখি বটু কহে পরিহাস কথা॥ বিস্তর না দিহ কৃষ্ণে শুনহ জননী। আমাকে সকল দেও ভুঞ্জি সব আমি॥ ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণে করিব আলিঙ্গন। সর্ব্বাঙ্গ পুষ্টিতা কৃষ্ণের হইবে তখন॥ মন্দরুচি হয় কৃষ্ণের পক্কান্ন ভোজনে। লঘুপাক অন্ন তারে করাহ ভোজনে॥ শুনি হাসি কৃষ্ণ নিজ পাত্রেত হইতে। বটুর পাত্রে পক্কান্ন দিলা অঞ্জলি সহিতে॥ পূর্ণপাত্র দেখি বটু আনন্দ পাইলা। আপনার বামকক্ষ বহু বাজাইলা॥ সকলি খাবার তরে অনুবন্ধ কৈলা। এত কহি গ্রাস দুই ত্রস্তং খাইলা॥ মাতাকে কহয়ে মিষ্ট দধি দেহ মোরে। মাতা গৃহে গেলা দধি আনিবার তরে॥ ছলকথা উঠাইয়া কহে সখাগণে। দেখং সখাগণ আর বিলক্ষণে॥ দধি চোর বানর আইল পক্কান্ন খাইতে। শুনি সব সখা ফিরি লাগিলা দেখিতে॥ হেনকালে নিজ পাত্রের পক্কান্ন লইয়া। সখা পাত্রে দিলা আনি খাইল কহিঞা॥ এইকালে মাতা যদি দধি লঞা আইলা। তাঁরে বটু কহে মাতা পাত্রশূন্য হৈলা॥ বিনা দধি সব মুঞি করিনু ভক্ষণ। পরমান্ন আনি মাতা দেহত এখন॥ হেমপাত্রে নব রম্ভাদলের মারুতে। শীতল করিলা রাই অতি মনোনীতে॥ অন্ন পরমান্ন আদি রাধিকা লইয়া। রোহিণীর

হাতে দিলা যতন করিয়া ॥ তবেত রোহিণী দেবী পরিবেশে কত। শাক আদি অম্ল শেষ করেছিলা যত ॥ গোধূম রোটিকা আনি পরিবেশে সকল। রম্ভার উদর পত্র হৈতেও কোমল ॥ ঘৃতসিক্ত সুগন্ধিত বড়ই চিক্কণ। অতি হৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ ॥ প্রাতঃকালে রসালাদি ললিতা আনিল। মা তাকে আনিয়া তাহা ধনিষ্ঠিকা দিল ॥ মাতা তাহা দিলা ক্রমে সবাকে বাঁটিয়া। ভোজন করেন কৃষ্ণ আনন্দ পাইয়া ॥ কৃষ্ণ মুখ মধুরিমা দেখি সুবদনী। হরিবে ব্যাকুল চিত্ত কিছুই না জানি ॥ অমৃত উদ্ভব লাড়ু চারি মত হয়। ভুঞ্জে কৃষ্ণ সখা সনে আনন্দ হৃদয় ॥ চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করিলা। কত নর্ম্ম ভঙ্গি হাস্য তাহাতে মাখিলা ॥ রাধিকার হস্ত স্পর্শে সর্ব্বান্ন ব্যঞ্জনে। ভোজন করেন কৃষ্ণ অমৃতাস্বাদনে ॥ স্বাঁদু পায়ে নিজ নেত্র ভৃঙ্গ পাঠাইয়া। রাই মুখপদ্ম মধু পিয়ে হৃষ্ট হৈয়া ॥ নিগূঢ়ে করেন কৃষ্ণ মনের সঞ্চার। দেখি ব্রজেশ্বরী মনে আনন্দ অপার ॥ রাধিকাহ নিজ নেত্র কটাক্ষ প্রণালী। পাঠাইয়া পিয়ে কৃষ্ণ লাবণ্য সকলি ॥ লাবণ্য অমৃতে তাহা কৈলা অতি পুষ্ট। আস্ছাদেন ভাবোল্লাস হয়ে বড় তুষ্ট ॥ রোহিণী দেবীকে ধনি অন্তঃপট করি। নাচান খঞ্জন আঁখি কৃষ্ণমুখ হেরি ॥ রোহিণীকে সমর্পয়ে মিষ্ট মধুরান্নে। দেখি মন্দরুচি ভেল কৃষ্ণের পক্কান্নে ॥ অর্দ্ধ২ ছাড়ি কৃষ্ণ ভোজন করয়। দেখি তার মন্দ রুচি মাতা ব্যগ্র হয় ॥ যত্নকরি আনাইনু বৃষভানু সুতা। শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন হৈলা অমৃত নিন্দিতা ॥ যতনে নির্ম্মাণ কৈলা সামগ্রী সকল। ক্ষুধার্ত্ত না খাও প্রাণ করিছে বিকল ॥ মোর দিব্য লাগে বাছা করহ ভোজন। ঘুচাহ জননী দুঃখ আর যত জন ॥ কৃষ্ণ কহে যথেষ্ট ভোজন কৈল মাতা। ক্ষুধা গেল এবে

হৈল উদর পূর্ণতা॥ অনেক শপথ মাতা তবু দেন তাঁরে। শুনি পুনঃ মন্দ মন্দ ভোজন আচারে॥ রসাল পক্বান্ন দ্রব্য আর শিখরিণী। দধি ছাতু আর যত সব দ্রব্য আনি॥ ব্যঞ্জনাদি যত আর দধি দুগ্ধ ফল। পুয়াবড়া আদি যত দিলেন সকল॥ অশ্রুযুক্ত নেত্র ব্রজেশ্বরী স্নেহরূপা। ভোজন করান কৃষ্ণে অমৃত স্বরূপা॥ ভোজন করিলা কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে। সুবাসিত জলপান কৈলা বহু রঙ্গে॥ আচমন লাগি স্বর্ণডাবর আনিলা সুবাস মৃত্তিকা আর খড়িকাদি দিলা॥ দাসগণ আসি কৃষ্ণের এই সেবা কৈলা। দিব্য সুবাসিত জলে আচমন কৈলা॥ সূক্ষ্ম জলবাসে চন্দ্র বদন মাজিলা। বামহস্ত দিয়া কৃষ্ণ উদর শোধিলা॥ এলাচি লবঙ্গ তাতে কর্পূর মিশ্রিত। খদির গোলিকা চূর্ণ খপুর সহিত॥ চূর্ণ সহিত বীড়া তাম্বূল আনি দিলা। সেই স্থানে কৃষ্ণ তাহা মুখবাস কৈলা॥ অত্যন্ত সুপক্ক পাণ স্বর্ণবর্ণ সম। ভক্ষণ করেন কৃষ্ণ আনন্দিত মন॥ শত পদান্তরে আছে শয়ন আলয়। রতন পালঙ্কে কৃষ্ণ বিশ্রাম করয়॥ বীজন করেন তথা দাসগণ আসি। ওমুখ দরশে সুখসিন্ধু মাঝে ভাসি॥ ময়ূর পাখার বায়ু কোন দাসে করে। তাম্বূল যোগান কেহ আনন্দ অন্তরে॥ কেহ কেহ পাদপদ্ম করে সম্বাহন। কেহ সুখে করে কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণ॥ হর্ষ জলে কৈল কেহ সর্ব্বাঙ্গ স্নপন। কেহ আনন্দিত করে মধুর আলাপন॥ হেথা শ্রীরাধিকা পাক আলয় হইতে। পাদ প্রক্ষালন করি গেলা প্রকোষ্ঠেতে॥ গবাক্ষ দ্বারেতে কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণ। হর্ষ ঘর্ম্ম জলে কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্নপন॥ দাসীগণ করে অতি শীতল বাতাস।

এইকালে ব্রজেশ্বরী আইলা তাঁর পাশ ॥ ব্রজেশ্বরী মনে রাই রন্ধন করিতে। শ্রমজলে হঞাছেন সর্ব্বাঙ্গ পূরিতে রোহিণীকে কহে দেবী ত্বরিত হইয়া। ভোজন করাহ শীঘ্র রাধিকা লইয়া॥ তবে ধনিষ্ঠিকা দ্বারে রামের জননী। অন্ন ব্যঞ্জন পাঠায় করিয়া সাজনি॥ ধনিষ্ঠা গোপনে আনে কৃষ্ণের শেষান্ন। একত্র করিয়া দিল মিষ্টান্ন পক্কান্ন॥ লজ্জাতে রাধিকা তাহা না করে ভোজন। পট্টাঞ্চলে ঝাপি ধনী রহিলা বদন॥ দেখি স্নেহে ব্যাকুলিতা কৃষ্ণের জননী। অধিক বাৎসল্যে কহে অতি মিষ্টবাণী॥ আমাকে এতেক লজ্জা কর কেনে তুমি। এমতি জানিহ আমি তোমার জননী॥ কৃষ্ণকে দেখিতে যত সুখ পাই আমি। তত সুখ তোমা দেখি জুড়ায়ে পরাণি॥ আমার সাক্ষাতে আজি করহ ভোজন। দেখিয়া জুড়ায় যেন আমার নয়ন॥ নিছনি যাইয়ে তোমার রূপ গুণ কাযে। আমার শপথ যদি আর কর লাজে॥ ললিতা বিশাখা বাছা চম্পকলতিকা। তোমা সবা প্রতি মোর বাৎসল্য অধিকা॥ লজ্জা ছাড়ি সবে মেলি করহ ভোজন। তোমরা ভোজন কৈলে স্থির হয়ে মন॥ এইমত বাৎসল্যে শত শত দিব্য দিলা। সুমিষ্ট বচনে মিষ্টান্ন খাওয়াইলা॥ ভোজন করিয়া তারা আচমন কৈল। তাম্বূল কর্পূর মালা সবাকারে দিল॥ কৃষ্ণের বিবাহ দিতে বাঞ্ছা ব্রজেশ্বরী। নব বধূ লাগি রত্ন অলঙ্কার করি॥ রাখিছিলা তাহা এবে ব্রজেশ্বরী মাতা। আনায় ধনিষ্ঠা দ্বারে অতি হরষিতা॥ তাম্বূল চন্দন পাণ নূতন অম্বর। হেমপাত্রে করি দেন রাইর গোচর॥ নবীন বধূর প্রায় করেন লালন। ব্রজেশ্বরী স্নেহকথা না যায় কথন॥ তবে রাত্রে পরিবর্ত্ত যে বস্ত্র হইল। নীলবস্ত্র বিশাখারে ধনিষ্ঠিকা দিল॥ বিশাখাত পীতবাস সুবলেরে দিল

এইরূপে হাস্যরসে কতক্ষণ গেল ॥ ওথা কৃষ্ণে গন্ধমাল্য অম্বর ভূষণ। পরাইল দাসগণ আনন্দিত মন ॥ চন্দন কর্পূর আদি অঙ্গেত রচিল। ধাতু চিত্রভূষা বাস সব পরাইল ॥ বরিহা মুকুট আর মুদ্রিকা কুণ্ডল। গুঞ্জাহার রত্নমালা ধরিলা তরল ॥ কৌস্তুভ ধরিল আর বৈজয়ন্তী মাল। কেয়ূর কঙ্কণ বঙ্কবলয়াদি আর ॥ নূপুর কিঙ্কিণী আদি বিবিধ ভূষণ। ভূষিত হইলা অঙ্গ অতি মনোরম ॥ স্থূল মুক্তাহার গলে দিল যত্নকরি। রাই অঙ্গ প্রতিবিম্ব যাতে দেখে হরি ॥ বামোদরে শৃঙ্গ আর দক্ষিণে মুরলী। নানা রত্নে বন্ধ সেই ছন্দে বন্দে ধরি ॥ পীত বর্ণ লগুড়িকা বামহস্তে কৈল। দক্ষিণ হস্তেতে নীল কমল ধরিল ॥ বংশী বিশালে আর দল যষ্টি ধরি। সখার সঙ্গেত আছে নর্ম্ম ভঙ্গিকরি। বনেতে যাইতে ভেল উৎকণ্ঠা অপার। ধেনু বৎস ক্ষুধার্ত্ত মহীষ্যাদি আর ॥ এই যে কহিল কৃষ্ণ ভোজন বিলাস। বেদগুহ্য কথা এই রসময় ভাষ ॥ মুহূর্ত্ত গোবিন্দ লীলা সমুদ্র গম্ভীর। কে বুঝিতে পারে তাহা বিনা ভক্ত ধীর ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত পরামৃত রসে। সদাই কিছুরে কৃষ্ণ ভকতি পিয়াসে ॥ বহির্মুখগণে যেন ইহা নাহি শুনে। এ লাগি বিনয় করি বৈষ্ণব চরণে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। গোবিন্দ চরিত কহে যদুনন্দন দাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ভোজনবিলাস নামক
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বাহ্ণে ধেনুমিত্রৈর্বিপিন মনুসৃতং গোষ্ঠলোকানু-
জাতাং, কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ত
তৎ কুণ্ডতীরং। রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণংকৃত গৃহগমনা
মার্য্যয়া ক্বাচ্চ নায়ৈ, দৃষ্টাং কৃষ্ণ প্রবৃত্তৈ্য প্রহিত নিজ
সখীভি বর্ত্মে নেত্রং স্মরামি ॥

জয় জয় রাধাকান্ত ভকত একান্ত। জয় জয় ব্রজবাসি সর্ব্ব রসপ্রান্ত ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপানিধি। জয় জয় গৌরভক্ত সুখের অবধি ॥ সবে কৃপাকর মোরে মো বড় অধম। যে উঠয়ে লিখি মনে নাহিক নিয়ম ॥ গোবিন্দ লীলামৃত যে শ্লোকার্থ গণ। পরশিতে না পারিলুঁ তার এক কণ॥ শুনহ অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণের বিহার। বনের গমন রঙ্গ করিয়া বিস্তার ॥ শৃঙ্গ ধ্বনি গণে ঘোষ সন্তোষ করিঞা। ব্রজ সুন্দরীর প্রেম অন্তরে ভাবিয়া ॥ বাহিরে আইলা কৃষ্ণ সঙ্গে সব সখা। কতেক হইল তার কে করিবে লেখা ॥ গোময় উপলা পুঞ্জ পর্ব্বত আকার। দেখিতে পর্ব্বত জ্ঞান হয় সবাকার ॥ ঋতুগাবী লাগি যণ্ড যণ্ডেতে সংগ্রাম। কোন খানে এই রূপ অতি অনুপাম॥ গোপদাসী শত শত গোময় কুড়ায়। সহাস্য বদনে সবে কৃষ্ণলীলা গায়॥ শত শত গোপ করে বৎস আবরণ। গাবী সনে বনে বৎস যায় তেকারণ ॥ বৃদ্ধ গোপীগণ করে গোময় উপলা। সবে কৃষ্ণকথা কহে হঞা এক মেলা ॥ ধেনুগণ রহে সেই স্থল মনোরম। চৌদিগে আবৃত অতি সুন্দর গঠন॥ অনেক বৃক্ষের তলে বৎসের আবাস। ঘসিচূর্ণে মৃদু স্থান দেখিতে উল্লাস ॥ ব্রজ ধন জন পূর্ণ হৈলা সেই স্থলে। দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হৈল আনন্দ অন্তরে॥ গবালয় দেখে যেন দেব নদী প্রায়। গো দুগ্ধে পিছল স্থল সেই যেন পয়ঃ॥ দুগ্ধ ভাণ্ড শ্রেণী যেন কচ্ছপ ভাসয়। গোপী মুখ যেন সব পদ্ম খণ্ডময় ॥

শ্বেতারুণ বৎস সব যেন হংস কোক। জলজন্তু প্রায় সব আবরণ লোক ॥ ধবলার পাঁতি যেন স্রোত বহি যায়। গোধনের পুচ্ছ সব সিয়ালির প্রায় ॥ এই মত স্থান দেখি কৃষ্ণ সুখি হইলা। ব্রজেন্দ্র ঠাকুর কৃষ্ণ অনুব্রজি আইলা ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে চলে সব ব্রজবাসী যত। ধেনুগণ হৈলা কৃষ্ণ সঙ্গ অনুগত ॥ গো রজে ভরিল সব এ ভূমি আকাশ। ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র চিত্তে বিস্ময় বিকাশ ॥ মহীষের পাঁতি দেখি কহয়ে যমুনা। ধবলার পংক্তি কহে গঙ্গার ঘটনা ॥ গোরজঃ দেখিয়া কহে এই সরস্বতী। সব দেবগণ মনে ত্রিবেণীর গতি ॥ যেথানে২ কৃষ্ণ পাদপদ্ম পড়ে। সেখানে সেখানে ব্রজভূমি সেবাকরে ॥ হৃদয় কমল নিজ করে পরকাশে। তাতে পদধরি কৃষ্ণ চলেন হরিষে ॥ কৃষ্ণ পাদস্পর্শে ভূমি আনন্দ পাইলা। পরম হরিষে অঙ্গে রোমাঞ্চ হইলা ॥ তৃণ আদি রোম সব নবীন হইলা। খুরে ক্ষত অঙ্গ ভূমি সোঁসর হৈগেলা ॥ বৃদ্ধ যুবা বালকাদি যত ব্রজবাসী। ব্রজাচল হইতে কৃষ্ণসিন্ধু মধ্যে আসি ॥ প্রিতরূপ জলে শোভে নেত্র পদ্মগণ। পরম সংভ্রম গতি সেই স্রোত সম ॥ তবে ব্রজেশ্বরী স্তন নয়নশ্রুবয়। অম্বা কিলিম্বা সঙ্গে ধাত্রী যত হয় ॥ রোহিণী ঠাকুরাণী আইলা সেই সঙ্গে। সবার নয়নে বহে অশ্রুর তরঙ্গে রাধিকা আইলা নিজ সখীগণ সঙ্গে। কৃষ্ণ রসার্ণবে পৈশে নয়ন তরঙ্গে ॥ মঙ্গলা শ্যামলা ভদ্রাপালি চন্দ্রাবলী। নিজ সখী সঙ্গে সব আইলা যূথেশ্বরী ॥ ব্রজের বসতি স্থল শূন্য হৈল সব। পতি দূরে গেলে যেন নারী অনুভব ॥ ব্রজের বসতি স্থল নিঃশব্দ হইলা। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে সব বিহ্বল হইলা ॥ জন গতি হীন হৈল স্পন্দন আলাপ। গোরজে মলিন অঙ্গ বিরহের তাপ ॥ গ্রীবা ফিরি দেখি কৃষ্ণ রহিলেন যবে। সকল

গোধন স্থির হঞা রহে তবে ।। দেখে কৃষ্ণ মাতা পিতা আইসে ধাইয়া। জড়াকার তারা পাছে,অভদ্র লাগিয়া ।। অনন্ত শঙ্কাতে ভীত নন্দ যশোমতী। অশ্রুজলে পূর্ণ নেত্র চলে শীঘ্রগতি ।। দেখি মাতা পিতা কৃষ্ণ মহাদুঃখি হৈলা। তা সবারে দেখি কৃষ্ণ চলিতে নারিলা ।। ব্রজাঙ্গনা নেত্রগণ ভ্রমরীর পাঁতি। কৃষ্ণ মুখপদ্মে আসি পড়ে মধু মাতি ।। লজ্জা রূপ মহাবায়ু লংঘন করিয়া। কৃষ্ণ মুখমধু পিয়ে হরষিত হৈয়া ।। যৈছন ভ্রমরী মধু তৃষার্ত্ত হইয়া। পানকরে পদ্মমধু বাতাস লংঘিয়া ।। রাই মুখপদ্মে নাচে নয়ন খঞ্জন। দেখি কৃষ্ণ মনে কহে যাত্রা বিলক্ষণ ।। অতি সুমঙ্গল মানি আনন্দ হইলা। যাহা লাগি যাত্রা কৈল সে ফল পাইলা ।। কৃষ্ণের সখার মাতা সবেই আইলা। অশ্রুনেত্রে দেখি কৃষ্ণ স্নেহেতে বিহ্বলা ।। নিজ নিজ পুত্র সব কেহ নাহি দেখে। সবে নিমগন হৈলা কৃষ্ণ স্নেহ সুখে ।। এ রূপে বেষ্টিত সব ব্রজবাসীগণ। তবে ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণে করেন লালন ।। বিমনা হঞাছে যদি ব্রজেশ্বরী মাতা। তথাপি অন্তরে করে কৃষ্ণ শুভচিন্তা ।। অত্যন্ত স্নেহেতে যদি হস্তাদি অবশে। তথাপিহ হস্তে লালে শ্রীঅঙ্গ পরশে ।। মাতা কহে শত শত আছে গোপগণে। বড়ই নিপুণ তারা গোধন চারণে।। তথাপিহ বাছা তুমি আগ্রহ করিয়া। গোধন পালন কর বনে প্রবেশিয়া।। অতি মৃদু তনু তাতে এ বাল্য বয়েস। নিঃছত্র পাদুকা তাতে হয় মহাক্লেশ।। সমস্ত দিবস বনে করহ ভ্রমণ। কৈছে রহে তুয়া মাতা পিতার জীবন।। এই ছত্র পাদুকা পুত্র কর অঙ্গীকার। এরূপ আগ্রহ মাতা করে বার বার ।। শুনি কৃষ্ণ কহে তারে সব নীতকর্ম্ম। সছত্র পাদুকা নহে গোচারণ ধর্ম্ম ।। গোগতি যেমন তেন আপনার গতি। গো রক্ষণ

ক্রিয়া এই অতি শুদ্ধমতি ।। ধর্ম্ম হৈতে আয়ু বৃদ্ধি ধনাদি বাঢ়য় ধর্ম্মকে রাখিলে ধর্ম্ম রক্ষাও করয় ।। তবে যদি বোল বনে শঙ্কা বড় দেখি। ধর্ম্মেই রাখিবে আমা তারে যদি রাখি ।। এই মত কৃষ্ণ কথা সাদ্গুণ্য শুনিঞা। কহে পিতা মাতা মনে হরষিত হঞা ।। অনিষ্ট আশঙ্কা তবু না যায় দোঁহার। গোপগণে কহে মাতা রক্ষা করিবার।। সুভদ্র মণ্ডলী ভদ্র বাছারে বলাই। কৃষ্ণ সমর্পিল আমি তোমা সবা ঠাঞি ।। বালক চঞ্চল মতি অতি সুকোমল। নিরন্তর নীতশিক্ষা করাবে সকল।। একা যেন কোন বনে না করে গমন। স্বতন্ত্র করয়ে মোরে কহিও তখন ।। খড়্গ ধনুর্দ্ধর বাছা বিজয়াদিগণ। প্রমত্ত হইবে কৃষ্ণ রক্ষার কারণ ।। তবে মাতা কৃষ্ণ অঙ্গ হস্তে পরশিয়া। ঈশ্বরের নাম মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া ।। নৃসিংহ বীজের তবে রক্ষা বন্ধমণি। বান্ধিলা কৃষ্ণের করে অতি যত্নে আনি ।।তবে কৃষ্ণ পিতা মাতার আজ্ঞা লাগিয়া। প্রণতি করিলা তাঁর চরণে ধরিয়া ।। তারা দোঁহে উঠাইয়া কৃষ্ণে কৈলা কোলে। স্নান করাইলা তাঁরে নয়নের জলে ।। স্তনে দুগ্ধঝরে মাতা বাৎসল্যের ভরে। কত চুম্ব দেন কৃষ্ণ বদন কমলে ।। শিরে ঘ্রাণ লয়ে মাতা হস্তে মুখ মাজে। কাঁপয়ে সর্ব্বাঙ্গ. স্নেহে পরিপূর্ণ কাযে ।। পৃথিবী আকাশ আর দশ দিগপথে। নরসিংহ রক্ষা তোমা করু ভাল মতে ।। সর্ব্বত্র মঙ্গল হঞা পুনঃ আইস গৃহে। এত কহি হস্ত দেন দোঁহে কৃষ্ণ দেহে ।। যেমতে বাৎসল্যে স্নেহ কৈল ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বর এই মত কৈলা বহু বেরি ।। অম্বা কিলিম্বা উপ মাতাও এমতি। বহুত লালন কৈলা রোহিণী সুমতী ।। গোপ গোপী শ্রেণী কৃষ্ণ এমতি লালিলা। যৈছে কৃষ্ণে কৈলা তৈছে রামে স্নেহ কৈলা ।। তবে কৃষ্ণ দেখে সব ব্রজাঙ্গনা যত। ভূষিত

নয়ন যেন চাতকের মত॥ কটাক্ষ অমৃত ধারে তাহারে সিঞ্চিলা
বনে যাইতে নেত্রদ্বারে আদেশ মাগিলা॥ তারাও কাতর
দৃষ্টে দিলা অনুমতি। এই মতে কৈলা কৃষ্ণ তাঁ সবা পিরিতি।
গোপাঙ্গনা মনোদুঃখি হরিণী সকল। সঙ্গে নিয়া দিলা নিজ
রুচি সুপল্লব॥ কটাক্ষ শৃঙ্খল দিয়া সে সব বান্ধিলা। চারণ
লাগিয়া কৃষ্ণ নিজ সঙ্গে নিলা॥ রাধিকার অনুমতি শ্রীকৃষ্ণ
লইতে। তাঁরে কহে আপনার নয়নের পথে॥ দণ্ড দুই তিন
নেত্র মুদিত হইয়া। রহিবে সুমুখী চিত্তে দুঃখ তেয়াগিয়া॥
আপনার কুণ্ডে তুমি আসিবে সর্ব্বথা। তথাই হইবে দোঁহা
মিলনের কথা॥ এমত কাতর কৃষ্ণ করে অনুনয়। রাধিকা
কাতর নেত্রে তাহানুমোদয়॥ কটাক্ষ বাণেতে কৃষ্ণ বিন্ধিলা
রাধিকা। রাধিকা কটাক্ষ কৃষ্ণে বিন্ধিল অধিকা॥ শূন্যে শূন্যে
যায় বাণ অতি বিলক্ষণ। অলক্ষিতে যাঞা বিন্ধে দোঁহার মরম
আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহনে না যায়। বাণে বাণে ঠেকিলেও
ছেদন না হয়॥ রাধা চিত্তমীন কৃষ্ণ নিজ কান্তিজালে। বদ্ধ
করি নিলা সঙ্গে গমনের কালে॥ কৃষ্ণ চিত্তহংস হঞা রাধা
সুবদনী। কটাক্ষ পিঞ্জর মাঝে রাখিলেন আনি॥ ধেনুগণ
আগে চলে পাছে ব্রজবাসী। সব মিত্র সঙ্গে কৃষ্ণ বনেতে
প্রবেশি॥ পুনর্ব্বার ফিরি কৃষ্ণ সুস্থির হইলা। পিতা মাতা
ব্রজবাসী প্রবোধ করিলা॥ অতঃপর স্থির হঞা সবে যাহ
ব্রজে। যাইঞা করহ গৃহে নিজ নিজ কাযে॥ মাতা যাঞা
রসালাদি শীঘ্র পাঠাইবে। বনশ্রমে সবাকার ক্ষুধা তৃষ্ণা হবে
পিতা গৃহে যাইয়া গেড়ুয়া সজ্জ করি। পাঠাইবে মোর ঠাঞি
ব্যাজ পরিহরি॥ গোসকল আছে মোর অপেক্ষা করিয়া। দেখ
মাতা ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাকুল হইয়া॥ তবে মাতা কহে শুন পুত্র

মহামতি। ভক্ষসজ্জ পাঠাব করিহ তাতে প্রীতি ॥ মধ্যাহ্নে ভক্ষণ করি অপরাহ্ণ কালে। আসিহ তৎকাল গৃহে সব সঙ্গী মিলে ॥ কৃষ্ণ কহে তোমরা স্নান ভোজন করিয়া। সুখে থাক শুনি যদি দুঃখ তেয়াগিয়া ॥ তবে সে ভক্ষণ আমি স্বচ্ছন্দে করিব। তবে সে সকালে আমি গৃহেতে আসিব ॥ ইহা না শুনিলে মাতা যে পাঠাবে তুমি। না খাইব না আসিব গৃহে তবে আমি ॥ কায় মনোবাক্যে পিতা মাতা দুই জনে। কৃষ্ণের কল্যাণ লাগি করেন যতনে ॥ অশ্রুজলে স্তনদুগ্ধে করাইলা স্নান। পুনঃ পুনঃ চুম্বে মুখ দেখেন বয়ান ॥ বিয়োগ উদয় উষ্ণ রবির প্রতাপে। ব্রজাঙ্গনা দুঃখ দেখি নিজ দৃষ্টি আপে ॥ কটাক্ষ শীতল ধারা পান করাইলা। বিমনা হইয়া কৃষ্ণ বনেরে চলিলা কৃষ্ণ দরশনে যত ব্রজবাসীগণ। সর্ব্বেন্দ্রিয় ইচ্ছা হয়ে হইতে নয়ন ॥ কৃষ্ণ বনে গেলে এবে সে সব নয়ন। অন্ধ প্রায় হৈলা সবে মলিন বয়ান ॥ জড় প্রায় হৈলা সবে চলিতে না পারে। এসব বিচার সবে করেন অন্তরে ॥ জঙ্গম হইতে বৃক্ষ জন্ম দেখি ভাল। জঙ্গম ছাড়িয়া কৃষ্ণ বনে প্রবেশিল ॥ এইত লাগিয়া সবে বৃক্ষের আকার। স্তব্ধ হঞা রহে সবে নাহিক সঞ্চার ॥ আভীরিরগণ হৈলা শুষ্ক নদী প্রায়। কৃষ্ণের বিরহানলে সকল শুকায় ॥ মন মীন কৃষ্ণ ভুরু চিলে লঞা গেলা। মুখপদ্ম ম্লান নেত্র অলি দুঃখি হৈলা ॥ তনু হংস বিচ্ছেদের পঙ্কেত পড়িলা। এই মত ব্রজাঙ্গনা সবেই রহিলা ॥ অভ্যাস কারণে সবে গৃহেতে আইলা। দেহ মন হীন সবে চেষ্টা হীন হৈলা ॥ মূর্চ্ছা প্রায় যূথেশ্বরীগণ সখী সঙ্গে। প্রতিমায় প্রতিমা চলে হেন গতি রঙ্গে ॥ রাই সখীগণ সনে কুন্দলতা লঞা। গৃহেতে আইলা অতি বিমনা হইঞা ॥ না দেখিয়া কৃষ্ণ যদি ব্রজ

বাসীগণ। জ্ঞানশূন্য হঞা আছে নাহিক চেতন।। তথাপিহ ঘরেআছে যার যে যে কর্ম্ম। জীবন্মুক্ত যৈছে দেহ সংস্কারের ধর্ম্ম।। ওথা পথে জটিলা করে উপলা নির্ম্মাণ। রাধিকার পথে রাখি আপন নয়ন।। কৃষ্ণ অদর্শনে রাই অচেতন হইয়া। ললিতার অঙ্গে অঙ্গ হিলন করিয়া।। চলিয়া আইসে রাই দেখি কুন্দলতা। রাইকে চেতন কৈল কহি নানা কথা।। হেন কালে কুন্দলতা দেখিল জটিলা। কুন্দলতা জটিলাকে কহিতে লাগিলা।। তোমার বধূকে লও শুন বৃদ্ধমাতা। তোমার বধূর গুণ কি কহিব কথা।। রাধিকার ছায়া কৃষ্ণ নয়ন গোচরে। নাহি হয় হেন রূপে সমর্পিল তোরে।। সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে সপ্ত সমুদ্রেরে। ইহার যতেক রত্ন মূল্য যদি ধরে।। এক অলঙ্কারের মূল্য তবু নাহি হয়। এত অলঙ্কার দিলা নাহি সমুচ্চয়।। রন্ধনে নিপুণা দেখি বধূ যে তোমার। ব্রজেশ্বরী দিলা রত্ন মণি অলঙ্কার।। ধর্ম্ম অর্থ লাভি পাইলা জটিলা আনন্দ। আশীর্ব্বাদ করে কুন্দলতাকে স্বচ্ছন্দ।। পুত্রবতী হও বাছা সর্ব্বত্র কুশল। নিছনী যাইয়া তোমার সুশীল সকল।। সাধ্বী প্রগল্‌ভা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম জান। তোমাকে প্রতীত মোর নিজ মন যেন।। পৌর্ণমাসী কহিয়াছে সর্ব্ব ধর্ম্ম মর্ম্ম। পতির ধন বাড়ে যদি পত্নী পালে ধর্ম্ম।। ধর্ম্ম হৈতে অর্থ হয় মহাজনে বোলে। সত্য করি আজি তাহা জানিল সকলে।। পৌর্ণমাসী আজ্ঞা ধর্ম্ম বধূ যে পালিলা। তেকারণে এত অর্থ প্রত্যক্ষ পাইলা।। অতএব বধূ কৈল তোহে সমর্পণে। সূর্য্যপূজা করাইয়া আনিবে এখানে।। এক পুত্র হয় মোর অকলঙ্ক কুল। কলঙ্ক না হয় যাতে সেই কার্য্য মূল।। তবে কহে শুন রাধে আমার বচন। পূজার সামগ্রী কর করিয়া যতন।। অরুণ কপিলা ঘৃত দধি দুগ্ধ আর।

পক্কান্ন করহ যাঞা বিবিধ প্রকার ॥ অক্ষত কর্পূর লও সুরক্ত চন্দন। পদ্মমালা জবাপুষ্প করহ রচন ॥ সখীগণ সঙ্গে করি নিজ কুণ্ডতীরে। অতি শীঘ্র যাহ সূর্য্য পূজা করিবারে ॥ গর্গ কন্যা প্যাও কিবা বিপ্রপূজা বটু। তারে লঞা যাও শীঘ্র যেই কার্য্যে পটু ॥ এত কহি ললিতাকে কহেন জটিলা। সাধ্বী প্রগল্ভা তুমি হঞা এক মেলা ॥ কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ তুমি যে দিগে পাইবা। যত্নকরি সেই দিগে তৃণাঞ্জলি দিবা ॥ বধূর রক্ষার ভার দিল দুই জনে। উপলা করিতে এবে করিয়ে গমনে ॥ একরাশি গোময় আছে দিন বহু হৈলা। তাহা শুনি কুন্দলতা ললিতা কহিলা ॥ গৃহকর্ম্ম কর তুমি আনন্দে যাইয়া। আমরা আছি যে রাই রক্ষার লাগিয়া ॥ নেত্রতারার রক্ষা পক্ষ্ম যেমন করে। এমতি আমরা দোহে রাখিব রাধারে ॥ জটিলার বাক্য মধু সবে পানকরি। আনন্দে আইলা গৃহে মনে ধৈর্য্য ধরি ॥ রাধিকা আসিয়া রত্ন পালঙ্ক উপরে। বসিলেন দাসীগণ ব্যজনাদি করে ॥ কেহ পাদ প্রক্ষালয় কেহত মার্জ্জয়। বিশ্রাম শয়নে কেহ পাদ সম্বাহয় ॥ তাম্বূল যোগায় কেহ আনন্দ অন্তরে। নানা সেবা করি সব শ্রম কৈলা দূরে ॥ নর্ম্মদা মালীর কন্যা বৃন্দা হস্তে দিয়া। পাঠাইলা বহু পুষ্প রাইর লাগিয়া ॥ মল্লিকা রঙ্গণপুষ্প আর কর্ণিকার। জাতি যূথি আর নবমল্লিকা অপার ॥ বকুল চম্পক আর পুন্নাগ কেশর। অম্বুজ লবঙ্গ আদি সৌরভ উৎকর ॥ ভ্রমরের অপরশ নানা পুষ্পচয়। আনিয়া ধরিলা সেই রাধিকা আলয় ॥ আপনার হস্তে তবে রাধা গুণখনি। বৈজয়ন্তী মালা কৈলা সুগুণ গাথনি ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ কামালয় জয়ের কারণে। নিজ নিপুণতা রাই প্রকাশে তখনে ॥ তাহাতে কর্পূর দিলা অগুরুর সত্ত্ব। যাহার সৌর

ভে কৃষ্ণে করায় উন্মত্ত ॥ স্বর্ণবর্ণ পাকাপানে বীড়া যে বান্ধিল। এলাচি কর্পূর জাতিফল তাতে দিল ॥ খদির গোলিকা চূর্ণ কর্পূর সহিতে। সুবর্ণ সম্পুট আনি ভরিলা তাহাতে॥ তুলশী কস্তুরী প্রতি কহে তবে ধনী। মালা বীড়া লঞা যাহ যথা ব্রজমণি॥ সুবল বৃন্দার সনে বিচার করিয়া। তৎকাল আসিহ স্থল সঙ্কেত জানিয়া॥ তাহারে বিদায় দিয়া তবে সুবদনী। পক্কান্নাদি সজ্জা করে সুধা নির্ম্মঞ্ছনি॥ কৃষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিয় তৃপ্ত করে যাহা হৈতে। আশ্চর্য্য পক্কান্ন করে সহচরী সাথে॥ কর্পূরকেলী আর অমৃতকেলী নাম। অদ্ভুত লড্ডুকা কৈলা অমৃত সমান॥ পাঠাইলা নিজ সখী কৃষ্ণ অন্বেষণে। আপনে আছেন কৃষ্ণ কর্ম্মে নিমগনে॥ তথাপিহ কৃষ্ণচন্দ্র মুখ দরশন। লাগি রাধা চকোরিণী চিত্ত উচাটন॥ কৃষ্ণ অদর্শনে ক্ষণ কোটিযুগ মানে। এসব প্রেমের কথা কে কহিতে জানে॥এইত কহিল কৃষ্ণের বনেতে গমন। যাহা হৈতে পাবে রাধা কৃষ্ণ প্রেমধন॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা মনোরম শুনিতে যুড়ায় মন কর্ণের মরম॥ পঞ্চস্বর্গে বৃন্দাবন গমন বিহার। এযদুনন্দন কহে অমৃতের ধার॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে বন গমনং নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

প্রবিষ্টোথ বনং পশ্চাৎ পশ্যন্ বলিতকন্দরং।
উজ্জিজৃম্ভে হরির্বীক্ষ্য নিবৃত্তান্ ব্রজবাসিনঃ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসধাম। তোমার চরণার বৃন্দে ভক্তি দেহ দান॥ শুন শুন সাধুলোক গোবিন্দ চরিত। চৈতন্য থাকিতে কেনে এরসে বঞ্চিত॥ এক্ষণে কহি যে কৃষ্ণের বনের

বিহার। অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা লাগে চমৎকার॥ বনে কৃষ্ণচন্দ্র তবে প্রবিষ্ট হইলা। ফিরি দেখে ব্রজবাসী সব গৃহে গেলা॥ দেখিয়া আনন্দ অতি পাইলেন হরি। আঙ্কু পাদ ত্যাগে যেন সুখি মত্তকরি॥ ব্রজবাসী বৃন্দ নেত্র শৃঙ্খল হইতে। মুক্ত হঞা গেলা বনে সখার সহিতে॥ ব্রজবাসী নেত্রে কৃষ্ণ চিত্রপট ছিলা। সে বন্ধন ছিড়িয়া কৃষ্ণ বনে প্রবেশিলা॥ অনেক প্রকার করে বিহার মাধুরি। সখাগণ সনে কত বচন চাতুরি॥ কোন সখা নৃত্যকরে কোন সখা গায়। কেহ হাসে কুদে কেহ গড়াগড়ি যায়॥ কেহ নর্ম্ম বিচারয়ে কেহু হর্ষভরে। বন্ধন ঘুচিলে যেন মত্ত করিবরে॥ মাতার নিকটে কৃষ্ণ রহেন যে রূপে। কোন সখা রহে সখা কাছে সেই রূপে॥ কেহত হইলা যেন অঙ্গনার প্রায়। চঞ্চল নয়ন করি কৃষ্ণমুখ চায়॥ কার বাক্য অন্যথা করয়ে কেহ আর। কেহ লতা আড়ে রহে ব্রজ স্ত্রী আকার॥ বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিয়া কিঞ্চিৎ প্রকাশে। চঞ্চল নয়ন করি অল্প অল্প হাসে॥ কোন সখা হৈলা যেন গোধন আকারে। ঊর্দ্ধমুখ ঊর্দ্ধকর্ণ মহী ধরে করে॥ বিনত হইয়া কেহ পড়েন তথাই। কেহ শব্দ পড়ে কেহ সে সব খণ্ডাই॥ দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধকরে কেহ ভুজে ভুজে। লগুড় ফিরাণ কেহ দেখি মরোরঙ্গে॥ কেহ নৃত্যকরে কেহ হাসয়ে অপার। এই রূপে করে কৃষ্ণ সন্তোষ বিস্তার॥ বৃন্দাবনে যবে কৃষ্ণ প্রবেশ করিলা দেখি বৃন্দাদেবী চিত্তে আনন্দ হইলা॥ বিষণ্ণ আছয়ে বন কৃষ্ণের বিচ্ছেদে। অচেতন প্রায় সবে শ্রীকৃষ্ণের খেদে॥ স্থাবর জঙ্গম সব অচেতন প্রায়। বৃন্দাদেবী সবাকারে চেতন করায়॥

ওহে বনসখী এবে শুনহ বচন। মাধব আইলা বনে ঘুচাহ ঘূর্ণন॥ বড়ই উল্লাস পাঞা নিজ নিজ গুণ। প্রকাশ করহ সবে করিয়া দ্বিগুণ॥ রাধিকার স্মরণ যাতে কৃষ্ণ চিত্তে হয়॥ যেমতে দেখেন কৃষ্ণ সব রাধাময়॥যদি রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে এই বনে। তবে সে তোমার শোভা সাফল্য কারণে॥ নিদ্রা ত্যজ লতা বৃক্ষ বিকসিত হও। কুন্দন করহ মৃগী পিক ভৃঙ্গ গাও॥ শিখি সব নৃত্যকর শুক পড় পাঠ। স্থিরচরানন্দ কর যার যেই ঠাট॥ তোমা সবা সুখ দিতে কৃষ্ণ আইলা এথা। তোমা সবা প্রিয়কৃষ্ণ জানহ সর্ব্বথা॥তবে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যবে প্রবেশিলা। অচেতন বৃক্ষলতা বিচ্ছেদ জানিলা॥ নিজ প্রিয়াটবী নিজ বিরহ আগুণি। পোড়া দেখি কৃষ্ণ তবে করে বংশীধ্বনি॥ সে ধ্বনি অমৃত বৃষ্টি যবে বনে হৈলা। কৃষ্ণ মেঘ আগমন ধ্বনিতে কহিলা॥ বংশীধ্বনি সুধাবৃষ্টি বায়ু কৃষ্ণ অঙ্গে। পাইয়া চেতন হৈল বৃন্দাবন রঙ্গে॥ প্রাণী মাত্র ধর্ম্ম সব হৈলা বিপর্য্যয়। সাত্বিক বিকার সব স্থিরচরে হয়॥ স্থাবরের অঙ্গে হৈল কম্পের উদয়। জঙ্গমে হইল স্তব্ধ জড় মত হয়॥ পাষাণ হইল জল স্বেদের আশ্রয়। সুশ্বেত কুসুম বন বিবর্ণতা হয়॥ পুষ্পে মধু পড়ে সেই অশ্রু বরিষয়। পশুপক্ষি শব্দ করে স্বর ভঙ্গময় লতাতে অঙ্কুর সেই পুলকে পূরিত। এই সব সাত্বিক বনে হৈল ব্যাপিত॥ আনান্দে চেতন হৈল প্রণয়ের কায। সর্ব্বত্র জানি-বে ইহা বিস্তারে কি কায॥ কৃষ্ণ আগমন বন জানিঞা নিশ্চয় কৃষ্ণ সুখ লাগি বেশ সর্ব্বাঙ্গের চয়॥ প্রফুল্ল নলিনী আর হাসে লতাগণ। নাচে পুনঃ লতা বায়ু শিখায় নর্ত্তনা॥ সৈত্য সৌ গন্ধ বহে ত্রিবিধ বাতাস। সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদকে সর্ব্ব শ্রম নাশ ভৃঙ্গ পশু শব্দছলে করে বহু গান। পাকি পাকি পড়ে ফল

রসের নিধান॥ পুষ্প হাসে ভৃঙ্গ সব করেন গায়ন। পত্র সব নাচে মধু পানের কারণ॥ বৃক্ষ সব ফল দেন কৃষ্ণ ভক্ষ লাগি। অভ্যাগত কৃষ্ণে মান করে অনুরাগী॥ লতাগণ কৃষ্ণদাসী আপনাকে মানে। কৃষ্ণ দেখি নৃত্য হাস্য করে লজ্জা গানে॥ ভৃঙ্গ সব পুষ্প মুখে করেন চুম্বন। পত্র পট্টবাস দিয়া হাসে লতাগণ॥ কুরঙ্গিণী রহে নিজ কুরঙ্গ সহিতে॥ তৃণের কবল মুখে শুনে বেণু গীতে॥ চঞ্চল নয়নে কৃষ্ণ বয়ান দেখয়। দেখি কৃষ্ণ মনে রাই কটাক্ষ উদয়॥ রাধার কটাক্ষ স্মৃতি কৃষ্ণে হৈল যবে। রাধা ভাবে কৃষ্ণ মন বিদ্ধ হৈল তবে॥ কৃষ্ণ দেখি নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী। পিচ্ছ প্রসারিয়া নাচে করিয়া মণ্ডলী তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে উৎকণ্ঠা বাড়িল। রতি মুক্ত রাই কেশ মনে স্মৃতি হৈল॥ হংস সারস আর চটকের ধ্বনি। শুনি কৃষ্ণ সবিস্ময় চিত্তে অনুমানি॥ রাধিকা বলয় কাঞ্চি নূপুর বাজয়। রাই আগমন ভ্রমে চিত্ত চমকয়॥ নদী মাঝে স্বর্ণপদ্ম অল্পা বিকসিল। অত্যন্ত সুগন্ধি তাতে ভ্রমর বসিল॥ দেখি কৃষ্ণ রাই মুখপদ্ম স্মৃতি হৈল। সহাস্য কটাক্ষ গন্ধে প্রিয়া ভ্রম হৈল॥ ছোলঙ্গ নারঙ্গ বিল্ব দাড়িম্বাদি যত। সুপক্ব হইয়া তাহা আছে কত কত॥ দেখি কৃষ্ণ প্রিয়া কুচযুগ স্মৃতি হৈল। বৃন্দা-বনময় সব রাধিকা মানিল॥ যেখানে যেখানে পড়ে কৃষ্ণের লোচন। সেখানে সেখানে দেখে রাধা অঙ্গ সম॥ একিছু আশ্চর্য্য নহে শুনহ কারণ। কৃষ্ণসুখে রাধালতা হৈলা বৃন্দাবন রাধাভাবাবেশে কৃষ্ণ চিত্ত উড়াইলা। কাসিয়ার ফুল যেন বাতাসে চালিলা॥ যত তত করেন কৃষ্ণ চিত্ত স্থির নয়। যেখানে সেখানে দেখে সব রাধাময়॥ তবে কৃষ্ণ দেখে যত স্থির চরগণ। বিহ্বল হইঞা মহাপ্রেমে অচেতন॥ তাহা

সবাকারে কৃষ্ণ কহে মিষ্টকথা। বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ইষ্ট প্রশ্ন বার্ত্তা ॥ ওহে বৃক্ষলতাগণ কুশল সবার। মৃগ মৃগী পক্ষিণী পক্ষ মঙ্গল তোমার ॥ ভ্রমর ভ্রমরী গণ স্থিরচর যত। সবেত কুশলে আছ নিজ অভিমত ॥ এই মত অতিশয় প্রেমের বিহ্বলে। স্থিরচরে পুছে কৃষ্ণ আনন্দ মঙ্গলে ॥ তবে কৃষ্ণ নিজ মন স্থির করাইতে। গোবর্দ্ধন তটে গেলা সখার সহিতে ॥ সখাগণ অন্যোঽন্য মল্লযুদ্ধ করি। গোধন চারণে শ্রম হইয়াছে ভারি ॥ তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র তবে। ভক্ষ লাগি মনে কিছু করে অনুভবে ॥ আপন কল্পিত খেলা সখাগণ লঞা। মন স্থির লাগি খেলে যতন করিঞা ॥ রাইভাবে কৃষ্ণ চিত্ত অতি উচাটন। করিতে নারিল যত্নে ধৈর্য্য একক্ষণ ॥ হেন কালে ধনিষ্ঠিকা গোকুল হইতে। আইলেন তেঁহো ব্রজেশ্বরীর প্রেরিতে ॥ প্রাতঃকালে কৃষ্ণ গৃহে ললিতাদি যাঞা। রসালাদি সজ্জ কৈল যতন করিঞা ॥ সেই সব দ্রব্য লঞা দাসীগণ সঙ্গে। আইলা কৃষ্ণের কাছে অতি বড় রঙ্গে ॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ পুছে হরষিত মনে। কহ পিতা মাতা স্নান করিলা ভোজনে ॥ তেঁহো কহে তাঁরা তুয়া মঙ্গল লাগিয়া। দ্বিজে অর্থ দিল বহু ভোজন করায়্যা ॥ আপনারা স্নান পান ভোজন করিলা। তোমার কারণে এই দ্রব্য পাঠাইলা ॥ শুনি কৃষ্ণ সুখি হঞা মনে বিচারয়। নিজ চিত্তলতা বৃক্ষ রাধিকা আশ্রয় ॥ কহিতে ধনিষ্ঠা হৈলা পরম সহায়। ধনিষ্ঠা সর্ব্বত্র গম্য কার ভিন্ন নয় ॥ এত অনুমানি কৃষ্ণ রহিলেন চিত্তে। বেণুধ্বনি কৈলা ধেনু একত্র করিতে সখা ধেনু সনে কৃষ্ণ আইলা মানস গঙ্গাতে। জল পিয়াইয়া ধেনু সুখি কৈলা তাতে ॥ সখা লঞা কৃষ্ণ বহু খেলাইলা জলে শুষ্কবাস পরে সবে আসিয়া উপরে ॥ মিষ্টান্ন পক্বান্ন আর

রসালাদি যত। সখা সনে ভোজন করিলা বহু মত ॥ ভোজন করিয়া কৃষ্ণ কহে সখাগণে। গোধন পালহ সবে অগ্রজের সনে ॥ সুবল বটুকে কহে দেখ বনশোভা। বসন্ত সময়ে বন হয় মনোলোভা ॥ বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ সখাগণ দিলা। বন বিহরণ লাগি আপনে চলিলা ॥ তবে ধনিষ্ঠিকা দেবী কহে দাসীগণে। ভাজন লইয়া গৃহে যাহ সর্ব্বজনে ॥ নারায়ণ সেবা লাগি কুসুম লাগিয়া। আসিতেছি পাছে তুমি যাহ শশী হয়্যা ॥ এই কালে বৃন্দা দুই চম্পক লইয়া। আনি দিলা কৃষ্ণ করে হরষিতা হঞা ॥ চম্পক দেখিয়া কৃষ্ণে রাই স্মৃতি হৈলা। কাঁপিতে লাগিলা হস্ত বটু তাহা নিলা ॥ সেই দুই পুষ্প লঞা কৃষ্ণ কর্ণে দিলা। মনে কৃষ্ণচন্দ্র তবে বিচার করিলা ॥ বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা মধুমঙ্গল সুবল। সবেই সদ্গুণ মিত্র জানে বহু ছল ॥ রাধিকার অঙ্গ রাজ্য লভিবার তরে। এসব সহায় ভাল হঞা গেল মোরে এত চিন্তি বটু কর ধরি বামকরে। বৃন্দা ধনিষ্ঠা সুবল সহ কৃষ্ণ চলে ॥ সুমন সরোবর তটে মিলিলা আসিয়া। রাই আগমন চর্চ্চা করেন বসিয়া ॥ কুসুমিত তরুলতা দুই দিগে কুঞ্জ। মধ্যে পথ স্থল জল বিহগালি পুঞ্জ ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের চিত্তে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল। সবার সহিতে যুক্তি করিতে লাগিল ॥ বৃন্দাকে পাঠাই কিবা সুবলে পাঠাই। রাধিকা নিকটে কিবা বটুকে পাঠাই ॥ জটিলা দেখিয়া শঙ্কা করিবে অত্যন্ত। কলহ করিবে সেই বড়ই দুরন্ত ॥ অথবা বধূরে নিজ গৃহে রুদ্ধ করে। ইহা সবা পাঠাইলে এই ফল ধরে ॥ মুরলীর গান করি করি আকর্ষণ। সবেই আসিবে সব গোপাঙ্গনা গণ ॥ অন্যোহন্যে ঈর্ষা তবে হইবে কন্দল। ইষ্ট সিদ্ধি না হইবে হইবে বিফল ॥ অত এব ধনিষ্ঠা যাও কুন্দলতা ঠাই। আমার বৃত্তান্ত তারে কহ সব

যাই।। জটিলা বঞ্চনা রীত তেহো ভাল জানে। জটিলা প্রতীত তাঁরে করে কায়মনে।। আমরা দোঁহাকে তার স্নেহ আচরণ। এই সে বিচার দেখি অতি বিলক্ষণ।। শুনি কহে বৃন্দাদেবী সত্য এই হয়। আর এক সুবিচার মোর মনে লয়।। রাধিকার সখী যদি পুষ্প তুলিবারে। কেহ বা আসিয়া থাকে বনের ভিতরে।। তাঁহার বিশেষ তত্ত্ব জানি ভাল মতে। তবে সে যাইব কেহ রাই অন্বেষিতে।। তুলসী আইলা তথা হেনই সময়। স্বপ্নে যে না ছাড়ে রাই সঙ্গ সুখময়।। তাঁরে দেখি কৃষ্ণ হৈলা অতি হরষিত। রাধিকা আইলা হেন কবে অনুচিত।। রাই লাগি কৃষ্ণ রহে পথে নেত্র দিয়া। দরশন লাগি অতি উৎকণ্ঠিত হিয়া।। তুলসী আসিয়া স্বর্ণ সম্পুট খুলিলা। বৈজয়ন্তী মালা মধুমঙ্গলেরে দিলা।। তাম্বূলের বীড়া দিলা সুবলের হাতে। বটু আনি মালা দিলা কৃষ্ণের গলাতে।। সুবল আনিয়া বীড়া দিলা কৃষ্ণকরে। পরশিতে ভরে তাঁর পুলক শরীরে রাধিকার হস্ত গন্ধ লাগিয়াছে তায়। মালার পরশে রাই পরশ জাগায়।। কৃষ্ণ মনে জানে রাই আসিয়াছে এথা। পরিহাস করি কুঞ্জে আছেন সর্ব্বথা।। তাহার দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত হঞা। কহেন সংলাপ কথা শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া।। তুলসীকে কহে তব সখীর কুশল। তেঁহো কহে সখী হয় সকল কুশল।। পুনঃ কৃষ্ণ কহে তেঁহো আছেন কোথায়। তেঁহো কহে বসিয়াছে আপন আলয়।। কৃষ্ণচন্দ্র কহে কেন বনে না আইলা। তেঁহো কহে গুরু জন স্বকর্ম্মে রাখিলা।। পুনঃ কৃষ্ণ কহে আছে কি রূপ বেষ্টিত। তেঁহো কহে জল ঘট করেন মথিত।। কৃষ্ণ কহে তার পর আর কিবা হৈল। তেঁহো কহে বৃদ্ধা গৃহে ভৎর্সিয়া রাখিল।। কৃষ্ণ কহে বৃন্দা সনে যুক্তি করি আন। তেঁহো কহে বৃদ্ধা বঞ্চনা

যায় কখন।। শুনি কৃষ্ণ কহে ধিক বিধির ঘটনা। প্রণয়ি মিলনে এত করয়ে বঞ্চনা।। এত কহি কৃষ্ণ হৈলা বিরস বয়ান। সদাই দুর্ল্লভ্য রাই স্ফুরে এই জ্ঞান।। হাস্যকথা তুলসীর এইত কারণে। সেই কথা সত্য করি কৃষ্ণ মনে জানে।। কৃষ্ণকে বিষণ্ণ দেখি তুলসী ব্যাকুল। বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা নেত্রে ভৎর্সিতে লাগিল তবেত তুলসী কহে শুন ব্রজানন্দ। নির্ম্মঞ্ছন যাও চিত্তে করহ আনন্দ।। পরিহাস করি কথা কহিল তোমারে। সত্য কথা কহি এবে শুন সে বিচারে।। রাধিকা আইলা হেন সর্ব্বথা জানিবে। তাহার কারণে অতি উৎকণ্ঠা নহিবে।। কৃষ্ণ যদি শুনিলা রাধিকা আগমন। পরম ঔৎসুক্যে দেখে তুলসী বদন চম্পক কুসুম দুই শ্রবণ হইতে। খসাইয়া দিলা কৃষ্ণ তুলসীর হাতে।। তাহা দিয়া তারে পুছে কোথা শ্রীরাধিকা। আমা প্রতি ক্রোধ কিবা হঞাছে অধিকা।। মোর অপরাধ কিছু নাই তার স্থানে। কিম্বা লুক্কাইয়া আছে পরিহাস মনে।। দুঃখি জনে পরিহাসে কিবা আছে ফল। প্রিয়া আনি ঘুচাহ শীঘ্র মনের বিকল।। তুলসী চতুরা বড় কৃষ্ণ মন জানে। কহয়ে নিশ্চয় কথা রাধা আগমনে।। তোমারে দেখিতে রাই উৎকণ্ঠিতা চিত্তে। জটিলা পাঠান তাঁরে সূর্য্যপূজাইতে।। কুন্দলতা হাতে তাঁরে সমর্পণ কৈলা। তবে রাই মোরে ডাকি তুরিতে কহিলা।। কৃষ্ণ পাশে যাঞা তুমি সঙ্কেত জানিয়া। শীঘ্র আসিবে এথা বিলম্ব তেজিয়া।। এইত কারণে আমি আসিয়াছি এথা। কহত শঙ্কেত কুঞ্জে রাই আনি তথা।। শুনি কৃষ্ণ চিত্তে অতি উল্লাস হইলা। গলা হৈতে গুঞ্জামালা তুলসীকে দিলা।। শঙ্কেত কুঞ্জের লাগি বৃন্দাকে কহিলা। তবে বৃন্দাদেবী তাঁরে শঙ্কেত বলিলা।। রাই কুঞ্জে যাঞা তুমি আনহ রাধিকা।

কামকেলী সুখদা কুঞ্জ সেই সর্ব্বাধিকা ॥ চলহ তোমার সঙ্গে আমিহ যাইব। সে কুঞ্জে যাইয়া কেলী সামগ্রী করিব ॥ এইত সময়ে শৈব্যা তথাই আইলা। চন্দ্রাবলী সঙ্গে পদ্মা শঙ্কেত রাখিলা ॥ আসিয়া দেখয়ে শৈব্যা শিখি গুঞ্জমালা। তুলসীর করে তাঁর সখী দিয়াছিলা ॥ বৃন্দার সহিতে আছে তুলসী দেখিয়া। অতি দুঃখি হৈলা মনে রাধিকা মানিয়া ॥ ছলে কিছু কহিবারে মনে যুক্তি করে। চন্দ্রাবলী পাঠাইল নিমন্ত্রিতে তোরে ॥ ভদ্রকালী ব্রত আজি মহোৎসব তাঁর। কহিতে তুলসী দেখি ফিরায় আকার ॥ ভাল হৈল তুলসী যে তোমারে দেখিল। গৃহে বনে রাধিকাকে বহু অন্বেষিল ॥ কোথাও না পাই তারে কহ সমাচার। জানিলা তুলসী কূট শৈব্যা ব্যবহার শঠেতে শাঠ্যতা করি এইত নিয়ম। বুঝিয়া তাহারে কহে সছল বচন ॥ শ্যামা সখী নিমন্ত্রিলা রাধা সুবদনী। সর্ব্ব ভার দিলা তাঁরে সখী সনে আনি ॥ অম্বিকা পূজা আজি করিবেন শ্যামা তেকারণে রাইকে যে নিমন্ত্রিলা রামা ॥ ললিতা পাঠায় মোরে বৃন্দার আলয়। পুষ্প ফল লঞা আমি যাই যে নিলয় ॥ এইত কথাতে শৈব্যা প্রস্তারে তুলসী। বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা সঙ্গে চলিলা হরষি ॥ কৃষ্ণের নিকটে যেন কেহু আইসে নাই। শীঘ্রগতি চলে যেন শৈব্যা জানেনাই ॥ শৈব্যা কিছু কহিবার উদ্যম করিতে। কৃষ্ণ তাঁরে নিবারিলা নয়ন ইঙ্গিতে ॥ আপন ঔদাস্য কৃষ্ণ তারে জানাইলা। চন্দ্রাবলী সমাচার পুছিতে লাগিলা ॥ কহ শৈব্যা চন্দ্রাবলী কেমন আছয়। কিবা করে কোন খানে করিয়া নিশ্চয় ॥ শুনি শৈব্যা হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা। তাহার শাশুড়ী তাঁরে ধরিয়া রাখিলা ॥ আমি দুর্গাব্রত ছদ্ম করি তারে লঞা। আইলাও সঙ্কেত কুঞ্জে পদ্মাকে রাখিয়া ॥ অতি

শীঘ্র আইনু তোমারে অন্বেষিতে। অতএব কি করিব কহত ত্বরিতে॥ শুনি কৃষ্ণ মনে চিন্তা বাহ্যে সুখি হঞা। কহিতে লাগিলা তাঁরে বঞ্চনা করিঞা॥ চন্দ্রাবলী লাগি মোর উৎকণ্ঠিত মন। ভাল হৈল আইলা তেঁহো সঙ্কেত কানন॥ তাঁরে লঞা যাহ তুমি গৌরীতীর্থ দেশে। দূর স্থলে যাহ যেন গুরুজন না আইসে॥ গোধন সম্ভাল করি যাবৎ আসি আমি। তাবৎ তথাই যাও লঞা তারে তুমি॥ এই কালে বটু আসি কহেন তাহারে। ধনিষ্ঠা কহিলা যাহা করহ সত্বরে॥ কৃষ্ণ কহে বটু ভাল স্মৃতি করাইলে। গোচোর পাঠাবে কংস চুরি করিবারে তাহা শুনি বসুদেব মথুরা হইতে। কহি পাঠাইলা তাহা মোর নিজ তাতে॥ পিতা কহি পাঠাইলা সে সব আমাতে। ধনিষ্ঠা আসিয়া ছিলা তাহাই কহিতে॥ অতএব সেই বিঘ্নে ব্যাজ যদি হয়। চন্দ্রাবলী তাতে যেন দুঃখ না ভাবয়॥ এই রূপে শৈব্যা-কেত প্রতারণা করি। ত্বরাতে চলিলা সঙ্গে বটু যায় চলি॥ শৈব্যাও ত্বরাতে গেলা চন্দ্রাবলী স্থানে। এইত কহিলা কৃষ্ণের বনেতে পয়ানে॥ সহস্র মুখে কহিলেও অন্ত নাহি হয়। দিগ দরশন কৈল জানিতে নির্ণয়॥ গোবিন্দ লীলামৃতে সব আছে সংস্কৃতে। আপনা বুঝাই ইহা লিখিয়া প্রাকৃতে॥ তাহার শ্লোকের অর্থ কিছুই না জানি। লজ্জা খাঞা মূঢ় তাতে করি টানাটানি॥ সকল বৈষ্ণব পদে প্রণাম আমার। রাধাকৃষ্ণ পাদ পদ্ম প্রাণধন যার॥ আমি অতি তুচ্ছবুদ্ধি দোষ না লইবে। নিগূঢ় কথাতে সব বিচার করিবে॥ আস্বাদন না করিলে কোন সুখ নয়। এই মত কহে সব প্রেমভক্তি ময়॥ আপন সংপ্রদা বিনে অন্যে না কহিবে। বহির্মুখ স্থানে কথা গোপন করিবে কথার লালিত্য নাই না জানি ঘটনা। যৈছে তৈছে লিখি মাত্র

অক্ষর যোটনা ।। গোবিন্দ চরিতামৃত রসের কল্লোলে । বিহরয়ে ব্রজবাসী ভকত চকোরে ।। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে গোবিন্দ চরিত কহে যদুনন্দন দাসে ।।

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে বন বিহারণে রাধাকৃষ্ণ মিলন পরামর্শ নাম ষষ্ঠস্বর্গঃ ।

কিয়দ্দূরং ততো গত্বা নিবর্ত্তোদ্বর্মো না হরিঃ ।
রাধাকুণ্ডং সমাযাতঃ প্রিয়া সঙ্গোৎসুকঃ প্রিয়ং ।।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দীনপ্রাণ । তোমার চরণার বিন্দে ভক্তি দেহ দান ।। জয় জয় শুদ্ধ হেম প্রকাশ শরীর । জয় জয় চন্দ্রমুখ অন্তর গম্ভীর ।। জয় রাধা ভাবানন্দময় কলেবর । কি লাগি কি কর প্রভু কে জানে অন্তর ।। আপনাকে যবে তুমি জানাও আপনি । তবে তোমা জানা যায় যেবা রূপ তুমি ।। যেন অন্ধ কূপে অতি তৃণাদি দেখিয়া । লোভি পশু তাতে যেন রহয়ে পড়িয়া ।। তেমতি গৃহান্ধ কূপে বিষয় ভুঞ্জিতে । পড়ি য়াছো ওহে প্রভু না পার উঠিতে ।। কৃপাডোর অবলম্ব দেহ দয়াকরি । পতিত পাবন নাম রহু ক্ষিতিভরি ।। এবে কহ শ্রীরাধিকা কুণ্ডের বর্ণন । যাহা শুনি সুখি হয়ে ব্রজবাসীগণ ।। এই মতে কৃষ্ণচন্দ্র কত দূর যাঞা । নিবৃত্তি হইয়া শীঘ্র আই লা ফিরিঞা ।। রাধিকার সঙ্গ লাগি উৎকণ্ঠিত মন । তার কুণ্ড তটে কৃষ্ণ কৈলা আগমন ।। আসি দেখে কুণ্ড শোভা অতি বিলক্ষণ । দেখিয়া হইলা তাঁর আনন্দিত মন ।। চারি দিগে চারি ঘাট মণি রত্ন বান্ধা । সর্ব্ব দিগে রত্নবন্ধ আশ্চর্য্য ঘটনা ।। প্রতি ঘাটে দিব্য রত্ন মণ্ডপ শোভয় । সব রত্নময় সেই অনঙ্গ আলয় ।। ঘাটের দুই পাশে আছে মণির কুট্টিমা । অতি মনো

হর শোভা নাহিক উপমা॥ মণ্ডপের পার্শ্বে আছে তরু শাখা গণ। নানা পুষ্প নানা বস্ত্র হিন্দোলা সাজন॥ দক্ষিণে চাঁপার বৃক্ষে রত্ন হিন্দোলিকা। পূর্ব্বেতে কদম্বে দোলা নানা রত্নাধিকা পশ্চিমে রসালে রত্ন হিন্দোলার সাজে। উত্তরে বকুলে রত্ন হিন্দোলা বিরাজে॥ পূর্ব্ব অগ্নি দিগে মধ্যে শ্যামকুণ্ড সঙ্গে। রত্নস্তম্ভে অবলম্বে রত্ন সেতু বন্ধে॥ রাধাকুণ্ড বেঢ়ি যত আছে বৃক্ষবৃন্দ। প্রতি বৃক্ষমূলে নানা রত্নে কৈল বন্ধ॥ চারা সব আছে সেই বৃক্ষের নিকটে। আশ্চর্য্য তাহার শোভা হয় নীর তটে॥ রত্নবেদী আছে রাধাকৃষ্ণ বসিবারে। সখীগণ লঞা সুখে যেখানে বিহরে॥ কুট্টিমা মণিতে বান্ধা প্রতি বৃক্ষতলে। তাহা বসি রাধাকৃষ্ণ চৌদিগে নেহারে॥ গলাসম উচ্চ কাহোঁ২ বক্ষ সম। কাহোঁ নাভি সম কাহোঁ হয়ে জানু সম॥ কাহোঁ উরু সম বেদী আর যে কুট্টিমা। চতুর্দ্দিগে আছে রত্ন সোপান ঘটনা॥ সে সব বৃক্ষের তল অতি মনোহর। যেখানে বিহরে রাই শ্যামল সুন্দর॥ শ্বেতরত্ন চারিঘাটে রত্নবেদী আর। বিচিত্র কুট্টিমা শোভা কে কহিবে পার॥ এইত কহিল কিছু শুন এরে আর। যাহা শুনি লাগে চিত্তে অতি চমৎকার॥ কুণ্ড চারি কোণে আছে মাধবীর কুঞ্জ। বাসন্তির চতুঃশালা অতি মনোরঞ্জ॥ সেই চতুঃশালা বেঢ়ি কুঞ্জ বহুতর। কাঞ্চন কেশর আরু অশোক বিস্তর॥ তার বাহ্যে কুণ্ড বেঢ়ি কদলীর বৃক্ষ। পক্ব অপক্ব ফল পুষ্প সহ লক্ষ॥ তাহার বাহিরে পুনঃ সেকুণ্ড বেঢ়িয়া। উপবন পুষ্পবন একত্র মিলিয়া॥ কুণ্ড মধ্যে অতি শোভা জলের উপরি। রত্ন মন্দির আছে সেতু বন্ধ করি ঋতুঃরাজ আদি করি যত ঋতুগণ। শ্রীকুণ্ড কাননে সেবাকরে অনুক্ষণ॥ বৃন্দাদেবী সেবাকরে শ্রীকুণ্ড আলয়। সুগন্ধি সলিলে

সাজে অঙ্গনের চয় ॥ হিন্দোলিকা কুঞ্জ পথ মণ্ডপাদি যত। চান্দোয়া পতাকা পুষ্পগুচ্ছ আছে কত॥ লীলা কুঞ্জে আছে শয্যা কমলে রচিত। বোট ত্যাগি নানা পুষ্প অতি সুগন্ধিত॥ পুষ্প চন্দ্র উপাধান আছয়ে কমল। মধু পাত্র তাম্বূল পাত্র আছে মনোহর॥ কুঞ্জদাসী শত শত আছেন তথাই। পুষ্প তোলা সেবা যোগ্য সামগ্রী বনাই॥ কুঞ্জ বেড়ি পুষ্পবাটী উপবন মাঝে। সেবার সামগ্রী ঘর অনেক বিরাজে॥ বৃন্দা দেবী সেই থানে নিজগণ লঞা। রাধাকৃষ্ণ সেবা করে আনন্দ পাইঞা॥ কহ্লার রক্তোৎপল পুণ্ডরীক করি। পঙ্কেরুহ ইন্দীবর কৈরবাদি ভরি॥ আছয়ে কুণ্ডের জল সৌরভ্য করিয়া মকরন্দ পরাগচয় আছয়ে ভরিয়া॥ কলহংস হংসী চক্রবাকী চক্রবাক। সারস সারসী কোক ডাহুকী ডাহুক॥ শ্রবণের প্রিয় যাতে সে শব্দ করয়। কত কত আছে তাহা কহিল না হয় শুকশারী অন্যোহন্যে আশঙ্ক করিয়া। কৃষ্ণলীলা রস কাব্য গায় সুখ পাঞা॥ নাচে শিখীগণ যাহা দেখে কৃষ্ণকান্তি। কুণ্ডতট অঙ্গনাদি করি কত ভাঁতি॥ পারাবত হরিতাল চাতকাদি যত। কৃষ্ণ দেখি কর্ণামৃত ধ্বনি করে কত॥ কৃষ্ণ মুখ শোভা কোটিচন্দ্র বিনিন্দিত। দেখিয়া চকোরগণ অতি হরষিত॥ অবজ্ঞা করিয়া সব চন্দ্র তেয়াগিয়া। কৃষ্ণ মুখচন্দ্র রশ্মি পিয়ে সুখ পাঞা॥ লতাবৃক্ষ সব পুষ্প ফলে পূর্ণ হৈলা। পক্বাপক্ব ফল জানি ভরে নর্ম্ম কৈলা॥ অনেক নদীর তীর নীর চারি পাশে। শ্রীকৃষ্ণ বিলাস যোগ্য শোভা কুণ্ডে ভাসে॥ নানা পদ্মকান্তিগণে করে ঝলমল। গুণেতে জিনিল ক্ষীর সমুদ্র সকল॥ যেমত কহিল এই রাধিকার কুণ্ড। শ্যামকুণ্ড এই মত গুণে অতি চণ্ড॥ রাধাকুণ্ড পাশে সেই আছয়ে বিরাজ। তীর

নীর সম সর্ব্ব রত্নের সমাজ ।। কুণ্ড তীরে অষ্ট দিগে অষ্ট কুঞ্জ আর। অষ্ট সখী নামে আছে নানান প্রকার ।। নিজ নিজ হস্তে তাহা করেন সংস্কার। যাতে রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া সুখময়াগার ।। সেই সেই সীমাতে আছে যত উপবন। তাহার নিকটে আছে শিল্পশালাগণ ।। সেই সেই সীমাতে বৃক্ষগণ আছে কত। দুই দিগে বন মধ্যে আছে রত্নযুত ।। পরিশর পথগণ মরকতমণি ভিতরে রচিলা বহু করিয়া সাজনি ।। পথের দুই পাশে মণি স্ফাটিকের ভিত। উপরে স্ফাটিক মণি তাহাতে রচিত ।। ছোট ছোট তরঙ্গ যেন নদীতে বহয়। এমতি স্ফাটিক মণি চিত্র তাতে হয় ।। অন্য লোক প্রবেশ যদি করয়ে তাহাতে। ভিতে পথ জ্ঞান হয় পথ হয় ভিতে ।। এই মত দ্বারবৃন্দ উপবন মাঝে। কত কত রত্ন বৃন্দ করিয়াছে সাজে ।। কুণ্ডের উত্তর দিগে ললিতার কুঞ্জ। অনঙ্গ অম্বুজ নাম চত্বর সুচ্ছন্দ ।। অষ্টদলপদ্ম তুল্য তাহার ঘটনা। হেমরম্ভাবলি তার কেশর সুসমা ।। অষ্ট দলে অষ্ট কুঞ্জ আছে বিলক্ষণ। পশ্চাৎ বিস্তারি তার করিব লক্ষণ আগে কহি কর্ণিকার যে কুঞ্জ ঘটনা। আশ্চর্য্য কুট্টিমা সেই সর্ব্ব মনোরমা ।। কর্ণিকাতে সুবর্ণের কুট্টিমা বিরাজে। সহস্র পত্র পদ্ম তুল্য তাহা ভাল সাজে ।। রাধাকৃষ্ণ যে সময়ে যে লীলা করয়। তখনি তেমতি লঘু বিস্তারিত হয় ।। ললিতাদেবীর শিষ্য নাম কলাবতী। সংস্কার করে তেহোঁ সেই কুঞ্জ নিতি ।। ছয় ঋতু সংপূর্ণ তাহা সব্ব কেলি স্থল। রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে সখী আনুকূল ।। ললিতা নন্দদা কুঞ্জ রাজপট্ট নাম। যত শোভা আছে তার সেই মূল স্থান ।। সুবর্ণ কর্ণিকা তার মাণিক কেশর ক্রমে ক্রমে মণ্ডলিকা দ্বিগুণ অন্তর ।। এক বর্ণ রত্নে তার সম

পত্র কৈলা। পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদ তুল্য পঞ্চ গুণ নৈলা॥ অতি সুশীতল মৃদু সৌরভ্য পূরিত। পরম নির্ম্মল আর মাধুর্য্যতা নিত॥ তাহার বাহিরে বন্ধ সুবর্ণ মণ্ডলী। তাহার বাহিরে বান্ধা প্রবাল মণ্ডলী॥ তাঁহার বাহিরে শোভে মণি পদ্মরাগ। তাহার বাহিরে মণি স্ফাটিকের ভাগ॥ তাহার বাহিরে বান্ধা ইন্দ্র নীলমণি। পঞ্চ রত্ন মণ্ডলীতে ভিতর সাজনি॥ তাহার ভিতরে নানা রত্নে বিনির্ম্মিত। দেবতা মনুষ্য পক্ষ মৃগাদি চিত্রিত॥ স্ত্রী পুরুষ বিনির্ম্মিত দোঁহে এক ভাব। রস উদ্দীপনা করে যার যেই ভাব॥ জানুদঘ্ন তুল্য সেই কুট্টিমা ভিতর। সহস্র পত্র কর্ণিকার রসের আকর॥ বায়ব্য দিশাতে তার অষ্ট কুঞ্জ আর। অষ্ট দল যেন পদ্ম পুষ্পের আকার॥ অশোক লতার পুষ্প আমূল হইতে। শ্বেতারুণ হরিত পীত শ্যাম পুষ্প যাতে প্রবীণ অশোক বৃক্ষ পুষ্প মনোরম। মধ্যে এক কুঞ্জ হয় কর্ণিকার সম॥ বসন্ত সুখদা নাম অতি অনুপাম। এইত কহিল নয় কুঞ্জের বিধান॥ ভ্রমর গুঞ্জরে তথা কোকিলের ধ্বনি। অতি সুখ পান রাধাকৃষ্ণ যাহা শুনি॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের নৈঋত কোণেতে। শ্রীপদ্ম মন্দির আছে অপূর্ব্ব নির্ম্মিতে॥ ষোল পত্র পদ্ম তুল্য তাঁহার রচনা। কহিতে না জানি শোভা মাধুর্য্য ঘটনা॥ নানা মণি বিরচিত তার চারি ভিত। বিচিত্র রচনা চতুর্দ্বার বিনির্ম্মিত॥ চারি দ্বার পাশে তার আছে গবাক্ষগণ সেই দ্বারে গূঢ়লীলা দেখে সখীগণ॥ পূর্ব্ব রাগ চেষ্টা হয়ে মন্দির ভিতরে। রাস কুঞ্জ বিলাসাদি বিচিত্র প্রকারে॥ পূতনাদি বৈরিগণ বধ আদি যত। এইমত ভিতরে চিত্রিত আছে নানা মত॥ নানা রত্ন বাহে তার কেশর সমান। মধ্যে যে মন্দির সেই কর্ণিকার ভান॥ ষোল রত্ন কোঠা তাতে শোভে

ষোল পত্র। এই মত অপূর্ব্ব শোভা না শুনি অন্যত্র॥ দুই দুই কোঠার সেই উপর বিভাগে। ষোল রত্ন কোঠা আছে দৃষ্টা-শ্চর্য্য লাগে॥ রত্ন অট্টালিকা আছে অতি উচ্চতর। রত্ন স্তম্ভ পাঁতি তাতে ভিতহীন ঘর॥ স্ফাটিক মণির স্তম্ভ প্রবালাদি করি। চিত্র রত্ন চাল শোভে তাহার উপরি॥ রত্ন কুম্ভ শোভে তার শিখর উপরে। তাতে থাকি রাধাকৃষ্ণ দূর বন হেরে॥ অতি উচ্চ অট্টালিকা তিনতলা যার। তিন পার্শ্বে মুক্ত গেহ অনেক বিস্তার॥ তলে উপরে কুট্টিমাতে চৌদিগ বেষ্টিত। নানা রত্নে ভেল সেই অতি সুচিত্রিত॥ কণ্ঠ সম উচ্চ সেই কুট্টিমার গণ। চারি দিগে শোভে রত্ন সোপান সুসম॥ তাহা বেড়ি উচ্চ বৃক্ষ অট্টালি সমান। ফল পুষ্প যুক্ত সেই অতি অনুপাম॥ রাধাকৃষ্ণ কেলি করে তাহার উপর। বর্ণন না হয় স্থল অতি মনোহর॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের অগ্নিকোণ দিগে। হিন্দোলা কুট্টিমা রত্ন আছে সেই ভাগে॥ বকুলের বৃক্ষ আছে পূর্ব্বেতে পশ্চিমে। তাহার ঘটনা এবে কহি কিছু ক্রমে॥ উচ্চ বৃক্ষ পুষ্প পূর্ণ বক্রগতি হৈয়া। শাখা শাখা মিলিয়াছে সুসমা করিঞা॥ রত্ন মণ্ডপের প্রায় দেখি আচ্ছাদিত। তার মাঝে হিন্দোলিকা আছে মনোনীত॥ শাখা মূল বৃক্ষ পট্ট রজ্জু চারি দিয়া। হিন্দোলিকা চারিকোণে আছে বদ্ধ হৈয়া॥ নাভি মাত্র উচ্চ স্থল অতি মনোহরে। তাহার বর্ণনা কেবা করিবারে পারে॥ পদ্মরাগমণি আট পাটির হিন্দোলা। প্রবাল মণির খুরা আট তাতে দিলা॥ এক হস্ত উচ্চ পাটি পদ্মরাগমণি। কেশর বেষ্টিত সেই সুন্দর শোভনি॥ ষোল পত্র পদ্ম প্রায় রচনা তাহার। রত্নের সমূহ চিত্র কর্ণিকা যাহার॥ দুই দুই খুরার কাছে একেক দল তার। বাহিরে আছয়ে অষ্ট দলের আকার॥ রত্নপট্ট

কেশর চারি পাশে শোভা করে। অষ্ট দিগে শোভা তার করে অষ্ট দ্বারে।। দক্ষিণ দলের পার্শ্বে আছে দুই দ্বার। আরোহণ লাগি দ্বার অতি মনোহর।। লঘু স্তম্ভ আছে দুই পৃষ্ঠবিলম্বন মধ্যে পট্ট তুলি তাতে বসিতে আসন।। পার্শ্বেতে বালিশ তাহে আছে বিলক্ষণ। উর্দ্ধে স্বর্ণ সূক্ষ্ম তাতে চান্দোয়া গঠন।। নানা চিত্র শোভে তাতে চন্দ্রাবলি ছান্দে। মুক্তাদাম গুচ্ছ তাতে কতেক প্রবন্ধে।। অষ্ট সখী অষ্ট দলে রাধাকৃষ্ণ মাঝে। তলে গায় সখী বৃন্দ দোলাবার কাযে।।সেখানে আশ্চর্য্য আর এক দল হয়। সবে জানে রাধাকৃষ্ণ সম্মুখে আছয়।। মদনান্দোলনা নাম সেইত হিন্দোলা। রাধাকৃষ্ণ ইহাতেই করে দোলা লীলা।। ললিতা নন্দদা কুঞ্জের ঈশান কোণেতে। মাধবীর কুঞ্জশালা আছয়ে সুমতে।। অষ্ট পত্র পদ্ম প্রায় তাহার গঠন। অষ্ট পত্রে অষ্ট কুঞ্জ আছে মনোরম।। মধ্যেত কর্ণিকা তাতে আর এক কুঞ্জ। নবকুঞ্জ আছে রাধাকৃষ্ণ মনোরঞ্জ।। আমূল হইতে পুষ্প ধরিলা তাহার। মাধবা নন্দদা নাম ধরিয়াছে ভাল।। এই কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ নানা লীলা করে। সব সখী সঙ্গে লীলা অতি মনোহরে।। ললিতা নন্দদা কুঞ্জের উত্তর দিশাতে। শ্বেত পদ্ম অষ্ট কুঞ্জ আছয়ে তাহাতে।।অষ্ট দলে অষ্ট কুঞ্জ কর্ণিকার এক। আশ্চর্য্য কুঞ্জের শোভা নয় পরতেক।। কর্ণিকারে কুঞ্জ সেই স্বর্ণ বর্ণ সম। তাহা বেড়ি অষ্ট শ্বেত অতি অনুপম।। শ্বেতবর্ণ পুন্নাগ বৃক্ষে শ্বেত মল্লীলতা। শ্বেতবর্ণ যুক্ত শাখা হইল পূর্ণিতা।। চন্দ্রকান্ত মণি শোভে তাহার ভিতর। কিঞ্জল্ক রচিত মণি শোভা মনোহর।। ললিত নন্দদা কুঞ্জ পূর্ব্ব দিগে আর। নীলপদ্ম অষ্টদলে অপূর্ব্ব প্রকার।। অষ্ট নীল কুঞ্জ তাতে সুবর্ণ কর্ণিকা। ভিতরেত নীলমণি ঘটনা

অধিকা॥ তমালের বৃক্ষ বেড়া স্বর্ণলতাগণ। কুসুমিত বৃক্ষলতা সুগন্ধি ভবন॥ অষ্ট উপকুঞ্জ নীলপদ্মদলাকার। এক কুঞ্জ স্বর্ণ বর্ণ সেই কর্ণিকার॥ এই নব কুঞ্জ হয় অতি বিলক্ষণে। এবে কহি ললিতার কুঞ্জের দক্ষিণে॥ রক্তবর্ণ পদ্ম স্থল অষ্ট পত্র তার। অষ্ট উপকুঞ্জ মাঝে এক কর্ণিকার॥ পদ্মরাগমণি তার ভিতরে বাহিরে। লবঙ্গ লতিকা বেড়া অতি মনোহরে॥ সুগন্ধি কুসুমে পূর্ণ গন্ধে আমোদিত। রাধাকৃষ্ণ লীলা করে সখী সঙ্গে নিত॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের পশ্চিম দিশাতে। হেমাম্বুজ নাম কুঞ্জ সদা বিরাজিতে॥ অষ্ট দল স্বর্ণ পদ্মে অষ্ট উপকুঞ্জ মধ্যে আছে কর্ণিকাতে আর এক কুঞ্জ॥ চম্পক তরুতে শোভে হেম লতাগণ। হেমবর্ণ পুষ্প তাতে অতি বিলক্ষণ॥ বাহির অন্তর তার সুবর্ণে রচিত। রাধাকৃষ্ণ লীলা যাতে করে হরষিত॥ এই কহিলাম রাধাকুণ্ডের বর্ণন। ললিতা নন্দদা কুঞ্জ অতি বিলক্ষণ॥ কুণ্ডের ঈশান কোণে বিশাখার কুঞ্জ। অতি মনোহর সেই রাধাকৃষ্ণ রঞ্জ॥ ষোল পত্র পদ্ম হেন তাহার রচনা। চারি কোণে চম্পকের বৃক্ষের ঘটনা॥ চারি বর্ণ পুষ্প তাতে শ্যাম পীত ধরে। অরুণ হরিত বর্ণ অতি মনোহরে॥ মাধবী মল্লিকা লতা প্রফুল্ল হইয়া। অষ্ট দিগে বেড়ি আছে ভিত মত হৈয়া॥ প্রতি বৃক্ষে সব শাখা একত্র হইয়া। মণ্ডপ হইয়া আছে উপরে মিলিয়া॥ শুক পিক ভ্রমরাদি তাতে শব্দ করে। আশ্চর্য্য মধুর ধ্বনি যাতে কর্ণ হরে॥ তাহার ভিতরে দিব্য শয্যার ঘটনা। স্থলপুষ্পে জলপুষ্পে করিয়া যোজনা॥ নানা বর্ণে চিত্র সেই চান্দোয়া উপরে। শ্বেতারুণ শ্যাম পীত পদ্মের আকারে॥ চারি দ্বারে সেই কুঞ্জে কপাট সহিতে। পুষ্প পত্র শলাকা সব চিত্রিত তাহাতে॥ চপল ভ্রমরাগণ সেনা

পতি সঙ্গে ।সে ত্থার পালন করে ত্থারি হঞা রঙ্গে ॥চারিদিগে
ভিত তার মণির সাজনি। চারিপিড়া আছে বৃক্ষ শাখা আচ্ছা
দনি॥ বিশাখার শিষ্যা মঞ্জুমুখী তাঁর নাম। সংস্কার করে
তেহোঁ সেই কুঞ্জধাম॥ রাধাকৃষ্ণ কেলি রস বন্যায়ে প্লাবিত।
মদন সুখদা নাম নয়ন রঞ্জিত॥ বিশাখা নন্দদা নাম কুঞ্জ বিল-
ক্ষণ। রাধাকৃষ্ণ লীলা ইহাঁ হয়ে সর্ব্বক্ষণ॥ কুণ্ড পূর্ব্বে চিত্রা
দেবীর মনোহর কুঞ্জ। কি কহিব সেই শোভা সর্ব্ব চিত্ত রঞ্জ॥
চিত্র বৃক্ষ চিত্রলতা চিত্র পুষ্প গণ। অন্তর বাহিরে তার বিচিত্র
রতন॥ চিত্র বর্ণ পক্ষি ভৃঙ্গ কুট্টিমা অঙ্গন। বিচিত্র মণ্ডপ চিত্র
হিন্দোলিকাগণ॥ কুণ্ড অগ্নিকোণে আছে ইন্দুলেখার কুঞ্জ।
অপূর্ব্ব তাহার শোভা সর্ব্ব শুভ্রপুঞ্জ॥ চন্দ্রকান্তিমণি আর
স্ফাটিকাদি মণি। কুট্টিমা চত্বের স্থল বিচিত্র সাজনি॥ শ্বেত
পদ্ম মল্লিকাদি কৈরবাদি কত। শ্বেত বৃক্ষ শ্বেতলতা পুষ্প পত্র
যত॥ শুক পিক ভ্রমরাদি শ্বেতবর্ণ সব। যে যে পক্ষি জানা
যায় শব্দ অনুভব॥ পৌর্ণমাসী রাত্রে রাধাকৃষ্ণ সখী সনে।
শুভ্রবেশ করি করে নানা লীলাগণে॥ ক্রীড়া কালে কেহ যদি
যায় সেই স্থানে। চিনিতে না পারে সেই অত্যন্ত যতনে॥ শুভ্র
কেলি শয্যা তাতে অতি মনোহর। স্বর্ণচন্দ্র কুঞ্জ নাম ইন্দু
লেখা ঘর॥ চম্পকলতার কুঞ্জ কুণ্ডের দক্ষিণে। হেমবর্ণময়
সেই অতি মনোরমে॥ হেম বৃক্ষ হেমলতা পুষ্প হেমবর্ণ। হেম
বর্ণ শুক পিক ভ্রমরাদি পূর্ণ॥ স্বর্ণের মণ্ডপ আর কুট্টিমা
প্রাঙ্গন। স্বর্ণ নীল পরিচ্ছিন্ন হিন্দোলাদি গণ॥ হেমবর্ণ বস্ত্র
আর সুবর্ণ ভূষণ।হেমবর্ণ কুঙ্কুমাদি করিয়া লেপন॥ গৌরাঙ্গীর
বেশ কৃষ্ণ করিয়া আপনে। প্রেম আলাপন শুনে সখীগণ সনে
ঈর্ষা করি পদ্মা যাঞা জটিলা পাঠায়। একাসনে রাধাকৃষ্ণ

দেখিতে না পায় ॥ চম্পকা নন্দদা নাম কুঞ্জ রসময়। চাঁপার কুঞ্জের মাঝে পাকশালা হয় ॥ ভোজন বেদিকা তাহা আছে মনোহরে। নিজ সখী সঙ্গে তেঁহো পাক কার্য্য করে ॥ কদাচিত কোন দিন কুঞ্জেতে ভোজন। করে কৃষ্ণ রাধা সহ সঙ্গে সখীগণ ॥ রঙ্গদেবীর কুঞ্জ আছে কুণ্ডের নৈঋতে। শ্যামবর্ণ কুঞ্জ রাধাকৃষ্ণ মনোনীতে ॥ তমাল তরুতে শ্যামলতার সাজনি কুট্টিমা চত্বের ভূমি ইন্দ্র নীলমণি ॥ মুখরাদি যান যদি কভু সেই খানে। চিনিতে না পারে রাধাকৃষ্ণ একাসনে ॥ রঙ্গদেবী সুখপ্রদ নাম হয় তার। সর্ব্ব শ্যামময় কুঞ্জ নীলাম্বু আকার ॥ তুঙ্গবিদ্যা কুঞ্জ আছে কুণ্ডের পশ্চিমে। রক্তবর্ণময় সব অতি মনোরমে ॥ রক্ত বৃক্ষ রক্তলতা পুষ্পাদিক যত। মণ্ডপ কুট্টিমা রক্ত হিন্দোলাদি কত ॥ বাহিরে ভিতরে যত অঙ্গনাদি করি রক্ত মণি রত্নে সব স্থল আছে ভরি ॥ তুঙ্গবিদ্যা নন্দদাখ্যা কুঞ্জ বিলক্ষণ। রাধাকৃষ্ণ লীলাবেশ অরুণ বরণ ॥ সুদেবীর কুঞ্জ হয় বায়ব্য দিগেত। হরিদ্বর্ণ সর্ব্ব কুঞ্জ অতি সুশোভিত ॥ হরিদ্বল্লী বৃক্ষগণ পুষ্প পত্র যত। হরিদ্বর্ণ পক্ষি আর ভ্রমরাদি কত ॥ হরিণ্মণি ভূমি বাহ্য অন্তর চত্বর। রাধাকৃষ্ণ পাশা খেলা সে কুঞ্জ ভিতর ॥ সুদেবী সুখদা নাম কুঞ্জ মনোহর। সব হয় হরিদ্বর্ণ পরম সুন্দর ॥ কুণ্ড মধ্যে পুষ্প রাগ চন্দ্রকান্তি মণি। আশ্চর্য্য মন্দির আছে মোহন গঠনি ॥ নীলবর্ণ সে মন্দির ঊর্দ্ধে চিত্র সঙ্গী। তাহা দেখি মনে হয় নদীর তরঙ্গ ॥ মন্দির ভিতর সব মরকতময়। মণি হংস পদ্ম চিত্র উপরে আছয় ॥ ষোল পত্র পদ্ম প্রায় সেইত আলয়। রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া করি তাতে সুখি হয় ॥ উত্তর দিশাতে তার সেতু বন্ধ হয়। তাহা জল জ্ঞান হয় ঐছে স্বচ্ছময়। যৈছে হয় রাধাকৃষ্ণের পরম প্রেয়

সী।তৈছন মানেন কৃষ্ণ তাহার সরসি।।রাত্রি দিনে প্রেমে কৃষ্ণ তাতে ক্রীড়া করে। এ কুণ্ড মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে।। সে কুণ্ডে সকৃত স্নান করে যেই জন। তার কৃষ্ণ প্রেম হয়ে রাধিকার সম।। অতএব কহিবারে কে পারে মহিমা। সহস্র যুগেতে যার দিতে নারে সীমা।। কবে সুপ্রভাত হবে পোহাইবে রাতি। নয়নে দেখিব কুণ্ড শোভা এই ভাঁতি।। এই রূপে রাধাকুণ্ড দেখিয়া গোবিন্দ। বহু উদ্দীপনা তৃষ্ণা বাড়য়ে আনন্দ।।রাধিকার প্রাপ্তি লাগি উৎকণ্ঠা বাঢ়িলা। ভ্রমেত উৎপ্রেক্ষা বহু দেখিতে লাগিলা।। চক্রবাক চক্রবাকী মধ্য কুণ্ডে খেলে। রাই কুচযুগ স্মৃতি তাতে করাইলে।। কুণ্ড মধ্যে ফেণ মানে রাই মুক্তাহার। তরঙ্গ দেখেন যেন রসের বিস্তার।। প্রিয়া বক্ষ সম কুণ্ড হৈলা কৃষ্ণ জ্ঞান। পদ্ম দেখি রাধিকার মুখপদ্ম ভান।। ভৃঙ্গ দেখি মনে করে অলকার পাঁতি। খঞ্জন দেখিতে নেত্র খঞ্জনের ভাঁতি।। হংস শব্দ মানে প্রিয়া নূপুরের ধ্বনি। প্রিয়া কুণ্ড দেখি কৃষ্ণপ্রিয়া অনুমানি।। শ্যামকুণ্ড কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ সে কুণ্ডের কাছে। রক্ত পদ্মগণ তাতে বহু ফুটিয়াছে।। যেন কৃষ্ণ বাহু মেলি প্রিয়া আলিঙ্গিতে। হস্ত পদ্ম তোলে রাই নিষেধ করিতে হেমপদ্মগণ যেইপ্স মীরে চালায়। নীলপদ্ম তাহা সনে আসিয়া মিশায়।। হেমপদ্ম উলটিতে পড়ে অলি যোড়। তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে হইলা বিভোর।। যেন কৃষ্ণ রাই মুখে বলে চুম্ব দিতে। কটাক্ষ বক্রতা মুখ তেন কৃষ্ণ চিতে।। ভৃঙ্গীর ঝঙ্কার যেন রাধিকা শীৎকার। গন্ধাদিকা কুটমিত যতেক প্রকার।। এসব দেখিয়া কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বাঢ়য়। মনে বিচারয়ে রাই সঙ্গ কৈছে হয়।। দুই কুণ্ড দেখি কৃষ্ণ মনে বিচারয়। কুণ্ড নহে গোবর্দ্ধনের দুই নেত্র হয়।। নীলপদ্ম গণ সদা পবনে ঘুরায়। নেত্রতারাগণ সদা

যেন উলটায়॥ আমাকে দেখিয়া গিরির প্রেম উথলিল। কুণ্ড জল ছলে এই অশ্রুপাত হৈল॥ সর্ব্বাঙ্গ প্রণতি কিবা করিয়াছে মোরে। উদ্ঘূর্ণা বৈবশ্য চেষ্টা দেখিয়ে ইহারে॥ এই সব অনুমান করে কুণ্ড দেখি। রাধিকা প্রত্যঙ্গ বিন্দু নাই দেখে আঁখি তবে কৃষ্ণ এই রূপ দেখে নিজ কুণ্ড। তাহাতে যে আছে ঐছে নর্ম্ম সখা কুঞ্জ॥ সুবল মধুমঙ্গল উজ্বল অর্জ্জুন। গন্ধর্ব্ব কোকিল আর বিদগ্ধাদিগণ॥ দক্ষ সনন্দন আদি যত সখাচয়। নিজ নিজ নাম নর্ম্ম সখা কুঞ্জ হয়॥ রাধিকা ললিতা আদি যত সখী গণে। সব কুঞ্জ দিয়াছেন করিয়া বণ্টনে॥ শ্যামকুণ্ডের বায়ু কোণে সুবলের কুঞ্জ। মানসপাবন নাম ঘাট মনোরঞ্জ॥ সে কুঞ্জ লইলা বাঁটি রাধা সুবদনী। প্রত্যহ আগ্রহে স্নান করেন আপনি॥ কৃষ্ণ পদে জন্ম কুণ্ডের সেই তুল্য মাধুরী। কৃষ্ণ স্পর্শ সুখ পায় তাতে স্নান করি॥ মধুমঙ্গলের কুঞ্জ কুণ্ডের উত্তরে। পরম সুন্দর কুঞ্জ ললিতাঙ্গী করে॥ উজ্বলা নন্দদা কুঞ্জ কুণ্ডের ঈশানে। বিশাখাঙ্গী কৃত কৈলা সে কুঞ্জ আপনে॥ এই ক্রমে কুণ্ডের যত সখা কুঞ্জগণ। সব সখী নৈলা তাহা বিভাগ কারণ শ্যামকুণ্ড পূর্ব্ব রাধাকুণ্ডের পশ্চিমে। দুই ঘাটে নর পশু করে স্নান পানে॥ লীলা অনুকূল জন সাধকাদি গণে। যে রূপ কহিল ঐছে পায় দরশনে॥ অন্য লোকে স্ফুরে এই সাধকের সম। এইত কহিল দুই কুণ্ডের বর্ণন॥ অতঃপর বৃন্দাদেবী দেখি কৃষ্ণচন্দ্র। দুই পুষ্প আনি দিলা পাইঞা আনন্দ॥ তবে বৃন্দা দেবী নিজ কৌশলাদি যত। কৃষ্ণকে দেখায় কুঞ্জ সামগ্র্যাদি কত॥ সামগ্রী দেখিয়া রাই স্মৃতি করাইল। কুণ্ডের ঈশান কুঞ্জে কৃষ্ণে লঞা গেল॥ মদনানন্দদা নাম বিশাখার কুঞ্জ। পুষ্পময় সব স্থল ভ্রমরাদি গুঞ্জ॥ কৃষ্ণ মনে হৃষ্ট হৈলা। সে

কুঞ্জ দেখিয়া। রহিলা কর্ত্তব্য লীলা সঙ্কল্প করিয়া।। বিশাখার শিব্যা মঞ্জুমুখী বৃন্দা সনে। করিয়াছে বহু বিধি সামগ্রী সাধনে।। তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র উৎকণ্ঠিত হৈলা। বৃন্দাদেবী প্রতি কিছু কহিতে লাগিলা।। ভাগ্যে যদি প্রিয়া এথা আইসে বিঘ্ন বিনে। তবে সে সাফল্য কুঞ্জ সামগ্র্যাদি গণে।। তুলসী দেখিয়া গেলা শৈব্যা মোর কাছে। শুনিয়া রাধিকা এথা না আইসে পাছে।। অতএব কেহু যাঞা কহয়ে তাঁহারে। শৈব্যা এথা নাই আমি আছি একেশ্বরে।। ধনিষ্ঠা তৎকাল তুমি করহ গমনে। আমার অবস্থা এই কহ তার স্থানে।। যাতে হৈতে কন্দর্পের উদ্দীপন হয়। যাতে হৈতে মনে অতি লালসা বাঢ়য়।। প্রণয়ে ব্যাকুল করি তৃষ্ণা বাঢ়াইয়া। শীঘ্র এথা আন রাই বিলম্ব তেজিয়া।। বৃন্দা তুমি এক সখী রাখ গোষ্ঠপথে। কোন সখা আইসে পাছে মোরে অন্বেষিতে।। তবে তাঁরে প্রতারণা করিয়া ফিরায়। এই কার্য্য কর তুমি বড়ই ত্বরায়।। গৌরী কুণ্ড পথে রাখ সখী এক আর। শৈব্যা আদি আইলে করে বঞ্চনা প্রকার।। পক্ক রম্ভা ফলে মধুমঙ্গলের আঁখি। বৃন্দাকে কহেন কৃষ্ণ তার লোভ দেখি।। বটুর উদর ভর পক্ক রম্ভা ফলে। এত শুনি বটু কিছু হাসি কৃষ্ণে বোলে।। বৃন্দার কি দায় তোমার আজ্ঞা প্রমাণ। এত কহি খায় রম্ভা যত মনোমান।। যথা যথা কহে কৃষ্ণ সখি নিয়োজিতে। তথা তথা বৃন্দাদেবী লাগে পাঠাইতে।। তা সবা পাঠাঞা কৃষ্ণ রহে উৎকণ্ঠাতে। নেত্র আরোপিয়া রহে রাধিকার পথে।। হাস্য সহ মুখপদ্ম দেখিতে তাহার কৃষ্ণ চিত্ত উৎকণ্ঠাতে ভরিল অপার।। শতেক জলধি প্রায় গভীরতা যার। সে কৃষ্ণ অধৈর্য্য ক্ষণে লক্ষ যুগাকার।। এহোত বিচিত্র নহে প্রণয় স্বভাব। সহজেই এই মত অন্যোন্যতে ভাব।।

এইত কহিল রাধাকুণ্ডের বর্ণন। সংক্ষেপ করিয়া কৈল দিগ দরশন॥ গোবিন্দ লীলামৃতে আছে এসব বর্ণন। প্রাকৃত বুঝি-তে কিছু কহিল কথন॥ এই কথা যেই শুনে সেই তাহা পায়। চিত্তে বৈসে রাধাকৃষ্ণ পাবার উপায়॥ এইত পূর্ব্বাহ্ন লীলা কৃষ্ণের কহিল। মহাজন মুখে কথা যেমত শুনিল॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সদা যেই শুনে। তাহার চরণ ধুলা মুই কর পানে॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে পূর্ব্বাহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাকুণ্ড বর্ণনো নাম সপ্তমঃ স্বর্গঃ॥ ৭॥

মধ্যাহ্নেহন্যোন্য সঙ্গোদিত বিবিধ বিকারাদি ভূষা প্রমুগ্ধৌ, বাম্যোৎকণ্ঠাতি লোলৌস্মরমখ ললিতা-দ্যালি নর্ম্মাপ্ত সাতৌ। দোলারণ্যাম্বু বংশী হৃতি রতি মধুপানার্ক পূজাদি লীলৌ, রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজন ঘটয় সেব্যমানৌ স্মরামি॥

জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু করুণা সাগর। জয় রূপ সনাতন এ দীন বৎসল॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট রঘুনাথ দাস। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট কৃষ্ণ প্রেমোল্লাস॥ জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামি দয়াল। জয়২ ব্রজবাসী ভকত রসাল॥ এবে কহি কৃষ্ণের মধ্যাহ্ন লীলাগণ। যাহা শুনি সুখি হয়ে প্রেমী ভক্তগণ॥ মধ্যাহ্ন লীলার কথা বাহুল্য বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়া বুঝি আপন অন্তর॥ তথা শ্রীরাধিকা চিত্ত কৃষ্ণের বিচ্ছেদে। উৎকণ্ঠাতে সর্ব্বেন্দ্রিয় করে বহু খেদ॥ বিশাখাকে কহে ধনী সেই সব কথা। প্রথম ইন্দ্রি-য় চেষ্টা হঞা আছে যথা॥ যথারাগ॥

সৌন্দর্য্য অমৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু, তরুণীর চিত্তাদ্রি ডুবায়। কৃষ্ণ রম্য নর্ম্ম কথা, সুধু সুধাময় গাথা, তরুণীর কর্ণানন্দ ময় ॥ সখী হে কহ এবে কি করি উপায়। কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী ছান্দে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ বান্ধে, বলে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষয় ॥ ধ্রু ॥ কোটি চন্দ্র সুশীতল, অঙ্গ ক্ষিতি তাপ হর, গন্ধ সুধা জগৎ প্লাবিত। অধর অমৃত সার, কি কহিব সখী আর, বিচারিতে সব বিপরীত॥ নবীন জলদ দ্যুতি, বসন বিজুরি ভাঁতি, ত্রিভঙ্গিম বন্যবেশ তায়। মুখপদ্ম জিনি চান্দ, নয়ন কমল ছান্দ, মোর নেত্র সেই আকর্ষয় ॥ মেঘ জিনি কণ্ঠ ধ্বনি, নূপুর কিঙ্কিণী মণি, মুরলী মধুর ধ্বনি তায়। সনর্ম্ম বচন ভাঁতি, রমাদির মোহে মতি, কর্ণ স্পৃহা তাহাতে বাড়ায় ॥ কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ, মৃগমদ করে অন্ধ, কুঙ্কুম চন্দন দিল তায়। অগুরু কর্পূর তাতে, যাহাতে যুবতী মাতে, মোর নাসা সেই আকর্ষয় ॥ বক্ষস্থল পরিশর, ইন্দ্র নীলমণি বর, কপাট জিনিয়া তার শোভা। সুবাহু অর্গল ছন্দ, কোটীন্দু শীতল অঙ্গ, আকর্ষয়ে সেই বক্ষ লোভা ॥ কৃষ্ণাধরামৃতময়, যার হয় ভাগ্যোদয়, তার লব সেই জন পায়। কৃষ্ণ চব্য পান শেষ, জিনিয়া অমৃত দেশ, জিহ্বা মোর সেই আকর্ষয় ॥ রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, বিশাখিকা তাহা শুনি, কৃষ্ণ সঙ্গ উপায় চিন্তিতে। হেন কালে শুন কথা, তুলসী আইলা তথা, গন্ধ পুষ্প গুঞ্জার সহিতে॥ কৃষ্ণ মাল্য পুষ্প লঞা, তুলসী আনন্দ পাঞা, আইলা অতি ত্বরিত গমনে। তারে প্রফুল্লিত দেখি, রাই মনে হৈলা সুখি, কহে দাস এযদুনন্দনে ॥

তুলসী আসিয়া কহে সব বিবরণ। শুনিতেই রাই হৈলা মহাহর্ষ মন॥ ললিতার হাতে দিলা পুষ্প গুঞ্জাহার। তাহা

পায়ে তেহোঁ হৈলা প্রফুল্ল অপার ॥ ধনী কণ্ঠে গুঞ্জামালা সমর্পি ললিতা। চম্পক যুগল দুই কর্ণাবতংসিতা ॥ কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্য গণ লাগিয়াছে তাতে। তার স্পর্শে রাধিকাঙ্গ ভেল পুলকিতে ॥ প্রফুল্ল সরোজ নেত্র সরস হইলা। যেন কৃষ্ণ সর্ব্ব অঙ্গ পরশ পাইলা ॥ সর্ব্বাঙ্গ কাঁপয়ে ধনী আনন্দ হিল্লোলে। গন্তুকামা হয়ে রাই রহে নিজ স্থলে ॥ ধীরতা বাসতা সখী সূক্ষ্মবুদ্ধি দিলা। তেই সে কারণে ধৈর্য্য হইয়া রহিলা ॥ তবে ত তুলসী আসি কহে ভঙ্গি কথা। শৈব্যা বাক্যজালে বদ্ধ কৃষ্ণসার তথা ॥ চন্দ্রাবলী সখী অঙ্কু বদ্ধ কৃষ্ণ করি। উদ্ধার করিতে যুক্ত ব্যাজ পরিহরি ॥ তথাপি হঠাৎ কর্ম্ম কভু না করিবে। তবে যদি কর তবে অনর্থ হইবে ॥ পণ্ডিত যে হয় কর্ম্মে বিচার করয়। তবে সে সে সব কর্ম্মে ভাল ফল হয় ॥ ললিতা কহেন ভাল কহিলা তুলসী। কৃষ্ণের নিকটে যবে শৈব্যা থাকে আসি ॥ সঙ্কেত ভবনে কৃষ্ণ না থাকয়ে যবে। আমার ঘরের মান্য হানি হবে তবে ॥ ইহা শুনি নিতম্বিনী উৎকণ্ঠিতা মূর্ত্তি অন্তরে হইলা কৃষ্ণ দুর্ল্লভতা স্ফূর্ত্তি ॥ শাশুড়ী ননদী আদি সদা দ্বেষ করে। পতি কটুবাণী কহে অত্যন্ত প্রখরে ॥ পদ্মা আদি বৈরিগণ অতি বলবান। গোধন সখ্যতে ব্যাপ্ত সব বৃন্দাবন ॥ বহু বিঘ্নে কৈছে কৃষ্ণ মিলন দিবসে। এত অনুমানি ধনী ছাড়েন নিশ্বাসে ॥ অহহা দুষ্ট বিধি আর কি বলিব তোরে। দুর্ল্লভ করিলে কৃষ্ণ দুঃখ দিতে মোরে ॥ এরূপ রাধিকা চেষ্টা ব্যাকুল মানসে। এইকালে সুকুশল দেখিলা হরিবে বাহিরে দৈবজ্ঞ কহে বৃষ আজি সুলভ। কেহ প্রতি কহে রাই সখ অনুভব ॥ বাম স্তন উরু বাহু নয়ন নাচয়। দেখি সুধা

সুখী মনে আনন্দ বাড়য় ।। যদ্যপি আপন অঙ্গে মঙ্গল দেখিল। বাহিরে মঙ্গল কথা সকল শুনিল ।। তথাপিও নহে কৃষ্ণ প্রাপ্তির প্রতীতে। প্রণয়ে অনিষ্ট চিন্তা হইয়াছে চিতে ।। কৃষ্ণ বার্ত্তা প্রাপ্তি তৃষ্ণা যবে হৈল তারে। ধনিষ্ঠিকা সেইস্থানে আইলা সেকালে ।। কৃষ্ণের প্রেষিতা ইহো জানিল রাধিকা। হর্ষ আদি ভাবে অঙ্গ ভরিল অধিকা ।। কৃষ্ণ বার্ত্তা শুনিবারে ব্যাকুল আছয়। ছল করি পুছে তারে হর্ষানন্দময় ।। রাধিকা পুছেন সখী আইলা কোথা হৈতে। ধনিষ্ঠিকা কহেন শ্রীবৃন্দাবন হইতে।। সুধামুখী কহে কিয়ে মাধব সুসমা। কেমন দেখিলা তার কহত মহিমা ।। গোত্রশ্রেষ্ঠ ধরাধর কেমন দেখিলা। যাহা হৈতে ব্রজজন ধন রক্ষা পাইলা।। দুই প্রশ্ন কৈলা যবে রাধা সুবদনী। ধনিষ্ঠিকা কহে তারে তৈছে ছল বাণী ।। বন মালা গন্ধে সব অলিবৃন্দ ধায়। তিলক কপালে শোভা মনোহর তায় ।। যুবতী জনের মনে কাম বৃদ্ধি করে। এইমত পূর্ণ উৎকণ্ঠিকাতেই ভরে ।। মাধবিয় শোভাগণ এইমত হয়। বর্ণনা করয়ে তাহা হেন কে আছয় ।। ধরাধর ধাতুচয় রচিয়াছে ভাল। চিত্ত আকর্ষয় বেণু ধ্বনি সুবিশাল ।। মেঘ হৈতে ধেনু ভয় সব দূর কৈল। সখা ধেনু শৃঙ্গ সঙ্গ একত্র মিলিল ।। এইমত গোবর্দ্ধনধরের সুসমা। কে কহিতে পারে যেই তাহার উপমা ।। ধনিষ্ঠার বাক্য ভঙ্গি মধুপান হৈতে। রাধিকার চিত্ত বিত্ত হৈল উনমত্তে ।। ব্যক্ত কথা শুনিবারে উৎকণ্ঠা বাড়িল। তবে ক্রমে ব্যক্ত কথা পুছিতে লাগিল ।। সুধামুখী কহে কোথা করিবে গমন। ধনিষ্ঠা কহয়ে প্রায় এথা আগমন।। রাই কহে কি কারণে কহ সুনিশ্চয়। তেহোঁ কহে সমাচার কোন এক হয় ।। রাই কহে সমাচার কহবা কাহার। তেহোঁ কহে

কহিয়াছে ব্রজেন্দ্র কুমার॥ রাই কহে কি কহিলা কহ ত নিশ্চয়
তেহোঁ কহে কামবৈরি বাণ বরিষয়॥ কৃষ্ণের সহায় হীন সঙ্গে
মাত্র ছায়া। ধনুর্ব্বাণ নাই তাতে মুক্ত সব কায়া॥ তাহার সহি
তে বহু সামন্ত আইলা। ফুল ধনু নিজ করে আপনে ধরিলা॥
কৃষ্ণ রূপ মদনের কৈল পরাজয়। তেকারণে ক্রোধ তার হৈল
অতিশয়॥ সঙ্গে ভৃঙ্গ পিক আর বসন্ত বাতাস। তোমার কুঞ্জের
বন বেঢ়িল চৌপাশ॥ এই সব সেনা লয়ে কৃষ্ণ বিদ্ধ করে।
তাহা লাগি তুয়া সঙ্গ সদা বাঞ্ছা ধরে॥ তোমা সবা রক্ষা
তেহো অনেক করিলা। দৈব বলে এইবার শঙ্কটে পড়িলা॥
তোমার সঙ্গতি মাত্র তারণ তাহার। অতএব তারণ কর তাহার
তৎকাল॥ না করিলে কৃতঘ্নতা তোমার হইবে। পুনর্ব্বার সে শ
ঙ্কটে আপনে পড়িবে॥মদনমোহন করি যদি বল তাঁরে।তোমা
বিনু মদনেরে জিনিবারে নারে॥ কৃষ্ণ রূপে জগমন মোহন
করয়। আপনে মদন স্থানে বিমোহন হয়॥ তোমার সহিতে
যবে সঙ্গ হয়ে তার। তবে সে মদনে মূর্চ্ছা পারে করিবার॥
প্রফুল্ল কুসুম কুঞ্জে বসিয়া আছয়ে। ভৃঙ্গ পিক সর্ব তারা সুধ্বনি
করয়ে॥ হৃদয়ে সঙ্কল্প মাত্র নানা লীলা করে। বসিয়াছে পদ্ম
তল্প সুগন্ধি উপরে॥ কহয়ে তোমার কথা কৃষ্ণ বলবান। ক-
ন্দর্পকদনে তাঁর ধৈর্য্য কৈল আন॥ নবীন জলদ দ্যুতি কনক
বসন। মকর কুণ্ডল কানে কমল বয়ান॥ চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ
শ্রীপদ্ম নয়ন। স্বর্ণ যূথি মালা গলে ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥ চূড়ার
উপরে শিখীপিচ্ছ ভাল সাজে। এইরূপে বসিয়াছে কৃষ্ণ কুঞ্জ
মাঝে॥ শ্রীঅঙ্গ তারুণ্য লক্ষ্মী অমৃত সাগর। সে অঙ্গ সৌন্দর্য্য
জল অতি মনোহর॥ অঙ্গের লাবণ্য যেন সমুদ্র তরঙ্গ। কন্দর্প
ভাবের ভূমি আছে কত ভঙ্গ॥ বংশীধ্বনি বায়ু তাতে অত্যন্ত

প্রবল। যুবতীর চিত্ত বিত্ত করয়ে তরল॥ তরুণীর চিত্ত নেত্র তৃণ ডুবাইল। ডুবিয়া রহিল তাতে উঠিতে নারিল॥ হেন কৃষ্ণ মনমথ বাণে বিদ্ধ করে। তুয়া পথ নিরীখয়ে কাতর অন্তরে॥ বিদগ্ধ শেখর কৃষ্ণ তুমি বৈদগধী। কৃষ্ণ নবযুবা তুমি তরুণ অবধি॥ তোমার লাগিয়া কৃষ্ণ তৃষিত অন্তরে। কৃষ্ণ লাগি তুয়া তৃষ্ণা বুঝি যে বিচারে॥ কৃষ্ণের সুবেশ অঙ্গ মাধুর্য্যের সীমা। তুমিহ সুবেশ ভঙ্গী রূপ অনুপমা॥ অতএব তার স্থানে তৎকাল চলহ। তারে সমর্পিয়া বেশ সাফল্য করহ প্রেমোদ্ভ্রান্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মরাক্রান্ত মন। মূর্চ্ছান্ত করিল চিত্ত তোহে সমর্পণ॥ নিজ চিত্ত রাখে তেঁহো তোমার আশ্রয়ে। নিবেদিল এই তার যত দশা হয়ে॥ ধনিষ্ঠা বচনামৃত রাই কৈলা পান। ঔৎসুক্য জড়তা ভেল চিত্তের পয়ান॥ সর্ব্ব ভাব প্রকট হইল প্রতি অঙ্গে। ভাব স্বরূপিণী ধনী বিভাব তরঙ্গে॥ গমন ত্বরিতা ভেল যবে নিতম্বিনী॥ কুন্দলতা আসি তাঁরে কহে মধুবাণী। সূর্য্যপূজা ছলে বহু ত্বরা প্রকাশিয়া। উঠাইলা রাই করে যতনে ধরিয়া॥ কুন্দলতা হস্ত রাই বাম হস্তে ধরে। দক্ষিণ হস্তেতে নিলা কমল যে করে॥ তুলসী ধনিষ্ঠা আগে বিশাখিকা পাশে। ললিতান্য পাশে আর সখী চারিপাশে॥ চলিলা সুন্দরী কৃষ্ণ দরশন আশে নিজ সম সখী সঙ্গে গমন হরিষে॥ রাধা কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন কারণে। দাসীগণ লয়ে বহু সেবোপকরণে॥ শ্রীরূপমঞ্জরি সঙ্গে বহু দাসীগণ। তা সবার হাতে সূর্য্য পূজোপকরণ॥ ব্রজের বাহির হৈতে মঙ্গল দেখিলা। কৃষ্ণ পাব করি মনে আনন্দ বাঢ়িলা॥ দধি পাত্র লয়ে এক সুন্দরী যুবতী। ধেনু বৎস এক ঠাঞি দেখে শুদ্ধমতি॥ চাষপক্ষী দ্বিজ আর নকুলাদি

গণ। মৃগাবলি বৃষ দেখি আনন্দিত মন ॥ নদী মধ্যে পদ্ম তাতে ভ্রমরার পাঁতি। খঞ্জন যুগল নাচে তাতে মদে মাতি ॥ দেখিতে কৃষ্ণের মুখপদ্ম স্মৃতি হৈল। মুখ নেত্র অলকাদি করিয়া মানিল ॥ মঙ্গল শকুন গণ এমতি দেখিয়া। বিবিধ কুটিল হাস্য উল্লাসিত হয়্যা ॥ সহচরী সঙ্গে চলে গজেন্দ্র গমনী। কানন নিকটে গেলা সুচন্দ্র বদনী ॥ সখীগণ কহে দেখ বনের মাধুরী। মাধবীয় শোভা আছে পরবেশ করি ॥ বৃক্ষ লতা প্রফুল্লিত সৌরভ পূরিত। চটকের ধ্বনি অলি পিক গায় গীত শ্যামলতোজ্জ্বল আর তিলক বিকাশ। বিশান অর্জ্জুন হলি প্রিয় পরকাশ ॥ শিখীদল শ্রেণীভুষা চম্পক কেশর। কাঞ্চন বিদ্রুম মালা অতি মনোহর ॥ তমালের কান্তিগণ দেখিতে সুন্দর। গুঞ্জাপুষ্প বিরাজিত ছায়া শ্রমহর ॥ বেণু ধ্বনি মনোহর চন্দনাদি গণ। মন্মথ শঙ্কুল নব বয়স লক্ষণ ॥ দেখ সখী বন নহে কৃষ্ণ তনু সম। অতএব কহি নহে অতি অনুপম ॥ যেখানে যেখানে দেখে সুচন্দ্র বদনী। সেখানে সেখানে সব কৃষ্ণ তনু মানি ॥ সেখানে২ হৃদি বিন্ধে মনোরথে। সে বাণে বিহ্বল হয়ে চলে সেই পথে ॥ রাই সখীগণ সহ ঐছন বেষ্টিত। তৈছন দেখিয়ে বন শোভায়ে রচিত ॥ প্রফুল্ল সহচরী সহ অলি বনমালা। বিশাখাদি করে ছায়া মদন আকুলা ॥ প্রফুল্ল মঞ্জুল সব স্বরূপ শোভিতা। সুশীতল কুঞ্জ কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় তর্পিতা ॥ সুবয় সুসমা পূর্ণ বৈকল্য বাসকা। সব বন শোভা যেন সসখী রাধিকা ॥ বন দেখি রাই মনে সন্দেহ জন্মিলা। বিচার করিতে অতি চিন্তিত হইলা ॥ যুথেশ্বরী বৃন্দ সখী সঙ্কেত করিয়া। কৃষ্ণের উদ্দেশ করে বনে প্রবেশিয়া ॥ সবেই নিপুণা কেন কৃষ্ণ না পাইবে। রসলোভি কৃষ্ণ পাইলে কেন বা ছাড়িবে ॥ এইকালে

পথে দেখে মৃগ আর শিখী। কৃষ্ণমৃগী শিখী বুদ্ধি হৈল। তাহা দেখি॥ তমাল বৃক্ষের মূলে সুবর্ণের চারা। হেমযূথি লতা তাহা বেড়িয়া উঠিলা॥ শাখা অগ্রভাগে নাচে বহু শিখীগণ। দেখি বিচিকীর্ষা হৈলা রাধিকার মন॥ প্রেম ঈর্ষা সর্পে আসি করিলা দংশন। নষ্ট হৈল যত২ বুদ্ধি বিচক্ষণ॥ ভ্রূ ভঙ্গি করিয়া দেখে অতি রোষ চিত্তে। ধনিষ্ঠাকে নিতম্বিনী লাগিয়া কহিতে কি দেখিয়ে ধনিষ্ঠিকা সম্মুখে আমার। তেহো কহে কোথা কিবা দেখ তুমি আর॥ রাই কহে দেখ আগে কি কহিব আমি। তেঁহো কহে বন মাত্র এই সত্য জানি॥ রাই কহে তবে এই সম্মুখে কি হয়ে। তেহো কহে বন বিনু অন্য কিছু নহে॥ রাই কহে ধূর্ত্তে নেত্র মিলিয়া না চাও। অপূর্ব্ব শঠেন্দ্র নৃত্য দেখিতে না পাও॥ ললিতা প্রভৃতিগণে কহে তবে রাধা। বিরস বদনে কহে পাঞা যেন বাধা॥ কৃষ্ণ নটনটী সঙ্গে দেখ সখীগণ। ধনিষ্ঠা আনিলা যাহা দর্শন কারণ॥ রতি চোর কৃষ্ণ তার দূতী ধনিষ্ঠিকা। এই সব দেখাইয়া সুখী কৈলা ধিকা॥ কৃষ্ণের সুরঙ্গ দেখ রঙ্গিণী ছাড়িয়া। বিলাস করিছে অন্য হরিণী লইয়া॥ আমারে দেখিয়া তারে ত্যাগ নাহি করে। শঠ সঙ্গে সঙ্গী হঞা শঠতা আচরে॥ কৃষ্ণের ময়ূর দেখ তাণ্ডবী ধৃষ্টতা। আমার সঙ্গিনী সখী ত্যজিয়া সর্ব্বথা॥ অন্য ময়ূরীর সনে বিলাস করয়ে। আমারে দেখিছে তবু তারে না ছাড়য়ে॥ এই সব কথা শুনি হাসে ধনিষ্ঠিকা। কহয়ে তোমার নাট দেখিল অধিকা॥ যে সব শুনিল এই তুয়া নাট কথা। শুনি সব সখী সুখ পাইলা সর্ব্বথা॥ কৃষ্ণের নিকটে সব কহিব যাইয়া। অতি সুখি হবে তেঁহো এ নাট শুনিয়া॥ গুণজ্ঞ নিকটে যদি গুণ কথা হয়। শুনিতেই

তার চিত্তে সুখ উপজয়॥ যেখানে অত্যন্ত রাগ তার এই রীতি। সুলভ হইলে কৃষ্ণ তুর্ল্লভতা স্ফূর্ত্তি॥ কৃষ্ণপ্রাপ্তি সদা রাই তুর্ল্লভ মানয়ে। নানাবিধ বিঘ্ন শঙ্কা মনে উপজয়ে॥ সখীবৃন্দ মুখে হাস্য দেখি সুবদনী। সবিস্ময় হঞা মনে তবে অনুমানি॥ পুনর্ব্বার দেখে ধনী তরু সঙ্গে লতা। তাহাতে হইলা রাই অতি সলজ্জিতা॥ এইরূপে কৃষ্ণ সঙ্গ রঙ্গ লাগি ধনী। প্রেমেত উন্মত্তা মনে নানা ভ্রম মানি॥ বৃন্দাবন দেখি কৃষ্ণ মাধুর্য্য লালসা। উদ্দীপনাগণ বহু বাঢ়াইল আশা॥ এইরূপে গেলা রাই সূর্য্যের ভবন। কামেরণ বাটী নাম কুঞ্জ বিলক্ষণ॥ পুষ্প ময় কুঞ্জ তাতে আছে সূর্য্যমূর্ত্তি। তথা যাই কৈলা ধনী তাহাকে প্রণতি॥ বদ্ধাঞ্জলি হঞা বর মাগেন তাহারে। নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গ হউক মোরে॥ প্রতিমা দেখিল অতি প্রফুল্ল বদন। তাহা দেখি হৈলা রাই প্রফুল্লিত মন॥ পুনঃ তারে প্রণাম করিয়া চলে ধনী। পূজার সামগ্রী সঙ্গে রাখে কথোজনি॥ ললিতার আজ্ঞা পাঞা দাসিরা রহিলা। তবে সব সখী সঙ্গে কুঞ্জে প্রবেশিলা॥ কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভে পূর্ণ হৈল সেইস্থল। মৃগ মদ সহ যৈছে নীল উৎপল॥ সে গন্ধ পাইয়া রাই আপনা পাসরে। উনমত্ত ভৃঙ্গ প্রায় ইতস্তত চলে॥ ওথা কৃষ্ণ রাধিকাঙ্গ সৌরভ্য পাইলা। কাশ্মীর অম্বুজ লিপ্ত সুগন্ধি ভরিলা॥ সর্ব্ব বনময় গন্ধে ব্যাপ্ত হঞা রহে। গোবিন্দ নাসার ঘূর্ণা তাতে শীঘ্র হয়ে॥ পুলকে ভরিলা অঙ্গ জড়তা হইলা। রাই আগমন জানি বৃন্দা পাঠাইলা॥ বৃন্দাদেবী আইলা যদি রাইর নিকটে নরাখ্যায়া কুঞ্জ রাজধাম নবতটে॥ বৃন্দাকে দেখিয়া রাই মহোৎসুকা হৈলা। স্ব অভীষ্ট সিদ্ধি মূর্ত্তি তাহারে দেখিলা॥ কৃষ্ণোত্তংস ইন্দীবর যুগল আনিয়া। রাই হস্তে দিলা বৃন্দা

আনন্দ পাইয়া ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ গন্ধ তাহাতে লাগিলা। তাহা র পরশে কৃষ্ণ পরশ জাগিলা ॥ তাহাতে উদ্ভব হৈল যত ভাব গণ। যত্ন করি রাই তাহা কৈলা আবরণ ॥ বৃন্দাদেবী দেখি পুছে তবে সুনয়নী। সংলাপ আখ্যান এই শাস্ত্রেত বাখানি ॥ রাই কহে বৃন্দা তুমি আইলা কোথা হৈতে। বৃন্দা কহে কৃষ্ণ পাদ নিকট হইতে ॥ সুধামুখী কহে তেহোঁ আছে কোনস্থানে। তেহোঁ কহে বসিয়াছে তুয়া কুণ্ডবনে ॥ নিতম্বিনী কহে তাহাঁ কি কর্ম্ম করয়। তেহোঁ কহে নৃত্য শিক্ষা আবেশে রহয় ॥ রাই কহে গুরু কেবা করাইছে শিক্ষা। তেহোঁ কহে দশদিগে তুয়া মূর্ত্তি দীক্ষা ॥ তরুলতা আগে আগে নটী হঞা নাচে। কৃষ্ণচন্দ্র নাচি ফিরে তার পাছে পাছে ॥ রাই কহে বৃন্দা তুমি না জান বিশেষ। চন্দ্রাবলী লাগি তাঁর এতেক আবেশ ॥ শৈব্যা বায়ু পদ্মা সখী গন্ধ আনি দিল। সেই গন্ধে কৃষ্ণ ভৃঙ্গ উন্মত্ত হইল ॥ বৃন্দা কহে সত্য রাধে যে কহিলা তুমি। তাহার বিশেষ শুন যে কহিয়ে আমি ॥ কৃষ্ণ বাণী বঞ্চনা বায়ু শৈব্যা উড়াইলা। চন্দ্রা বলী সহ গৌরী তীর্থে লঞা গেলা ॥ তবে সুধামুখী কহে কি কাষ সে কথা। স্নানার্থ যাইব শ্যামকুণ্ড আছে যথা ॥ পাতাল গঙ্গার জলে স্নানাদি করিয়া। বৃদ্ধা আজ্ঞা মিত্রপূজা করিব যাইয়া ॥ পূজা করি শীঘ্র নিজ গৃহে যাইতে চাই। তবে বৃন্দা দেবী প্রতি পুনঃ পুছে রাই ॥ বৃন্দা তুমি কোথা যাবে বল সুনি শ্চয়। বৃন্দা কহে তুয়া পাদপদ্ম সে আশ্রয় ॥ নিতম্বিনী কহে কিবা আছে প্রয়োজন। বৃন্দা কহে কহি তুয়া রাজ্য বিবরণ ॥ রাই কহে কহ শুনি কেমন বৃত্তান্ত। বৃন্দা কহে শ্রীমাধব শোভা তে নিতান্ত ॥ বৃন্দাবন বাঞ্ছে তুয়া কৃপাবলোকন। এই সব সমাচার কৈনু নিবেদন ॥ শুনি কহে কুন্দলতা প্রগল্ভ চরিতা।

নিজকূটদূত্য বৃন্দা ঘুচাহ সর্ব্বথা।। জটিলা আমাকে রাই কৈলা সমর্পণ। সূর্য্য পূজিবারে যাব সূর্য্যের ভবন।। পাতাল গঙ্গার জলে স্নান করাইয়া। সূর্য্যবেদী যাব ইহা নিভৃতে লইয়া।। কৃষ্ণ গন্ধ যাহাঁ আছে তাহাঁ না যাইব। জটিলার আজ্ঞা আমি যতনে পালিব।। মানস গঙ্গাতে আজি না যাব সর্ব্বথা। সখা সঙ্গে ধেনু লয়ে কৃষ্ণ আছে তথা।। বৃন্দা কহে শুন কুন্দ লতা নাই ভয়। কৃষ্ণ চিত্ত গঙ্গায় কভু নহেত নিশ্চয়।। উপায় সুন্দর কহি শুন মন দিয়া। কৃষ্ণ নাই দেখে আর স্নান কর গিয়া।। রাই কুণ্ডে আছে কৃষ্ণ মদন কদনে। বসিয়া রহিয়াছেন সমাধি নয়নে।। বাসন্তির বন পথে তোমরা যাইয়া। পরম পবিত্র তীর্থে স্নান কর গিয়া।। সর্ব্বথায় তথা কৃষ্ণ দেখিতে না পাবে। স্নান করি সবে সূর্য্য বেদিকে আসিবে।। শুনিয়া ললিতা কহে শুন কুন্দলতা। তোমার দেবর কৃষ্ণ কর কেন চিন্তা প্রগল্ভা হইয়া তুমি অপ্রগল্ভা প্রায়। প্রৌঢ়া হয়ে কেনে কর মুগ্ধ ব্যবসায়।। আপনার কুণ্ডে যায়ে স্নানাদি করিব। মাধবীর বন শোভা সমস্ত দেখিব।। কি করিতে পারে কৃষ্ণ আমা সবাকারে। পূজা আদি করি যাব আপনার ঘরে।। নারী ক্রীড়া স্থান পুরুষ দেখিতে না পায়। সেখানে যে তাঁর স্থিতি অযোগ্যের প্রায়।। বৃন্দা তুমি আগে যাঞা তাঁরে নিষেধহ। সেখান হইতে শীঘ্র বাহির করহ।। গোপ তেহো গোপ সনে করুন বসতি। তৎকাল যাইয়া তুমি কহিবে এমতি।। বৃন্দা কহে আমি মৃদু কৃষ্ণ মহাচণ্ড। আমি কি করিতে পারি দুর্জ্জনের দণ্ড তুমি অতি চণ্ডী তুমি যাহ তার পাশ। যাইয়া শিখণ্ডী প্রতি কহ যেই ভাষ।। কুন্দলতা কহে বৃন্দা ভ্রান্ত হৈলা তুমি। বিচারিয়া মনে বুঝ যে কহিয়ে আমি।। চণ্ডিকা ছাড়য়ে কভু শঙ্ক-

রের সঙ্গ। ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার অর্দ্ধ অঙ্গ সঙ্গ ॥ এইরূপে সখীগণ হাস্যমুখ দেখি। সুধামুখী উৎকণ্ঠিতা অবনত মুখ। ভাবের গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য করি নিজ অঙ্গে। কৃষ্ণ তৃষ্ণা নিবেদন করে বাক্যভঙ্গে ॥ রাই কহে ললিতাদি শুন সব সখী। এক প্রশ্ন কথা মোর কহ সবে দেখি ॥ চতুর্দ্দিগে নবাম্বুদ বৃন্দের উদয়। তৃষ্ণার্ত্ত চাতকেশ্বর তথাই ফিরয় ॥ প্রতিপক্ষ বায়ু যদি তারে দূর করে। তবে সে চাতকেশ্বর কৈছন আচরে ॥ বৃন্দা কহে শুন কহি ইহার বিশেষ। যাহাতে চাতকেশ্বর নাহি পায় ক্লেশ ॥ রাত্রি দিন রহে মেঘ সঙ্গিগণ লয়ে। নব নব রস বৃষ্টি সেচন করিয়ে ॥ অপেক্ষা না করে কার শঙ্কা নাহি মনে চাতকেশ্বরের তৃপ্তি করে অনুক্ষণে ॥ এক নিষ্ঠা দেখি হর্ষ পায় মেঘগণ। পূর্ণ বৃষ্টি দিয়া তৃপ্তি করে তার মন ॥ অত্যন্ত নিরস মেঘগণ যবে আইসে। দেখিয়া চাতকেশ্বর সুখ নাহি বাসে ॥ অতএব শ্যামকুণ্ডে সবে স্নান কর। সখী লয়ে মিত্রপূজা স্বচ্ছন্দ আচর ॥ এথাই রহিব আমি আছে প্রয়োজন। এইরূপে তারা সব করিলা গমন ॥ এথা বৃন্দাদেবী শারী পাঠায় ত্বরাতে জটিলাদি বৃদ্ধাগণ আইসে যে পথে ॥ কীর পাঠাইলা যথা চন্দ্রাবলীগণ। গৌরীতীর্থ পথে কীর করিলা গমন ॥ তবে বৃন্দাদেবী সব সামগ্রী দেখিতে। সে গৃহে সামগ্রী দেখি হৈলা হরষিতে ॥ মধুকেলী সামগ্র্যাদি অনেক দেখিলা। হিন্দোলার সাজ যত প্রত্যক্ষে দেখিলা ॥ মধুপান বনলীলা রতিলীলা করি। জললীলা দ্যূত বেশ সামিগ্র্যাদি ধরি ॥ সুন্দর আসন শয্যা শুক পাঠ লীলা। পাশাখেলা আদি যত সামগ্রী দেখিলা সেই সেই স্থানে সব সামগ্রী পাঠায়। রাধাকৃষ্ণ আগমন সবারে জানায় ॥ লীলা পরিকর আর স্থাবর জঙ্গমে। স্থিরানন্দ

কৈলা কহি দোঁহা আগমনে ॥ তবে বৃন্দাদেবী কুঞ্জে লুকাইয়া রহে। রাধাকৃষ্ণ সুমিলন আনন্দে দেখয়ে॥ নান্দীমুখী তাঁহা আসি হৈলা উপনীত। লুকায়ে রহিলা বৃন্দাদেবীর সহিত ॥ দোঁহা দরশনে সুখ সমুদ্র উথলে। ভাবচন্দ্র দেখি বহে প্রেমের কল্লোলে॥ তাহা দেখিবারে বৃন্দা আর নান্দীমুখী। লুকাইয়া রহে কুঞ্জে হয়ে মহাসুখি ॥ দুইপার্শ্বে বকুলের বন পথ মাঝে। তার অন্তে সখী সঙ্গে রাধিকা বিরাজে ॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ চিত্তে মদন বিকার। উদয় হইলা নহে নিশ্চয় বিচার কৃষ্ণ মনে কহে রাই স্ফূর্ত্তি বহুবার। হইয়া বঞ্চনা বহু হঞাছে আমার ॥রাধিকাহো কৃষ্ণ দেখা পাইলা আচম্বিতে।স্ফূর্ত্তি ভয়ে তেহোঁ নারে নির্ণয় করিতে॥ তমাল দেখিয়া পূর্ব্বে কৃষ্ণ জ্ঞান হৈল। সখীগণে হাস্যে তাতে লজ্জা বহু পাইল ॥ এই মত দুহুঁ গুণে দুহুঁ আক্রমিলা। দর্শন আনন্দে দুহুঁ বিতর্ক করিলা॥

যথা রাগঃ। কৃষ্ণ কহে রাই দেখি, হইয়া বিস্ময় আঁখি কি কান্তি কুলের দেবী আইলা। তারুণ্য লখিমী কিবা, মাধুরি মুরতি কিবা, লাবণ্যের বন্যা কি হইলা ॥ ধ্রু॥ আনন্দে ভরল মোর আঁখি। হেন বুঝি এই ধনী, রসময় স্বরূপিণী, মোর মন করে যাতে সুখী॥ আনন্দাব্ধি নদী কিবা, অমৃত বাহিনী কিবা, কিবা আইলা রাধা চন্দ্রামুখী। আমার ইন্দ্রিয় গণ, করিবারে আহ্লাদন, সঙ্গে লয়ে আইলা সব সখী॥ চকোর আমার আঁখি, যার সুধাপানে সুখী, আইলা সেই সুচন্দ্র বদনী। মোর নাসা ভৃঙ্গরাজ, মধু পিয়ে যে সমাজ, সে পদ্মিনী আইলা প্রাণধনী॥ মোর জিহ্বা সুকোকিলা, রসাল পল্লব ধারা, কর্ণহরে যার ভূষা ধ্বনি। অনঙ্গ দাহন তনু, দেখি করু-

ণার জানু, সুধানদী আইলা আপনি ॥ ভাগ্য কল্পবৃক্ষ মোর সকল নয়ন জোর, রাই আইলা নিকটে আমার। এবে সে সাফল্য হৈল, মনে যত বিচারিল, এ যদুনন্দন কহে ভাল ॥

পূর্ব্বযথা রাগ। রাই কহে শুন সখী, সাক্ষাতে কি রূপ দেখি, সত্য কৃষ্ণ কহ সব মোর। নবীন তমাল কিবা, নবীন জলদ কিবা, কিবা ইন্দ্র নীলমণিবর ॥ ধ্রু ॥ সখীহে দরশনে জুড়ায় নয়ন। রূপ নহে রসসিন্ধু, ইহার তরঙ্গ বিন্দু, ডুবায়ে ভুবন নারী প্রাণ ॥ অঞ্জন শিখর কিবা, মত্ত ভৃঙ্গপুঞ্জ কিবা, যমুনা হইলা মূর্ত্তিবতী। ইন্দীবর পুঞ্জ কিবা, ব্রজ স্ত্রী অপাঙ্গ কিবা, কিবা দেখি মোর প্রাণপতি ॥ কিবা এ মন্মথরাজ, তাহার অতনু সাজ, কিবা এই রসরাজ রাজ। সেহো হয় তনু হীন, এহো রহে পরবীণ, বুঝিতে না পারি কোন কায ॥ কিবা রস সুধানিধি, সব রস সুখাবধি, তার হয়ে বিথার অপারে। কিবা প্রেমামর তরু, প্রতি অঙ্গে প্রেমঝরু, সেহোথির চলিবারে নারে ॥ মোর নেত্র ভৃঙ্গ পদ্ম, কি কান্তি আনন্দ সদ্ম, কিবা স্ফূর্ত্তি কহত নিশ্চয়। পুছিতে গদ্গদ বাণী, পুলকিতা অঙ্গ ধনী, এযদুনন্দন দাস গায় ॥

এই কথা শুনি তবে কহে সখীগণ। নিশ্চয় জানিহ এই কমল নয়ন ॥ ললাটে কস্তূরী লিখে কুচে চিত্রকরে। নয়নে অঞ্জন দেন শ্রুতি ইন্দীবরে ॥ মৃগমদ বিন্দু দেন চিবুক উপরে পুষ্প অবতংসে যেহোঁ তোমার কুন্তলে ॥ তুয়া প্রাণকান্ত কৃষ্ণ দেখ পরতেক। ভাগ্য রাশি পূর্ণ তুয়া ফলিল এতেক ॥ এই রূপে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবে। হর্ষভাব বৃন্দে চিত্ত কৈলা অতি ক্ষোভে ॥ অন্যান্য স্তব্ধ প্রায় ক্ষণেক রহিলা। কর্ত্তব্য যজনে দুহুঁ প্রস্তুত হইলা ॥ এইত কহিল রাধা কৃষ্ণ দরশন।

সংক্ষেপে কহিল করি দিগ দুরশন ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত নবীন সর্ব্বদা। সর্ব্ব রসময় কথা সর্ব্ব অভীষ্টদা ॥ রাধা-কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে রাধাকৃষ্ণ মিলনং
নাম অষ্টমঃ স্বর্গঃ ॥ ৮ ॥

অথানয়োমানস .নর্ত্তকৌতৌ, প্রেম্নাস্বশিষ্যৌ তনু
নর্ত্তকীভ্যাং। শিক্ষাগুরু নর্ত্তয়িতুং প্রবৃত্তৌ,বৃন্দাসখী
বৃন্দ সভাসদগ্রে ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাধাম। জয় জয় শ্রীরূপ সনাতন নাম ॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট দাস রঘুনাথ। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট জীব জীবনাথ ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অমৃতের গাঁথা। মন দিয়া শুন এই রসময় কথা ॥ এবে কহ রাধাকৃষ্ণ লীলা রসময়। মধ্যাহ্ন সময়ে মহা মহাসুখ হয় ॥ এইমতে রাধাকৃষ্ণ দরশন হৈলা। দুহুঁ দোহঁা দরশনে আনন্দ বাঢ়িলা ॥ দুহুঁ দাঁহা প্রেমগুরু শিষ্য তনু মন। শিখায়ে অপূর্ব্ব নৃত্য অতি মনোরম ॥ চাপল্য ঔৎসুক্য হর্ষ ভাব অলঙ্কারে। দুহুঁ মন শিষ্য এই সব ভূষা পরে ॥ উদ্ভাস্বর জৃম্ভা আর সুদীপ্ত সাত্ত্বিক এই সব ভাব ভূষা রাইর অধিক ॥ অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার। স্বভাবজ বিলাসাদি একাদশ প্রকার॥ভাবাদি অঙ্গজ তিন মৌগ্ধ্যার চকিত। দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত ভাব হাব শোভা আর অযত্নাদি যত। স্বভাবজ আর সপ্ত সাত্ত্বি

ক সুদীপ্ত ॥ উদ্ভাস্বর জৃম্ভা আদি আর কত কত। কৃষ্ণ তনু হৈলা এই ভাব বিভূষিত॥ গোবিন্দের অঙ্গ নট এই অলঙ্কার। পরি নৃত্য করে দেখে সখী পরিবার॥ দুজনার অঙ্গ লক্ষী রঙ্গ স্থলে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হৈলা হর্ষ সখী চিত্ত॥ক্রমে দুহুঁ কলা নাট্য কৌশল করিয়া। তপ্ত দর্পে নিজ নিজ জয়াকাঙ্ক্ষী হৈয়া॥ পরম বিস্তার নৃত্য যবে দুহু কৈলা। তনুমন রত্ন সব সখী হর্ষে দিলা॥ নিতম্বিনী অঙ্গ নট রঙ্গস্থলে হেরি। নিজাক্ষি নর্ত্তক দুই পাঠায়ে মুরারি ॥ তাঁর নৃত্য দেখি রাই মান্য বহু কৈলা কটাক্ষাবলোকৎপল দুই তারে দিলা ॥ সখীগণ হর্ষ পায়ে নেত্রোৎপল দিলা। এইরূপে মহা মহা আনন্দ বাটিলা॥ আগে কৃষ্ণ দেখি রাই অতি সুখী হয়ে। হইল গমন হীন কুটিল হইয়ে॥ বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদেন বক্রতা করিয়া। আধেক ঝাঁপিলা মুখ ঈষৎ হাসিয়া॥ চঞ্চল নয়ন তারা কিছু বক্রগতি। বিলাসাখ্য অলঙ্কার পরিলা এমতি ॥ এরূপ রাধিকা দেখি কৃষ্ণ পাইলা সুখ। পুনঃ টানে আগে পাছে লজ্জার উৎসুক॥ কৃষ্ণের পরশ লাগি আগে উৎসা হৈলা। সখী আগে আছে করি পাছে লজ্জা হৈলা॥ প্রণয় বামতা আসি প্রাখর্য্য দেখায় বামদিগে নিজ গৃহ পথ নিরীক্ষয় ॥ ডাহিনে কুসুম বনে সঙ্গোপন আশে। এই ভাব কৃষ্ণ সুখ লাগি পরকাশে॥ শ্যাম আগে গৌরাঙ্গীর ভাব বলবান। মনো বৃত্তি সখী স্থিতি গতি নাহি আন কৃষ্ণ প্রমোল্লাসে রাই উল্লাস পাইয়া। শ্যাম আগে রহে রাই গ্রীবা ফিরাইয়া॥ত্রিভঙ্গাঙ্গ ভঙ্গী কটি চরণ মাধুরী। কামধনু জিনি ভুরু নর্ত্তক চাতুরি॥ ললিতা লালিত তনু মাধুরী রাধার তাহাতে পূরিতা হৈলা ললিতালঙ্কার॥ দেখিয়া কৃষ্ণের বাঢ়ে আনন্দ অন্তরে। সে আনন্দ হৈল যার নাহি পারাবারে॥ কৃষ্ণ

চিত্ত নটরাজ শ্রেষ্ঠাদি চঞ্চলে। রাই তনু নট তোষে আলিঙ্গন করে॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে শীঘ্র আগমন হৈতে। বেশ বিপর্য্যয় সব হয়েছে তনুতে॥ তোমার চাঞ্চল্য বেশ দেখি মোর মন। পুনঃ বেশ করিবারে করয়ে যতন॥ আগে আইস অঙ্গ বেশ ভালমতে করি। পরশ ইচ্ছায়ে যবে ঐছে কহে হরি॥ সম্ভ্রম হইলা রাই চঞ্চল নয়নে। দেখি সুখি হৈলা কৃষ্ণ বঙ্কিম বয়ানে লজ্জা শঙ্কা বাম্য রাই কৈল আকর্ষণ। লুকাইয়া বাম্যে চলে কুসুম ত্রোটন॥ দেখি কৃষ্ণ শীঘ্র আসি পথ রুদ্ধ কৈলা। ঈর্ষা ক্রোধ আসি রাই মনে উপজিলা॥ অধরে চাপল্য স্মের ভ্রূভঙ্গী করয়। কিলকিঞ্চিতাদি ভাব করিলা উদয়॥ এইরূপ রাই নেত্র বদন দেখিলা। সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ কৃষ্ণ যে পাইলা॥ কেশর কুসুম বৃক্ষ নিকটে আছিলা। সম্ভ্রমে তাহার ডাল রাধিকা ধরিলা॥ কুসুম ত্রোটন ছলে ভাবের বিকারে। অবশ হইল তনু আচ্ছাদন করে॥ প্রফুল্ল হইল বৃক্ষ কৃষ্ণ প্রফুল্লিত। বৃক্ষ স্পর্শে হৈল কৃষ্ণ সুবাহু বিদিত॥ তরুণ বয়েস কাম গুরু পড়াইল। সতীর্থে বিবাদ এবে করিতে লাগিল॥ ইহাতে নাহিক দোষ শুনহ বিশেষে। নৈয়ায়িক গুরু সঙ্গে ন্যায় উপদেশে কৃষ্ণ কহে মোর পুষ্প তোলে কোন জন। কেহ নহে কহে রাই আমি সে কারণ॥ কৃষ্ণ কহে তুমি কেবা কহ সবিশেষ। রাধিকা কহেন আমি না জানি উদ্দেশ॥ কৃষ্ণ কহে আমি নাহি জানিয়ে তোমায়। রাই কহে তবে শুভ কর সর্ব্বথায়॥ কৃষ্ণ কহে ভৃঙ্গ আমি যাব কোন স্থানে। রাধিকা কহেন যথা ভ্রমরিকা গণে॥ কৃষ্ণ কহে তুমি সেই পুষ্প লোভি দেখি। এত কহি কাছে আসি কহে হয়ে সুখী॥ মুগধি সৎকুল বধূ পুষ্প চুরি কর। সাধ্বী হয়ে পুরুষেতে লজ্জা নাই ধর॥ আশ্চর্য্য দেখিল

আজি কিম্বা দোষ নাই। স্বাতন্ত্র সে জন বুলে লজ্জা কোন ঠাঞি॥ রাই কহে সাধারণ বনে কিবা কায। মিত্রপূজা ফুল নিব মালতী সমাজ॥ বিকচ পুন্নাগ এই মালতী দেখিয়া। সঙ্গ নাই কৈল সেই রহে একা হৈয়া॥ কৃষ্ণ কহে মুগ্ধা তুমি কিছুই না জান। আমি যে কহিয়ে তাহা অবধানে শুন॥ মালতী বেষ্টিত এই পুন্নাগ উত্তম। করিতে উচিত হয়ে ইহার সঙ্গম॥ প্রতিকূল বায়ু যদি করে আগমন। অন্যত্র লইয়া যাবে হবে ব্যতিক্রম॥ এইমত ছলে কথা অন্যান্যেতে কহে। মালতী যুবতী বৃক্ষ পুরুষ যোজয়ে॥ কৃষ্ণ কহে এই বন অনঙ্গ রাজার। আমাকে রাখিতে বন আজ্ঞা হৈল তার॥ গর্ব্ব করি মোর আগে পুষ্প লুটকর। তারুণ্য রত্ন কুম্ভ নিলে কি করিতে পার তবে যদি বল তোমা প্রার্থনা করিয়া। পুষ্প তুলি তাহা এবে শুন মন দিয়া॥ যুবতী না দেখি আমি আলাপে কায কিবা। যদি বল নারী দেখি ধৈর্য্য রাখে কেবা॥ হেন কেনে বল সখা সঙ্গে মোর স্থিতি। সেখানে কেমনে দেখা হইবে যুবতী একাননে নিতি আসি আপন সমান। লক্ষ চোর সঙ্গে করি কর চৌর্য্যকাম॥ অতএব রাজদণ্ডী আজি হৈলা তুমি। সব দ্রব্য লয়ে তথা লয়ে যাব আমি॥ নিতম্বিনী বলে নিত্য এই বন মাঝে। পুষ্প তুলি সখী সনে মিত্রপূজা কাযে॥ কভু তোমা না দেখিয়ে রক্ষক বিধান। স্বপ্নে নাহি শুনি কাম চক্রবর্ত্তী নাম॥ অসভ্য প্রলাপ তুমি কর কেনে এথা। তবে কৃষ্ণ কহে তারে শুনি তাঁর কথা॥ গোপনে আছিলাম আজি তোমা ধরিবারে। ভাগ্যে সে পাইল লাগি সব পরিবারে॥ সবাকে লইয়া যাব রাজ বিদ্যমান। দণ্ড করি দেখাইব রাজঘর নাম॥ তবে যদি বল এই সামান্য কানন। রক্ষক আছয়ে এথা না

জানি কারণ।। পুষ্প তুলিয়াছি তুমি ক্ষম একবার। করুণা সাগর তুমি বিদিত সংসার।। ইহাতে নারিল আমি শুনহ বিশেষ। রাজ প্রজাগণ বনে আছয়ে অশেষ।। স্থিরচর আদি যদি কহে রাজস্থানে। তোমা ছাড়ি দিলে রাজা রুষ্ট হবে মনে তোমা লাগ না পাইয়া দণ্ডিবে আমারে। অতএব ছাড়িবারে নারিল তোমারে।। এত শুনি নিতম্বিনী কহে মধুবাণী। ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে ইহা শুনি।। এই রাজ্য বিত্ত তাতে সবে তৃণগণ। প্রজা বা কেমন তার কহ বিবরণ।। ইহা শুনি ব্রজমণি হাসি কহে ভাষ। প্রজা যত আছে তার শুনহ বিশ্বাস।। কিশলয় দল আদি মত্ত হংস করি। করভ কনক রম্ভা আছে বন ভরি।। মকর সদ্বেদী সিংহ সুধার হ্লাদিনী। তাহাতে আছয়ে কত কাল ভুজঙ্গিনী।। কমল মুকুল তাল বিল্ব কুম্ভ করি। মৃণাল মদন পাশ অশোক বল্লরী।। চম্পক বিজুরি অলি মুক্তা হেম যত। শুক পিক শিখী ভৃঙ্গী আদি করি কত।। সফরী চকোরী মৃগী খঞ্জনেন্দীবর। জবা বন্ধু জীব আর রক্ত উৎপল।। শিখর চামর সুক্ষ্ম যমুনা লহরী। কন্দর্পের শর ধনু আছে বন ভরি।। আর কত কত আছে গণনা কে করে। তোমার তনুতে এই সব ধন হরে।। নির্দ্ধন হইলা সব ব্যাকুল হইলা। তোমা অন্বেষিয়া তারা ফিরয়ে আকুলা।। এই নর্ম্ম ভঙ্গী শুনি রাই সুনয়নী অঙ্গের বিকার যত্নে করে আবরণি।। কহে কামী মিছা কথা স্বকর্ণে কে ধরে। ছোট কহি নিতম্বিনী দ্রুতগতি চলে।। অবজ্ঞা গমন নেত্র দেখিয়া মুরারি। কহে কথা যাবে তুমি আমা অনাদরি।। মুঞ্চা বিব্বোক দিক্ষা ধনী অঙ্গে হৈলা। এইকালে নাগরেন্দ্র বসনে ধরিলা।। গোবিন্দ পরশে অঙ্গে আনন্দে উছলে। নানা ভাবে পূর্ণ হঞা তেরছে নেহালে।। কৃষ্ণ হাস্যমুখ পদ্ম

দেখি নিতম্বিনী। পদ্মমধু পানে যেন তৃষিত অলিনী॥ নয়নে চঞ্চল নেত্র অবজ্ঞার প্রায়। অন্তে সুকৌটিল্য বাস্প পূর্ণ হৈল তায়॥ অরুণিমা দৃষ্ট হৈল দেখিয়া রাধার। আনন্দ সমুদ্রে কৃষ্ণ করেন বিহার॥ তবেত সুমুখী তাঁর করেতে হইতে। বসন অঞ্চল কাঢ়ি নিলা নিজ হাতে॥ সচঞ্চল বক্র নেত্র পুষ্পবাণ কৈলা তাতে বিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ বহু সুখ পাইলা॥ তবে হাসি কহে কিছু সুপদ্ম বদনী। পরদ্রব্য লয়ে সাধু আপনাকে মানি॥ যতেক মাধুরী আর রম্য বস্তু যত। প্রাকৃতাপ্রাকৃতে তাহা কে গণিবে কত॥ যার যত শোভা আছে সব চুরি করি। অন্য চোর পরিবাদে দেও মিছা বলি॥ সাধুত্ব ধার্ম্মিকত্বাদি যতেক তোমার। নগ্ন কুমারিকা সব সাক্ষী আছে তার॥ চুরি করি নিলা যার বসন ভূষণ। মস্তকে অঞ্জলি যারা করিলা স্তবন॥ অভিনব যুবা তুমি সর্ব্ব গুণবানে। কতেক যুবতী আছে ব্রজ ভুবনে॥ তাঁর পিতাগণে কন্যা না দেন তোমারে। এই সব গুণ শুনি সবে ভয় করে॥ সেই তাপে হেন বুঝি ব্রহ্মচারী হৈলা। তুরঙ্গম ব্রহ্মচর্য্যা এবে আরম্ভিলা॥ মিথ্যা বটু আপনাকে যদি জানাইলে। বটু হয়্যা পরপত্নী লোভ কেনে কৈলে॥ বংশী দ্বারে চুরি করি হর পরনারী। একার্য্য বটুর নয় বুঝিতে না পারি॥ হেন বুঝি বটু ছলে বসিয়াছ এথা। সতী কন্যাগণ ধর্ম্ম ধ্বংসনে সর্ব্বথা॥ বৃন্দাবনে বৃক্ষাঙ্কুর কভু রোপ নাই। বনাধীপ আনি কহি করহ বড়াই॥ গোচারণে সব তরুমূল কৈল নাশ। মোরে বলি ধার্ষ্ট্য কর্ম্ম করহ প্রকাশ॥ বৃন্দাবন নিজ সখী বৃন্দার বর্দ্ধিত। অভিষেক করি মোরে কৈলা নিবেদিত॥ অনঙ্গ এবনের রাজা মিথ্যা তুমি কহ। এ কথা কহিতে চিত্তে লজ্জা না করহ॥ নিজ কুঞ্জারণ্য এই কেবল

আমার। সুখদায়ি সিংহাসন সব কুঞ্জাগার।। পুরুষের গম্য বার্ত্তা এই কুণ্ডে নাই। সখী সঙ্গে রহি এথা আনন্দাবগাই।। কুসুম তুলিব হেথা মিত্র পূজিবারে। নিষেধ করয়ে হেন গর্ব্ব কেবা ধরে।। পর রাজ্যে আসি নিজ রাজ্য করি বল। লজ্জা ভগবতী বুঝি তোমারে তেজিল।। বটু হঞা ঐছে কর্ম্ম না হয় উচিত। অবলার পুষ্প বনে স্বচ্ছন্দা চরিত।। পশুপাল সঙ্গে তুমি পশুর চারণে। পশুপাল সঙ্গে করি যাও অন্য বনে।। রাই মুখশশি হাস্য সুধা সুশীতল। চঞ্চল কুরঙ্গ আঁখি স্রবে হর্ষ জল।। নর্ম্ম সুধাপান কৈল শ্রীকৃষ্ণ চকোর। সখী দৃষ্টে চকোরিণী অতৃপ্তি বিভোর।। কৃষ্ণ স্পর্শে ভয় পাঞা রাধা কমলিনী কটাক্ষ উৎপল মালা কৃষ্ণে দিল আনি।। অব্যক্ত ভৎর্সন উক্তি করিয়া করিয়া। দুই তিন পদ চলে অবজ্ঞা করিয়া।। তবে কৃষ্ণ শ্রীরাধার অঙ্গের নর্ত্তন। দেখিবারে করে বাঞ্ছা কঞ্চুকাকর্ষণ।। তাহা দেখি শ্রীরাধিকার ভ্রূ কামধনু। সোন চক্ষুকোণ বাণে বিন্ধে কৃষ্ণ তনু।। কৃষ্ণ হস্ত দূরে করি কঞ্চুকা লইল। নীল পদ্ম দিয়া ধনী শ্রীকৃষ্ণে তাড়িল।। সে তাড়ন পাঞা কৃষ্ণ আনন্দিত ভেলা। স্বেদ বাষ্প পুলকাদি কৃষ্ণ দেহে হৈলা।। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ হস্ত নিরস পাইয়া। প্রফুল্ল হইল তনু দ্বিগুণিত হঞা।। কঞ্চুকা আপনি পড়ে বন্ধন ছিড়িয়া। নীবি শ্লথ বস্ত্র রহে নিতম্বে লাগিয়া।। অতি সূক্ষ্ম রক্তবাস অন্তপীন স্তনে। লাগিয়া রহিল অঙ্গে স্বেদের কারণে।। কৃষ্ণ হস্ত ধরে ধনী এক হস্ত দিয়া। আর হস্তে নীবিবন্ধ রাখেন ধরিয়া।। সখীগণ লোল চক্ষু হাস্যানন দেখি। নীবিবন্ধে দক্ষ হস্ত বিহস্তে নাসকি।। আনন্দ আবেশে যত্নে বান্ধে নীবিবন্ধ। কৃষ্ণ এই অবসরে লুটে কুচ কুম্ভ।। শ্রীরাধিকা নীবিবন্ধ কিছু বন্ধ করে। অন্য হস্তে কৃষ্ণ

হস্ত পদ্ম ধনীবারে ॥ এক চক্ষে সখী মুখ ধনী নিরীক্ষয়। আর চক্ষারুণাঞ্চলে কৃষ্ণ মুখ চায় ॥ রোদনের সঙ্গে হাস্য গদগদ বাণী। তর্জ্জন করয়ে কৃষ্ণে ভৎর্সে হর্ষ মানি ॥ প্রণয়ের সুখ হৈতে বাম্য উপজিল। কৃষ্ণ করে নিজ কর তাড়ন করিল ॥ দুই হস্ত পদ্মে শব্দ করয়ে কঙ্কণ। অনিলে চঞ্চল পদ্ম শব্দ অলি যেন ॥ ললিতা আসিয়া মধ্যে কৃষ্ণ নিবারিলা। পঞ্চদেব পূজা কৃষ্ণে কুন্দলতা বৈলা॥ কৃষ্ণ কহে কন্দর্পের যজ্ঞ আচরণে। কুন্দ লতা হও তুমি পূজা অধিষ্ঠানে ॥ কুন্দলতা কহে আমি পূজা নাহি জানি। নান্দীমুখী মুখে পূর্ব্ব শুনিয়াছি আমি ॥ অত্যন্ত গোপন কথা শুন দিয়া মন। আমার দেবর তুমি কহি তেকা-রণ ॥ রাই বাম কুচ কুম্ভে হস্তপদ্ম দিয়া। মন্ত্রপাঠ কর নমঃ গণেশায় বলিয়া ॥ অন্য কুচ তবে নিজ হস্ত পদ্ম ধর। নমঃ শিবায় বলি মন্ত্র উচ্চারণ কর ॥ কৌটিল্যভ শিব তার পূজা কর দঢ়। চণ্ডিকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্র পাঠ কর ॥ এক করে বেণী মূলে চিবুকে অন্য কর। ধনী মুখপদ্মে নিজ মুখপদ্ম ধর ॥ নমো বিষ্ণবে বলি মন্ত্র উচ্চারহ। অরুণ অধর তবে অর্চ্চন করহ ॥ অধর বান্ধুলি নিজ দন্ত কুন্দ দিয়া। মন্ত্র পঢ় নমঃ সাবিত্র্যৈ যে বলিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ পূজা বিধি আরম্ভ করিতে। শ্রীরাধিকা লাগে কুন্দলতাকে ভর্ৎসিতে ॥ কর্ণের উৎপল দিয়া তাড়ে কুন্দলতা। তাহা দেখি সখীগণে কহে কৃষ্ণে কথা ॥ কন্দর্পের যজ্ঞারম্ভে বিঘ্ন শান্তাইতে। পঞ্চদেব পূজা আমি লাগিল করিতে ॥ দেখ তোমার সখী অতি ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া। ভৎর্সন করয়ে কারে না জানিল ইহা ॥ সখী সব হাস্যাননে মিথ্যাটোপ কথা। কুন্দলতা প্রতি কহে হএরা দৃগেঙ্গিতা ॥ পতি পত্নী বন্ধাঞ্চল যজ্ঞের বিধান। তাহা বিনু যজ্ঞারম্ভে নহে ভাল কাম ॥

ধর্ম্মনিষ্ঠা সখী মোর এইত কারণে। কহয়ে আবিষ্ট হয়ে সক্রো ধ বচনে।।শুনি বিশাখার বাক্য রাধা সুনয়নী।ভ্রূ ভঙ্গি করিয়া হেরে সক্রোধ বয়নি।। এথা কুন্দলতা দুই বস্ত্রাঞ্চল লয়্যা। বন্ধন করিল অতি হরষিতা হয়্যা।। অলক্ষিতে কুন্দলতা সম্মুখে আসিয়া। কহয়ে প্রাথর্য্য কথা বড় হৃষ্ট হয়্যা।। সুমঙ্গল যজ্ঞে অন্য চর্চা কিবা কায। নবগ্রহ পূজা কর হইয়া অব্যাজ।। কৃষ্ণ কহে পূজা বিধি কৈছে কহ মোরে। তেঁহ রাই অঙ্গে দেখায় দৃগেঙ্গিত দ্বারে।। রাধিকা অধর আর নয়ন যুগলে। দুই গণ্ড কুচযুগ মুখচন্দ্র ভালে।। নয় স্থান নবগ্রহ পূজন করহ। অধর বাধুলি নিজ সর্ব্বত্র ধরহ শ্রীরাধিকা কহে তুমি আচার্য্য ইহার। নিজ অঙ্গ গ্রহপূজা করাহ সবার।। এত কহি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে। পলাইতে গ্রন্থি বন্ধ রোদন করয়ে।। গ্রীবা ফিরি দেখে দুই অঞ্চলে বন্ধন। অন্তর্ব্বাঞ্ছা পূর্ণ ফুল্ল হইলা আনন।। কৃষ্ণ আর সখিগণ কুন্দলতা প্রতি। ঈর্ষা করি কহে গ্রন্থি খোল শীঘ্র গতি। কৃষ্ণ ধৃষ্ট নট ধার্ষ্ট্য নটি বিশাখিকা। কুন্দলতা ললিতাদি সব বিদূষিকা।। পত্রীর দরিদ্র অন্য পত্রীর অঞ্চলে। অঞ্চল বান্ধিয়া বাঞ্ছা করিল সফলে।। নির্লজ্জ হইলা বহু লাভের কারণে। বহু লাভ লজ্জা মূল কৈল অন্তর্দ্ধানে।। এত কহি বস্ত্রাঞ্চল অগ্রেতে খসায়। শ্রীকৃষ্ণ বারণ করি মুখে চুম্ব খায়।। এইরূপে হস্তে হস্ত রোধন করিতে।ব্যস্ত প্রায় হৈলা ধনী নারে খসাইতে।। এইকালে শ্রীললিতা মিথ্যা ঈর্ষা করি। খসাইলা বন্ধন চিত্তানন্দ ভরি।। কহে যদি অঞ্চল বান্ধিতে সাধ যায়। ব্রজেত দুর্ল্লভা কন্যা বিভা নাহি হয়।। ভ্রাতৃজায়া কুন্দলতা আছে বিদ্যমান। তাহারি অঞ্চলে বান্ধ অঞ্চল বিধান।।

শ্রীরাধিকা মুক্ত হৈলা পটবন্ধ হৈতে। চঞ্চল ভুরুর ভঙ্গী সহাস্য মুখেতে ॥ কুন্দলতা প্রতি দৃষ্টে ইঙ্গিত করিয়া। কহিতে লাগিলা ধনী ঈষৎ হাসিয়া ॥ উপদৃষ্টা অজ্ঞ আর অজ্ঞ কর্ম্মকর্ত্তা। ছাড়িয়া দিকপাল গ্রহ পূজার ব্যবস্থা ॥ এইত কারণে যজ্ঞ কর্ম্মে ছিদ্র হৈল। এতেক শুনিয়া তারে কুন্দলতা বৈল ॥ আমি ভ্রান্তা নহি তুমি অজ্ঞানা জানহ। কামযজ্ঞে আগে গ্রহ পূজা যে জানিহ ॥ পশ্চাৎ করিবে দিকপালের পূজন। এত শুনি তাঁরে পুছে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ কোন স্থান দিকপালের কোন২ নাম। বিশেষ করিয়া তার কহত বিধান ॥ তবে কুন্দলতা হাসি কহয়ে তাঁহারে। বিদ্যমান সব তোমার পূজা লইবারে ॥ পূজার আরম্ভ দেখি সবেই আইলা। অভীষ্ট সিদ্ধার্থ লাগি উন্মুখ হইলা ॥ পূর্ব্বেত ললিতা বিশাখিকা যে ঈশানে। সুদেব্যগ্নিকোণে তুঙ্গবিদ্যা যে দক্ষিণে ॥ নৈঋতে আছয়ে চিত্রা পশ্চিমে রঙ্গদেবী। ইন্দুলেখা আছে এই বায়ু কোণ সেবি ॥ চম্পকলতিকা এই উত্তরেতে হয়। শ্রীরূপমঞ্জরী উর্দ্ধ আছয়ে নিশ্চয় ॥ অনঙ্গমঞ্জরী এই পাতাল নিবাসী। রসের উল্লাসময়ী যাতে রসরাশি ॥ এই সব দিকপাল দশদিগে রহে। পূজা পাইলে তুয়াভীষ্ট সিদ্ধি যে করয়ে ॥ শুনি সব সখী এই কুন্দলতা বাণী। ক্রোধ করি ভৎর্সে তবে সুস্মের বদনী ধৃষ্টা পামরি তুমি আপনা পূজাও। পূজা লয়ে দেবরের অভীষ্ট পূরাও ॥ এত কহি কৃষ্ণপ্রতি সশঙ্কিতা হঞা। আত্ম রক্ষা লাগি রহে সাবধানে যাঞা ॥ দুই২ সখিতে রহে একত্র হইয়া। কৃষ্ণের চাঞ্চল্য কর্ম্ম বারণ লাগিয়া ॥ যে যেদিগে চায় কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নে তাঁহা হৈতে ধায়্যা যায় অন্য সখী স্থানে ॥ কারো অঙ্গ পূজা করে কাহাকে পরশে। এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র ফিরয়ে হরিষে ॥

কোন সখী বিনয় করে কেহত তর্জ্জনে। কার বস্ত্র ধরি কৃষ্ণ করে আকর্ষণে॥ এইরূপে হাস্যমুখে রোদন মিশাল। নয়ন উৎফুল্ল ভুগ্ন অরুণ চঞ্চল॥ এইমত সখীগণের বদন নয়ন। দেখিঞা পাইল সুখ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ আশ্চর্য্য যজ্ঞের কথা কহনে না যায়। বিঘ্ন হৈল যদি কর্ম্মে তভু ফল পায়॥ সখী পলাইয়া কৈল রাধিকা আশ্রয়। দুর্গ স্থলে যায়্যা সবে হই লা নির্ভয়॥ সেখানে থাকিয়া নিজ নয়ন চকোরী। পাঠাইয়া পিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুরী॥ বৃষভানুজাকে সবে আশ্রয় করি লা। মুখপদ্ম প্রফুল্লিত সবার হইল॥ দেখিয়া তৃষার্ত্ত হৈল শ্রীমধুসূদন। রাই দুর্গ লংঘি যাইতে কৈল তবে মন॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা হুঙ্কার করয়ে। ভীত প্রায় হয়ে কৃষ্ণ স্তব্ধ হয়্যা রয়ে॥ কুন্দলতা মুখ কৃষ্ণ স্তব্ধ হয়্যা হেরে। যে আনন্দ হৈল তাঁহা কে কহিতে পারে॥ এইরূপে রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। নানান বিলাস করে নানা রসসঙ্গে॥ গুহ্যাতিগুহ্য কথা প্রেম সুধাময়। ইহা যেই শুনে তারে এপ্রেম মিলয়॥ মধ্যাহ্ন কালের লীলা রসময় কথা। কর্ণ মন তৃপ্তি হয়ে শুনি এই গাঁথা॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সদা কর পান। যাহা হৈতে পাবে সব বাঞ্ছিত বিধান॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভি লাষ। গোবিন্দ চরিত কহে যদুনন্দন দাস॥

ইতি শ্রী গোবিন্দ লীলামৃতে মধ্যাহ্নকালে রাধাকৃষ্ণ বনকৌতুকাদি নাম নবমঃ স্বর্গঃ॥ ৯॥

অথেঙ্গিতজ্ঞা কিলকুন্দবল্লী, সর্ব্বেষ্টদানন্দ মখক্রিয়ায়াং। বিঘ্নাদ্বিষীদন্ত মিবাভ্যুপেত্য, স্বয়ং বিধন্নেব তদাহ কৃষ্ণং॥

জয়২ গৌরচন্দ্র সর্ব্ব রসধাম। জয়২ দীনবন্ধু গদাধর প্রাণ জয় রূপ সনাতন এদীন বৎসল। তোমা দোহা নামে প্রেম উপজে অন্তর॥ জয় জয় রঘুনাথ শ্রীভট্ট গোপাল। শ্রীজীব গোসাঞিঃ জয় এদীন দয়াল॥ জয় রঘুনাথ দাস জয় ব্রজবাসী জয় গৌর ভক্তবৃন্দ সর্ব্ব গুণ রাশি॥ জয়২ রাধাকৃষ্ণ ভকত একান্ত। সবে পদরজ দেহ মোর শিরোপান্ত॥ কহিব অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণের বিহারে। শ্রবণ পরশ মাত্রে সর্ব্বচিত্ত হরে॥ কুন্দ লতা জানে সব কৃষ্ণের ইঙ্গিত। কৃষ্ণকে বিষণ্ণ দেখি হইলা বিস্মিত॥ আপনে বিষণ্ণ প্রায় হইয়া চিন্তয়। সর্ব্বেষ্টদা যজ্ঞে কেন বিঘ্ন উপজয়॥ কৃষ্ণকে কহয়ে তুমি হও পশুপতি। লীলায় কন্দর্প নাশ হৈল যজ্ঞ অতি॥ দেবতার কর্ম্ম নাশে ফল লভ্য নয়। অতএব অন্য ধর্ম্ম ত্যজহ নিশ্চয়॥ প্রণয়েতে পর বশ যে ধর্ম্ম তোমার। সেই ধর্ম্মে মন দেহ এই সে বিচার॥ কৃষ্ণ কহে ভাল কুন্দলতা যে কহিলে। প্রাচীন লোকেত শিব করি মোরে বলে॥ আপন পত্নীকে তেহ নিজ অঙ্গ দিল। সেই ধর্ম্ম এবে আমি অঙ্গীকার কৈল॥ কিন্তু তিহো দিল তারে অর্দ্ধেক শরীর। সর্ব্ব অঙ্গ দিব আমি মন করি স্থির॥ দাতা প্রেম বশ আর বৈদগ্ধী আমার। এই সব কীর্ত্তি যেন ঘোষয়ে সংসার॥ ইহা শুনি সাবধান শ্রীরাধিকা হৈলা। রাই আলিঙ্গিতে কৃষ্ণ অলক্ষিতে আইলা॥ আইস২ গৌরী লও আমার শরীর শ্রীচন্দ্রশেখর আমি অত্যন্ত সুধীর॥ শুনি রাই পলায়ন উদ্যম করিতে। হঠাৎ আসিয়া কৃষ্ণ ধরিলা হস্তেতে॥ গদ্গদ বচনে

ভৎর্সে সুমুখী তাহারে। অল্প হাস্য করে ধনী রোদন মিশালে এইরূপে ঈর্ষা করি কৃষ্ণেত হইতে। বিশ্লেষ হইয়া রহে কৃষ্ণের অগ্রেতে॥ রাধিকার মুখপদ্ম পরিমলে মাতি। ঝঙ্কৃতি শবদে আসি পড়ে ভৃঙ্গ তৃতি॥ চকিত ভাবের তবে উদয় হইল। ধৈর্য্য ছাড়ি ত্রাসে কৃষ্ণে আলিঙ্গন কৈল॥ কৃষ্ণ তাঁরে পায়ে করে দৃঢ় আলিঙ্গন। সখীগণ হৈলা সবে সহাস্য বদন॥ তবেত পাইলা লজ্জা রাধা সুবদনী। পলাইতে চাহে কৃষ্ণ ধরিলা আপনি॥ ঈর্ষা লজ্জা হর্ষ আর বামতাদি গুণ। কায় মনোবাক্যে ধনী হৈলা উপসন্ন॥ কভু দিব্য দেই কৃষ্ণে কভু করে নিন্দা। তর্জ্জন আক্ষেপ কত কভু করে বন্দা॥ সহাস্য রোদনে কহে এই সব কথা। ভুজবন্ধ ছাড়াইতে করে বহু চিন্তা॥ রাধিকার চেষ্টা দেখি কৃষ্ণ সুখী হৈলা। সখীগণ তাহা দেখি মহোৎসব পাইলা॥ কৃষ্ণ যবে রাধিকাকে আলিঙ্গন কৈল। সখীগণ অঙ্গে তবে কম্পাদি হইল॥ তাহা দেখি বৃন্দা পুছে নান্দিমুখী স্থানে। অপরশে সখী অঙ্গে স্পর্শভাব কেনে॥ বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণ রাধা আলিঙ্গন। বিনা স্পর্শে মহাসুখ পাইলা সখীগণ॥ না দেখিলে দরশনে উৎকণ্ঠা বাঢ়য়। দরশনে স্পর্শ লাগি লালসাদি হয়॥ কৃষ্ণ যবে স্পর্শে তবে ঈর্ষা বাম্য হয়। বিচিত্র চেষ্টার কিছু কহত নিশ্চয়॥ তাহা শুনি নান্দিমুখী কহয়ে তাহারে। ব্রজঙ্গনা গণ রীতি কে বুঝিতে পারে॥ লোকোত্তর চেষ্টা সব কৃষ্ণের সুখার্থ। কায়মনোবাক্যে করে হয়ে মহা আর্ত্ত॥ কৃষ্ণ আহ্লাদিনী শক্তি রাধা ঠাকুরাণী। সার অংশ প্রেমলতা তাহারে বাখানি॥ সখীগণ হয় তার পুষ্পপত্র সম। কি কহিব এই কথা অতি অনুপম॥ কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি

লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যে কোটি সুখ হয়॥ এইত কারণে সখী বহু সুখ পায়। ইহাতে অধিক কিছু বিচিত্র না হয়॥ রাধাকৃষ্ণ ব্যাপক রতি সুখের স্বরূপ। প্রতিক্ষণ নানা রস প্রকাশ অনুপ॥ তথাপিহ সখী বিনু সুখ নাহি হয়। হেন সখী পদ কেবা না করে আশ্রয়॥ কৃষ্ণ রসে রসজ্ঞ যে সেই সে করয়। অরসজ্ঞ জন ইহার অন্ত না জানয়॥ প্রলয় কালেতে যেন সর্ব্বনাশ হয়। অনেক বাসনা তাতে ঈশ্বর করয়॥ এই মত রাধাকৃষ্ণ সখী ভিন্ন নয়। রস আস্বাদন লাগি ভিন্নং হয় কৃষ্ণ উৎফুল্ল তমাল মনোরম। রাধা ফুল্লা হেমলতা হইল মিলন॥ সচেতন লোকগণ যতেক আছয়। দোহাঁর দর্শনে চিত্তে কার সুখ নয়॥ রাধাকৃষ্ণ সুখ লাগি সখীর তাৎপর্য্য। কি কহিব এই কথা অত্যন্ত আশ্চর্য্য॥ ইহার বাম্যতা দেখি কৃষ্ণ সুখ পায়। অতএব কৃষ্ণ সঙ্গে বাম্য উপজায়॥এথা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ ভুজে বদ্ধ হয়। বক্ষস্থল স্পর্শে বহু আনন্দ বাঢ়য়॥ অত্যন্ত আনন্দে হৈল বাম্যের উদয়। ললিতাকে ভৎর্সে ধনী বৈগত্য বিষয়॥ ধৃষ্টা কুন্দলতা কৃষ্ণ দূতীর সহিতে। মিলিয়াছ কপটিনী বুঝিয়া ললিতে॥ নানা ছল করি আমা এখানে আনিলা। শঠকুল গুরু হাতে আনিয়া ডারিলা॥খল ভর্ত্তার ধার্ষ্ট্য নৃত্য তটস্থা হইয়া। দেখিতে আছহ নেত্র ভঙ্গিমা করিয়া॥ কৃষ্ণ আলিঙ্গনে তুয়া প্রাথর্য্য নহিল। আত্ম মৃদুগুণ সব তোমাকে ত দিল॥ ইহাতে নাহিক দোষ জানিল এখনে। নিজগুণ পরিবর্ত্ত কৈলা দুই জনে॥ শুনিয়া ললিতাদেবী অল্প হাস্য করি। রুষ্ট প্রায় তুষ্ট গর্ব্ব তর্জ্জন আচরি॥ কহে কৃষ্ণ সতীব্রত ধ্বংস ধৃষ্টরাজ। কি আরম্ভ কৈলা এই সতীর সমাজ॥ কৃষ্ণ কহে পুছ তুমি তোমার সখীরে। বলে কেনে আসি এহ ধরিল

আমারে ॥ তবেত ললিতা কহে পুন্নাগ তরুতে। মাধবী লতিকা বেড়ে এইত উচিতে ॥ বৃক্ষে বল্লী বেড়ে ইহা কভু নাহি শুনি সখী তোমা বেড়িতে পারে বেট কেনে তুমি ॥ কৃষ্ণ কহে নিজ অঙ্গ দিল প্রিয়া ঠাঞি। প্রিয়া আত্মসাত কৈল মহাহর্ষ পাই আত্ম অঙ্গ দিয়া পুনঃ কেমতে লইব। যত বল দিয়া পুনঃ লইতে নারিব ॥ ললিতা কহয়ে শঠ ছাড়হ শঠতা। ললিতা শৌর্য্য ক্রৌর্য্য জানহ সর্ব্বথা ॥ নিজাভীষ্ট সিদ্ধি যদি বাসনা আছয়। কুন্দলতা সনে কর যৈছে ইচ্ছা হয় ॥ ললিতার আগে বায়ু না পরশে রাধা। অতএব ছাড় বস্ত্র ছাড়হ দুঃসাধা ॥ এত কহি রোষ করি সখীগণ লঞা। চলিলা কৃষ্ণের কাছে সংগ্রামে সাজিয়া ॥ সে শোভা দেখিতে কৃষ্ণের আনন্দ হইল। পুলকাশ্রু কম্প ভাবে বিবশ হইল ॥ এইত সময়ে ধনী হস্তশ্লথ পাঞা বাহির হইলা রাই মুরলী লইয়া ॥ পরম আনন্দে কৃষ্ণ অবশ হইলা। সবে জানে ললিতার ভয়েত ছাড়িলা ॥ হস্তাবশ হৈল তাতে মুরলী খসিল। পট্টাঞ্চলে ধনী তাহা গোপন করিল ॥ হেনকালে বিশাখিকা আগেত আসিয়া। কহয়ে কৃষ্ণের আগে পরানন্দ পাঞা ॥ রাহু বিধুন্তুদ তুয়া চন্দ্রাবলী মানি। ভ্রান্ত হঞা গ্রাসে রাধা অবিচার জানি ॥ রাধাক্ষ নক্ষত্র আর তাঁর সখী যত। তাসাকে গরাসে রাহু এ নহে উচিত ॥ রাধার অদ্বৈত আমি বিশাখা নক্ষত্র। অনুরাধা নামে এই দেখহ প্রত্যক্ষ ॥ জ্যেষ্ঠা নামে এই দেখ ধনিষ্ঠিকা আর। অপরা তারকা দেখ চিত্রা নাম যার ॥ তিহোঁত ভরণী অন্য কত২ সখী। ইন্দুলেখা আছে সেহো পূর্ণ নাহি লিখি ॥ অতএব গ্রহণের যোগ্যা সেহো নয়। তৎকাল চলহ যাঁহা চন্দ্রাবলী হয় ॥ কৃষ্ণ কহে বিশাখিকা সকল সুখদা। সত্য শিবমূর্ত্তি

তুমি সর্ব্ব অভীষ্টদা।। ললিতা হয়েন সত্য ইন্দ্রের মুরতি। বাক্যরূপ বজ্রাঘাতে ভয়ানক অতি।। চন্দ্রাবলী তেজিয়াছি বহু ভোগ করি। ভানবীয় ভোগ বাঞ্ছা রহে চিত্ত ভরি।। প্রতি তারা ভোগ রাহু ক্রমেত করয়। ইন্দুলেখা ভোগে এবে কৌতুক জন্ময়।। এত কহি কৃষ্ণ ইন্দুলেখা আলিঙ্গিতে। নিকটেত গেলা তার অত্যন্ত ত্বরিতে।। ঈষৎ হাসিয়া ভুরু চাঞ্চল্য করিয়া। ইন্দুলেখা কহে কৃষ্ণে গর্ব্ব আচরিয়া।। ধৃষ্ট রাহু ইন্দুলেখা ভোগযোগ্য নয়। চন্দ্রাবলী পাশে যাও সেই যোগ্য হয়।। কিম্বা তারা ভোগ কর ক্রম যে ফরিয়া। হরষিত হৈল কৃষ্ণ একথা শুনিয়া।। অলক্ষিতে ললিতাকে আসিয়া ধরিলা। তবেত ললিতা তারে কহিতে লাগিলা।। বিশাখা অন্তর ভোগ অনুরাধা হয়। এত শুনি কৃষ্ণ বিশাখিকা পরশয় বিশাখা কহয়ে ধৃষ্ট রাধা ভোগ কৈলা। তবে কেন বিশাখাকে পুনঃ পরশিলা।। ক্রমভোগে জ্যেষ্ঠা ভোগ হয়ত উচিত। শুনি কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠা স্পর্শ করিলা ত্বরিত।। তেঁহো রোষ করি কহে চিত্রা ভোগ বিনা। ব্যতিক্রম করি কেন পরশিলা আমা।। তবে কৃষ্ণ আসি চিত্রা পরশ করিলা। তবে চিত্রা বিধুমুখী কহিতে লাগিলা।। গ্রহের উৎক্রম গতি তারা প্রতি নয়। এত শুনি তুঙ্গবিদ্যা হাসিয়া কহয়।। বক্র অতিচার গতি কভু গ্রহ হয়। শুনি চিত্রাদেবী তুঙ্গবিদ্যারে কহয়।। তুলারাশি ছাড়ি কেন চিত্রা পীড়া করে। শুনিত্তেই কৃষ্ণ তুঙ্গবিদ্যা আসি ধরে। তুঙ্গবিদ্যা কহে রঙ্গদেবীকে ছাড়িয়া। আমা পরশিলে ধৃষ্ট কি কার্য্য লাগিয়া।। তবে কৃষ্ণ রঙ্গদেবী অঙ্গ পরশিলা। তেঁহো কহে কন্যা রাশি ভোগ যে করিলা।। তাহাতে বসিয়া মীন রাশি ভোগকর। চম্পকলতিকা তাহা পূর্ণ দৃষ্টি ধর।।তবে চম্প

বল্লী কৃষ্ণ পরশ করিতে। তেহো কহে কুন্তরাশি সুদেবী পীড়িতে ॥ সুদেবী পরশ কৃষ্ণ আসি যবে কৈল। কাঞ্চন লতাকে তবে তেহোঁ দেখাইল ॥ তাঁরে পরশিতে তেহোঁ কহেন বচনে। তুমি ত চকোর যাও চন্দ্রমুখী স্থানে ॥ চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখ চুম্বন করিতে। চন্দ্রমুখী তবে তারে লাগিলা কহিতে ॥ শুন কৃষ্ণ পরস্ত্রীর মুখেতে চুম্বন। কেন কর হঞা বড় হরষিত মন ॥ বংশী যে তোমার নিত্য চুম্ব দেহ তারে। ধৃষ্টতা করিয়া দুঃখ দেও কেন আরে ॥ তবে কৃষ্ণে স্মৃতি হৈল বংশীকা করিয়া। কোথা গেল কহি রহে বিস্মিত হইয়া ॥ বহুক্ষণ বংশী নিজ হস্তে চ্যুত হৈল্বা। কুন্দলতা মুখে দৃষ্টি দিয়াত রহিলা ॥ কুন্দ লতা চক্ষুদ্বারে কহে রাই স্থানে। তবে শ্রীরাধিকা তাহা কৈলা অবধানে ॥ সঙ্গোপনে থুইলাম বংশী তুলসীর স্থানে। তুলসী লইয়া তাহা রাখয়ে গোপনে ॥ ললিতা বিশাখা পাছে সে বংশী লইয়া। রহিলা তুলসী মনে শঙ্কিত হইয়া ॥ তবে কৃষ্ণ রাই আকর্ষণ মনে করি। কহিতে লাগিলা ঈর্ষা ভঙ্গী যে আচরি ॥ অদৃশ্য চঞ্চল মন বিশুদ্ধ আমার। কটাক্ষ কন্দর্প বাণে বিন্ধয়ে তোমার ॥ দৃশ্য বংশী হরিবে যে অদ্ভুত সে নয়। চৌর্য্যবৃত্তে পাটচ্চরি মোর মনে লয় ॥ বাহু পাশে বন্ধ করি এবাস ভূষণ। কাটি লয়ে যাব কার শ্রীকুঞ্জ ভবন ॥ কন্দর্প রাজার স্থানে করিব সমর্পণ। কুঞ্জ কারাগারে লয়্যা থুইব এখন ॥ শুনি রাই কৃষ্ণবাণী সর্ব্বভাবোদয়। অবজ্ঞাতে কৃষ্ণ হেরি ত্বরিতে চলয় ॥ কৃষ্ণ তাহা দেখি নিজ বংশীর লাগিয়া। ছল করি ধনী ধরি না দেন ছাড়িয়া ॥ কৃষ্ণ কহে বৃথা কেন ভঙ্গী কর তুমি। বংশী না পাইলে তোমা না ছাড়িব আমি ॥ শুনিয়া ললিতা মিথ্যা ক্রোধ বেকরিয়া। চঞ্চল নয়ন স্মিত গর্ব্বিতা হইঞা ॥ কৃষ্ণের

নিকটে তেঁহ তৎকাল আইলা। সাটোপ তর্জ্জন করি কহিতে লাগিলা॥ পরস্ত্রী সঙ্গমে রত মূর্ত্তি যে তোমার। সতীব্রত ধ্বংস কার্য্য কর সর্ব্বকাল॥ এথা হৈতে যাও তুমি এথা নাহি কায। ধৃষ্টতা ছাড়হ এই সতীর সমাজ॥ স্নান করিয়াছে ধনী মিত্র পূজিবারে। অপবিত্র নাহি কর পরশিয়া ছলে॥ সুমানস সরোবর তটে শৈব্যা যে আসিয়া। নিজাধরামৃত পানে তোমা উন্মাদিয়া॥ বংশী হরি লইল সেই অবকাশ পাঞা। তুলসী আছয়ে সাক্ষী পুছহ ডাকিয়া॥ খল লোক করে চুরি ফলে সাধু জনে। শৈব্যা চুরি করে বংশী দোষ দেও আনে॥ এত কহি দৃগেঙ্গিতে তুলসী দেখায়। রাইকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ তুলসী কে চায়॥ শ্রীরাধিকা শ্লথ পাঞা হইলা বাহিরে। জলদে বাহির যেন হৈলা সুধাকরে॥তবেত তুলসী দেবী আনিয়া গো পনে। রূপমঞ্জরীকে বংশী কৈল সমর্পণে॥ তুলসীকে কৃষ্ণ তবে আসিয়া ধরিল। সকম্প পুলক তার শরীরে ভরিল॥ হস্তাঞ্জলি করি নিজ বদনে ধরিয়া। কহয়ে তুলসী তবে অতি দীনা হঞা॥ হাহা কৃপাময় তুয়া নিছনি যাইয়ে। আমি তুয়া দাসী স্পর্শে অযোগ্যা হইয়া॥ এতেক আগ্রহ কর যা-হার লাগিয়া। বংশী নাহি মোর স্থানে কহিনু ডাকিয়া॥ শৈব্যা করে সে বংশীকা দেখিয়াছি আমি। অতএব ছাড কৃষ্ণ আমা রেত তুমি॥ এক কহি চক্ষুদ্বারে ইঙ্গিত করিল। শ্রীরূপমঞ্জরী স্থানে বংশী জানাইল॥ ইঙ্গিত পণ্ডিতা তবে শ্রীরূপমঞ্জরী। ললিতা হস্তেতে বংশী সমর্পণ করি॥ অলক্ষিতে কৃষ্ণ আসি ধরিল তাহারে। নিজ বাহু পাশে তারে দৃঢ় বদ্ধকরে॥ বংশী বিচারয়ে কুচ পট্টির অন্তরে। না পাইয়া কহে কোথা থুইলা বংশীরে॥ কহিতেলাগিলা তবে শ্রীরূপমঞ্জরী। মানা না শুনি

য়া তভো আইলা ত্বরা করি ॥ মনোরথ পূর্ণ হৈল ভাগ্যে যে তোমার। বংশী লয়্যা কর যায়্যা ধ্বনি পরচার ॥ গোপনারী গণ সব আহ্বান করহ। আনিয়া তা সবা সঙ্গে সুখে বিলসহ নিজ হর্ষে পরাকুলা সতীব্রত যত। ধ্বংসন করিতে ছল কর কত২ ॥ সংগোপনে নিজ বংশী আপনে থুইয়া। এই ছলে ফির নারীগণে পরশিয়া ॥ এত কহি চক্ষুদ্বারে ইঙ্গিত করিয়া। ললিতার স্থানে বংশী দিলেন কহিয়া ॥ ললিতা আনিয়া তাহা অত্যন্ত ত্বরাতে। থুইলেন বংশী কুন্দল তার হস্তেতে ॥ কৃষ্ণ ত্বারে ছাড়ি আইসে ললিতার ঠাঞি। হুহুঙ্কার শব্দ করে ললিতা তথাই ॥ ক্রোধ করি কহে এথা কেন আগমন। চাতুরি করিয়া আমা করিতে স্পর্শন ॥ যদি বংশী না থাকয়ে আমার স্থানেতে। তবে ধৃষ্ট তার ফল পাবে ভাল মতে ॥ আমার সকল সহচরী রাধিকার পাদস্পর্শ নাহি করি চিন্তামণি ভার ॥ শুকান বাঁসের কাঠি হরিব বা কেন। কি কার্য্য আছয়ে এক হস্ত কাঠি খান ॥ ছিদ্র পূর্ণ রসহীন কঠোর অন্তর। যাহার ধ্বনিতে ব্যস্ত হয় চরাচর ॥ হেন বংশী যদি তোমার হস্ত হৈতে গেল। অত্যন্ত মঙ্গল তবে সবার হইল ॥ স্বচ্ছন্দে অবলা করু গৃহ ধর্ম্মগণ। স্বস্থানে থাকুক নীবি কুন্তল বন্ধন ॥ কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে তৃণ খাউ সুখে। নদীতেব হুক স্রোত না হউক বিমুখে ॥ জলে মগ্ন কন্যাগণ শীতে দুঃখ দিলা। বাস ভূষা যা সবার হরিয়া লইলা ॥ সেই অপরাধে বাঁশী গেল হারাইয়া। পরে দুঃখ দিলে দুঃখ লভয়ে আসিয়া ॥ শুকান বাঁসের কাঠি হস্তেক প্রমাণ। অন্তরে বাহিরে ছিদ্র কি তার বাখান ॥ গোকুলাধিকারী কৃষ্ণ সর্ব্বস্ব মানিয়া হাহাকার করি চিন্ত ইহারি লাগিয়া ॥ কহ এই ধন কেবা গোপ

নে রাখিল। কখন কহয়ে কেবা চুরি করি নিল॥ ললিতার ভঙ্গি কথা শুনি কুন্দলতা। রাধিকার হাতে বংশী রাখে সঙ্গোপিতা॥ কৃষ্ণ বিষণ্ণতা আর ললিতাদি হাসে। দেখি কুন্দলতা কহে বচন সরোষে॥ সছিদ্র জর্জ্জরা ক্ষুদ্র বাঁসের পর্ব্বিকা। যার মূল্য না করিয়ে অর্দ্ধ বরাটীকা॥ তুয়া হাত হৈতে গেল ভাল সে হইল। বিষাদ করিছ কেন কিবা হানি হৈল॥ গোপেন্দ্র নন্দন তুমি তোমার এ কায। দেখিয়া হাসয়ে সব সখীর সমাজ॥ হাসে সব সখীগণ এসব শুনিয়া। স্তব্ধ হইয়াছি আমি মৃত প্রায় হঞা॥ কৃষ্ণ কহে কুন্দলতা বংশীর যে গুণ। না জানিয়া বল তাতে নহত নিপুণ॥ ইহা সবা প্রতি যৈছে গুণ প্রকাশিলা। বিচিত্র না হয় তৈছে তোমাকে না টৈলা॥ আমার অন্তরে যবে যাহা ইচ্ছা হয়। আমার অসাধ্য কায হেলাতে করয়॥ নারায়ণের চিচ্ছক্তি স্বরূপ বংশীকা। সর্ব্ব শক্তি স্বরূপিণী গুণেত অধিকা॥ আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি করয়ে বংশীকা অলৌকিকী শক্তি তার জানয়ে রাধিকা॥ ললিতা কহয়ে কেন না জানিব তারে। সিড়্গের বল্লভা তোমার দৌত্যকর্ম্ম করে॥ সুধাভাণ্ড নারি চিত্ত করিব বন্ধনে। সেই বংশীধ্বনি অন্ধ তারা ইহা জানে॥ জগতে যুবতী যত সুকৃতিনী গণ। সবাকার সতীধর্ম্ম করে বিড়ম্বন॥ লক্ষ্মী গৌরী আদি করি যতেক যুবতী। চুরি করি আনে যত আছে ত্রিজগতি॥ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধা সিদ্ধ বংশীকা তোমার। অদভুত গুণে পূর্ণা নাহি অন্ত তার॥ শুনি কৃষ্ণ কহে এই ললিতার বাণী। কুটিল কণ্টক দুর্ম্ম দৃঢ় অনুমানি॥ শঠ চণ্ডী হরি নিল বংশীকা আমার। পুনঃ পরিবাদ কথা উঠয়ে তাহার॥ এত কহি নাগরেন্দ্র ললিতা অঞ্চলে। ধরি আকর্ষয়ে আর বংশী দেহ বোলে॥ কাঢ়িয়া

লইয়া বাস ভ্রুভঙ্গি করিয়া। সেই যে ললিতা আমি কহয়ে হাসিয়া ॥ বহু বেরি জান তুমি আমার চরিত। সখী লৈয়া যাব শাঠ্য না হৈল ফলিত ॥ এত কহি গমনের উদ্যম করিলা। পরম সংভ্রমে কৃষ্ণ বসনে ধরিলা ॥ ধরিয়া কহয়ে বংশী না দিয়া গমন। সুলভ নহিল এই কহিল নিয়ম ॥ তুমি বংশী চুরি কৈলা বুঝি অনুমানে। নহে ভীত হৈয়া কেন কর পলায়নে ॥ নিজাঙ্গ শোধন কর আমা দেখাইয়া। থাক বা গমন কর যথেষ্ট করিয়া ॥ শুনিয়া ললিতা লয়ে বস্ত্র আকর্ষিয়া। বক্র নেত্র করি কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ কামে উনমত্ত যদি হৈয়া আছ এত। ভ্রাতৃপত্নী অঙ্গ এবে দেখ অভিমত ॥ নাহি দেখি বাঁশী তোমার নাহি লই কভু। পরম আগ্রহ যদি না ছাড়হ তভু ॥ তবে মূল্য দিব যে কহিল কুন্দলতা। নহে তার সম কাঠি আনি দিব এথা ॥ মল্লী ভৃঙ্গী নামে আছে পুলিন্দীর সুতা। শৈলেন্দ্র আলয়ে রহে সখী অনুরক্তা ॥ আমার বচনে দিবে বংশ পর্ব্ব আনি ॥ জর্জ্জরা সছিদ্রা যৈছে লৈয়াছিলা তুমি ॥ তবে কৃষ্ণ কহে সেই পুলিন্দীর সুতা। আমাতে তাহার রতি সর্ব্বত্র বিদিতা ॥ আমা না দেখিয় অতি ব্যাধি হৈল তার। হেন দুঃখ হৈল যার নাহি পারাবার ॥ তৃণেতে লাগিল মোর চরণ কুঙ্কুম। তাহা বক্ষে লেপি তারা তাপ কৈল উন। গিরি ধাতু গুঞ্জা আনি আমারে যোগায়। সে কেন তোমার দাসী মোর দাসী প্রায় ॥ বংশীহর আর মোরে কর অপমান। বাহু পাশে বান্ধি দণ্ড করিতে বিধান ॥ কে তোমারে রক্ষা করে করু এবে দেখি। কহিয়া সাটোপ কৃষ্ণ পসারয়ে আঁখি ॥ নাগরেন্দ্র বাণী শুনি বিশাখা হাসিয়া। ললিতাকে পাছে রাখি কহে সাম্য হৈয়া ॥ শুন যুবরাজ অর্থ যদি চুরি যায়।

নষ্টোদ্দেশী বিনে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।। অতি উগ্র তাতে ধন শীঘ্র নাহি মিলে। সুযুক্তি করিলে তাতে ধরয়ে সুফলে।। শুনিয়া চম্পকলতা কহে বিশাখারে। অর্থ লোভী নষ্টোদ্দেশী বুঝিয়ে প্রকারে।। বহু ধন ব্যয় কৃষ্ণ বংশী পর্ব্ব বাদে। কেন না করিবে ক্ষুদ্র দ্রব্যখানি সাধে।। শুনি তুঙ্গবিদ্যা কহে শুন মোর বাণী। বংশীকা সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের আমি ইহা জানি।।যে তার উদ্দেশ কহে আগে মিত্র হয়ে। আত্মীয়তা বাঢ়ে পাছে বহু ধন পায়ে।। যে লইল সেই জন বহু দণ্ড পায়ে। এই সব নীত কার্য্য বুঝি সর্ব্বথায়ে।। শুনিয়া বিশাখা কহে শুন কৃষ্ণ তবে। তারে কিবা দিবে যে উদ্দেশ করি দিবে।। চুরি যে করিল দণ্ড কি করিবে তারে। জানি হিত উপদেশ কহি যে তোমারে।। তাহা শুনি কৃষ্ণ কহে শুন মন দিয়া। যে আমার বংশী দিবে উদ্দেশ করিয়া।। তারে দিব এই নিজ হৃদি মণিমালা। চুম্বক রতন দিব করমর্দ্দ ফলা।। যে জনা হরিল তার ভূষণ লইব। অম্বর তারুণ্য রত্ন ঘটাদি লুটিব।। বাহুপাশে বান্ধি তারে দণ্ড করিবারে। প্রবেশ করাব কাম কুঞ্জকারাগারে।। এত শুনি বিশাখিকা হাসি পুনঃ কহে। ব্রজরাজ পুত্র তুমি অযোগ্য কি হয়ে।। কৃপণতা ইথে যদি না করহ তুমি। তুয়া করে আইল বংশী কহিলাম আমি।। আমার উদ্দেশে বংশী প্রাপ্তি নাহি হয়ে। কুন্দলতা উপদেশে তৎকাল মিলয়ে।। তবে কুন্দলতা প্রতি কহে বিশাখিকা। লাভ ভাগ্য তোমার আজি দেখিয়ে অধিকা।। নিজ দেবরের বংশী দেহ উদ্দেশিয়া। দুর্ল্লভ উৎকোচ লহ মহা সুখি হৈয়া।। তবে কুন্দলতা কোন কথা ছল ধরি। রাধা বিশাখিকা সনে যুক্তি যেন করি।। এইরূপে রাখে বাঁশী তুলসীর করে। অতি সংগোপনে রাখে কৃষ্ণ নাহি

হেরে ।। পরম আকুতে কুন্দলতার বয়ান। দেখে কৃষ্ণ বংশী তত্ত্ব জানে হেন জ্ঞান ।। তবে কুন্দলতা হাসি বিশাখাকে কহে। আমি না জানি যে চোর তুয়া দিব্য মোহে ।। জানিতাম আমি যদি বংশীর উদ্দেশ। বিনোৎকোচে কহিতাঙ তাহার বিশেষ ।। দেবরের ধন হৈলে নিজ ধন মানি। তোমা সবা যেন তেন পর নহি আমি।। তোমরা জানহ যদি বংশীর বিশেষ। আগে ক্ষতি লৈয়া তার কহত উদ্দেশ। তোমারা অনু কূল হৈলে সেইত বংশীকা। আপনার প্রতি করে রহে সুখা খিকা ।। উৎকোচ বংশীকা মাঝে আমি সর্ব্বথায়। কেহ নাহি দিলে আমি দিব তাহা তায় ।। কহি গোবিন্দেরে নেত্র ইঙ্গিত করিলা। কৃষ্ণ মহোৎসুক হৈয়া তথাই আইলা ।। কটাক্ষ অনঙ্গ বাণে প্রিয়া বিদ্ধ করি। অতি উৎসা বাঢ়ি গেল বংশী পাব বলি ।। তবে গোবিন্দেরে হাঁসি কহে কুন্দলতা। বংশী চুরি কৈলা রাই জানিহ সর্ব্বথা ।। বংশী বলি কৈল বিন্দু চিবুকে লাগিলা। গুপতে লাগিল বিন্দু রাই না জানিলা ।। শ্যাম রস রাখিলে যে বংশীর আশ্রয়। দেখ সেই বিন্দু বিশ্বরুচি প্রকাশয় ।। নিজাধরে আগে বিন্দু গ্রহণ করহ। পাছে ন্যায় জিনি দণ্ড উৎকোচ বুঝহ ।। সিদ্ধ হৈল তুয়া বংশী রাধিকার স্থানে। লও বা না লহ তাতে ক্ষতি নাহি আনে ।। উৎকোচের মধ্যে মাত্র হৈয়া আছি আমি। বিশাখাকে প্রতিশ্রুত ধন দেহ তুমি ।। কৃষ্ণ কহে বংশীকার বিন্দু আগে লই। পাছেত উৎকোচ দিব বাঁশী যবে পাই ।। কুঞ্জ কারাগারে লইয়া দণ্ড করি রাধা। পাছে ক্ষতি দিব আছে যার যেই সাধা ।। এত কহি কৃষ্ণ যান রাধিকা অন্তিকে। অধর দংশনে হয় উৎসাহ অধিকে ।। দেখি য়া ললিতা দেবী মিছা রোষ করি। মধ্যে হৈয়া কহে স্মের বচন

চাতুরি ॥ মিত্রপূজা না করিতে ক্ষত কেন কর। দেব লোক ধর্ম্মে তুমি শঙ্কা কি না ধর ॥ কৃষ্ণ কহে শুন রাধে আমার বচন। আমিহ না করি দোষ না করে দশন ॥ তুমি দোষ কৈলা বিন্দু চিবুকে ধরিলা। এত সব কথা এই কারণে হইলা চিবুকে রহিয়া বিন্দু দেখিল আমারে। মিত্র বলি আইসে বিন্দু আমা মিলিবারে ॥ আমার দশনে আইসে তোমা শঙ্কা করি। দশন দংশন এই কারণে উচ্চারি ॥ তাহা শুনি কুন্দলতা কহে ভাল হৈল। করিণী করীতে দুই জনে মিলন হৈল ॥ বংশী বলি দেখি ঈর্ষা করিয়া দশন। বিন্দু আদি ধরে নাম ধরিয়া দংশন ॥ গুণি আগে গুণি যদি আগমন করে। মণিমালা দিয়া সেই গুণি পূজা করে ॥ এইরূপে কুন্দলতা নানা ভঙ্গি করি। কহয়ে কতেক কথা বিবিধ চাতুরি ॥ তাহা শুনি কহে তাঁরে রাই সুবদনী। দেবের শিশিরে ফুল্ল কুন্দলতা জানি ॥ অরুণ অধর তার দশন কুসুমে। পূজা কেন নাহি কর বল কেন আনে ॥ শুনি কুন্দলতা কৃষ্ণে কহে ক্রুদ্ধ হৈয়া। এথা হইতে যাহ বস্ত্র ভূষণ রাখিয়া ॥ মুখরা মুখরানাস্ত ললিতা প্রখরা। অনেক প্রগল্ভা সঙ্গে তুমি সে একেলা ॥ মৃদু প্রায় ভীত তুমি কি কায এথাতে। পলাইয়া রহ গিয়া সখার সহিতে ॥ পরের পুরুষে চিত্ত লোভিয়া সবার। তেজিয়াছে সব ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার ॥ আমাকেও নিজ সঙ্গি করিবারে চায়। কৃতার্থ করিতে করে নানান উপায় ॥ ধর্ম্মনিষ্ঠ আমি সাধ্বী বিমল আশয়। দেবর সম্ভাবা বাল্যে হৈতে যোগ্য হয় ॥ হেন আমি আমাকে যেঁছুরুক্তি করিয়া। দুঃখ সব দেন আমি সহি কি লাগিয়া ॥ বিশাখাতে বদ্ধ আছি উৎকোচ লাগিয়া। বদ্ধ বিমোচন কর তারে তাহা দিয়া ॥ শুনি কৃষ্ণ কহে হাসি আইস বিশাখিকা।

গ্রহণ করহ রত্ন উৎকোচ অধিকা॥ ইহা কহি তাঁরে হাসি কৈলা আলিঙ্গন। হাসি সব সখী আসি কৈলা আবরণ॥ অন্যোন্য কলহ ভেল মহা কোলাহলে। রাই লুকাইলা গিয়া কুঞ্জে এইকালে॥ নূপুর কিঙ্কিণী আদি যত্নে মূক করি। প্রবেশ করিলা রাই নিকুঞ্জ ভিতরি॥ তাহা দেখি অতি শঙ্কা পাইলা তুলসী। বংশী রাখে বৃন্দা পাশে সঙ্গোপনে আসি॥ বংশী পাঞা বৃন্দাদেবী অতি সুখি হৈলা। হৃদয়ে রাখিয়া বাঁশী কহিতে লাগিলা॥ ক্ষুদ্র বংশে জন্ম হৈয়া বংশশ্রেষ্ঠ হৈলা। যত২ বংশ সব সদ্বংশ করিলা॥ তোমার লাগিয়া এত কৌতুক হইলা। রাধাকৃষ্ণ সখী সনে মহাসুখ পাইলা॥ এথা সখীগণ হাস্য চঞ্চল নয়নে। আক্ষেপ করেন কৃষ্ণে গদগদ বচনে॥ কৃষ্ণ বাহু বন্ধ হৈতে বাহিরে আসিয়া। বিশাখা কহেন কৃষ্ণে ঈষৎ হাসিয়া॥ বংশীর উদ্দেশ তোমার আমি না কহিল। এইত কারণে আমি উৎকোচ না লৈল॥ কুন্দলতা কৈল তোমার বংশীর উদ্দেশ। তাঁহারে উৎকোচ দেহ যে হয়ে বিশেষ॥ তাঁরে কহি তবে কুন্দলতারে কহয়। প্রগল্‌ভা হইয়া কেন হৈলে মুগ্ধা প্রায়॥ দেবরের ধন তুয়া অন্য ঠাঞি যায়। ঈর্ষা মালিন্য কেন ইহাতে না হয়॥ তাহা শুনি কুন্দলতা হাসিয়া কহয়। নিজ দেবরের ধন অনেক আছয়॥ ধনের বদান্য হয় আমার দেবর। দ্বিজে দান করে পাঞা আনন্দ অন্তর॥ তাহাতে নিষেধ কৈলে অতি পাপ হয়। নিষেধ না করি আমি সেই পাপ ভয়॥ দান দিতে কেহ যদি নিষেধ করয়। অধমের অধম সেই শাস্ত্রে এই কয়॥ প্রতিগ্রহ লৈতে কেন সবে শঙ্কা কর। দ্বিগুণ করিয়া ধন কৃষ্ণ আগে ধর॥ ইহা শুনি

কহে কিছু চিত্রা সুনয়নী। কুন্দলতা প্রতি কহে সুমধুর বাণী॥ আপন বেতন কেন ছাড় কুন্দলতা। পর দ্রব্য বলি কেন শঙ্কা কর বৃথা॥ বোল যদি ধনী আছে ধনে বা কি কায। লঞা যাহ দিহ নিজ সখির সমাজ॥ কুন্দলতা হাসি কহে চিত্রাদেবী প্রতি। গোবিন্দের ধনে যদি নাহি কারো মতি॥ যার ধন তার ঠাঞি আছয়ে সর্ব্বথা। কিবা ফল আছে আর অতি চাটু কথা॥ তারে কহি কৃষ্ণে কহে তবে কুন্দলতা। হাসি২ কহে যেন করিয়া আত্মতা॥ আদান প্রদান কায তোমার সহিতে। অতি ক্ষুদ্রা ইহা সঙ্গে নহে সমুচিতে॥ ধনাঢ্য যেমন তুমি তেমন রাধিকা। তাঁহা সনে কর আদান প্রদান অধিকা॥ ইহা শুনি নাগরেন্দ্র রাই অন্বেষয়ে। দেখিবারে চাহে রাই দেখিতে না পায়ে॥ ললিতাকে কহে তুমি গোপন করিয়া। কোথা রাখিয়াছে তাঁরে আনহ যাইয়া। তুমি চুরি কৈলে বংশী রাই লুকাইলে। এই লাগি তুমি দণ্ডী সর্ব্বথা হইলে॥ ললিতা কহেন কারো প্রতিভু নহিয়ে। রাই কোথা গেলা আমি কেমনে জানিয়ে॥ রাজ্য কর সবে ইহা আমি গৃহে যাই। রাই কোথা গেলা আমি দেখি শুনি নাই॥ কোন সখী কহে রাই গৃহে চলি গেলা। কেহ কহে মিত্রপূজা করিতে চলিলা॥ কেহ কহে চিত্ত গঙ্গাস্নান কাযে গেলা। গোবিন্দ পরশাশুদ্ধ শুদ্ধ হৈতে গেলা॥ এইরূপে সব কথা শুনিয়া গোবিন্দ। তৃষার্ত্ত হইল চিত্ত রাইর নিবন্ধ॥ যে কুঞ্জে আছেন রাই কুন্দলতা জানে। জানাইলা সেই কুঞ্জ নয়নের কোণে॥ সে ইঙ্গিতে নাগরেন্দ্র সে কুঞ্জে পশিলা। সখিগণ চতুর্দ্বারে কপাট অর্পিলা॥ লতাপাশ দিয়া সেই কপাট বান্ধিলা। সেই২ দ্বারে দ্বারী হইয়া রহিলা॥ ওথা নাগরেন্দ্র আইলা দেখি নিত

স্বিনী। পলায়ে গোবিন্দ ভয়ে সুপদ্ম বদনী॥ দ্বারে আসি দেখে লাগি রহিল কপাট। ভঙ্গ হৈল বহির্দ্বারে গমনের ঠাট॥ শ্যাম গোরী বলে ধরি সেজে লয়্যা গেলা। দুঁহুঁ২ পরশেতে আনন্দ বাঢ়িলা॥ অনঙ্গ-অনলে তাপি শ্যাম মত্তকরি। রাই সুধানদী পাঞা আনন্দে বিহরি॥ নীবি কঞ্চুলিকা বন্ধ সব মুক্ত কৈলা। হস্তাকর্ষে কঙ্কণাদি বাজিতে লাগিলা॥ ববংবংশী দদদেহ ঘন বোলে হরি। পরম উল্লাস কথা গদ্গদ উচ্চারি॥ তারুণ্যাদি ধন কৃষ্ণ আত্মসাৎ কৈলা। তাহা রক্ষা লাগি ধনী অতি ব্যগ্র হৈলা॥ কৃষ্ণ নিজ ধার্ষ্ট্য সৈন্য বাহু পরাজয়। দূরে কৈল ধৈর্য্য লজ্জা বামতা আলয়॥ প্রগাঢ় আনন্দ যবে হইলা দুঁহার। নিজ২ পৌরষতা আরম্ভে অপার॥ শীৎকার অকুঞ্চিত কণ্ঠ কুজিতাদি যত। পীযূষ উৎকর ধারা বহে কত২॥ অন্যোহন্য আগ্রহ নর্ম্ম পূর্ব্বকারি করি। দুহুঁ দোহাঁ বেশ করে চিত্তামোদ ভরি॥ রাধিকা মাধব সঙ্গে নিকুঞ্জ বিলাস। এইমত নানা ক্রীড়া রসের উল্লাস॥ জয় জয় রাধা কৃষ্ণ কেলী সুমঙ্গল। শ্রবণ নয়ন মন আনন্দে কেবল॥ গোবিন্দ চরিতামৃত নিতুই নূতন। বিচারিতে মিলে মহা২ প্রেমধন॥ এইত কহিল রাধাকৃষ্ণের বিলাস। সখী সঙ্গে কত২ হাস্য পরিহাস॥ সদা শুন গোবিন্দ চরিতামৃত কথা। রাধাকৃষ্ণ প্রেম ধন মিলিবে সর্ব্বথা॥ রাধা কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশমঃ স্বর্গঃ
সমাপ্তঃ॥ ১০ ॥

নান্দীমুখী মনসৃতাথ সভাং সখীনা, মাগত্যতাং
মুরলিকাং হৃদিনিহ্নুবালা। বৃন্দাব্রবীন্ননুগতৌ
ব্রজকাননেসৌ, সখ্যো নিবেদ্যমিহ নাবনয়োঃ
পদেহস্তি ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়ানিধি। জয় সনাতন প্রিয় রূপ সুখাবধি ॥ জয় দাস গদাধর প্রাণ প্রিয় প্রাণ। জয় স্বরূপের প্রিয় রঘুনাথ ত্রাণ ॥ কৃপাকর কৃপানিধি লইনু শরণ। দুর্ব্বাসনা ছাড়ি সেবোঁ তোমার চরণ ॥ স্তব করে চতুর্ম্মুখে শঙ্কর ভাবক সহস্র মুখে গায় গুণ মহেন্দ্র সেবক ॥ কেন তুমি তোমাকে জানিতে শক্তি কার। তোমার মিলন হেতু করুণা তোমার ॥ এমন দুর্লভ জন্ম মনুষ্য শরীর। অহঙ্কারে বৃথা গেলা বিধাতা অস্থির ॥ যে জনা সকল ছাড়ে চাহে ভজিবারে। তোমার কারণ মায়া সদা তারে তাড়ে ॥ কে আছে এমন ধীর সে [illegible] সহি। তোমা ভজে আপনার চিত্ত স্থির রহি ॥ অধৈর্য্য মানস মোর না মানয়ে বাণী। কৃপাগুণে বান্ধি রাখ স্বচরণে আনি ॥ এবে কহোঁ গোবিন্দ বিলাস মনোরম। যাহা শুনি সুখি হয়ে শুদ্ধ ভক্তগণ ॥ নান্দীমুখী সঙ্গে কার বৃন্দা হর্ষ মানি। আসিয়া সখির মধ্যে পুছেন কাহিনী ॥ বংশী রাখে নিজ হৃদি বসনে ঝাঁপিয়া। রাধাকৃষ্ণ কোথা গেল পুছেন আসিয়া ॥ নিবেদন আছে কিছু দোহার চরণে। এমতি পুছিলা যদি বৃন্দা সখী স্থানে ॥ সখীগণ কহে তাঁরা কলহ করিয়া। অনঙ্গ রাজার স্থানে ন্যায় বুঝে গিয়া ॥ বল নিবেদন তোমার কিবা সে আছয় না কহিবে যদি অতি গোপনীয় হয় ॥ কুঞ্জ পট্ট গৃহে তবে করহ গমন। তথাই যাইয়া তাঁরে কর নিবেদন ॥ এমতি শুনিলা যদি বৃন্দা সখীমুখে। কহিতে লাগিলা তবে পাঞা বহু সুখে ॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ তুল্য তোমরা সবাই। তোমা সবা অগোচর কোন লীলা নাই ॥ তাঁরা দোঁহা সঙ্গে যবে থাকে এক ঠাঞি। তখনি কহিব তবে শুনিহ সবাই ॥ নিধুবন দরশান্ত বিলাস লালসে। বেঢ়িলা সকল সখী কুঞ্জের চৌপাশে ॥ রতি লীলা অবসান সময় জানিয়া। সহচরী গণ দেখে ছিদ্রে মুখ দিয়া ॥ ওথা আম্রেড়িত করে কৃষ্ণ নিজ প্রিয়া। বিভূষণ করিবারে যত ন করিয়া ॥ নাহি আইসে ধনী তাহা হেনই সময়ে। আনন্দ বিভ্রম আসি সব পাসরায়ে ॥ দুঁহু দোঁহা বেশ করে অতি অপ রূপ। যাহা দেখি মুরুছয়ে মনমথ ভূপ ॥ তবে কৃষ্ণ পদ্মপত্রে কুঙ্কুমের দ্রবে। পত্রিকা লিখন কৈলা মনোভব সেবে ॥ শিরের বেষ্টনে রাখে সেই সুপত্রিকা। রাখিয়া কহয়ে চল বাহিরে রাধি কা ॥ সখী লজ্জা লাগি রাই বাহিরে না আইসে। ন্যায় জিতি চোর প্রায় কৃষ্ণ আনে পাশে ॥ এইমতে ধনী হস্ত কমল ধরিয়া কুঞ্জাঙ্গনে আইলা কৃষ্ণ হরষিত হৈয়া ॥ কুঞ্চিত নয়না রাই শ্যাম প্রফুল্লিত। দেখি সুখি হৈয়া সখী বেঢ়িলা ত্বরিত ॥ পরম সম্ভ্রমে সবে পুছেন রাইরে। আমা সবা ছাড়ি তুমি কোথা গিয়াছিলে ॥ বহু অন্বেষিল তোমা লাগ না পাইল। ধৃষ্ট কৃষ্ণ সনে তুয়া কোথা দেখা হৈল ॥ মো সবার ভাগ্যে শীঘ্র আসি য়া মিলিলে। ধৃষ্ট তোমা পরাভব ভাগ্যে না করিলে ॥ এইমত সখী বাক্য পরিহাস শুনে। নিজ অঙ্গে দেখে সব রতিচিহ্ন গণে ॥ কৃষ্ণ প্রতি লজ্জা ঈর্ষা সখী প্রতি হৈয়া। রহে ধনী ক্ষণ এক মৌন আচরিয়া ॥ কৃষ্ণ হাস্য করি তাঁরে ভ্রূভঙ্গি করিলা। গদ্গদ রুদ্ধ কণ্ঠ চলাধর হৈলা ॥ তর্জনি চালন করি কৃষ্ণকে তর্জয়ে। হাসি সখীগণ তারে ভঙ্গিতে কহয়ে ॥ গৃহেতে গমন যবে করিবে উদ্যম। বস্ত্রে আকর্ষিয়া তবে কর নিবারণ ॥ লু

কাইয়া রহি যদি যায়্যা কোন স্থানে। তবে কৃষ্ণে ভাঙ্গ করি দেখাহ সেখানে।। সঙ্গে রহি যদি তবে কটু বাণী বৈল। অত এব তুয়া সঙ্গ কেমনে হইল।। লুকাইয়া ছিল গিয়া কুঞ্জের ভিতরে। দেখাইয়াছিলা স্থান মত্ত ভুজঙ্গেরে।। মোর অঙ্গ পর শিতে চঞ্চল আইসে। কণ্টক লতার মাঝে করিনু প্রবেশে।। তবে আমা রাখে সখী কণ্টক লতিকা। নহিলে কি জানি আজি হইত রাধিকা।। এই মত মিষ্ট কথা কহে নিতম্বিনী। শুনি কুন্দলতা কহে পরিহাস বাণী।। যে কহিলে সত্য রাধে অসত্য না হয়। কণ্টকলতিকা রক্ষা তোমারে করয়।। কৃষ্ণ অঙ্গে তার চিহ্ন দেখি ব্যক্ত রূপ। কণ্টক নখেত ক্ষত সকলি অনুপ।। তোমা রক্ষা লাগি লতা কৃষ্ণাঙ্গ আঁচটে। অযোগ্য না হয়ে সখী রাখয়ে শঙ্কটে।। তাহার মধ্যেত আর বৈচিত্র দেখিল। তোমার তনুতে কেন বহু চিহ্ন দিল।। গোপাঙ্গনা যুবতী লম্পট কৃষ্ণচন্দ্র। চন্দ্রাবলী উরে ধরে নহে কিছু মন্দ।। তুমি তাহা কেন বা ধারিলে নিজ উরে। এ দুই বোলের মোরে কহত উত্তরে।। এইমত কুন্দলতার বচন শুনিয়া। কহয়ে ললিতা দেবী শুন মন দিয়া।। পুরুষ পরশ ভয়ে ধনী ব্যগ্র হৈয়া। লতা মাঝে প্রবেশয়ে শীঘ্রগতি যাঞা।। তাহাতে কণ্টক ক্ষত দরিদ্র কি হৈলা। তাহাতে তোমার শঙ্কা কেন উপজিলা।। প্রত্যঙ্গ বর্ণন লতার শ্রবণ করিতে। কৃষ্ণ চিত্তে ভাব পুঞ্জ হইলা উপস্থিতে।। শ্রবণ উৎকণ্ঠা দেখি সব সখীগণ। করিতে আরম্ভ কৈলা রাধাঙ্গ বর্ণন।। নিজ২ কবিতা যে রসালা করিতে। রাধাঙ্গ মাধুরি গন্ধ কৈলা সুবাসিতে।। যদ্যপিহ নিতম্বিনী দৃশে নিবারয়। কৃষ্ণ সুখ লাগি তভু সখ্যাঙ্গ বর্ণয়।। গোবিন্দ মুখারবিন্দ মৃদুমন্দ হাসি। সেই মকরন্দ পানে সখী সব ভাসি

গোবিন্দ ইঙ্গিত তারা জানে ভালমতে। তার ইচ্ছা লাগি অঙ্গ লাগিলা বর্ণিতে ॥ ভঙ্গি করি ললিতিকা কুন্দলতা দেখি। বর্ণনা করয়ে লতা হৈয়া বড়ংসুখি॥ কুন্দলতা অঙ্গে তবে দেখি ভোগ চিহ্ন। সে মধুসূদন কৈলা ভোগ পরবিন॥ অদ্ভুত কথা এই স্থলে উপজায়া। করায় বর্ণন ধনী হরষ পাইয়া ॥ পৃথিবীতে শিবলিঙ্গ, এক চন্দ্র ধরে। তাহাকে জিনিতে রাই কুচ কুম্ভবরে ॥ নখাঙ্কের ছলে কিবা ধরে চন্দ্রগণ। উৎপেক্ষা অতিশয় সুন্দর বর্ণন ॥ কৃষ্ণ সুখ লাগি ভাবে বিশাখা সুন্দরী। কহে হাসি দন্ত পংক্তি বিকশিত করি ॥ রাধা কুচ কুম্ভেতে যে সকলঙ্ক চন্দ্র। দিনে ম্লান সদা ক্ষয় অতিশয় মন্দ ॥ সদা পূর্ণ সুশীতল অত্যন্ত সুগন্ধ। কৃষ্ণ কর নখ বিধু ধরে অকলঙ্ক ॥ বিশাখার বাক্যে অতি সুতৃপ্ত হইয়া। চম্পক লতিকা কহে কৃষ্ণে সুখ দিয়া॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম নৃত্য চিহ্ন নাগ মাথে। দেখি করাম্বুজে কৃষ্ণে স্পর্দ্ধাইল তাতে॥ রাধিকার কুচ পদ্ম নারঙ্গ উপরে। নটন করিতে নখ ক্ষত চিহ্ন ধরে॥ তাহা শুনি স্ত্রীর শ্রেষ্ঠা চিত্রা সুবদনী। কহিতে লাগিলা কিছু মধুময় বাণী॥ আশ্চর্য্য কনকলতা তমাল আশ্রয়। ধরিল শ্রীফল দুই তাতে পক্ক হয় ॥ তমালের শাখা উপশাখার চালনে। কুচ শ্রীফলে কৈল বিচিত্র লিখনে॥ তাহা শুনি তুঙ্গবিদ্যা কহে হর্ষ পায়ে। সবা প্রতি করে আর ধনী লজ্জা দিয়ে॥ রাধিকার তনু বন আশ্চর্য্য শোহন। যাহে কাম গজ করে নিত্য বিহরণ॥ কৃষ্ণ হস্ত পদ্ম তাতে মাহুত আছয়। নখাঙ্কুশ কুচ কুম্ভ সে যে আকর্ষয়॥ তাহাতে হইল ক্ষত দেখ বিদ্যমান। লেপন হইল স্বেদমদ কুম্ভ স্থান॥ ইন্দুলেখা ইহা শুনি উল্লাস পাইয়া। কহে দন্ত পংক্তি হাস্য চন্দ্র প্রকাশিয়া॥ রাই সুর

তরঙ্গে নিসাঙ্গ কৃষ্ণ করি। বিহার করয়ে কত নিজ ইচ্ছা ভরি
হস্ত আস্ফালন তাতে কত কত কৈল। কুচ চক্রবাক যুগে লি
খন রহিল॥ তাহা শুনি রঙ্গদেবী কহিতে লাগিলা। রাধা
সুধামুখী দৃষ্টে নিষেধ করিলা॥ তথাপিহ কহে কৃষ্ণ শ্রবণেচ্ছা-
জানি। কৃষ্ণ কর্ণ পূর্ণ করে সুধাময় বাণী॥ রাই বক্ষস্থলে
দুই সুবর্ণ কলসে। তরুণীমমণি তাতে ভরিল অশেষে॥ যত
নে থুইল বিধি গোপন করিয়া। মুদিত করিল কুম্ভ সুরঙ্গাদি
দিয়া॥ কৃষ্ণ চোর নিজ নখ খন্তি তাতে দিয়া। খনন করিতে
চিহ্ন রহিল লাগিয়া॥ সুদেবী কহয়ে বাণী একথা শুনিয়া।
পরিহাস করে গিরিধরেরে অর্পিয়া॥ সুবর্ণ দাড়িম্ব এই বনপ্রিয়
অতি। সংফল ধরিল দুই সুবর্ণের দ্যুতি॥ পীতাংশুক নখে
তাহা খনন করিল। সেই চিহ্ন কুচযুগ দাড়িম্বে রহিল॥ চন্দ্র
মুখী দেবী তার অবসর পায়ে। সহাস্য বদনে কহে অতি হৃষ্ট
হয়ে॥ ভ্রমরার ক্ষত পুষ্প দেখ বিদ্যমান। রাই কুচ ওষ্ঠাধর
দন্তের বিধান॥ তাহা শুনি হাসি কহে সুমধুর বাণী। অত্যন্ত
অমৃত এই রসময় জানি॥ রাধিকা লোচনাঞ্জনে কৃষ্ণের অধর
হয়ে আছে যেন পক্ক জামের সোসর॥ রাধিকার দন্ত শুক ক্ষুধা
র্ত্ত হইয়া। দংশন করিল তার চিহ্ন দেখসিয়া॥ কৃষ্ণের ইঙ্গি
তে তবে কাঞ্চনলতিকা। কহয়ে বারয়ে তবে দূষিত রাধিকা
রাধিকার নাভিলোম কুচদ্বন্দ্ব মুখ। ভ্রান্ত হয়ে বিধি ইহা
কহে পায়ে সুখ॥ সুধানন্দে শ্যামলাল পদ্ম সুধাকর। এইসত্য
কথা আমি জানিয়ে অন্তর॥ সদা মুখ বিধু কান্তি লাগে কুচ
যুগে। তেঁঞি সদা কুচপদ্ম কলিকার যোগে॥ শুনিয়া মাধবী
কহে হরিষ বয়ান। করায় কৃষ্ণের কর্ণ অমিয়া সেচন॥ রাধা
নাভি কুণ্ড মাঝে ত্রিবলী মেখলা। নিতম্ব বেদিকা লোমাবলী

শ্রুব হৈলা।। কুচ কুম্ভ যুগ ভাল সুপীঠ জঘনি। বসি কাম কৈল
দুই ঘটের স্থাপনী।। কণ্ঠ শঙ্খ প্রায় অঙ্গ যজ্ঞশালা মানি।
কামযজ্ঞ করে কৃষ্ণ চিত্ত আকর্ষণী।। বাসন্তী কহয়ে তবে
একথা শুনিয়া। বৃষভানু কন্যা ধন্যা ব্যাখ্যান করিয়া।। রাধি
কার ভ্রু ধনু কটাক্ষ যে বাণ। বাহু পাশ কণ্ঠ শঙ্খ অতি অনু-
পাম।। দুই গণ্ডস্থল হেম কনক সমান। নিতম্ব রথাঙ্গ নখ অঙ্কু
শ প্রমাণ।। অতএব রাই অঙ্গ অনঙ্গ রাজার। কেবল সাজন
হৈলা বহু অস্ত্রশাল।। তাঁহার শুনিয়া বাণী বৃন্দাদেবী কহে।
যাহা শুনি কৃষ্ণ চিত্তে অতি সুখ হয়ে।। রাধিকার তনু এই সুধা
সুরধুনী। সুবাহু মৃণাল তাতে স্তন কোক জানি।। মুখ নাভি
হস্ত পদে পদ্মগণময়। বক্রালকা দেখি তাতে ভ্রমর নিচয়।।
হাস্য কুমুদিনী নেত্র ইন্দীবর সম। রোমাবলি শিয়লি তাতে
দেখি মনোরম।। কৃষ্ণ চিত্ত মত্ত হস্তি সদাই বিহরে। তেঞি
সুধানদী তনু মনে এই ধরে।। পুনর্ব্বার নেত্র কৃষ্ণ ইঙ্গিত করি
লা। প্রত্যঙ্গ বর্ণনা পুনঃ শ্রবণেচ্ছা হৈলা।। এঁকেং সব সখী
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। বর্ণয়ে রাধিকা অঙ্গ শুন মন দিয়া।। শঙ্খ
অর্দ্ধ চন্দ্র যব অশ্ব সুকুঞ্জরে। শ্রীরথ অঙ্কুশ হল ধ্বজ সুমধুরে।।
তোমর স্বস্তিক ধনু আদি সল্লক্ষণ। পদযুগ তলে সাজে এই
সৈন্যগণ।। সংগ্রাম করিতে লক্ষ কবচ অর্পিলা। এই সব সৈন্য
সঙ্গে ভুবন জিনিলা।। রাই পাদপদ্ম কান্তি নবলেশ পায়ে।
কিশলয় পল্ল বাখ্যা শুন মন দিয়া।। অলিনী আখ্যান তবে হৈল
পদ্মাবলি। সে লব সমান নহে মলিন আচরি।। শোকে কোকনদ
হৈল রক্তোৎপল নাম। দিবসে মলিন সেহো না হয় সমান।।
অতএব রাধিকার পদ অরবিন্দে। উপমা নাহিক এই কহিল
নির্ব্বন্ধে।। অপূর্ব্ব রাধিকা পদ নখ চন্দ্রাবলি। অকলঙ্ক পূর্ণ

সদা রহে গন্ধাবলি ॥ গোবিন্দ হৃদয়াম্বরে সদাই উদয়। অরুণ রুচিতে রহে সদানন্দময় ॥ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গণ কৈরব প্রকাশে হঠে চন্দ্রাবলী স্মৃতি যেইত বিলাসে ॥ রাই পদযুগ গুল্ফ লুকাইলা কেনে। তাহার কারণ শুন হৈয়া একমনে ॥ রাধিকার তনু রাজ্য তারুণ্য রাজারে। আগমন হৈল করে অনীত আচারে ॥ বক্ষোজ জঘন দুই দস্যু তার সনে। মধ্যের পুষ্টতা দোঁহে করে আকর্ষণে ॥ ফুৎকার করয়ে মধ্যদেশ তাহা শুনি। বান্ধিলা ত্রিবলি দিয়া বিধাতা আপনি ॥ এসব জানিয়া রাই পদের ঘুঁটিকা। শঙ্কা পায়ে লুকাইলা বুঝিয়ে আধিকা ॥ রাধিকার জংঘা ছলে বিধির ঘটনা। হেম রম্ভা স্তম্ভ দুই করিলা যোজনা ॥ অনঙ্গে উষ্ণতা আর্ত্ত কৃষ্ণ মত্তকরি। শীতল গৃহের স্তম্ভ জংঘা মনোহারি ॥ হেন স্তম্ভ দ্বয় বিধি প্রার্থনা করিয়া। কৃষ্ণ চিত্ত মত্ত হস্তি বন্ধন লাগিয়া ॥ জংঘার মাধুরি দৃঢ় শৃঙ্খলিকা দিয়া। রাখিয়াছে কৃষ্ণ চিত্ত হস্তিকে বান্ধিয়া ॥ জানু দুই নহে এই মনে অনুমানি। কনক সম্পুট কাম রাখিয়াছে আনি ॥ গোবিন্দ নয়নচিত্ত রত্ন চুরি করি। সঙ্গোপনে রাখে নিয়া জানু বাটা ভরি ॥ রাই উরু যুগ শোভা কি দিব উপমা। যত২ বিচারিয়া কেহ নহে সমা ॥ হস্তির হস্তের তুল্য কহিতেহো ভয়। কর্কশ কঠিন চর্ম্ম সেহো তুল্য নয় ॥ রাম রম্ভা কহি যদি লজ্জা লাগে তাতে। সার হীন বস্তু নহে উপমায়ে জিতে ॥ রাধিকার উরু হরি করভ বিলাস। করিয়া কহয়ে যাহা মধুর আয়াস ॥ নিতম্ব মণ্ডল দেশ বৃষভানু সুতা। কহয়ে না হয়ে শোভা অতি অদভুতা ॥ গোবর্দ্ধন কালিন্দীর তট সম মানি। নিতম্বাবলম্বে কৃষ্ণ দুই প্রাপ্তি মানি ॥ রাধিকার শ্রেণীদেশ পুলিন সমান। করি সব কহে সত্য মানি সে বিধান ॥ বেণী অবলম্ব সেই যমুনার

ধারা। সহজে নিতম্ব ভেল পুলিনের পারা ॥ কিঙ্কিণী করয়ে শব্দ হংস সম মানি। রাসে কৃষ্ণ চিত্ত নৃত্য করে যাহা শুনি॥ মত্ত করি হস্ত উরু কুচ কুম্ভদেশ। মৈত্রতা করিয়া শাঠ্য তাতে পরবেশ॥ মধ্যের পুষ্টিতা যত দুহে চুরি করে। কুচ কুম্ভ উরু নিজ পুষ্টিতা আচারে॥ ক্ষীণতা হইলা মাঝা ক্রোধ শোক হইতে। সিংহ সঙ্গে সুমিত্রতা করিলা ত্বরিতে॥ রাধিকা নিতম্ব স্তন দরিদ্র আছিলা। মাঝের পুষ্টতা ধন হরিয়া লইলা॥ কলহ করয়ে দোঁহে দেখিয়া বিধাতা। লোভি দেখি সীমা দিলা ত্রিবলি ত্রিলতা॥ মধ্যের লাবণ্যতা মিত্র ছাড়ি যবে গেলা। তাহার বিরহে কিবা মধ্য ক্ষীণ হৈলা॥ ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি বিধি শঙ্কা পায়ে। বান্ধিয়াছে বুঝি ত্রিধা গুণাবলি দিয়া॥ সুধার নদীতে কিবা হেমাম্বুজ দল। ভৃঙ্গমালা বসিয়াছে ফুল্লজ উপর॥ সে নহে রাধিকা নাভি তুন্দ রোমাবলি। নিশ্চয়ান্ত সন্দেহ কহে সখীগণ মেলি॥ অশ্বত্থের দল কিম্বা হেমাম্বুজ দিলা। উদর দেখিয়া কম্প জড়তা পাইলা॥ লোম শ্রেণী তাতে আছে কস্তুরী সমান। রাধিকার উদর শোভা কি দিব উপম॥ রাই করতলে শোভে সৌভাগ্যাদি যত। কৃষ্ণ পরিচর্য্যা লাগি ধরিয়াছে কত॥ ভৃঙ্গার অম্ভোজ মালা ব্যজনাদি করি চন্দ্রকলা ছত্র যূপ কুণ্ডলাদি ধরি॥ শঙ্খ লক্ষ্মী বৃক্ষবেদী আসনাদি যত। পুষ্পলতা স্বস্তিক চামর আদি কত॥ দুই হস্ত তলে আছে এসব লক্ষণ। কৃষ্ণ পরিচর্য্যা কাযে সদা নিয়োজন॥ কামের অঙ্কুশ তীক্ষ্ণ শিখর শোভিত। পূর্ণচন্দ্র সুমাণিক্য কর্পূর মিশ্রিত॥ গন্ধ ফণীদল শ্রেণী অগ্রে এত থাকে। পদ্মে যদি এই সব থাকে একে২॥ তবে পদ্ম তুল্য কহি রাই হস্ত তল। নহে পদ্মোপমা আদি বড়ই বিফল॥ রাধিকার কর নখ

তীক্ষ্ম কামটঙ্ক। লিখে কৃষ্ণ বক্ষ তটে নানা সূক্ষ্ম অঙ্ক ।। কৃষ্ণ বক্ষ তট নীল রত্নের কপাট। উল্লাসে লিখিলা তাতে নানা চিত্র ঠাট।। রাধিকার বাহু হেম মৃণাল সমান। অগ্রে কর যুগ পদ্ম ধরে অনুপাম ।। কর্ণিকা ধরয়ে বাহু মূলে অধোমুখে। তার তলে কুচ বিল্ব ধরে কৃষ্ণ সুখে।। কামার্থি সাগর কৃষ্ণ তারণ কারণে। রাধা হেম নৌকা বিধি কৈল নিরমাণে ।। নৌকা দণ্ড আছে নাভি ঊর্দ্ধ রোমাবলি ।। কেরোয়াল যুগ বাহু অদ্ভুত মাধুরী।। রাধিকার পার্শ্ব দুই সৌন্দর্য্য কন্যকা। কৃষ্ণ পার্শ্ব মাধুর্য্য পত্র বরণে উৎসুকা ।। দক্ষিণ আর বামে দুহু ক্রম বিপর্য্যয়ে। বিহার লাগিয়া তৃষ্ণা বাঢয়ে হিয়ায়ে ।। রাধিকার পৃষ্ঠে ভেল বেণী লম্বমান। কহনে না হয় শোভা অতি অনুপাম হেন বুঝি হেমপাটে কন্দর্প লিখন। কিম্বা হেমপাঠে কাম ধরে অস্ত্রগণ।। কিম্বা মনমথ হেম তূণেত করিয়া। নাগপাশ অস্ত্র রাখে সুছান্দ করিয়া।। বর্ণনীয় নহে শোভা পৃষ্ঠালম্ব বেণী। যত কিছু কহি কেহ তুল্য নাহি গণি ।। রাধিকার অংশে দুই বর্ণি করিগণ। গিরিধর হস্ত ভারে নম্র অনুক্ষণ।। আমার মতে তে আর বিশেষ আছয়ে। অত্যন্ত সৌভাগ্য তবে অংশ নম্র হয়ে।। রাধিকার কণ্ঠে বিধি তিন রেখা দিলা। নাশস্তে নরাং-শু লাগি বিবাদ ভাঙ্গিলা ।। সৌন্দর্য্য লখিমি বলি এক অঙ্ক দিলা। বাক্য লক্ষ্মী বলি তাতে দুই অঙ্ক দিলা ।। সঙ্গীত লখিমি বলি দিলা তিন রেখা। তিন গুণ সীমা বিধি কৈল দৃঢ় লেখা।। রাধিকার কণ্ঠ উক্তি পিক গান জিনি। সুধা তুল্য কিবা সুধা কটুত্ব বাখানি।। যার শোভা লাগি কম্বু সমুদ্র পৈশয়ে। সে কণ্ঠ উপমা কহে কেবা হেন হয়ে ।। মৃগমদ বিন্দু আছে চিবুক উপরে। হেমাম্বুজ দল আছে যেন মধুকরে ।। হেম গৃহ গবা-

ক্ষের দ্বারে পিকরাজ ।। এসব দৃষ্টান্তে মনে লাগে বহু লাজ ।। কৃষ্ণের অঙ্গুলী সঙ্গ সৌভাগ্য গুণিতে । অধিক আছয়ে গুণ রাই চিবুকেতে ।। বন্ধু বিম্ব তুল্য ওষ্ঠাধর নাহি হয় । কৃষ্ণের জীবন সেই বহির্বিম্ব হয় ।। সর্ব্বানন্দ পূর্ণামৃত কৃষ্ণ সত্ত্বমর্ত্তি । রাধার অধর জীউ এতাবতা কীর্ত্তি ।। ইহাতে অধিক আর মহিমা কি হয় । রাধার অধরোপম অধরেই রয় ।। কুন্দ ইন্দু শিখরাদি রাধার দশন ; জিনিল দেখিয়া বিধি সবিস্ময় মন ।। ওষ্ঠাধর দিয়া শীঘ্র ঝাঁপিলা দশন । নহিলে শ্বেতিমা সব হইত ভুবন ।। কুন্দের আকার কিবা হীরা দন্তরাজি । শিখর হইলা কৃষ্ণাধর বিম্ব ভজি ।। রাধা দন্ত সুপক্ক দাড়িম্ব বীজ সম । সদা কৃষ্ণাধর সেই করয়ে দংশন ।।কিম্বা কৃষ্ণ ওষ্ঠ শোণ মণি ভেদিবারে । রাধিকার দন্ত এই কামটঙ্কবরে ।। এই রাধা দন্ত পংক্তি অতি মনোরম । সদা চিত্তে স্ফুরে যেই ভাগ্যবান জন ।। রাধিকার জিহ্বা মণি অরুণের হাতা । কৃষ্ণে সদা পরিবেশে সুধা রস গাঁথা ।। সুনর্ম্ম সঙ্গীত কাব্য সদ্বাক্য বিলাস । যাহাতে করয়ে কৃষ্ণের সদা কর্ণোল্লাস ।। কৃষ্ণের সংকীর্ত্তি হয়ে বিদগ্ধ নর্ত্তকী । রাধা কর্ণালয়ে বৈসে প্রবেশি অলখি ।। তাঁর সূক্ষ্মারুণ শাটী বাহির অঞ্চলে । বাহিরে আছয়ে সেই রসনার ছলে সুধার সমুদ্রে যেন তরঙ্গ বহয়ে । পরিহাস কথা সেই, প্রহেলিকাময়ে ।। শব্দ অর্থ দুই শাক্তি করেন বিস্তার । রস অলঙ্কার বস্তু ধ্বনি পরকার ।। ভৃঙ্গী ভৃঙ্গ পিকী পিক ধনি কলাযত । রাধিকার কণ্ঠ ধ্বনি স্থানে পড়ে কত ।। গোবিন্দের কর্ণ দ্বন্দ রসায়ন করে । ঐছন রাধিকা বাক্য সর্ব্বামৃত সারে ।। প্রেমাবলি দ্যূত নর্ম্ম স্মিতাবলি তাতে । রস কথা

মধুস্মিত কর্পূর মিশ্রিতে।। মিথ্যাময় ঈর্ষা তাতে মরিচ যে দিল। এইরূপ রসালায় কৃষ্ণে তৃপ্তি কৈল।। রাধিকার হাস্য সুধা নদীর সমান। কৃষ্ণ চিত্ত হংস যাতে খেলে অবিরাম।। কিম্বা রাধা হাস্য সুধা কিরণ কৌমুদী। কৃষ্ণাক্ষি চকোর তৃষ্ণা যাতে নিরবধি।। কিম্বা রাধা হাস্যসুধা শ্বেত মেঘাবলি। কৃষ্ণ প্রাণ চাতকের বিশ্রামের স্থলী।। কিম্বা কৃষ্ণগুণ ভতি কল্প লতাগণ। রাধার হৃদয়ে রহে সেই বন সম।। সেই লতা প্রফুল্লিত পুষ্প বহু হয়। রাধা হাস্য সঙ্গে সেই বাহিরে খসয়।। রাধার বদন সুধা নদীর সমান। পঞ্চম অমৃত সুধা নদী মনোরম।। সঙ্গীত অমৃত নদী বাহিনী যে হয়। সুগন্ধ অমৃতধ্বনি তাহাই আছয়।। হাস্য সুধানদী সহ একত্র মিলিয়া। কৃষ্ণ সুধার্ণবে সবে প্রবেশয়ে যাঞা।। রাই মুখচন্দ্র দেখি সুমেরু আকার হাস্য সুধাধ্বনি যাতে করয়ে সঞ্চার।। গন্ধ সুধানদী তাতে বাণী সুধাধ্বনি। সঙ্গীত জাহ্নবী সুধা স্বর মন্দাকিনী।। কৃষ্ণামৃতার্ণবে সব প্রবেশ করয়। যত সুধানদী আছে রাই মুখালয়।। কৃষ্ণের নয়ন যাত্রা মঙ্গল কারণে। বিধি কৈল রাই মুখপদ্ম নিরমাণে।। নয়ন খঞ্জন লোল তাহাতে গড়িল। নাসা স্বর্ণ কুণ্ডে লোল লাগিয়া বান্ধিল।। কৃষ্ণ দৃষ্টি চকোরের প্রীতের লাগিয়া। রাই মুখচন্দ্র বিধি কৈল হর্ষ পাঞা।। নয়ন হরিণ দুই চঞ্চল দেখিল। স্বর্ণ পাশ দিয়া নাসা দণ্ডেতে বান্ধিল।। রাইমুখ উপমা চন্দ্রে পদ্মে কিবা দিয়ে। সকলঙ্ক ক্ষয় চন্দ্র দিনে ম্লান হয়ে।। চন্দ্র পদাঘাতে পদ্ম ম্লান অতিশয়। অতএব রাই মুখ উপমায় নয়।। সদা পূর্ণ সুমণ্ডল মৃদু মনোরমা। অতএব রাই মুখ অতি অনুপমা।। রাই গণ্ডযুগ জিনি সুবর্ণ দর্পণ। লাবণ্য অমৃতপূর্ণ কনক ভুবন।। স্বর্ণ নদী প্রায় দুই দেখিয়ে সুসমা। সুবর্ণ তাড়ঙ্ক

পদ্ম কলিকা উপমা ॥ কস্তূরি রচিত তাতে শৈবালক প্রায়। মকরী কুণ্ডল তাহে মকরি বেড়ায় ॥ কৃষ্ণের চিত্তের তৃষ্ণা সকল হরয়ে। অতএব রাই গণ্ডে কি উপমা দিয়ে ॥ কৃষ্ণের নয়নযুগ মধুকর পুষ্টি। লাগি বিধি কৈল রাধা নয়ন সন্তুষ্টি ॥ রাধার বদনামৃত লাবণ্যের ধুনি। লোচন উৎপল দুই প্রফুল্ল তা মানি গণ্ড দুই পূর্ণচন্দ্র তাহার কিরণে। প্রফুল্ল নয়ন ইন্দীবর সর্ব্ব ক্ষণে ॥ রাধার ললাট দেশ পিঞ্জর ভিতরি। কীররাজ আছে তনু আরবণ করি ॥ নাসা ছলে চঞ্চু তার বাহির হইল। বিম্বাধর দেখি তৃষ্ণা অধিক বাঢ়িল ॥ রাধিকার ভ্রু ধনু নাসা কাম বাণ। মুক্তাফল আছয়ে তার অতি অনুপাম ॥ কৃষ্ণের ধৈর্য্যতা দৃঢ় কবচ কাটিয়া। হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে বিলম্ব তেজিয়া ॥ রাধিকার নাসা নহে মন্মথের তূণ। অধোমুখে রহে যৈছে তিলের কুসুম ॥ মুখদ্বারে হাস্যছলে বাণ বরিষয়। কৃষ্ণ চিত্ত মৃগ তারে সতত বিন্ধয় ॥ দন্তাঞ্জনাধরে মুক্তাগুঞ্জা হেলাইল। অবিদ্বান কবি সব ঐছন কহিল ॥ আমার মতেতে শুন অপূর্ব্ব কথন। কৃষ্ণ রাগ হৃদয়ে আছয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥ যখন যৈছন গুণ প্রকাশিত হয়। তখন সেই বর্ণ নাসা মুক্তায় ধরয় ॥ সর্ব্ব সার লঞা বিধি রাইর নয়ন। যুগল গঢ়িল করি অতি মনোরম ॥ গাঢ় হৈতে পৃথিবীতে পড়ে যেই শেষ। তাহাতে গঢ়িল সৃষ্টি সার যে বিশেষ ॥ ভ্রমর চকোর মৃগ অম্ভোজাদি করি। উৎপল সফরী আদি সৃষ্টিসারে ধরি ॥ অঞ্জন লেপন যুগ নয়ন খঞ্জন। নবীন কঞ্জের গর্ব্ব করয়ে ভঞ্জন ॥ সফরী গঞ্জন করে যাহার গমন। কৃষ্ণ মন সুখসিন্ধু করয়ে রঞ্জন ॥ রাধাকৃষ্ণ কর্ণে দেখি মকর কুণ্ডল। বিবাহ লাগিয়া তার হইলা বিকল ॥ রাধিকা বদন সুধা নদীর মাঝারে। নয়ন

সফরী যুগ সদা নৃত্যকরে।। চঞ্চল দেখিয়া বিধি ত্রাস পাইল মনে। পার্শ্বে কর্ণ জাল দিয়ে করয়ে রক্ষণে।। রাই চক্ষু পদ্ম লয় অলি প্রজাগণ। কটাক্ষ ধারাতে করে গমনাগমন।। রাধিকার ভ্রূলতা বিষ্ণুক্রান্তা সম। নেত্র পুষ্প যুগ তাতে অতি মনোরম।। ললাট উপরে শোভে নিবিড় কুন্তল। তলে শোভে ভুরু সেই অতি মনোহর।। রাহু যেন অর্দ্ধ চন্দ্র গ্রাস করিয়াছে দন্তের দলনে যেন মৃগি লাম্বিয়াছে।। রাধার ললাটে যেন নবচন্দ্র রেখা। তাহার তলেতে ভুরু কামানের রেখা।। কাঞ্চন মাধবী দলে ভ্রমরার পুঞ্জ। বসিয়া আছয়ে যৈছে তৈছে মনো-রঞ্জ।। রাধার ললাটে বিধি লিখিল গোপনে। বাহিরে বেকত সেই সিন্দূরের সনে।। সিঁথিতে সিন্দূরারুণ বস্ত্রাবৃত তাতে। তাম্র অর্ঘ্যপাত্র যেন মদন করিতে।।রাধার কুন্তল যেন নিবিড় কানন। কৃষ্ণ চিত্ত হস্তী তাতে করিল গমন।। সিঁথি পথে যাইতে তার গণ্ডের সিন্দূর। লাগিয়াছে পথে তাতে শোভা যে মধুর।। রাধিকার মুখচন্দ্র কেশ অন্ধকার। অন্তরে অন্তরে ভয় আছয়ে দোঁহার।। অন্ধকার নিজ সীমা লংঘনের ভয়ে। অলকা ভ্রমরা সৈন্য বৈসয়ে তাহায়ে।। চন্দ্র নিজ কলা আগে দিল পাঠাইয়া। ললাটের ছলে তিহোঁ আছয়ে বসিয়া।। রাই মুখ পদ্ম মধুপান প্রতি আশে। অলকা মধুপ মালা বসিল হরিষে।। নয়ন হরিণ কৃষ্ণের বন্ধন করিতে। মদন মৃগ যুগল জাল ফেলিল ধরিতে।। রাধিকার মনোবৃত্তি কৃষ্ণ ভাব লতা। প্রেমামৃতে সিঞ্চে তাহা স্নেহের সংহতা।। অতি সূক্ষ্ম হৈল সেই ভাব লতাচয়। কুন্দনের ছলে সদা শিরেতে ব্যাপয়।। বৃন্দাবনেশ্বরী কেশ অতি মনোরম।। চামর ময়ূর পুচ্ছ নহে তার সম।। রাধার নয়ন মনে কৃষ্ণ অঙ্গ শোভা। কেশ ছলে

শিরোপরে ধরে হঞা লোভা॥ কি কহিব রাধিকার বেণীর মহিমা। ত্রিবেণী করয়ে মাত্র কিঞ্চিৎ উপমা॥ রত্নাবলি সর স্বতী মুক্তা সুরধুনী। নিজ কান্তি সূর্য্যসুতা বেণীতে ত্রিবেণী বিলাস বিস্রস্তকেশ রাধার দেখিয়া। আপনার পিচ্ছ শোভা ন্য ক্কার করিঞা॥ চামরী পলাঞা গেল পর্ব্বত গহ্বরে। শিখণ্ডী প্রবেশ কৈল বনের ভিতরে॥

যথা রাগঃ। কুঙ্কুম সৌরভ জিনি, রাধা প্রতি অঙ্গ গণি, যেই গন্ধের লবে মাতে হরি। নাভি ভ্রু কেশ আঁখি, মৃগমদা গুরু মাখি, নীলোৎপল গন্ধরাজ ভরি॥ বক্ষ কর্ণ নাসা মুখ, কর পদ গন্ধ সুখ, অম্বুজ কর্পূর গন্ধ আদি। কক্ষ নখ শ্রেণী দেশ, নিন্দিয়া সৌরভাশেষ, মলয়জ কেতকীতে সাধি॥ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গণ, করাইতে আহ্লাদন, শ্রীরাধিকা গুণের উদারে। রাধা তেই সব গুণ, যে নহে অলপ উন, রাধা তেই গুণের বিস্তারে॥ যতেক উপমা বলি, আছে সব সখীতে ভরি, মর্দ্দন কৈল শ্রীরাধার অঙ্গ। রাধার মাধুরী হেরি, অনন্য উল্লাস হরি, রহে তনু মাধুর্য্য তরঙ্গ॥ প্রেমের প্রমাণ নাহি, গুণে অনু পম তাহি, অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য রুচিশীল। তারুণ্য অদ্ভুততম, অন্যে নাহি রাধা সম, যে রসে ভুলিল কৃষ্ণ ধীর॥ কোথা রাধা পতিব্রতা, ভুবনে বাখানে কথা, কোথা পর বধূ অপ বাদে। কোথা প্রেমাদ্রেকময়ী, কোথা পরবশ রহি, বিঘ্ন শঙ্কা আছে পরমাদে॥ কোথা উৎকণ্ঠিতা ধনী, কোথা কৃষ্ণ গুণ মণি, নিত্য সঙ্গ অলব্ধ বিশেষ। এই তিন গুন হিয়া, মূলের সহিত গিয়া, কাটে মোর না পাই উদ্দেশ॥ পতিব্রতা সার আর, প্রেমোদ্রেক পরকার, উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণ লাগি যত। গুণ গায় সব সখী, পরবধূ পুষ্ট লেখি, এ যদুনন্দন দাস মত॥

কহ কৃষ্ণ প্রণয়িনী অতিশয় কিবা। সখী কহে রাই বিনু অন্য না জানিবা।।পুনঃ কহে বল দেখি গোবিন্দ প্রেয়সী।অনুপম গুণ কার কেবা গুণরাশি।। সখী কহে রাই বিনু অন্য কেহ নহে। কৃষ্ণের যতেক সুখ রাধাতেই রহে।। কেশে আছে সুকৌটিল্য নয়নে চাপল্য। কুচযুগে নিষ্ঠুরত্ব বড়ই প্রাবল্য।। কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তি মাত্র সমর্থ রাধিকা। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম গুণে সর্ব্বাধিকা।। পুরুষের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ নারী শ্রেষ্ঠা রাধা। বিহরে শ্রীবৃন্দাবনে পূরি নিজ সাধা।। দীক্ষা নাহি করে রাই শিক্ষা নাহি করে। গুরু মুখে শ্রবণ পঠন না আচরে।। তথাপিহ ত্রিজগতে অবলার গণ। রাধিকার স্থানে করে কলার শিক্ষণ।। কলা রসসিন্ধু ধনী গোবিন্দ তোষণ। যাহাতে বিস্ময় পায় পতিব্রতা গণ।। কৃষ্ণ লাগি নিজ কুলধর্ম্ম যে তেজিলা। কৃষ্ণ লাগি নারী ধর্ম্ম পতি তেয়াগিলা।। তথাপিহ সতীগণ বাঞ্ছে রাধা রীত। চিত্রশীল বিধি কৈলা রাধিকা চরিত।। শয়ন জাগরে কিম্বা নিদ্রাতে রাধার। মন বপু বাক্যেন্দ্রিয় কৃষ্ণময়ী যার।। সফরি কুরঙ্গী আর চকোর খঞ্জন। অম্ভোজ ভ্রমর আর নীলোৎপলগণ।। মদন বিশিখ আদি কতেক প্রকারে। কৃষ্ণ চিত্ত ধৈর্য্য যত এই সব হরে।। রাধিকার সাহজিক নয়ন নর্ত্তনে। হরে কৃষ্ণ চিত্ত আর এই সব জিনে।। চকোর চাতক আর সরোজিনী গর্ব্ব। সদা একতনু আত্মা এই অতি খর্ব্ব।। শুন রাধে গোবিন্দে যে তুয়া একতান। দেখি লুপ্ত হৈল তার যত গর্ব্ব মান।। শ্রীশক্তি ভূশক্তি লীলাশক্তি আর। সকল যুবতীশ্রেষ্ঠা সদ্গুণের সার।। তিন হৈতে শ্রীশক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা জানি। তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠা গোপাঙ্গনা মানি।। তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠা বুঝি সর্ব্ব যুথনাথা। তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রাবলী সর্ব্ব

মত্তা॥ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠা রাধা সুবদনী। কৃষ্ণ তৃষ্ণা করে যারে দিবস রজনী॥ চন্দ্রাবলী নিজ রূপ গুণ আদি যত। যত্নে প্রকটয়ে কৃষ্ণ রসের নিমিত্ত॥ রাধিকার সাহজিক প্রাকট্য দেখিয়া। কৃষ্ণ আত্মস্মৃতি হীন অন্য কেবা ইহা॥ সর্ব্বগুণ খনি রাইদোষাদি বিহীন। একথা অসত্য মনে দেখি লাগে চিহ্ন॥ কেশে সুকৌটিল্য লোল নয়ন যুগল। কুচযুগে কাঠিণ্যতা আছে যে বিস্তর॥ রাই নেত্র চকোরিণী কৃষ্ণ মুখচন্দ্র। হাস্য সুধাপান করে পাইয়া আনন্দ॥ কৃষ্ণের নয়ন ভৃঙ্গ সতৃষ্ণ হইয়া। রাই মুখপদ্মে গিয়া রহয়ে পড়িয়া॥ কৃষ্ণ কাছে রাই যদি বিনাবেশে রয়। আনন্দ উৎফুল্ল ভাব অলঙ্কারময়॥ দেখি সব সখীগণ বহু সুখ পায়। কি কহিব সে আনন্দ কহিল না হয়॥ বিনা কৃষ্ণ রাই থাকে তৃষ্ণাকুলি হৈয়া। বিভূষণ পরে তভু দুঃখি সব হিয়া॥ রাধিকার আগে কৃষ্ণ আছে কৃষ্ণচন্দ্র। দুই পাশে কৃষ্ণ অরিমুখে কৃষ্ণানন্দ॥ রাধা দুই দুশে কৃষ্ণ দুই গণ্ডে কৃষ্ণ। কুচে কৃষ্ণ কণ্ঠে কৃষ্ণ বাহ্বান্তরে কৃষ্ণ॥ তেঞি রাধা কৃষ্ণময়ী সর্ব্বত্র বিদিতা। কৃষ্ণ প্রাণময়ী রাই বেদে গায় কথা॥ কৃষ্ণাঙ্গ সৌন্দর্য্য কাম জিনিলা সকলে। দেখিয়া কন্দর্প মনে হইলা বিহ্বলে॥ অতএব কাম কিছু করিবারে নারে। তেঞি কাম রাই তনু আরাধনা করে॥ প্রীতি মতি স্থানে রহে কৃষ্ণ জিনিবারে। জিনিয়া আপন মন সাফল্যতা করে॥ রাধিকার অঙ্গ যবে কৃষ্ণ পরশয়। দেখি স্বেদ অশ্রু কম্প রোমাঞ্চাদি হয়॥ কৃষ্ণ যবে রাধাধর মধু পানকরে। সখীগণ নিজ মনে মত্ততা আচরে॥ বরীয়ান পুরুষ কৃষ্ণ সদ্গুণের সার। নারী বরীয়সী রাই গুণে নাহি পার॥ অন্যোহন্য সঙ্গ বিধি করিলা যতনে। নিজ গুণ জ্ঞাতা যশঃ করিতে নর্ত্তনে॥ কৃষ্ণ

হৃদিমালা ধনী ধরিয়াছে গলে।কৃষ্ণে দিলা রাই নিজ রুচি মণিহারে।। রাধা ধর মধু কৃষ্ণ সুখে কৈলা পান। কৃষ্ণাধর পিয়া রাই দন্ত কৈলা দান।। সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধগণ বাঢ়ে কৃষ্ণ সঙ্গে। নানা ভঙ্গি রঙ্গে অঙ্গ দৃশের তরঙ্গে।। চিত্তের উল্লাস কত বাঢ়িল রাধার।রাই অন্য২ প্রায় নবীন আচার।। সৌরভে পূরিত দিগ বিদিগ সকল। কৌমুল্য সৌন্দর্য্য মধুপূর্ণ নিরমল হেন রাধা কমলিনী ছাড়ি কৃষ্ণ অলি। কণ্টক কেতকী বনে কেন ধায় চলি।। মাধবে মাধবী ফুল্ল হরিষ বিলাস। মাধবী মাধব সহ করে হর্ষ বাস।। নিজ বৈদগ্ধ বিধি প্রকট করিয়া। যোগ কৈলা দুহুঁ দুহুঁ উল্লাস লাগিয়া।। রাই শোভা দেখি বিধি বিস্মিত হইলা। নিজ সৃষ্টি নহে জানি লজ্জা বহু পাইলা।। সব সার বস্তু লৈয়া রাইর সমান। মুরতি গঢ়ায় নহে সম নিরমান।। পূর্ব্ব সৃষ্টি সার গণ নিরর্থক হৈল। পুনর্ব্বার তাতে বিধি অতি লজ্জা পাইল।। রাই মুখ দেখি বিধি গঢ়ে পদ্মচন্দ্র। বহু দোষ পূর্ণচন্দ্র পান অতি মন্দ।। চন্দ্রে অঙ্ক মসি দিয়া লেপন করিলা। পদ্মে অলি মসি দিয়া সর্ব্বাঙ্গ লেপিলা।। রাধিকার গুণবৃন্দ গান করিবারে। অন্য কেবা যাতে হয় বাণী অগোচরে।। এইরূপ সখীগণ রাধাঙ্গ বর্ণিলা। সহাস্য বদনে সালঙ্কার কাব্য কৈলা।। নয়ন সঙ্কোচ বহু সঙ্কোচিত হৈলা। শুনি কৃষ্ণ তনু মন তৃপ্তি হৈয়া গেলা।। এইত কহিল রাধা শ্রীঅঙ্গ বর্ণন। ইহা যেই শুনে পায় গান্ধর্ব্বাচরণ।। মধ্যাহ্নের লীলা কথা অমৃতের সার। কর্ণ মন তৃপ্ত করে এক বিন্দু যার।। গোবিন্দ চরিতামৃত নিত্যই নূতন। বিচারিতে মিলে প্রেম মহা মহাধন।। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদু নন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে।।

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাঙ্গ বর্ণনং নাম
একাদশ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ১১ ॥

অথাহ বৃন্দাং ব্রজকাননেসৌ, পদাম্বুজেবা ব্রজঃ
কেন মুখৈ্যঃ। নিবেদিতং ষড়্‌ভিরিহাস্তি যত্তৎ,
সার্দ্ধং সমাকর্ণয়তং সখিভিঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞিঃ। শক্তি দেহ যেন প্রভু তুয়া গুণ গাই ॥ জয়২ শ্রীরূপ গোস্বামির চরণ। যেহোঁ প্রকাশিল ব্রজলীলা রস ধন ॥ জয়২ শ্রীজীব গোস্বামি জীবনাথ। জয় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট রসের সাগর। জয় ব্রজবাসী যত সর্ব্ব গুণধর ॥ জয় রাধাকৃষ্ণ ভক্ত বৃন্দা ঠাকুরাণী। সবার চরণ ধূলি শিরে ধরো আমি ॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সঙ্গে। জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা বৃন্দের তরঙ্গে ॥ অতঃপর বৃন্দা রাধাকৃষ্ণের চরণে। নিবেদন করে তাহা শুন সর্ব্বজনে ॥ বৃন্দা কহে ছয় ঋতু বিনয় করিয়া। পাঠায়াছে রাধাকৃষ্ণ শুন মন দিয়া ॥ সব সখীবৃন্দ মেলি কর অবধান। যৈছন কহয়ে ছয় ঋতুর বিধান ॥ আমরা কিঙ্করী সব বহু যত্ন করি। সামগ্রী করিল সব বৃন্দাবন ভরি ॥ ঈশ্বর ঈশ্বরী যদি তাতে দৃষ্টি করে। তবে সর্ব্ব সামগ্রীর পূর্ণ কলবরে ভৃত্যের কৌশল যদি ঠাকুরে দেখয়। তবে সে ভৃত্যের শ্রম সাফল্যতা হয় ॥ আর শুন বৃন্দাবনের স্থিরচর গণ। লীলাস্থান আছে যত তার নিবেদন ॥ ঈশ্বর ঈশ্বরী দোঁহে করুণা করিয়া। সাফল্য করহ শোভা দরশন দিয়া ॥ এইকালে সুবলের সঙ্গে বটু আইলা। আসিয়া কৃষ্ণেরে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ বৃন্দা

বনে প্রজা যত কৃষ্ণ যে তোমার। নির্দ্ধন করিল রাই যত ছিল সার।। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য শোভাবান যত ছিল। ফল পুষ্প আদি সখী সঙ্গে সব নিল।। এইত সময়ে নান্দিমুখী আগমন পৌর্ণমাসীর আশীর্ব্বাদ জানায় তখন।। সবাকে আশীষ করি কহিতে লাগিলা। পৌর্ণমাসী মোরে এথা পাঠাইয়া দিলা।। আত্ম মধ্যে দুই জনা কলহে কি ফল। সম্ভোগের হানি রাজ ভয় পূর্ণতর।। আমার আজ্ঞায় দুঁহে সংপ্রতি করিয়া। রাজ্য সুখে রহু অতি স্বচ্ছন্দ হইয়া।।ইহা কহি পুনঃ মোরে কহে পৌর্ণ মাসী। রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ যদি বিবাদে প্রবেশি।। বৃন্দার সহিতে তুমি বিচার করিয়া। প্রথমে কাহার দোষ কহত আসিয়া।। শুনি নান্দিমুখী বাণী কৃষ্ণ তারে কহে। সর্ব্ব তত্ব তুমি জান প্রীতি কৈছে হয়ে।। সব সখী মেলি বন করিল নির্দ্ধন। শঠতা করিয়া বংশী করিল হরণ।। কৃষ্ণ বাক্য শুনি তবে কুন্দলতা বলে। দ্বন্দ্ব করি দুহেঁ রাজস্থানে গিয়াছিলে।। বড় গর্ব্ব করি দুহেঁ গেলা রাজস্থানে।রাজা কি কহিল কহসে সবকথনে।।কৃষ্ণ কহে রাই লয়ে রাজস্থানে যায়ে। সমর্পণ কৈল তারে একথা কহিয়ে।।তোমার বনের দ্রব্য ইহা চুরি করে।আত্মদ্রব্য লওমোর দ্রব্য দেও মোরে।।এই কথা শুনি রাজা পুছিল ইহারে। ইহোঁ ছল উঠাইয়া কথা কহে তারে।। বহু গোপ সঙ্গে বহু ধেনু চরাইয়ে। কৃষ্ণ নষ্ট কৈল বন ফুল ফল লয়ে।। আপনার অঙ্গ শোভা আমি বনে দিয়া। পুষ্ট কৈল সব বন দেখহ যাইয়া।। এই মিথ্যা বাক্যে রাজা প্রতীত করিল। সাক্ষাতে দেখিল রাজা পক্ষপাত কৈল।।দোষ সিদ্ধ ইহাতেই বিচার না কৈল। তোমা সবা নিকটেত পাঠাইয়া দিল।। কৃষ্ণ কথা শুনি তবে কুন্দলতা কহে। পক্ষপাত যদি রাই কৈল সর্ব্বথায়ে।। তবে

ইহার তারণ্য রত্ন কেবা দণ্ড কৈল। ধন লয়ে কেবা ইহার বচন রোধিল ।। কৃষ্ণ কহে রাজ ইঙ্গিত আমি যে পাইল। নিজ ধন লইতে আমি ইহাতে ডাড়িল ।। দণ্ড করিবার কালে আমারে ধরিয়া। দণ্ড কৈল দেখ নখ চিহ্নাদি অর্পিয়া।। ইহা শুনি নিত স্বিনী নয়নান্ত বাণে। ভ্রুভঙ্গি কৌটিল্য করি বিন্ধে কৃষ্ণ মনে।। গন্ধাদিকা আসি বাণী করিলা রোধন। নীলাপদ্মে কুন্দলতা তাড়িলা তখন।। তবেত গোবিন্দ শিরো বেষ্টন হইতে। পত্রি- কা খুলিয়া দিলা নান্দিমুখী হাতে। নান্দিমুখী মনে২ লাগিলা পড়িতে। সখীগণ কহে ব্যক্ত পড়হ তুরিতে।। তবে নান্দিমুখী পত্র পড়েন ডাকিয়া। সখীগণ কর্ণ পাতি শুনে মন দিয়া।। নান্দিমুখী বৃন্দা কুন্দলতিকা প্রভৃতি। কাম সার্ব্বভৌম বাণী বিজ্ঞাপন অতি ।। বন প্রজাগণ ধন শীঘ্র দেয় লৈয়া। রাধা কৃষ্ণ বংশী ন্যায় বুঝহ যাইয়া।। এই পত্র শুনি সব সখীগণ মেলি। রাইরে পুছয়ে অতি হই কুতূহলী। শুনি রাই পাছে করি বিশাখা কহয়। কিবা প্রশ্ন কর সবে বুঝিল না হয়।। কাম রাজা আগে ইহো পূর্ব্বে কহিয়াছে। নিজ অঙ্গ শোভা রাই বনে সঁপিয়াছে।। ললিতা কহয়ে শুন কি কার্য্য কথায়। রাই অঙ্গ প্রতিবিম্ব বন ব্রজময়।। রাজ স্থানে খললোক করিল লাগা নি। কি করিতে পারে রাজা আসিয়া আপনি।। আপনার বন সবে পালিব আপনি। ফল ফুল লৈয়া কার্য্য করিব যে জানি তবু যদি রাজ আজ্ঞা পালিতে উচিত। দেখ সবে বন যায়ে রা ইর পালিত ।। সাধ্বী ধর্ম্ম বিনাশয়ে যেই দুষ্টবংশী। কোথাহ না দেখি তারে নষ্ট ধর্ম্ম ধ্বংসী।। ভাগ্যে যদি কভু তার লাগা- লি পাইয়ে। যমুনা ভিতরে দিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া ।। নান্দিমুখী কহে শুন রাইর বচন। নিজ কান্ত্যে বন পুষ্ট করিলা নিয়ম ।।

আগে সত্য মিথ্যা তার বুঝিয়া বিচার। পাছে বুঝি বংশী ন্যায় যেমন আচার॥ শুনিয়া ললিতা দেবী রাই আগে করি অরণ্য বিহারে চলে সখীগণ মেলি॥ ললিতা সুন্দরী কহে দেখ সখী মেলি। রাই অঙ্গ কান্ত্যে বন বেয়াপে সকলি॥ পশু পক্ষ তরু লতা পুষ্প ভূমিতল। হেমবর্ণ গৌর দ্যোত হইলা সকল॥ কৃষ্ণ আদি সখী বৃন্দ সবে গৌর হৈলা। রাধিকার কান্ত্যে সব গৌরবর্ণ কৈলা॥দেখি সখী পুরস্কারী নান্দিমুখী কহে।সব সত্য এই বৃষভানু সুতা কহে॥ নিজ কান্ত্য দিয়া বন পোষণ করিলা যা দেখি সবার নেত্রে উৎসব হইলা॥ কৃষ্ণ কহে শুন ইহার কারণ আছয়ে। কুহক জানয়ে রাই মোর মনে লয়ে॥ মন্দিরে যাইতে কান্তি সঙ্গে লৈয়া যায়। রাজ আগমন ভয়ে পুনঃ সমর্পয়॥ শুনি সব সখী হর্ষে উৎফুল্ল বয়নী। অন্যান্য কহে সবে পরিহাস বাণী॥ অতি গর্ব্ব করি বটু কৃষ্ণ আগে কৈলা। রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ কান্তি সমৃদ্ধ হইলা॥ মরকত মণি বর্ণে ব্যাপ্ত হৈল বন। দেখি বটু কহে অতি সহাস্য বচন॥ কন্দর্পের তাপ গর্ব্ব দূর করিবারে। দুহার উজ্জ্বল কান্তি হৈলা একস্থলে॥ তাহা শুনি হাস্য মুখে তুঙ্গবিদ্যা কহে। গান্ধর্ব্বিকা কান্ত্যে কৃষ্ণ কান্তি মিশ্র হয়ে॥ মরকত মণি কান্তি সখীগণ কৈলা। গুণ অলঙ্কারে উদাহরণ অর্পিলা॥ স্বহস্ত চালনে বৃন্দা আইসে চলিয়া। সেই হাতে আছে বংশী বায়ু পরশিয়া॥ বাজিতে লাগিল বংশী শুনি সখীগণ। তথাই আইলা সবে চকিত নয়ন সেইক্ষণে কুন্দলতা আসি বৃন্দা স্থানে। বংশী পায়ে হৃষ্ট হৈয়া লইলা যতনে॥ তবে সুধামুখী কহে শুন কুন্দলতা। বৃন্দা পাশে বাঁশী কৃষ্ণ রাখিলা সর্ব্বথা॥ কদর্থনা দিল মাত্র আমা সবাকারে। এই কথা মিথ্যা নহে পুছহ বৃন্দারে॥ না মানয়ে বৃন্দা

যদি পুছ কোথা পাইলা। না কহয়ে যদি তবে বৃন্দা দণ্ডী হৈলা।। এত শুনি বৃন্দা কহে শুন সুবদনী। শৈব্যা করে কাড়ি বংশী কক্ষটা দিলা আনি।। নান্দীমুখী আগে বংশী সঁপিলা আমারে। বিবরিয়া কহি এই বংশীকা বিচারে।। তবে কুন্দলতা বংশী দিলা কৃষ্ণ করে। বংশী পায়্যা সুখী হৈয়া বাজন আচরে।।

যথা রাগঃ। আনন্দে মুরলী ধ্বনি, কৈলা যবে ব্রজমণি, প্রাণি মাত্র ধর্ম্ম হৈল আন। ত্রিভুবনে বৈসে যত, সুন্দরী তরুণী কত বংশী কাষ্ঠ কৈল তারপ্রাণ।।সে ধ্বনি অনঙ্গ ঘুণ, তাহাতে লাগিল তুন, নাশ কৈলা নারী মন বাস।যত স্থিরচরগণ, উলটা ধরম বন ছয় ঋতু বৈভব প্রকাশ।। অমৃতের কণা গণ, শ্রবণ মুরলী গান, স্থিরচর প্রাণী সিঞ্চে তায়। বংশী ধ্বনি বাণ খায়্যা, অবলা হৃদয়ে যায়্যা, মাতাইয়া ধৈর্য্যতা ছাড়ায়।। যতেক পুরুষ গণে, কামপীড়া হৈল মনে, কে তাতে অবলা জুড়কামা। পর্ব্বত হইল পানী, শুনিয়া বেণুর ধ্বনি, দশদিগে ঝরে তে জাগমা।। পশু পক্ষ আদি গণ, তৃষ্ণায় পীড়িত মন, যায়্যা জল খাইতে না পারে। নিকটে আইল জল, তাঁহে পি[illegible]াহি বল, জড় হৈয়া আছয়ে নিচলে।। যতেক নদীর নীর, স্রোত গণ হৈল স্থির, পাষাণ সমান ভেল তায়। হংস হংসীগণ তাতে, না পারে মৃণাল খাইতে, শিকলি লাগিল তার পায়।। স্থগিত হইল বাত, ঘুরে সব বৃক্ষ মাথ, পুষ্প ছলে হাসে বৃন্দাবন।। এ যদুনন্দন কহে, কেমনে ধৈরজ রহে, গান কয়ে মদনমোহন।।

তবে বৃন্দাদেবী আসি দোঁহার অগ্রেতে। ছয় ঋতু বন শোভা লাগে দেখাইতে।। স্তম্ভ স্তব্ধ কম্প আসি চরগণে হৈলা।

স্থিরগণে অতিশয় কম্প উপজিলা ॥ যতেক পাষাণ স্বেদ জল হৈয়া যায়। অস্পষ্ট ডাকয়ে পক্ষ গদ্গদিকাময় ॥ অঙ্কুর পুলক সব লতা বৃক্ষময়। প্রণয় বিরসে বন সখী বেশ হয় ॥ বাসন্তী বকুল আর অমোঘ মল্লিকা॥যূথি নাগ সিরিসাদি কেতকী অধিকা ॥জাতিপদ্ম লোধ্রাম্লান আদি পুষ্পগণ।মুকুন্দ বন্ধুক আদি বনের ভূষণ॥প্রফুল্ল মাধবীলতা রসালে যোজনা।মল্লিকার লতা সব সিরিসে ঘটনা॥যূথিলতাগণ উঠে কদম্ব তরুতে।জাতিলতা উঠে সপ্ত পুন্নাগ মিলিতে॥ প্রফুল্ল অম্লান দেখ লোধ্রার মিলনে কুন্দাদি করিয়া যত২ পুষ্পগণে॥তোমা দোঁহা পরিচর্য্যা করে এইমনে।ফল পুষ্প শ্রেণীপূর্ণ হৈয়া আছে বনে॥কোকিল ভ্রমর আর চাষপক্ষ কত। ধূম্রাট ডাহুক শিখি চাতকাদি যত॥ হংস সারস কীর টিট পক্ষ করি। হারিতাল ভারুই আদি নানা রাগ ধরি ॥ তোমা দোঁহাকার যশ গুণ গান করে। অতিশয় প্রেমে সবে রোদন আচরে ॥ স্বশাখা মুকুল পত্র কুসুম অপার হরিদ্বর্ণ কেহ আর পাণ্ডু বর্ণাকার ॥ জাতিফল কোন ফল পাকোন্মুখ হৈল। কোন ফল রসে পূর্ণ সুপক্ক হৈ গেল ॥ এই মত ছয় ঋতু যত তরুগণ। নিজ নিজ সামগ্রীতে করয়ে সেবন এই বৃন্দাবন ছয় ঋতু শোভা করি। মাধুর্য্য বৈভব যত আছে ধরি ধরি ॥ প্রণয়ে বিবশ হৈঞে সম্ভাষাদি নারে। সাক্ষাতে সেবয়ে দেখ সখী প্রায় হয়॥ তোমরা আইলা গৃহে জানি বৃন্দাবন। বস্ত্র উড়াইয়া নাচে আনন্দিত মন॥ কুসুম পরাগ উড়ে সেই পট্টবাস। বৃক্ষলতা ছলে বায়ু [illegible] প্রকাশ ॥ পত্র শয্যা কৈলা নানাবর্ণ পুষ্প বাসে। তাতে পদ ধরি যাবে মনে এই আশে ॥ তুহুঁ মুখচন্দ্র দেখি চন্দ্রকান্তি নাগ। কুট্টিমা হৈল জল পাদ্য অনুমানি ॥ দূর্ব্বার অঙ্কুর দোঁহে অর্ঘ্য নিবে-

দয়। আচমন দিলা অম্বু নদীতে যে হয়॥ জাতিফল লঙ্গ জয়িত্রী আদি করি। দুহুঁ আগে দিলা এই বৃক্ষ সব ভরি॥ মকরন্দ ঝরে পদ্ম পত্রে ঢাকা জল। শীতল অনিল বহে বহু পরিমল॥ স্নান লাগি এই অতি স্নিগ্ধ জল দিলা। দুহুঁ স্নান করিবারে ধরিয়া রাখিলা॥ স্নান করাইয়া শুষ্ক বসন পরায়ে। নানাবর্ণ পত্র পুষ্প চিত্রাংশুক হয়ে॥ দুহুঁ অঙ্গ হয় মণি মুকুর সমান। পুষ্পপত্র প্রতিবিম্ব বসন গেয়ান॥ চন্দন অগুরু আর কুঙ্কুম কস্তূরী। বায়ু মন্দ২ চলে গন্ধ ভার ভরি॥ পুষ্পের পরাগ হয়ে গন্ধ চূর্ণ গণ। হরিষে আনিয়া করে দুহাঙ্গে অর্পণ॥ বকুলের অর্দ্ধ গুচ্ছ মল্লি একাবলি। গোস্তন করিলা যূথি পুষ্প হারাবলি। কর্ণ অবতংস লাগি মালতীর ফুল। অম্লান গর্ভক আর কুন্দ অনুকূল॥ নানা অলঙ্কার দিলা কুসুমে গাঁথিয়া। সত পুষ্প তুলসীদল মঞ্জরী রচিয়া॥ দিব্য মালা দিলা গলে অতি মনোহর। যাহাতে আছয়ে গন্ধ মাধুরি বিস্তর॥ সৌর-ভে চঞ্চল অলি মালা ধূপাগণ। প্রফুল্ল চম্পক পুষ্প সেই দীপ সম॥ মিষ্ট ফল সব দিলা নৈবেদ্য কারণ। এইরূপে করাইলা দোঁহার ভোজন॥ রম্ভা গর্ভে এই দেখ সুকর্পূর যত। লবঙ্গ এলাচি আদি তাহাতে সংযুত॥ গুবাক সহিত পর্ণ চূর্ণাদি সহিতে। অপূর্ব্ব তাম্বূল দিলা দোহার পিরিতে॥ আপনি পড়য়ে পুষ্প বকুলাদি করি। পুষ্প বৃষ্টি করে এই দোঁহার উপরি॥ শারী শুক শব্দ ছলে জয়ধ্বনি করে। পক্ষ শব্দ বাদ্য অলিধ্বনি গানাচরে॥ চাপার শাখার আগে পুষ্পের কলিকা। দীপ প্রায় শোভিয়াছে উজ্জ্বল অধিকা॥ আরাত্রি করয়ে তাতে অনিলে চালায়। দুহার আরতি করি বনসুখ পায়॥ বৃক্ষ শাখাগণ পুষ্প ফলে পূর্ণ হৈয়ে। অনিলে সঘন তাহা উঠায়ে নাম্বায়ে

সেই ছলে বৃন্দাবন তুহুঁ পদতলে। আনন্দ পাইয়া দণ্ড পরণাম করে।। পক্ষগণ ধ্বনি ছলে স্তবন করয়ে। ভ্রমরা ঝঙ্কৃতি শব্দ বাজন বাজায়ে।। কোকিলের ধ্বনি ছলে করয়ে গায়ন। শুক শারী কথা ছলে কহয়ে কথন।। এইরূপে বৃন্দাবন সেবা আচ-রয়ে।। চক্রানিলে উত্থাপিত পুষ্প ধূলি যত। দুঁহার উপরে ধরে চন্দ্রাতপ মত।। পুষ্প মধু কণা গণ তাহাতে পড়য়। শীতল সুগন্ধি যেন চন্দ্রাতপ হয়।। বল্লরী চামরী জাল রম্ভা পত্র যত। বীজন করয়ে দেখ অনিল সঙ্গত।।দেখ কৃষ্ণ মন্দ বায়ু তন্ত্র বায় হৈয়া।বনে চন্দ্রাতপ অলি মাকু চালাইয়া।।পুষ্পের পরাগ উড়ে নানা বর্ণ বাস। উষ্ণ আবরণ চন্দ্রাতপের প্রকাশ।। ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখ আগে বন ভাগ। বসন্ত ঋতুর বন প্রকাশানু রাগ।। দোহার সেবার লাগি মহোৎসুক্য হয়ে। আছে ঋতু রাজা নিজ বৈভব লইয়ে।।সেবন মাধুরি দেখি কৃষ্ণ হর্ষ পায়ে বর্ণনা করেন বন রাই শুনাইয়ে।।দেখি প্রিয়ে কুন্দ মধু ভৃঙ্গ পান কৈলা। মধুপান করি তাতে মন্দাদর হৈলা।। রসাল মুকুল মধু পান করিবারে। কুন্দ ছাড়ি ভৃঙ্গরাজ তাঁহা শীঘ্র চলে।। কোকিল কোকিলী মৌনব্রত ত্যাগ কৈলা। রসাল মুকুল কণ্ঠ কষায়ে শোধিলা।। মাধবী মল্লিকা হাসে হেম যূথি আর। চম্পক লতিকা হাসে ধরে পুষ্প ভার।।প্রফুল্ল বকুল আর তমাল পুন্নাগ। হাসয়ে তিলক তরু চূতবনভাগ।। বকুল কেশর তরু প্রফুল্ল হইয়া। তরুলতা এক ঠাঞি রহে বেয়াপিয়া।। নব মল্লিলতা উঠে পুন্নাগ তরুতে। লবঙ্গ উঠয়ে দেখ বকুল বেষ্টিতে।। কুব্জা বেড়ি আছে দেখ কোবিদার যত। কেতকী বেটিয়া উঠে চম্পকালি কত।। হেম যূথি বেড়িয়াছে অশোক তরুতে। কিংশুক পাটলি দুঁহু ভৈগেল একত্রে।। বাসন্তি রসাল তরু দেখ হের

শোভা। শতদল শ্রেণী দেখ কেশরেত লোভা॥ অতি মুক্ত অতি মুক্ত নাম লব কত। মৌঙ্কাকাঙ্ক্ষি আদি এই বন শোভা যত॥ সেবার কারণে সবে জনম লভিলা। এই লাগি এই বন সুখদায়ী হৈলা॥ মদন শরের এই উৎপত্তির স্থান। লতা বৃক্ষ সব শর কারাগার নাম॥ ভৃঙ্গ সৈন্যগণ বুলে প্রতি পুষ্প স্থানে ভাল মন্দ পরীক্ষিয়া ধ্বনি ছলে গানে॥ ভ্রমরা ভ্রমরী দুই বৈসে দুই ফুলে। নিজ প্রতিবিম্ব ভৃঙ্গী ভ্রমরে দেখিলে॥ নিজ প্রতিবিম্ব দেখি অন্য ভৃঙ্গী মানে। তৃষার্ত্ত না পিয়ে মধু রোষ করি মনে॥ দেখহ কমল মুখী রম্ভা বনগণ। মধু ছলে বাষ্প ঝোরে দেখি দুইজন॥ ওষ্ঠভরি রহে অতি সঙ্কোচ হইয়া। হাসে মোচা ছলে এই দন্ত বিকাসিয়া॥ ভৃঙ্গ ভৃঙ্গী গণ যত মণ্ডলী বান্ধিয়া। হল্লিসক কেলী করে সুরঙ্গী হইয়া॥ নিজ২ ভৃঙ্গী ভৃঙ্গ গোপনে রাখিলা। পদ্মবনে ভৃঙ্গগণ গমন করিলা তার আগে বন ভাগ দেখি বটু হাসি। কহে পরিহাস্য সনে অন্তর হরষি॥ দেখ ব্রজ বনেশ্বর রাধা দামোদরে। নিদাঘ ঋতুর বন অতি মনোহর॥ তোমা দোঁহা দেখি সবে মহোৎসুক্য হৈয়া॥ সেবার কারণে আছে সামগ্রী লইয়া॥ টিঠিপক্ষ ধ্বনি ছলে দুন্দুভি বাজায়। ভেরী বাদ্য ধুম্মাটক আনন্দে রচয়॥ ঝিল্লি পক্ষ শব্দ যেন ঝল্লরি সমান। পিকপিকী ধ্বনি এই বিপঞ্চির গান॥ চাষপক্ষ শব্দ ছলে ডিণ্ডিম বাজায়। শারিকা বচনে ঋতু স্তবন করায়॥ ভৃঙ্গ ধ্বনি গায় দেখ লতা তরু নাচে তোমা দোহা দেখি অতি আনন্দ পাইছে॥ পাটলি সৎ পুষ্প বৃন্দ বসন ধরিলা। শিরিস কুসুম অবতংস লাগি দিলা॥ মল্লিকার পুষ্প দিলা অঙ্গ অভরণ। এরূপে নিদাঘ ঋতু করয়ে সেবন॥ পক্কপলুরীব ধাত্রী খিরা আদি করি। পক্কাম্র.

পনস বিল্ল তাল বীজ ধরি ॥ তোমা দোহা দেখি অতি আনন্দ পাইয়া। এই সব ফল দিল্লা ভক্ষণ লাগিয়া ॥ সূর্য্যমণি বন্ধ ভূমি সূর্য্যের কিরণে। অতি উচ্চ স্থান তোমা ম্লানি ভয় মনে॥ দেখ বৃক্ষলতা দিয়া আচ্ছাদন কৈল। পল্লব অনিল দ্বারে বীজন করিল॥ কদলীর বন দেখ নিজাত্মজ গণে। পত্র হস্ত দিয়া সব করয়ে লালনে॥ মোচাস্তন শ্রবে অতি স্নেহের কারণে। এই মত বৃক্ষ সব কৃষ্ণ উপকরণে॥ দীর্ঘ নাসা আম্রে পিক চঞ্চু দিয়া রহে। তাহা দেখি সখীগণ স্মেরমুখী হয়ে॥ প্রশস্ত মল্লিকা লতা তমাল বেঢ়িল। উল্লাসে চঞ্চল অলি মালা তাহা গেল॥ মণ্ডলি বন্ধনে অলি রহে চারি পাশে দেখিয়া তমাল তরু পুষ্প ছলে হাসে॥ শুন কৃষ্ণ যেন তুমি গোপীগণ লঞা। হল্লী মকরন্দে কেলি কর সুখ পাঞা॥ এই মত বটু বাক্য রাধাকৃষ্ণ শুনি। হাসে সব সখী মেলি প্রফুল্ল বয়নী॥ হেনই সময়ে তাহাঁ বৃন্দা হর্ষ মানি। শিরিস কুসুম গুচ্ছ দিল কৃষ্ণে আনি॥ সেই গুচ্ছ লয়্যা কৃষ্ণ উত্তংশ করিলা। এই মত রাধাকৃষ্ণ সে সুখে রহিলা॥ রাইর অলকা গণে পুষ্প রেণু ভরে। নিজ কর পদ্মে কৃষ্ণ তাহা দূর করে॥ রাধিকাহ নিজ বাহু মূল প্রসারণে।সংস্করে কৃষ্ণ চূড়া অলকাদি গণে॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়া তুয়া হৃদয় পরশে।আমার নিদাঘ তাপ গেল দূর দেশে॥ নিদাঘের ভয়ে সত্য পলায়ন করি। তুয়া কুচ শৈলে আছে অনুমান করি॥ দেখ প্রিয়ে চন্দ্রকান্ত মণি চারা গণে। বৃক্ষমূল বদ্ধ পঙ্ক বৈসে প্রিয়া সনে॥ তুয়া মুখ শুভ্র কান্তি সুধার নিচয়। স্নান পান করি সব তাপ কৈল ক্ষয়॥ নিজ কান্তা সঙ্গে পক্ষ সেতুবন্ধ শিরে। বিলাস করয়ে দেখ আনন্দ অন্তরে॥ সুবল কহয়ে দেখ বর্ষা ঋতু বন। বিদ্যুন্মেঘ

মানি দোঁহে নাচে শিখিগণ ॥ মল্লিকা কুসুম কোলে আছে অলিগণ। যূথি নিজ গন্ধবেগে করে আকর্ষণ ॥ বন সব এই দেখ বর্ষা ঋতু সম। যূথে২ ভৃঙ্গ ভৃঙ্গী ঘন মেঘ যেন ॥ আকাশ ভুবন দুই জলে প্লুত হয়ে। নীপার্জুন বৃক্ষ পুষ্পে ব্যাপ্ত হঞা রহে ॥ আনন্দে করয়ে গান পিক কুল যত। দাত্যূহ চাতক সব ডাকে অবিরত ॥ টিট্টী পক্ষ শব্দ করে কেকা কেকী ধ্বনি। হরিষে ডাকয়ে দেখ কত বকশ্রেণী ॥ ভেক সব শব্দ করে অতি উচ্চতর। গলা পুষ্ট করি ডাকে আনন্দ অন্তর ॥ দেখ বর্ষা ঋতু আইল সখী বেশ ধরি। মেঘাবলি নীল বাস পরিধান করি ॥ বক পংক্তি ধরে অঙ্গে মুক্তাহার যেন। ইন্দ্র ধনু অঙ্গে দিল অঙ্গ অভরণ ॥ এইরূপে বেশ করি সেবা করি বারে। সামগ্রী লইয়া আইল দোহাঁ সেবিবারে ॥ কদম্ব কুসুম মালা গর্ভক কেশরে। কেতকী কুসুম দল কিরীট উপরে ॥ রঙ্গন টঙ্কন যূথি পুষ্প হারগণ। অর্জুন কুসুম পদে কৈল সমর্পণ ॥ তালফল জম্বুফল সুপক্ক খর্জ্জূর। উরোজ্জ অলকা তুয়া প্রিয়াঙ্গুলি তুল ॥ এসব দেখহ আগে আনিয়া ধরিল। দেখি রাধাকৃষ্ণ চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ কেবা কৃষ্ণ বিনু জানে লীলা রসগণ। কেবা লীলা স্থল জানে বিনা ব্রজজন ॥ দাত্যূহ করয়ে এই ধ্বনি রাত্রি দিবা। কোবা কোবা কুবা২ শব্দ বোলে কিবা ॥ সদা কৃষ্ণ ঘন লীলা রস বরিষয়। সদা বর্ষা ঋতু স্রবে সর্ব্ব সুখময় ॥ তাহা বিনু কেবা মেঘ কখন বরিষে। বর্ষা কাল কেবা সেই রহে দুই মাসে ॥ কেকা কেকা শব্দ ছলে যত ভেকগণ। বর্ষা ঋতু নিন্দে আর যত মেঘগণ ॥ পুষ্প মধুস্রবে সেইজল বরিষয়। মধুকর পুঞ্জ সব মেঘাবলী ময় ॥ আগে কদম্বের বাটী দুর্দ্দিনের প্রায়। ময়ূর ময়ূরী

নাচে আনন্দ হিয়ায় ॥ পিচ্ছ প্রসারণ করি ময়ূরী ডাকিয়া। নাচায় ময়ূর বহু হরিষ পাইয়া ॥ কৃষ্ণ মেঘ সঙ্গে বিদ্যুল্লতা সুবদনী। বর্ষা ঋতু শোভা পূর্ণ পুষ্ট কৈল জানি ॥ সখীগণ চক্ষু সব চাতক সমান। বহু প্রীতি পাইল লীলামৃত করি পান এইত কহিল তিন ঋতুর বর্ণন। বসন্ত নিদাঘ আর বর্ষা মনো রম ॥ প্রেয়সী সঙ্গেত কৃষ্ণ করে নানা লীলা। ক্ষণে২ করে কৃষ্ণ নব নব খেলা ॥ মধ্যাহ্ন সময়ে এই লীলা মনোহর। যেইজন শুনে পায় রাধা গিরিধর ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত অমৃতের সিন্ধু। কর্ণ মন তৃপ্তি করে যার এক বিন্দু ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদ পদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ চরিত ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে দ্বাদশ
স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

অতস্তৈরাগতঃ কৃষ্ণঃ সীমাং কাননভাগয়োঃ।
তচ্ছোভা মাহকান্তায়ৈ, ঋতুযুগ্মশ্রিয়াম্বিতাং ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন জীব জীবনাথ। জয় জয় গোপাল ভট্ট ভট্ট রঘুনাথ ॥ জয় শ্রীরঘুনাথ দাস রাধাকুণ্ড বাসি। জয় বৃন্দাবনেশ্বরী জয় ব্রজবাসি ॥ জয় বৃন্দাবন জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা। জয় রাধা সখীবৃন্দ রসময় খেলা ॥ ছোট বড় না জানিয়ে ক্রম লিখিবারে। আগে পাছে বন্দি মাত্র যোটন অক্ষরে ॥ এবে কহি শুন কৃষ্ণ লীলা মনোরম। রাধাকৃষ্ণ বিহ রয়ে সঙ্গে সখীগণ ॥ তবে কৃষ্ণ আইলা বর্ষা কাননের সীমা। আসি কহে দেখ ঋতু যুগল সুসমা ॥ বর্ষা গেল শরতের কলি

তরুণি মাঙ্কুরে। কিশোরীর প্রায় কান্তি দেখ বৃক্ষপুরে ।।জাতি পুষ্প দেখিযূথী ত্যাগ কৈলঅলি।মুগ্ধা প্রায়জাতিফুলে বিহরয়ে মেলি।। প্রবীণ হইল গুঞ্জা শোণ বর্ণ হয়্যা। ময়ূরের পাখা সব পড়িল খসিয়া।। কাশীয়ার ফুলে মহি শ্বেতিমা হইল। মূক হৈলশিখি সব শব্দ তেয়াগিল।।হংস পংক্তি ডাকে অতি হরষিত হঞা। আইলা শরত ঋতু এই শোভা লঞা ।। সেফালিকা পুষ্প দেখ অতি মনোরম। ভ্রমরা পরশে যারে পড়ে সেইক্ষণ যেন আমি পূর্ব্বে সখীগণ পরশিতে। চকিত হইঞা সবে যায় চারিভিতে। তবে কুন্দলতা বলে দেখ অদভুতে। সখী প্রায় এই ঋতু হৈল বিভূষিতে।। চঞ্চল খঞ্জন আখি অম্বুজ বয়ানী। চঞ্চল অলকা অলি কুচ কোক জানি।। শ্বেত মেঘ বাস রক্ত উৎপল অধরা। কিঙ্কিণী সারস ধ্বনি নীলোৎপল মালা।। দেখ দোঁহার সেবা লাগি শরত আইলা। নানান সামগ্রী এই আগেত ধরিলা ।। অঙ্গনা সহিতে অলঙ্কারের কারণ।- জাতিপুষ্প দেই আর কৈরবাদি গণ।। রক্তোৎপল ইন্দীবর উত্তংস লাগিয়া কুঞ্জ গৃহে শয্যা পুষ্প. সেফালি পাড়িয়া।। শরত সামগ্রী এই নিরমাণ করি। পথ নিরীক্ষণ করে দোহা মুখ হেরি।। পুষ্প গন্ধ মত্ত হস্তি তম্বু শ্বেত ঘন। কাশিয়ার ফুল শ্বেত চামর মোহন কন্দর্পে উন্মত্ত যত বৃষ বৃন্দ সঙ্গে। কন্দর্প বারণ বহে মনোহর রঙ্গে।। অম্বরে সারস ধ্বনি কিঙ্কিণী বাজায়। মরালাদি পক্ষ ধ্বনি ঘণ্টা শব্দ হয়।। এইরূপে হৈল শরত কালের বিজয়। দোহা সেবা লাগি এই মহোৎসুকা হয় ।।শরত কাল হয় যেন এ লক্ষ্মীনাথ অঙ্গ। লালিত কমলাকরে হংস কুল সঙ্গ ।। তাতে চক্রবাক অতি বিলাস করয়ে। এইরূপে কুন্দলতা ছন্দে সব কহে।।.পক্কামৃত ফল বৃক্ষ তলে সবে গেলা। তাহার উপরে

শুক শারিকা দেখা দিলা।। কলহ লাগিয়া আছে সে শুক শারিতে। সে দোহাঁর কথা সবে লাগিলা শুনিতে।। শুক কহে শারী তুমি অন্য বনে যাহ। আমার বনেতে কেন তুমি ফল খাহ।।বেদান্তাধ্যাপক দ্বিজ আমি সর্ব্বক্ষণ। নারী অপরশ ফল করিয়ে ভক্ষণ।। বৃন্দাবনেশ্বর তুষ্ট হয়্যা দিল বন। দাসী হয়ে কর কেন এফল ভক্ষণ।।শারী কহে প্রভু দ্বেষি তুমি প্রজা সব। রাধিকার বন এই না জানহ এ ভব।। রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী পুরাণেতে কহে। স্মৃতি বাক্য কহো হৈতে অনাদর নহে।। শুক কহে কৃষ্ণ বন গায় শ্রুতিগণ।শ্রুতি বাক্যে স্মৃতি বাক্যেহয় অকরণ।। গোবিন্দের বৃন্দাবন খ্যাত সর্ব্ব জন। শ্রুতি স্মৃত আছে কত প্রমাণ বচন।। রাধিকা সম্বন্ধ বনে দূর নাহি করি। অঙ্গ বিম্ব যার যথা তার তথা বলি।। শারী বলে গোপালক কুটিল অন্তর। সমান না হয়ে তার বাহির ভিতর।। বাহিরে সুন্দর হয়ে অতি মনোহর। যৈছন দেখিয়ে পক্ক মহাকাল ফল।। গোপী ঠাকুরাণী যেন নারিকেল ফল। বাহ্যে মান অস্থি বাম্য প্রণয় বল্কল।। সশষ্য ভিতরে অতি রসময় জল। অতএব কেবা হবে গোপিকা সোসর।। শুক কহে কৃষ্ণ হয়ে ইক্ষু খণ্ড সম। ধার্ষ্ট্য কৌটিল্য গর্ব্ব বাহ্যে রুক্ষ যেন।। মান নিষ্পীড়নী বিনা রস নাহি মিলে। অতএব কৃষ্ণ পূর্ণ রসময়ান্তরে।। কৃষ্ণ তিল প্রায় স্নিগ্ধ কৃষ্ণ সদা রহে। বাহিরে শঠতা মাত্র বল্কল আছয়ে।। বাম্য নিষ্পীড়নী বিনা রস নাহি হয়। অত এব কৃষ্ণ সম অন্য কেহ নয়।।গোপী শ্রেণী দেখি যেন জবা পুষ্প হেন। সৌরভ নাহিক মাত্র উজ্জ্বল বরণ।। কৃষ্ণ নীলোৎপল আভা মধুর কোমল। সুরুচি সৌরভান্বিত সর্ব্ব মনোহর। শুনি শারী কহে শুকে পরিহার করি। মঞ্জিষ্ঠার প্রায় রাগ

আমার ঈশ্বরী।। অন্তর বাহির সদা হয়ে এক রাগ। কে কহিতে পারে এই রাইর সোহাগ।। স্ফটিক মণির প্রায় তোমার ঈশ্বর নব নব সঙ্গে রাগ বিভিন্ন অন্তর।। শুক কহে কৃষ্ণ সম অন্য কেবা হয়। বনানলে জালে কত দৈত্য কীটচয়।। সপ্তরাত্রি দিবা গিরি ধরে বাম করে। হেন কৃষ্ণ সঙ্গে কিবা বরাবরি করে।। শারী কহে ব্রজেশ্বর বিষ্ণু আরাধিল। বিষ্ণু নিজ ভুজ বল কৃষ্ণে সব দিল।। সেই বলে মারে কৃষ্ণ দৈত্যেন্দ্রাদিগণ। কৃষ্ণ বধ কৈল কহে বুদ্ধিহীন জন।। ব্রজেশ্বর পূজা পাঞা গিরি তুষ্ট হয়া। আপনে উঠিল ব্রজ রক্ষার লাগিয়া।। তার তলে হস্ত কৃষ্ণ দিয়া মাত্র রহে। কৃষ্ণ উদ্ধারিল গিরি অজ্ঞলোকে কহে।। শুক কহে কৃষ্ণ অঙ্গ সৌন্দর্য্য হইতে তরুণীগণের ধৈর্য্য দলন বিদিতে।। কৃষ্ণের লীলাতে কহে রমাদি স্তম্ভন। কৃষ্ণ বল দেখ গিরি ধরে কন্দুসম।। কৃষ্ণের নির্ম্মল গুণ পারাবার হীন। কৃষ্ণ শীলে সর্ব্বজন রঞ্জন প্রবীণ কৃষ্ণ কীর্ত্তে বিশ্ব জন রক্ষা যে করয়। জগত মোহন কৃষ্ণ কেবা সাম্য হয়।। শুনি শারী কহে রাধা প্রিয়তাদি যত। স্বরূপতা সুশীলতা নর্ত্তকাদি কত।। সগান চাতুরি গুণ কবিতার সার। জগত মোহন কৃষ্ণ মোহিনী তাহার।। রাধিকার গুণে কৃষ্ণে সবশ করয়। সদা সেবা করি কৃষ্ণ রাইরে সেবয়।। যদি সেবা সুখে কৃষ্ণ রাই না বসয়ে। আপন অধর তবে আপনে চাটয়ে।। অলি যেন মল্লিকাতে গমন করিয়া। আপন অধর চাটে মধু না পাইয়া।। শুক কহে কৃষ্ণ সঙ্গ বাঞ্ছয়ে রাধিকা। লব্ধ হৈতে যেন সূর্য্য তাপয়ে অধিকা।। কৃষ্ণ প্রীত সেবনের ঈশ্বরী সমান। বর প্রাপ্তি লাগি করে কল্যাণ ধেয়ান।। ঐছন চরিত্র কিছু বুঝনে না যায়। শুনি শারী শুক কহে আনন্দ হিয়ায়।।

কৃষ্ণের আছয়ে দূতী বংশী তার নাম। সতী কুলধর্ম্ম যত সব করে আন ॥ নদী স্তম্ভ করে বিশ্ব আকর্ষণ করে। সর্ব্ব বিমো হিনী সেই জানয়ে সংসারে ॥ শুক কহে বংশীকার মহিমা কে জানে। অন্য রাগ দূর করে পুরুষের গানে॥ অবলা হৃদয়ে ধ্বনি সুধাবৃষ্টি করে। কৃষ্ণের দয়িতা করি কৃষ্ণ পাশে ধরে ॥ তবে কীর শারীকা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে। নিজ২ গোষ্ঠে প্রশ্নোত্তর আলাপয়ে ॥ শুক কহে এক হস্তে কেবা গিরি ধরে। মহেন্দ্রের গর্ব্ব গিরি কেবা খর্ব্ব করে ॥ কালি সর্প ফণাবৃন্দে রঙ্গে কেবা নাচে। বল দেখি এই গুণ কাহাতে বা আছে ॥ শারী কহে কৃষ্ণে আছে এই গুণ গণ। কহিয়া পুছয়ে পুনঃ নিজেশ্বরী গুণ ॥ বক্ষোজ পর্ব্বত দুই কাহার হৃদয়। গিরিধর তথিপরি লীলা যে করয় ॥ ভুজগ দমন চিত্ত ভুজঙ্গ উপরে। নৃত্য করে কেবা তাহা কহ শুকবরে ॥ শুক কহে শ্রীরাধিকা বিনু নহে আন। পুনঃ পুছে শারীকারে শুক পুণ্যবান ॥ সদামুক্ত অতি মুক্ত মধুকর সঙ্গে। জনম লভিল তারা কার সঙ্গে রঙ্গে ॥ কহ দেখি শারী কহে কৃষ্ণ সঙ্গ রসে। কহি শুকে পুছে পুনঃ পাইয়া হরি ষে ॥ বস্ত্র লয়ে নগ্ন নারী দেখে কোনজন। সাধ্বীগণের করে কেবা সুকৃতি ভঞ্জন ॥ স্ত্রীর বধ করে কেবা২ বৃষ মারে। এত সব করি কেবা লজ্জা নাহি করে ॥ শুক কহে এই কর্ম্ম করয়ে মুরারি। পুনঃ শুক পুছে কিছু কহি বলি হারি ॥ পূতনা মারিয়া কেবা মাতৃ পদ দিল। বৎসক মারিয়া কেবা বৎসকে পালিল ॥ ধেনুক মারিয়া ধেনু পালে কোনজন। বৃষ মারি কেবা করে বৃষের বন্ধন ॥ কুমারী হৃদয় নিত্য পরীক্ষয়ে কেবা। সতীত্ব করিয়া নষ্ট সতী করে কেবা ॥ শুনিয়া কহয়ে শারী কৃষ্ণ ইহা করে। ঐছে শারী শুক বাক্য বিনোদাদি ধরে ॥ রাধাকৃষ্ণ সখী

গণ শ্রবণ চষকে। পান কৈল বচন অমৃত হৈতে অধিকে।।
নিজ নিজ সুহৃদ লইয়া প্রীত কৈল। এইরূপে দুই পক্ষে দুহুঁ
সম্মানিল।। শারীকে ললিতা দিল পক্ব দ্রাক্ষা বন। সুবল দি
লেন কীরে দাড়িম্বোপবন।। এইরূপে শরত ঋতু দেখে কৃষ্ণ
রাধা। পরম আনন্দে সখী সঙ্গিনীর বাধা।। ইহার মধ্যেতে
নান্দীমুখী আসি কহে। দেখহ হেমন্ত ঋতু বন আগে হয়ে।।
আপন সম্পত্তি সব প্রকাশ করিল। তোমা দোহাঁ সেবে মনো
বাঞ্ছা যে হইল।। পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ দেই দেখ বন শোভা। যাহা-
তে বাঢ়য়ে পঞ্চেন্দ্রিয় বহু লোভা।। অম্লান কুসুম দেখ হইল
প্রফুল্লিত। কুরুণ্টক কুরুবক সৌরভ পূরিত।। তিত্তির ষট্পদ
নাব টিঠী কীর ধ্বনি। কর্ণের আনন্দ হয় যে যে ধ্বনি শুনি।।
হৃদয় আনন্দ করে নারঙ্গ ছোলঙ্গ। শীতানিলবহ স্নিগ্ধ করে সব
অঙ্গ।। দেখ কৃষ্ণ এই যে হেমন্ত ঋতুবন। তুয়া অঙ্গ তুল্য ইহার
দেখিয়ে সকল।। নিরমল কান্তি সহ চরগণ সঙ্গে। কন্দর্প ধনু
ক শালি গুণ গোপীরঙ্গে।। বিকচ কুসুম বাণ মুখরিত কীর।
সব লীলাময় দেখ সময় সুধীর।। কৃষ্ণ কহে রাধে দেখ ঋতু
কান্তা সম। যাহার দর্শনে হয়ে আনন্দিত মন।। পক্ব ধান্য
বস্ত্র ধরে বিবিধ বরণ। মদকল শুক পাণি ধ্বনি বিলক্ষণ।। সুপক্ব
নারঙ্গ উচ্চ কুচযুগ শোভা। হিম ঋতু দেখ যেন নটী মন
লোভা।। হিমঋতু আইল দেখ হিম ভয় পায়ে। সূর্য্যের উষ্ণতা
তুয়া হৃদি দুর্গে যায়ে।। আশ্রয় করিল এই অনুমান করি।
স্তন কোকযুগ অহর্নিশি যে বিহরি।। হিমঋতু হিম ভয়ে অগ্নির
উষ্ণতা। স্থানেং লুকায়েছে শুন তার কথা।। কূপের ভিত
রে কত কত বৃক্ষতলে। কত যায়ে রহে গিরি গহ্বর ভিতরে

হিমঋতু হিম যেন ডাকিনী আশয়। সূর্য্য অগ্নি উষ্ণরক্ত সঘন পিবয় ॥ যুবক যুবতী রহে রজনী শয়নে। কুচের উষ্ণতা সঙ্গ ভঙ্গে দুঃখ মনে॥ উদয় বিলম্ব লাগি সূর্য্যে আরাধয়। রাত্রি বৃদ্ধি লাগি মনে উৎসাহ বাঢ়য়॥ রসের সময়ে ব্রজ কুমারিকা স্তন। কুঙ্কুম লেপনে যারে করায় স্মরণ॥ সেইত নারঙ্গ ফল পক্ব দেখ পুরে। সেই স্তনগণ এবে স্মরায়ে আমারে॥ তবে বৃন্দাদেবী ত্বরা আসি আগে হৈলা। শিশির ঋতুর বন শোভা দেখাইলা॥ কহে দেখ সব জন্তু কম্প যে হইল। রোমাঞ্চ অঙ্গেত বৃক্ষ কোলেত রহিল॥ সূর্য্যের কিরণ সব কোমল হইল। দক্ষিণ দিশাতে অর্ক গমন করিল॥ শিশির সুন্দর নাম বন এক দেশ। যাহা দেখি হয় মনে আনন্দ আবেশ॥ সুয়বা বা ন্ধুলী রক্ত দুকূল ধরয়ে। মর্দ্দকন প্রভা সেই চোলি অনুমিয়ে॥ প্রফুল্লিত কুন্দ দেখ শ্বেত বস্ত্র ধরে। হরিতাল ভারই শব্দে স্তবন যে করে॥ এইমত তোমা দোহাঁ মিলিবার তরে। অতিশয় প্রেমে নিজ শোভা বহু করে॥ প্রভাতে সন্ধ্যাতে রবি কিরণ কোমল। মৃগ সব যায় ঘন দল তরুতল॥ মন্দরোম উঠে সেই প্রকট পুলক। তোমা দোহাঁ দেখি জলে দৃষ্টি অবিরক॥ দিনে২ সূর্য্য তেজ টুটে অতিশয়। সূর্য্যের সুখদ দিন অতি ছোট হয়॥ সূর্য্যের সুহৃদ পদ্ম সঙ্গে দেখা নয়। চণ্ড অংশু হিম স্থান পরাভব হয়॥ অতএব বিনা কৃষ্ণ কাল বশ সবে। যার যেই কাল সেই সেই রাজ্য লভে॥ শিশিরের ভয়ে সূর্য্য নিজ উষ্ণ ধন। ব্রজনারী স্তনাগ্রেত কৈল সমর্পণ। তাহা ব্রজ নারী লয়ে কৃষ্ণে সমর্পিল। গাঢ় প্রেমে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না হৈল॥ বৃন্দা বাক্য শুনি কৃষ্ণ হরষিত হয়ে। শিশির ঋতুর বন শোভা না দেখিয়ে॥ রাই প্রতি কহে অতি ললিত বচন। যাহা

শুনি পূর্ণানন্দ পায়ত শ্রবণ ।। দেখ প্রিয়ে ভ্রমে যত মধুকরগণ। পদ্ম অনাদরী কুন্দে করয়ে গমন ।। হিমে পোড়াইল পদ্ম ভ্রমর আলয়। তাহা ছাড়ি কুন্দ পুষ্প মন্দির করয় ।। বাহু শূন্য হিম সূর্য্য জিনিতে নারিয়া। সূর্য্য প্রণয়িনী পদ্ম পোড়ায় জানিয়া ।। জলে লগ্ন কন্যা বৃন্দ স্তনাবলি গণ। স্মৃতি করাইল যেই বদরিকাগণ ।। পাকোন্মুখি হৈল এবে সেইত বদরী। স্মৃতি করাইছে এবে সেই স্তনাবলী ।। তবে বৃন্দা আনে শ্বেত জবা পুষ্প দুই। হরি করে সমর্পণ কৈল শীঘ্র যাই ।। কৃষ্ণ হস্ত কম্পে তাহা প্রিয়া অবতংসে । রাই কৃষ্ণ কর্ণে কুন্দ দিলেন হরিষে।। বৃন্দা কুন্দমালা আনি রাধা হস্তে দিল। ছোট রক্ত উৎপল বরণ হইল।। সেই মালা রাই লয়ে কৃষ্ণ গলে দিল। সূক্ষ্ম ইন্দীবর মাল্য রুচি যে হইল ।। পুনঃ সেই মালা কৃষ্ণ প্রিয়া কণ্ঠে দিল। চম্পক মাল্যের তুল্য তাহাতে হইল ।। ইহা দেখি বিশাখিকা হাসিয়া কহয়। কুন্দলতা প্রতি পরিহাস যে করয় ।। দেখ এক পুষ্পে অতি স্মরান্মত্ত হয়া। বহু অলিগণ ভ্রমে ক্রমে২ পিয়া।। তাহা শুনি চিত্রা কহে অহো চিত্র নয়। সৌভাগ্যে রমণ হইলে এইমত হয়।। বৃক্ষ কদ্যা প্রচেতসা যৈছে ব্যবহার তৈছন প্রীতের কায দেখিয়ে ইহাঁর।। কুন্দলতা শুনি কহে শুন সখীগণ। আর অদভুত দেখ অতি বিলক্ষণ।। ভ্রমরীগণের পতি আছে নিজান্তিকে। নিজ২ বন্ধু জীব ছাড়িল তাহাঁকে ।। সব বন্ধু জীব একশতেক ভ্রমরী। তাহাকে পিবয়ে আসি ধৈর্য্য ত্যাগ করি ।। চিত্রা কহে সারগ্রাহী যত ভৃঙ্গীগণ। মধুমাত্র বৃত্তি কৃষ্ণ তৃষ্ণা অনুক্ষণ ।। পঞ্চম গানেতে গর্ব্বি ভ্রমরী সকল। শুদ্ধ মধু যাহা তাহা আসক্তি প্রবল ।। তবে কৃষ্ণ রাধা প্রতি কহে হাস্য বাণী। তোমার অতুল গুণ লক্ষ্মী গুণ জিনি।। লক্ষ্মী গর্ব্ব অভিমান

যবে কৈলাচূর। অন্য কেবা তার আগে আর সব দূর ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রাধা সুবদনী। সংলাপ করয়ে কৃষ্ণ সহ হর্ষ মানি॥ শ্রীরাধিকা কহে সেই লক্ষ্মী তুয়া নারী। কৃষ্ণ কহে তুমি লক্ষ্মী দেখহ বিচারি॥ পুনঃ তারে রাই কহে গোপ নারীগণ। কি লাগিয়া হৈল তারে লক্ষ্মীর গণন ॥ কৃষ্ণ কহে গোপ নারী পতি যেই জন। তাঁরে যৈছে কৈলে তুমি লক্ষ্মী-র রমণ॥ শুনি রাই কহে ব্যক্ত নারীত তোমারি। চাঞ্চল্য রাগের যাতে হও অধিকারি॥ কৃষ্ণ কহে সত্য আমি নারীর স্বভাব। তুয়া রূপ প্রাপ্তি আশা এই অনুভাব॥ তবে রাই কহে বেণু দ্বারে আকর্ষিলে। যেই মৃগী তারে তুমি প্রিয়া যে করিলে॥ কৃষ্ণ কহে তোমা সম নয়ন তাহার। এইত কারণে প্রিয়া মৃগী যে আমার॥ শুনি রাই কহে সূর্য্য কন্যা যে যমুনা। কান্তি গতি সম তুয়া সেই তুয়া রামা॥ কৃষ্ণ কহে তুয়া সখী শ্যামার সমান। কান্তি হয়ে তেঞি মোর প্রিয়া পরমান॥ পুনঃ রাই কহে তুয়া বক্ষে পুষ্পমাল। ভ্রমরীর পাঁতি সেই রমণী তোমার॥ কৃষ্ণ কহে ভৃঙ্গী তুয়া অলকা সমান। এইত কারণে ভৃঙ্গী প্রিয়া মনোমান॥ তবে রাই কহে নীলোৎপল দল। জিনিয়া কোমল তনু অতি মনোহর॥ সাত দিন কৈছে গিরি ধরিয়া রহিলে। কোমল হস্তেত কৈছে সে ভার সহিলে॥ কৃষ্ণ কহে তুয়া মূর্ত্তি অতি সুকোমল। বক্ষে বহে গিরিযুগ কৈছে সহে ভর॥ সুধামুখী কহে চন্দ্রাবলির বিয়োগ। না সহি হৃদয়ে কৈলে চন্দ্ররেখা যোগ॥ কৃষ্ণ কহে নখ পংক্তি চন্দ্র যে তোমার। হৃদয়ে ধরিল বাহে বিম্ব দেখ তার॥ শুনি রাই কহে লতাশ্রেণী মধুমতি। নয়ন ভ্রমর তুয়া তাতে সুখি অতি॥ কৃষ্ণ কহে তোমার অধর হাস্য সম। পত্র

পুষ্প দেখি সুখি হয়ত নয়ন ॥ সুবদনী কহে সখী ললিতা আ মার।কুমার মাতার হেন সংগ্রাম সুমার॥ কৃষ্ণ কহে বচন সম রে সেই শূর। সুমার বলেত ভাগী যায় বহু দূর॥ মৃগমদ চিত্র তুয়া কুচের উপরে। স্বর্ণ পদ্মকলি তাতে যৈছে মধুকরে॥ শুনি রাই কহে চিত্র পদা তুয়া বাণী। খড়্গ হৈতে তীক্ষ্ণধার মনে অনুমানি॥ তরুণী ইন্দ্রিয় হৃদি বাহির অন্তর। মূলের সহিতে কাটে কিবা ইহার পর॥ কৃষ্ণ কহে পিকগায় আপন হরিষে। যুবতী মদনে পীড়ে পিকের কি দোষে॥ তবে রাই কহে এই তোমার বংশীকা। অধর্ম্ম শাস্ত্রেত সেই প্রবীণ অধি কা॥ করয়ে কুট্টনি কায কি তাহা কহিয়া। জগতের বঁধূ আছে প্রমাণ হইয়া॥ কৃষ্ণ কহে করে বংশী ধর্ম্ম শাস্ত্র সারে। নারী দোষ নাশ করে সমর্পি আমারে॥ শুনি রাই কহে তুমি যেন মত্তহস্তী। দুর্গাব্রত পরা কন্যা কোমল মূরতি॥ তোমার আমর্দ্দ তারা কেমনে সহিল। শুনি হাসি কৃষ্ণ তাঁরে কহিতে লাগিল॥ যূথী পুষ্প কলি অতি কোমল যেমন। ভ্রমরা আমর্দ্দ সহে জানিহ তেমন॥ সুবদনী কহে কেন চন্দ্র তেয়াগিয়া। চকোর ফিরয়ে দিনে আনন্দিত হয়্যা॥ কৃষ্ণ কহে সে চন্দ্রেত ক্ষয়তা দেখিয়া। তাহা ছাড়ি তুয়া মুখচন্দ্র লভে ইহাঁ। আত্ম পরিপোষে ঐছে চন্দ্র যবে পাইল। জ্যোৎস্না সুধাপানে সেইতৃপ্তি হয়্যা গেল॥ পুনঃ প্রশ্নোত্তর করে দুহুঁ নর্ম্ম ভঙ্গী। সখীর স্বভাব গর্ব্ব লজ্জা দিতে রঙ্গী॥ কৃষ্ণ কহে বটু বাক্য প্রাখর্য্য চণ্ডতা। কামের যুদ্ধ আহ্বানেত পলায়ে সর্ব্বথা॥ আমা দুহুঁ উৎকণ্ঠাতে কেবা নিবারয়ে। কহ শুনি রাই কহে ললিতা যে হয়ে॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে এই মদন সংগ্রামে। বিমুখী রহয়ে কেবা কহত নিয়মে॥ নিজ কুচ মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দনে। ইষ্ট

আরাধনে কেবা করয়ে বিধানে ॥ কহ দেখি শুনি কহে রাধা সুনয়নী। এই কর্ম্ম বিশাখিকা সখীর যে জানি॥ কৃষ্ণ কহে লতা ছলে কেবা পতি তেজি। দূরেকৃষ্ণ তমালেত সর্ব্বভাবে ভজি ॥ কৃষ্ণ কহে কহ ইহাঁ কে জানি করয়। চম্পকলতার কার্য্য রাধিকা কহয় ॥ কৃষ্ণ কহে নানা চিত্র রচনাতে দঢ়। বিবিধ শৃঙ্গার রচে অতি মনোহর ॥ অত্যন্ত কোমল মান সহিতে নাঁ পারে। কেবা এই পরক্কারে আমা সুখি করে॥ কহ দেখি এইধর্ম্ম কেবা সে আচরে। রাধিকা কহেন চিত্রা এই কর্ম্ম করে।। পুনঃ কৃষ্ণ কহে কাম বিদ্যাগম পটু। নিভৃতে স্বশিষ্য করে যেন চণ্ডবটু ॥ শিষ্য অঙ্গে অঙ্গ দিয়া কে তাহা শিখায়। রাই কহে তুঙ্গবিদ্যা বিনু অন্য নয় ॥ কৃষ্ণ কহে কহ কার উদয় সময়ে। বিমল কুটিল কলা লাগ প্রকটয়ে ॥ যেজন দেখয়ে তার কামোদয় হয়। রাই কহে ইহা ইন্দুলেখাতে আছয়॥ কৃষ্ণ কহে নৃত্যরঙ্গে কেবা সুখিকরে। বড় দ্রুতগতি নৃত্যে আমাকে যে ধরে ॥ রাই কহে রঙ্গদেবী একার্য্য করয়। পুনঃ কৃষ্ণ পুছে তাঁরে হাসি রসময় ॥ পাশক খেলাতে হয় কে অতি নিপুণা। চুম্বক তরল পণে করায়ে যোজনা ॥ জিনিলে আমারে পণ না দেন ইচ্ছাতে। রাধিকা কহেন এই সুদেবী চরিতে॥ কৃষ্ণ কহে অন্য জন সুখে কেবা সুখি। তার দুঃখে অতিশয় কেবা হয় দুঃখি ॥ নিজ সুখ দুঃখে হর্ষ ব্যথা নাহি করে। শ্রেষ্ঠ আরাধনা পর বৈষ্ণব আচরে॥ কাহার এ ধর্ম্ম রাধে কহ বিচারিয়া। শুনি রাই কহে মোর সখিগণে ইহা॥ এইরূপে কৃষ্ণ নানা পরিহাস ছলে। রাই সখী সঙ্গে বন পর্য্যটন করে ॥ কুচাধর স্পর্শে পুষ্প অর্পণ করয়ে। পরম আনন্দে বৃন্দাবন বিহরয়ে। লতা পত্র ফলে যৈছে কোকিল

ফিরয়ে। ললিতা নন্দদা কুঞ্জ তৈঃছ মত পায়ে ॥ কুণ্ডের উত্তরে কুঞ্জ সর্ব্ব সুখধাম। নানা লীলা করে কৃষ্ণ রাধা অনুপাম ॥ এইত কহিল কৃষ্ণের মধ্যাহ্ন বিহার। রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীনানা রস সার ॥ বিস্তারি কহিতে ইহা নারয়ে অনন্ত। ক্ষুদ্রমতি আমি ইহা কি কহিব অন্ত ॥ গোবিন্দ লীলামৃত কথা সমুদ্র পাথার। সে তত সাঁতারে শক্তি আছে যত যার ॥ বুদ্ধি বল হীন মোর না জানি সাঁতার। এক কণা পরশিল পূর্ণ হইবার দোষ না লইবে প্রভু বৈষ্ণব গোসাঞি। কোনরূপে মাত্র রাধা কৃষ্ণ গুণ গাই ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা মনোহরে। শুন ইথে সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি যেই করে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদ পদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এযদুনন্দন কহে গোবিন্দ চরিত ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাঙ্গ বর্ণনং নাম
ত্রয়োদশ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৩ ॥

অথালিবর্গাননসৌরভাদ্ভুত, স্তাভিমুখাব্জে
সুপর্তান্নিবারিতঃ। নিনন্দ সা রাধা বদনাম্বু-
জং রুবং, স্তদ্গান্ধ মত্তং পরিতোলি বঞ্চিত ॥

জয়২ গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামি ঠাকুর। জয় জয় বৃন্দাদেবী জয় ব্রজপুর ॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা রসসিন্ধু। ত্রিভুবন ভাসাইল যার এক বিন্দু ॥ কহিব অপূর্ব্ব কথা মধ্যাহ্ন সময়ে। বিহার করয়ে কৃষ্ণ নানা রসময়ে ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জে সবে প্রবেশিলা। মুখাব্জ সৌরভে বহু

ভ্রমর ধাইলা ।। যত্নকরি সখিগণে তাহা দূর করে। রাই মুখপদ্ম ভৃঙ্গ যাঞা সব পড়ে ।। কি কহিব রাই মুখপদ্ম পরিমল। লাখে লাখে ভৃঙ্গ তাঁরে বেড়িল সকল ।। তাহাতে ত্রাসিত ধনী নেত্রান্ত ধুনায়। পাণি পদ্মদিয়া সেই ভ্রমর খেদায় কি কহিব কঙ্কণের ঝনৎকার ধ্বনি। কি কহিব বসন্তর্জন স্ব হস্ত চালনি।। এইরূপে ভৃঙ্গ ধ্বনি যদি দূর কৈল। পরিমলে লুব্ধ অলি পুনঃ যে বেঢ়িল ।। তার ভয়ে রাই কৃষ্ণ বস্ত্রের অঞ্চ লে। মুখপদ্ম ঢাকি থাকে কৃষ্ণ স্পর্শ ছলে ।। দেখি সব সখিগণ হরিষ পাইয়া। কহিতে লাগিলা কিছু ঈষৎ হাসিয়া ।। ভয় না করিহ মধুসূদন করিয়া। পদ্মাবলি নিকটে গেল উৎকণ্ঠিত হঞা ।। নিবারিল সবে তাঁরে যতন করিয়া। শঠতা ছাড়িল এবে নিশ্চয় করিয়া ।। প্রেমধনে পূর্ণ ধনী সৌভাগ্য পূরিত। অত্যন্ত প্রণয় ধনে অন্ধ ভেল চিত।। নিকটে আছয়ে কৃষ্ণ দেখি তে না পায়। কৃষ্ণানুসন্ধান রাই করয়ে হিয়ায় ।। তবে কৃষ্ণ দেখে রাই এরূপ চেষ্টিতে। সখিরে নিষেধ কৈল নয়ন ইঙ্গিতে।। কৃষ্ণ পক্ষ হৈলা তবে সব সখীগণ। রাধিকার প্রেম চেষ্টা দেখয়ে তখন ।। প্রেমবৈচিত্ত্য চেষ্টা হইল রাধার তাহাতে বিভ্রম যেই নাহি তার পার ।। কান্ত আসি যেন অন্য কান্তা স্থানেগেলা।।এই ভাব চিত্তেকৃষ্ণ প্রতি যেহইলা।।রুষ্ট হয়ে ধনিষ্ঠাকে পুছয়ে তখন। কহ দেখি ধৃষ্ট কোথা গেলেন এখন কপটে নাটিকা নাট গেলা কোন স্থানে। তেহোঁ কহে তুয়া লাগি গেলা পুষ্পবনে ।। শুনি রাই কহে তুমি মিথ্যা যে কহিলে। সেই ধৃষ্ট গেলা তবে পদ্মিনীর স্থলে ।। ধনিষ্ঠা কহয়ে তবে ভালসে হইল । তুয়া মুখ রুচি পদ্মালীকেত জিনিল এত শুনি রাই কহে তুয়া দোষ নাই। কটু দূতী বাক্যে আমি

সবিশ্বাস যাই ।। শুনিলাম শৈব্যা বনে করিলা গমন। মূর্খতা করিয়া তবু কৈলা আগমন।। ধনিষ্ঠা হয়েন মোর হৃদয় সমান বঞ্চনা করয়ে মোরে না বুঝি বিধান ।। কৃষ্ণ মোরে দেখা দিয়া মোর প্রিয় বনে ? বিলাস করয়ে সেই চন্দ্রাবলী সনে।।মোরপ্রিয় কুণ্ড কুঞ্জে পদ্মালীআনিয়া। আমা আনাইলতারে নিভৃতে থুইয়া।।মিথ্যা আলাপন কৈল ধৃষ্ট আমা সনে।এবে আমা ছাড়ি গেলা পদ্মালীর স্থানে।। কেমনে সহিব ইহা সহনে না যায়। মুহূর্ত্তেক দেখা দিয়া তার স্থানে যায়।। ললিতা কহয়ে এই কৃষ্ণের ধৃষ্টতা। আমি পুনঃ২ ইহা জানি যে সর্ব্বথা ।। তুমিত শরলা ইহা কভু দেখনাই।এথা প্রয়োজন নাহিআইস গৃহে যাই।।এত কহি শ্রীরাধার হস্তেত ধরিয়া।গৃহোন্মুখী হইলেন তাঁরে আকর্ষিয়া ।। তবে কৃষ্ণ বিরহের ভয় ধনী পাইলা । দীনার্ত্তা হইয়া কিছু কহিতে লাগিলা।। শুন সখী এই মোর চিত্ত বড় বাম। দোষ নাহি শুনে কৃষ্ণের শুনে গুণগ্রাম ।। এতাদৃশ কৈল কৃষ্ণ দেখহে সাক্ষাতে। তথাপিহ ভ্রমে চিত্ত অতি উৎকণ্ঠাতে ।। শুনিয়া ললিতা কহে নারী অভিলাষ। অন্তরে লালসা বাহে নহে পরকাশ ।। ষাটি দিনেধান্য যেন অন্তরে পাকয়। বাহিরে তাহার পক্ব নখিল না হয় ।। শুনিয়া কহয়ে তাঁরে রাধা সুবদনী ত্যাগ কর নারীগণ নীত ধর্ম্মবাণী।।কর্ণ ব্যথা পায় যাতে তাহা কেবা শুনি। কৃষ্ণঅদর্শনে দেহে না রহে পরাণী।। ফুটয়ে হৃদয়ে মোর ঘুরে সব তনু। শরীর হইল মোর প্রাণ হীন জনু ।। যত কিছু গর্ব্ব মোর সব যাকু দূরে ।। মহিমা যতেক মোর যাকু দিগান্তরে ।। লজ্জা সুধৈর্য্যতা যত সবযাকু ছাড়ি। শুনহ ললিতা তোহে বন্দনা যে করি।। হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ দেখাহ আমারে। এত কহি ধনী ধরে ললিতার করে।। শুনিয়া ললি

তা কহে তুমি সে শরলা। রমণী লম্পট কৃষ্ণ ধৃষ্ট পূর্ণকলা।। তোমার চাপল্য এই অনুপম কাঁষানা দেখিয়ে ঐছে অন্যরমণী সমাজ।। কৃষ্ণ যদি দেখে ঐছে চাপল্য তোমার। করিবেন অতিশয় বঞ্চনা প্রকার।। একে আমি সেই কৃষ্ণ ধৃষ্টের চরিতে হতবুদ্ধি পুনঃ কেনে লাগিলা হাসিতে।। এত শুনি রাই কহে ইহাতে হইতে। অধিক বঞ্চনা কিবা আছে পৃথিবীতে।। যাহা দিয়া শঠে মোরে কদর্থিবে আর। এইকালে কৃষ্ণ দেখে আগে আপনার।। কান্তা আলিঙ্গন করি যেন কৃষ্ণ আইলা। সম্মুখা সম্মুখি দুহুঁ দুহুঁ যেন হৈলা।। নিজ প্রতিবিম্ব কৃষ্ণ অঙ্গেতে দেখিয়া। বিমুখী হইলা পদ্মা সখিত্ব মানিয়া।। নির্ণয় জানিলে লজ্জা ঈর্ষা যে হইলা। অতি ক্রোধভরে ধনী কাঁপিতে লাগিলা।। তাঁরে দেখি কৃষ্ণ কুন্দলতা নিরীক্ষয়। আমাকে দোষয়ে ধনী দৃষ্টে এই কয়।। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে কুন্দলতা কহে তারে। এখনি চেষ্টিতা হৈলা কৃষ্ণ দেখিবারে।। কৃষ্ণ আইলা দেখি কেনে উৎসাহ ত্যজিলা। বিমুখী হইয়া কেনে কাঁপিতে লাগিলা।। শুনি রাই কহে কৃষ্ণ বক্ষস্থলে কেবা। দেখিতে না পাও চক্ষু মুদি আছ কিবা।। যাহা দেখাবার তরে আমারে আনিলা। ধৃষ্ট নৃত্য দেখি যাতে বহু সুখ পাইলা।। শুনি কৃষ্ণ কহে তুমি যাহা মনে কৈলে। সেহ নহে এই দেখ আশ্চর্য্য চপলে।। কহে মুঞি রাধিকার হও সহচরি। বনদেবী নাম মোর হও বনচারি। এই কথা কহি বনে আলিঙ্গন কৈল কত ভঙ্গী করি মুখে চুম্বনাদি দিল।। নিজ বিদ্যাবলে বক্ষে পৃষ্ঠে লগ্ন হৈলা। ছাড়াইতে নারি মোরে বেঢ়িয়া রহিলা।। প্রার্থনা করিয়ে কত তবু না ছাড়য়ে। অত্যন্ত কামুকী এই মোর মনে লয়ে।। তুয়া নিজ সখী হয় নিষেধ ইহারে। বলে

ধরি আমা যেন পীড়া নাহি করে ॥ তবেত ললিতা কহে রাধিকা শ্রবণে। শুনিয়া ধরিল ধনী বদন অরুণে ॥ দেখি কৃষ্ণ হাসে আর যত সখীগণ। কুন্দলতা তবে কহে সরস বচন নেত্র লাগি আছে কৃষ্ণ তাহা নাহি দেখ। আত্ম প্রতিবিম্ব দেখি অন্য জন লেখ ॥ চন্দ্রাবলী শঙ্কা তুমি কর সর্ব্ব ঠাঞি। ঐছে চিত্র নৃত্য আর কাহা দেখি নাই ॥ বৃন্দাদেবী কহে দেখ আগে রঙ্গকুঞ্জ। রঙ্গদেবী সুখদাখ্য সর্ব্ব মনোরঞ্জ ॥ বসন্তলীলার দেখ সামগ্রী বিস্তর। আলাপন আদি করি অতি মনোহর ॥ কুঙ্কুম কস্তূরী আর অগুরু কর্পূর। চন্দনের পঙ্কজল হইল প্রচুর ॥ পৃথক ধরিল কাহা কাহাঁও মিসাল। সাত কুম্ভ কুম্ভে সব ধরিল বিশাল ॥ বহু মণিপিচকাই ভরিলা সে জলে। এই রূপে ঘট যন্ত্র ধরিল সকলে ॥ সিন্দূর কর্পূর পুষ্প কন্দুকাদি গণ। পুষ্প ধনুর্ব্বাণ কত করিল সাজন ॥ পৃথক পৃথক ধরি লীলা অভিমত। তাম্বূল চন্দন মাল্য কুসুমাদি কত ॥ সুবাসিত জল পূর্ণ সুবর্ণ ভাজনে। অনেক ধরিল লৈলা যোগ্য স্থানে স্থানে ॥ কর্পূর কুঙ্কুম মদ অগুরু চন্দন। কথো চূর্ণ কৈল কত পঙ্ক বিলক্ষণ ॥ অত্যন্ত কোমল শিশি ভরিয়া২। স্বর্ণপাত্রে রাখিয়াছে সুপংক্তি করিয়া ॥ মণি জলযন্ত্র সবে হস্তে করি নিল। পরস্পর প্রেমের সে খেলা আরম্ভিল ॥ এক দিগে হৈলা সব অঙ্গনার গণ। অন্যদিগে কৃষ্ণ করে যন্ত্রের সাজন ॥ সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র সবে পরিধান কৈলা। কর্পূর তাম্বূলে মুখ প্রপূর্ণ হইলা ॥ করে জলযন্ত্র করি রতিপতি রণ। অন্তিকে গেলেন সবে করিয়া সাজন ॥ কন্দর্প নারাচী শীত কটাক্ষ বরিষে। অন্যোন্যে যন্ত্রেতে যে বরিষে হরিষে ॥ সূক্ষ্মবস্ত্র তিতি সব অঙ্গে তং লাগিলা। সব অঙ্গ বেশ ভাতি বৈকত হইল। অঙ্গ মধুরিমা

মৃত নদী বহি যায়। তার ঢেউ দুহু মন নয়ন ডুবায়॥ এক গণ্ড অল্প উচ্চ তাম্বূল চর্ব্বিত। অলকা আবৃত ভালে ঘর্ম্মজ লাঞ্ছিত॥ বিশ্রস্ত হইল কেশ কুসুম আবলি। কেশ অংশ কুচ অংশের হয় বিলোলি॥ বহু গন্ধ চূর্ণ বস্ত্র অঞ্চলে বান্ধিলা। কিঙ্কিণী শৃঙ্খলা দিয়া দৃঢ় বন্ধ কৈলা॥ কাম উদ্দীপন নর্ম্ম গান আরম্ভিলা। কৃষ্ণেরে সিঞ্চন করি আত্ম রক্ষা কৈলা॥ গন্ধ চূর্ণ সবে কৃষ্ণ উপরেত ডারে। পুষ্পের কন্দুকগণ ডারে প্রেম ভরে॥ মৃদু যন্ত্র কূপি সব ডারেন প্রকারে। সুগন্ধি সলিল যন্ত্র দিয়া মুক্ত করে॥ শ্রীরাধিকা আদি করি অতি প্রেম কাযে। সিঞ্চন করিলা কৃষ্ণ রসময় রাজে॥

যথারাগঃ। গোবিন্দের বাম অংশে, পুষ্প ধনু অবতংসে, তাহাতে ঘটনা পুষ্পবাণ। বামহস্ত পদ্মতলে, মণি পিচকাই ধরে, ভূষা পরে সোনা দশবাণ॥ সূক্ষ্ম শুক্ল বাস পরে, তুন্দ বন্দে বংশীধরে, পটুকা অঞ্চলে গন্ধ চূর্ণ। পিচকাই গন্ধ জল, উভারয় কান্তাপর, সবা সিক্ত কৈল যাঞা পূর্ণ॥ আশ্চর্য্য যন্ত্রের কথা: শুন রসময় গাঁথা, এক মুখে নিকসয়ে ধারা। বাহ্যে এক শত ধারা, আকাশে সহস্র ধারা, পড়িবার কালে লক্ষ ধারা॥ কোটি ধারা হয়ে পড়ে, সব কান্তাগণোপরে, সিঞ্চে সব প্রিয়া এই মতে। যত শিশি ভরা গন্ধ, চূর্ণ বস্ত্র পর বন্দ, তাহা কৃষ্ণ ডারে পৃথিবীতে॥ কূপ ভাঙ্গ গোলি পড়ে, গোপাঙ্গনা অঙ্গ ভরে, সেই গোলি হয় লক্ষগুণ। কুঙ্কুমের কণা মাঝে, মৃগমদ বিন্দু সাজে, তাঁ সবার অঙ্গে নহে উন॥ সুবর্ণ লতাতে যেন, ফুটিয়াছে পুষ্পগণ, তাতে সুতিয়াছে অলিগণ। গোপাঙ্গনা প্রতি অঙ্গে, এইমত শোভা রঙ্গে, বিশেষিয়া না যায় বর্ণন॥ কুঙ্কুমের পিচকাই, করতলে লয়ে রাই, কৃষ্ণ

অঙ্গে দিল গন্ধ ধারা। ব্যাপ্ত হৈল কৃষ্ণ অঙ্গ, সেই জলবিন্দু বৃন্দ, নভস্থলে চন্দ্রবিম্ব পারা॥ রাই মৃদু মন্দ হাসি, গন্ধ চূর্ণ যতশিশি, নিক্ষেপ করিল পৃথিবীতে। ঢাকনি ঘুচিল তার, কৃষ্ণ অঙ্গে সেইকাল, ভরি গেল গন্ধ পঙ্করিতে॥ নানা বর্ণ গন্ধ চূর্ণ, পৃথিবীতে হৈল পূর্ণ, আকাশ ভরিল অষ্টদিশা। গন্ধ জল বৃষ্টি তাতে, চিত্র চন্দ্রাতপ মতে, খেলে কৃষ্ণচন্দ্র মৃগীদৃশা॥ কৃষ্ণ গন্ধ পঙ্ক লয়ে, রাই অঙ্গে দিল ধায়ে, স্পর্শে কুট্টমিত ভেল অঙ্গ। প্রেমের কন্দল হয়, কিছুই নিশ্চয় নয়, কৃষ্ণ সঙ্গে রাইর এরঙ্গ॥ হেনকালে সখী আসি, ঢালে গন্ধ জল রাশি, তাতে কৃষ্ণ অঙ্গ পূর্ণ হৈল। এইরূপে সব সখী, গোবিন্দের অঙ্গ তাকি, গন্ধ জলে তনু পূরাইল॥ তাতে কৃষ্ণ ব্যাপ্ত হয়ে, কুচ স্পর্শে কারো যায়ে, কারো মুখে চুম্ব দেই বলে। রাই ক্ষেপে গন্ধ চূর্ণ, কৃষ্ণের উপরে পূর্ণ, পুনঃ২ ধৈরজ না ধরে॥ দেখি কৃষ্ণ তারে ধরি, হিয়ার উপরে করি, বাহু পাশে সে তনু বান্ধিল। তা দেখিয়া সখী যত, হৈলা কাণ্ড পটাবৃত, কৃষ্ণচন্দ্র বাঞ্ছিত পূরিল॥ কন্দর্পের পরিহাস, মন্ত্রবাণ পরকাশ, কটাক্ষে বিন্ধয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া। সেই বাণে বিদ্ধ হিয়া, যত যত কৃষ্ণপ্রিয়া, রহে কাম বিবশ হইয়া॥ তবে তারা কৃষ্ণ প্রতি, মৃদু মন্দ হাসি অতি, অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণ কৈল। সে বাণে ব্যাকুল হরি, পুনঃ বাণ করে ধরি, এইরূপে দুহুঁ বিদ্ধ হৈল॥ পৃথিবীতে জলধর, ধরি নব কলেবর, সৌদামিনী সেচে গন্ধজলে। বিজুরী সঙ্গিতে ফিরে, গন্ধজল বৃষ্টি করে, অতি চিত্র মেঘের উপরে॥ বৃন্দা আদি সখীগণ, নেত্র নদী অনুক্ষণ, এই লীলামৃতে পূর্ণ,

হয়ে। এই মতে নানা লীলা, করে কৃষ্ণ সখী মেলা, এ যদুনন্দন দাস গায়ে ॥

এইরূপে ক্রীড়া কৃষ্ণ কৈলা বহুক্ষণ। দোলাম্বুজ বেদী আইলা সঙ্গে সখীগণ ॥ বৃন্দা কুন্দলতা প্রতি দৃগিঙ্গিত কৈলা। সহায় করিহ দুহেঁ এই জানাইলা ॥ এত কহি অলক্ষিতে রাই করে হৈতে। পিচকাই লয়ে কৃষ্ণ উঠে হিন্দোলাতে ॥ কৃষ্ণ তুণ্ডে বান্ধেছিল বংশী অলক্ষিতে। রাধিকা লইল তাহা আনন্দ সহিতে। তাহা দেখি কুন্দলতা কহেন হাসিয়া। সুকুট্টিনী বংশী রাধে কি কায ছুইয়া ॥ কৃষ্ণ তুমি পিচকাই দেহত তৎকাল। নারীধন সপরশ রঙ্গ নহে ভাল ॥ শুনি তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ নিজ বামকরে। পিচিকাই দেন বংশী অন্য করে ধরে ॥ বংশীর সহিতে ধরে রাধিকার হস্ত। তাহাতেই হইলা ধনী অত্যন্ত নিরস্ত ॥ এইকালে বৃন্দা কুন্দলতা দোঁহে মেলি। অনুৎসুকা ধনি দোলা আরোহণ করি ॥ হিন্দোলার মধ্যে কৃষ্ণ বৈসে প্রিয়া লয়ে। সখীগণ গায় তলে হরষিত হয়ে ॥ হিন্দোলার কাছে গেলা কেহো আগে রহে। হিন্দোলা চালায় সবে আনন্দ হৃদয়ে সহসাতে তেজ করি চালে যবে দোলা। চঞ্চলাক্ষি অঙ্গ ধনী কৃষ্ণাঙ্গ ধরিলা ॥ কুন্তল খসিল দোহার কুণ্ডল বিলসে। কাঞ্চী শ্লথ পুষ্প স্তবকাদি সব খসে। পুষ্পমালা ম্লান দোঁহার কঙ্কণ ঝঙ্করে। সতেজ চলয়ে দোলা স্তব্ধ অঙ্গ ধরে ॥ চঞ্চল চলয়ে দোলা রাধাক্ষি চঞ্চলা। দেখি সখীগণ তবে সহায় হইলা ॥ অতি ব্যস্ত হৈলা রাই দেখি সখীগণ। হিন্দোলাতে উঠে সবে করিতে সেবন ॥ তাম্বুল বিটীকা লয়ে ললিতা বিশাখা। ব্যজন লইয়া চিত্রা চম্পকলতিকা ॥ জাম্বুনদ ঝারি পূর্ণ জল যে লইয়া। ইন্দুলেখা তুঙ্গবিদ্যা উঠে শীঘ্র হয়ে। গন্ধ পঙ্ক

গন্ধ চূর্ণ অনেক লইয়া। সুদেবী রঙ্গদেবী উঠে হিন্দোলা ধরিয়া।। ক্রমে যার যেই সেবা সে তাহা করিলা। পূর্ব্ব দল আদি করি ললিতা বসিলা।। রাধাকৃষ্ণ মধ্যে সখী অষ্টদিগে বৈসে। সেখানে হইল এক আশ্চর্য্য প্রকাশে।। সবে জানে কৃষ্ণ রাধা আমারি সম্মুখে। আমা ভাল বাসে দুহুঁ না হয় বিমুখে।। অথা বৃন্দা কুন্দলতা তলেত থাকিয়া। দোলায় হিন্দোলা অতি সতেজ করিয়া।। সহসা রাধিকা কান্তি পড়ে সখীগণে। প্রতিবিম্ব ছলে কৃষ্ণ সখীপার্শ্ব স্থানে।।রাধাকৃষ্ণ সখীগণ হিন্দোলা উপরে।যে শোভা হইল তুল্য নাহিক দিবারে।।সূর্য্যের মণ্ডল যদি মেঘে না ঢাকয়ে। নবাম্বুদ রুহে বহু বিদ্যুল্লতা রহে।। মহাবায়ু তাতে যদি সতত চালায়। তবে সে হিন্দোলা শোভা উপমা যে হয়।। রাধিকা ইঙ্গিতে কৃষ্ণ ললিতা ধরিয়া। দক্ষিণাংশে বসাইল স্কন্ধে বাহু দিয়া।। রাধিকার স্কন্ধে কৃষ্ণ বাম বাহুদিল। বিদ্যুল্লতা মাঝে যেন জলদ রহিল।। এই মত বিশাখিকা আদি সখীগণ। সবারে দক্ষিণ অংশে কৈল এইমন তার সবে নাম্বিলেন হিন্দোলা হইতে। দুই২ রহে মাত্র কৃষ্ণের সহিতে।। রাধিকাহো তলে আসি ঐছে দোলাইল। বলে ছলে সখী সঙ্গে কৃষ্ণে মিলাইল।। রাধা কর্ণে লাগি তবে ললিতা হাসিয়া। দোলারোহণ কৈল বহু মণ্ডলী হইয়া।। বামপার্শ্বে প্রিয়া কৃষ্ণের সখী দোলা চালে। সেখানে দেখিল এক অতি মনোহরে।। দুই গোপাঙ্গনা মধ্যে কৃষ্ণ যৈছে রাসে। হিন্দোলার মধ্যে তৈছে হৈল পরকাশে।। সুবর্ণ পর্ব্বত যদি বাতাসে চালয়ে। প্রফুল্ল তমাল তরু তাহাতে উঠয়ে।।তাহা বেড়ি স্বর্ণ লতা প্রফুল্ল উঠয়। লতাকে বেষ্টিত যদি তমাল রহয়।। এই রূপে মণ্ডলী বন্ধে সদা যদি চলে। তবে গোপী কৃষ্ণ দোলা উপ

মা এস্থলে।। তবেত ললিতা আর বিশাখাদিগণ। সবেই নাম্বিলা রহে শ্রীরাধারমণ।। তলে আসি সেই দোলা পুনঃ যে দোলায়। ব্যাকুলা হইয়া রাই চাঞ্চল্য তাময়।। গাঢ় আলিঙ্গনে কৃষ্ণে ধরিয়া রহিলা। সখীগণ হাস্যে কৃষ্ণ তৎকাল নাম্বিলা।। কৃষ্ণ মেঘ গোপাঙ্গনা বিজুরী বেষ্টিত। নানা লীলামৃতে করে ভুবন সিঞ্চিত।। বৃন্দা কুন্দলতাদি সবার নয়ন। পদ্মাকর তৃষ্ণা হরে অতি মনোরম।। দোলা লীলা খেলা এই বৃন্দাবন মাঝে। রাধা কৃষ্ণ সখী সঙ্গে যে আনন্দে যজে।। অতঃপর কৃষ্ণ সব সখীগণ সঙ্গে। মধুপান কুট্টিমে আসি বৈসে মহারঙ্গে।। অত্যন্ত শীতল স্থল ছায়া মনোরম। বিশ্রাম করয়ে তাহাঁ শ্রম নিবারণ।। পদ্মদৃশা সব বৈসে কৃষ্ণ দুইপাশে। ব্যাপ্ত হয়া বৈসে আগে মণ্ডলী বিশেষে।। রত্নহার যেন আছে কৃষ্ণ কণ্ঠদেশে। নীল রত্ন নায়ক তাতে যৈছন বিশেষে।। সুচম্প চামর বায়ু করে কোন সখী। সরোজ সিঞ্চয় বায়ু করে অন্য সখী।। কন্দর্পের রুচি জিনি দোহাঁ মুখচন্দ্র। কেলিশ্রান্ত হয়্যা আছে নয়ন আনন্দ।। কোন সখী পাদপদ্ম সম্বাহন করে। এই রূপে দোহাঁর শ্রম কৈল সবে দূরে।। মধুপাত্র পূর্ণ বৃন্দা করিয়া সাজনি। এইকালে ধরে তেহোঁ দোহাঁ আগে আনি।। রাধা কৃষ্ণ দৃষ্টি পড়ে সেই পাত্রমাঝে। নীল স্বর্ণপদ্ম দেখে তাহাতে বিরাজে একেক পদ্মেতে দুই খঞ্জন নাচয়। অকস্মাৎ রাধাকৃষ্ণ মনে এইলয়।। রাধিকা নয়ন মত্ত ভৃঙ্গী লুব্ধ হৈলা। অবিলম্বে আসি নীলপদ্মেতে পড়িলা।। কৃষ্ণের নয়ন দুই মত্ত অলিরাজ। তৎকাল পড়িল যাঞা স্বর্ণপদ্ম মাঝ।। মধুদরপণ মুখ চমক হইলা মুখের সৌন্দর্য্য মধু নেত্র আড়ি হৈলা।। সর্ব্বেন্দ্রিয় নেত্র অনা অঙ্গ জড় হৈলা। দোহাঁ প্রতি অঙ্গে আসি পুলক ভরিলা।।

কন্দর্প মত্তত্তা চিত্ত হৈল দুইজনা। মধুপান ক্রিয়া কালে এই সবঘটনা।। দেখি কুন্দলতা তবে কহয়ে আসিয়া। মুখপদ্ম মধু পান কৈলা নেত্র দিয়া।। নেত্রোৎপল মুখ পদ্মে মধু বসাইয়া। এবে পান কর মধু জিহ্বা আস্বাদিয়া।। তবে কৃষ্ণ মধুপাত্র কান্তা মুখাস্তিকে। লঞা কহে মধুপান করহ রাধিকে।। দেখি রাই লজ্জা পাঞা বক্রমুখী হৈলা। কৃষ্ণ কর পাত্র নিজ করে ত লইলা।। বসন অঞ্চলে ধনী বদন ঢাকিয়া। কিঞ্চিৎ আঘ্রাণ মাত্র লইল দেখিয়া।। কৃষ্ণাধর সুবাসের লাগি সুবদনী। পুনঃ কৃষ্ণ হস্তে দিল মধুপাত্র আনি।। কৃষ্ণের আনন্দ হৈল সে মধু পাইয়া। পানকরে মধু অতি সস্পৃহা করিয়া।। প্রিয়াটবী লতা বৃক্ষে উদ্ভাবিত মধু। বসাইল তাহা দিয়া প্রিয়াধর সীধু।। প্রিয়সখী গণ কৈল নর্ম্ম সুবাসিতে। প্রিয় মধুপান করে প্রিয়ার অর্পিতে।। তবে কৃষ্ণ মধুপাত্র দিল রাই হাতে। পান করে ধনী মুখ-কঞ্জ আচ্ছাদিতে।। দয়িতা গণে স্নিগ্ধ মধু দয়িত অর্পিতে। দয়িতাধর সুবাসিত পিয়েত দয়িতে।। রাধাকৃষ্ণাধর শেষ মধু পাত্রে ছিল। বৃন্দা তাহা লঞা আর দিঞা পূরাইল।। সব সখী আগে বৃন্দা সে পাত্র ধরিল। সখীগণ সেই মধুপান আরম্ভিল।। কৃষ্ণ নিজ চিত্রবিদ্যা তাহা প্রকাশিলা। সবার নিকটে যাঞা আগে পান কৈলা।। সখীগণে জ্ঞান এই কৃষ্ণ আগে আসি। পান কৈল মোর আগে মোর পাশে বসি।। কেবল নিশ্চয় রূপে সব সখী জানে। কৃষ্ণ আসি পিয়েমধু প্রিয়া যে আপনে।। মধুপানে বিঘূর্ণিত শোণ দৃষ্টিকোণ। গন্ধে নিমন্ত্রিত কৈল ষটপদের গণ।। হাস্য চন্দ্রকান্তি সব অধর পল্লবে। কহিল না হয় সেই শোভা অনুভবে। কৃষ্ণনেত্র জিহ্বা সেই সৌন্দর্য্য মাধ্বীক। লেহন করয়ে সুখ পাইয়া অধিক।। ব্রজাঙ্গনামন

তৃষ্ণা পরিপূর্ণ কাযে। কৃষ্ণ মুখ মধুপানে নেত্র জিহ্বা সাজে ॥ কন্দর্প মাধ্বীক আর মধুপান কৈল। মুখপদ্ম মধ্বাধর মধু মত্ত হৈল ॥ বিবিধ প্রকারে মধু বৃন্দা আনে আর। রাধাকৃষ্ণ করে পান সখী পরিবার ॥ তাঁরা পান করে মধু দেখে বৃন্দা আদি। সেপান মাধুরী তার নেত্র উনমাদি॥ অবিরত মধুপান পানে ওষ্ঠাধর। সতত অধর পান মধুর সোসর ॥ কন্দর্পের মধু মদ তৃষ্ণাতে ভরিলা। নিশ্চয় নাহিক কারো কিবা পান কৈলা মাধবাগমন কালে মদন উদয়। তৈছে মধুপানে মন উন্মাদ করয় ॥ মাধবাঙ্গ স্পর্শ জন্য কত মধু পিয়ে। ব্যাকুলা হইলা তাতে বরাঙ্গনাচয়ে ॥ সাম্ভালিতে নারে তনু বস্ত্র ভূষা খসে। কারণ নাহিক সবে অট্ট অট্ট হাসে ॥ অপ্রশ্নোত্তর করে প্রলাপ অকারণে। বল্লভীগণের জন্মে বারুণীর পানে॥ নিধুবনের পূর্ব্বে প্রিয়াগণের একায। শিথিল গমন বাস সুকেশ সুসাজ॥ বচন স্খলন মধু মদের কারণ। কৃষ্ণ প্রতি সহায় করয়ে এইগণ ॥ কেশ বাস বাক্য গতি সব শ্লথ হৈল। নেত্রান্ত অরুণ ঘূর্ণা দুই প্রকাশিল ॥ বদন সৌরভ্য নর্ম্ম উক্তি ব্যক্ত তাতে। দৃষ্টি ভ্রমি হৈল করে ধৃষ্টতারততে ॥ মধুমদ হৈতে যত ব্রজাঙ্গনা গণে। যত করু সব কৃষ্ণ সুখের কারণে॥ ব্রজাঙ্গনা হৃদি রাগ কৃষ্ণ প্রতি যত। নারীর স্বভাব লজ্জা করয়ে গোপিত ॥ মধুর মত্ততা টোপ সহিতে নারিল। নেত্রোৎপলে সেই রাগ বাহির হইল॥ নবীন কিশোরী কেহো নব মধুপানে। মদোদ্রেকে ভ্রান্ত নেত্র প্রলপে তখনে॥ লল ললিতে পপপদ্ম রাধাচ্যুতে। সসস সকল মম মণ্ডল ভ্রমাইতে ॥ বিবিবি বিপিন মম মহির সহিতে। গগগ গগণ কে ললল লম্বিতে ॥ বিকচ অম্ভোজ জিনি মুখ পদ্মগণ। তার পূরি

মলে ভৃঙ্গকরে আকর্ষণ।। মধু আর অধর মধু পানেত হইতে ঔদ্ধত্য কন্দর্প মদে লোল কৈল চিত্তে।। কৃষ্ণ চিত্ত লোল নেত্র রক্তোৎপল জিনি। ললনা বিলাসে চিত্ত করয়ে বাঞ্ছনি ।। পদ্ম মধু পানে যেন তৃষ্ণা অলিগণে। ঐছনে বাঢ়য়ে তৃষ্ণা কৃষ্ণ প্রিয়া মনে।। মধু মদে মত্ত হৈলা রাধা সুবদনী। রমণ স্পৃহাতে করে শয়ন বাঞ্ছনি।। সেবাপরা সখী যারা তারা সেবাকরে শয়ন লাগিঞা ধনী শরীর নিশ্চলে।। দোহাঁর নিগূঢ় তৃষ্ণা জানি কুন্দলতা। কৃষ্ণ প্রতি কহে কিছু বয়ন হর্ষিতা।। অশোক কুঞ্জেতে তুমি করহ গমন। কান্তাবতংসার্থ গুচ্ছ আনহ এখন শুনি কৃষ্ণ তাঁর কথা গেলা সেই কুঞ্জে। কোকিল ডাকয়ে যথা অলিকুল গুঞ্জে।। এথা সে রাধিকা ঘূর্ণা পূর্ণ দৃষ্টি হয়া। কুঞ্জাভিধ কুঞ্জরাজে সুতিলা আসিয়া।। দিব্য পুষ্পশয্যোপরে করিলা শয়ন। সেবাকরে সেবাপরা যত সখীগণ।। সখীগণ মুখে জৃম্ভা গদ্গদ বচন। গন্ধোত্তম বহে সদা অধিক আনন।। আঘূর্ণ নয়না সব বস্ত্র শ্লথ অঙ্গে। ইতস্তত পড়ে পদ অলস তরঙ্গে।। সুপদ্ম বদনী মদ খঞ্জন নয়নী। পদ্মপত্র তল্পে সবে করিলী শয়নি।। স্থল পিঞ্জরিত পুষ্প কিঞ্জিল্ক সহিতে। স্থানে স্থানে কুঞ্জে কুঞ্জে রহে এই মতে।। এইত কহিল রাধা কৃষ্ণের বিলাস। ফাগুখেলা দোলা লীলা মধু পানে হাস।। অত্যন্ত রহস্য কথা কহিতে না জানি। তথাপিহ চিত্ত লোভে করি টানাটানি।। গোবিন্দচরিতামৃত রসময় কথা। শুনিলে মিলয়ে রাধা কৃষ্ণ যে সর্ব্বথা।। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এ যদু নন্দন কহে গোবিন্দ চরিত।।

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে মধ্যাহ্ন বিলাসে দোলালীলা মধুপান বর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ স্বর্গঃ।। ১৪।।

কঙ্কেলি পল্লবকম্পিত কর্ণপূর, কঙ্কেলি বল্লী নবকস্তব
কাঞ্চিপানিঃ। তত্রাগতোথ স হরিঃ প্রবিবেশ তূর্ণং,
বৃন্দা দৃশোদিত নিকুঞ্জ সরোজ মুৎকঃ ॥ ১৫ ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। জয় শ্রীজীব গোস্বামী দাস রঘুনাথ ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট জয় ব্রজ বাসী। জয় গদাধর গৌর প্রাণধন রাশি ॥ জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা রসময়। ব্রজাঙ্গনা বৃন্দ যত সব জয়২ ॥ বৈষ্ণব গোসা ইর পদে করিঞা প্রণাম। যৈছে তৈছে করি যত কৃষ্ণ লীলা গান ॥ এইরূপে কৃষ্ণ আইলা সে কুঞ্জ হইতে। অশোক পল্লব গুচ্ছ কর্ণাবতংসিতে ॥ করে ধরে নূতন অশোক গুচ্ছ আর। এইরূপে প্রবেশ কৃষ্ণ করিলা তৎকাল ॥ বৃন্দাদেবী দৃগিঙ্গিত করি দেখাইল। নিকুঞ্জ সরোজ অতি উৎকণ্ঠাতে পাইল ॥ রাধা নুরধুনী পাইল কৃষ্ণ মত্ত করি। উড়ি পলাইলা সব সখী যে মরালী ॥ লোচন পুষ্করে কৃষ্ণ রাধা মধুরিমা। পানকরে পুনঃ পুনঃ তবু নাহি ক্ষমা ॥ কঞ্চুক শৈবাল দূরে কৈল নিজ করে। নীবিবন্ধ নলিন্যাদি হইল চঞ্চলে ॥ অথা শ্রীরাধিকা তন্দ্রানিমীলিত আঁখি। কৃষ্ণ আগমন প্রাপ্তি স্বপনেতে দেখি ॥ মত্তহঞা নীবি কুচ আকর্ষণ করে। বাম্য প্রলাপ করি তাঁরে যেন বারে ॥ আমি আমি আমাকেত পরশ না কর। কিকি কি বিধান তুমি করিছে ইচ্ছাধর ॥ শয়ন করিতে দদ দেহ যে আমারে। ঘুর্ঘূর্ণা নয়ন নিদ্রা আকর্ষিল মোরে ॥ রোদন মিশালে হাস্য গদগদ বাণী। স্পষ্টবর্ণ নহে করে বারে কৃষ্ণপাণি ॥ স্বপ্নে এইমত ধনী করিতে জাগিলা। জাগরণে দেখে কৃষ্ণ নিকটে আইলা ॥ কন্দর্প মধুতে ভেল ধনী উন্মা

দিতা। চক্ষু মেলিবারে নারে হৈলা নিমীলিতা ॥ স্বপ্নে বা জাগয়ে ধনী সমচেষ্টা হৈলা দেখিতে কৃষ্ণের চিত্তে আনন্দ বাড়িল স্মরযুদ্ধে বাম্য লজ্জা ধনী সৈন্যগণ। উন্মত্ত অচ্যুত জিনি করি আক্রমণ ॥ কাঞ্চী মূক দেখি ভয়ে মঞ্জীর যুগল। অম্বরে ফুকার করে ধনী কোলাহল ॥ গ্রীবা গ্রহণ যবে করিলা মুরারি। ব্যগ্রকণ্ঠধ্বনি ধনী বহুবিধ করি ॥ সুকাকুতি প্রার্থনা কত করুণা সঞ্চার। কৃষ্ণ চিত্তে সুখ যাতে হইল অপার ॥ কৃষ্ণ নিজ ভুজ গদা দিঞা যে সত্বর। ধনী বাম্য দুর্গ ভেদে গেল বাম্যস্থল ॥ কৃষ্ণের অধর নখ দন্ত আর পাণি। উরু বাহু মুখ এই সৈন্যের সাজনি ॥ সাজিয়া ধনির তনু পরি লুট কৈল তনু পরি যত ধন এক না রাখিল ॥ ধনী কুচকুম্ভে ছিল তারুণ্য রতন। নখ খন্তি দিএগ তাহা করিল গ্রহণ ॥ গূঢ় রতন জানি সেই গর্ত্ত যে করিয়া। লইল তারণ্য ধন কর নখ দিয়া ॥ রাইর অধরে ক্ষত কৈল দন্ত দিয়া। অধর অমৃত নিল চুম্বন করিয়া ॥ বাহু আস্পীড়নে বক্ষ স্পর্শরত্ন নিল। নিজ করে কুন্তলাদি গ্রহণ করিল ॥ চুম্বকাখ্য রত্ন নিল নিজাধর দিয়া। সেইস্থলে রাখে কৃষ্ণ গোপন করিয়া ॥ দেখি রাই বহুধন লুট কৈল যবে। ধৃষ্ট সেনাপতি সঙ্গে সাজে ধনী তবে ॥ লজ্জাধন গেল আর সুখামৃত যত। ক্রোধি হৈলা দন্ত নখ সেনাপতি কত ॥ আপন পৌরস ধনী কৃষ্ণে দেখাইতে। আক্রমণ কৈল তাঁরে অত্যন্ত ত্বরাতে ॥ কাঞ্চী ধ্বনি উচ্চশব্দে দুন্দভি বাজায়। সীৎকার আদি সেই সিংহনাদ হয় ॥ কান্তাকে আক্রান্ত আর ধনী যে কইলা। উত্তংস উদ্ভট দুই নাচিতে লাগিলা অজিত জিনিল করি আনন্দ পাইয়া। মুক্তাবলি নাচে অতি চপল হইয়া ॥ হৃদয় অধর রত্ন কৃষ্ণ যত নিল। নিভৃতে গোপন

করি খালি যে রাখিল ॥ রাধিকার দন্ত নখ খস্তি আদি দিয়া। সবরত্ন নিল তাহা খনন করিয়া ॥ পরবৃত্তি হরিনিল দেখি এই ফল। নিজ চিরন্তন যত নাশয়ে সকল ॥ রাধিকার মুখপদ্ম চপল উপরে। আছয়ে চপল অতি দুইনেত্র বীরে ॥ কৃষ্ণ মুখ পদ্মকোষে মধু যে আছয়। তাহার নয়ন অলি রক্ষা যে করয় তাহা লুটিবার মনে রহে মহাবীর। তৎকাল তাহার আগে হয়ে রহে স্থির ॥ কৃষ্ণ নেত্র দুইবীর শ্রেষ্ঠ অনুমানি। রাধিকার নেত্র বীর ভয় পাইল জানি ॥ নেত্রসৈন্য বীর ধৈর্য্য ভঙ্গ দিল যার। সর্ব্বাঙ্গের সৈন্য পাছে ভঙ্গ দিল তার ॥ শ্রমজল ভরে ধনী ললাট উপরে। চঞ্চল অলকাগণ হইল বিথারে ॥ নিতম্বি নিস্পন্দ কুচ যুগ শ্বাসে চলে। কেশ কাঞ্চী নীবিবন্ধ হইল শিথিলে ॥ নয়নে অলস হৈল ভুজ দ্বন্দ মন্দ। পরাভূত হয়ে দেই কৃষ্ণেরে আনন্দ ॥ কন্দর্প রাজার ধনী নিদেশ পাইয়া কৃষ্ণ আকর্ষিল নিজ পৌরস জানিয়া ॥ আপনেই অকস্মাৎ ভঙ্গ দিল রণে। ইহাতে বিচিত্র নহে শুনহ কারণে ॥ পুরুষ রসেত নহে অবলার সিদ্ধি। অতএব যে অবলা অবলাই বিধি শ্রমজল কণা স্নিগ্ধ নিস্পন্দ মুরতি। গলিত বসনে ভূষা জম্পে তম্পে অতি ॥ কৃষ্ণের হৃদয় অঙ্গ পতিত হইলা। এইরূপে রাই চক্ষু মুদিয়া রহিলা ॥ নবাম্বুদ মধ্যে যেন স্থির তড়িল্লতা। কুসুম শয়নে আছে মদন মোহিতা ॥ নিশ্বাসে উদর ধনির চঞ্চল হইয়া। পুনঃপুনঃ কৃষ্ণোদর পরশে যাইয়া ॥ আনন্দ জড়তা কিবা হয়েছে তাহাঁর। সেবার কারণে জাগাইছে বার বার ॥ সেইত কারণে ধনী তনুর মাধুরী। দর্শন স্পর্শন ইচ্ছা হইল মুরারি ॥ রাধিকার গ্লানি তনু সেবার কারণে। আগমন কৈল কৃষ্ণ ইচ্ছা সখীগণে ॥ দোহাঁ সঙ্গে সন্ধি করি

কৃষ্ণ উঠি যবে। স্বহস্ত অম্বুজ প্রেমে প্রিয়া তনু সেবে ॥
শ্রমজল মাজি কেশালকা সম্বরিল। ধনী শোভা দেখি কৃষ্ণ
আনন্দে ভাসিল ॥ তবে বিধুমুখী কৃষ্ণে প্রার্থনা করিয়া।
কহয়ে করহ বেশ অলঙ্কার দিয়া॥ সব সখীগণ হাস্য রসের
কারণে। কৃষ্ণ নাহি করে বেশ শ্লথ বেশগণে ॥ পুনঃ আম্রে
ড়িত কৃষ্ণ করে বেশ লাগি। নিষেধ করয়ে রাই শয়নানুরাগী
কৃষ্ণপানি পদ্ম ধনী পরশ পাইয়া। কহয়ে বিভ্রম কথা অযা
চক হৈয়া॥ তোমাকে প্রার্থনা কিবা বেশ লাগি কৈল। ব্যর্থ
শ্রম ত্যজ বেশ সুখদ নহিল॥ অলঙ্কার ভার লাগে সহিতে
নাপারি। অবশর ক্ষণে দেহ শয়ন যে করি॥উদ্ঘূর্ণাতে দুঃখ
পাই কি কায ভূষাতে। শুনি প্রিয়াবাণী কৃষ্ণ লাগিলা কহিতে
সহাস্য ক্রন্দন সহ রাই মুখবাণী। অস্পষ্ট বচন পান কৈল
ব্রজমণি ॥ তাহা হৈতে মনমথ উদয় হইল। মত্ত হয়ে হাসে
চিত্তে বিস্ময় জন্মিল॥ সেবাপরা সখী যারা সেবা মাত্র সুখ।
সেবার সময় লাগি হৈয়াছে উন্মুখ ॥ বাহিরে আছয়ে সেবা
উপচার লৈয়া। কুঞ্জেকুঞ্জে প্রবেশিলা সময় জানিয়া॥ কেহত
তাম্বূল দেই কেহো গন্ধধারা। কেহো গন্ধ দেই কেহো দেই
পুষ্পমালা॥ কেহো পাদ সম্বাহই মৃদু মন্দ মন্দ। কেহোত
বীজন করে শীতল সুগন্ধ॥ এইরূপে সেবাকরে সখী সেবা
পরে। প্রণয়ে উন্মাদ হয়ে নানা সেবাকরে॥ তবে দুহু রতি
রণ শ্রম গেল দূরে। বসিলেন রাধাকৃষ্ণ হরিষ অন্তরে॥ তবে
রাই কৃষ্ণে কহে নয়ন ইঙ্গিতে। নিকুঞ্জে শয়নে সখী আনহ
ত্বরিতে॥ সখী বিনু কোন সুখ উদয় না করে। সুনন্দ বিহ্বলে
আছে আনহ তাহাঁরে॥ নর্ম্মে অনুৎসুক কৃষ্ণে রাই পুনঃ
কহে। চলিলেন কৃষ্ণ তাহাঁ রমণ ইচ্ছায়ে॥ মত্ত হস্তি যেন

পদ্মবনে চলি যায়। এইমত চলে কৃষ্ণ আনন্দ হিয়ায়॥ মনেত করয়ে আগে যাব কারঠাই। ললিতা বিশাখা কিবা চিত্রা স্থানে যাই॥ এইরূপে ভাবনা কৃষ্ণ করিতে করিতে। এককালে প্রবেশিল সকল কুঞ্জেতে॥ জীব দেহে যেন আত্মা অনন্ত আছয়ে। এইমত সখী পাশে ব্যাপি কৃষ্ণ রহে॥ যেমন রাইর হৈল স্বপ্ন জাগরণে। তেমতি হইল লীলা সব সখী সনে॥ সখী মল্ল কৃষ্ণপত্নী মল্ল চন্দ্র সনে। কন্দর্পের যুদ্ধ হৈল বিবিধ বিধানে॥ অথাসে রাইরে কুঞ্জে সেবে সখীগণ। ক্ষণেক বিশ্রাম করি বাহির গমন॥ আসি নিজ কুঞ্জ তীরে ঘাটের সমীপে। মণির কুট্টিমে আসি হৈলা উপনীতে॥ ক্ষণেক বিশ্রামকরি বেশাদি করিল। রতি রণ চিহ্ন আদি সব আচ্ছাদিল॥ তথাপি কন্দর্প যুদ্ধে বিমর্দ্দিত তনু। যত্নস্থল মাজিলেহো চিহ্ন রহে জনু॥ নিজসখী প্রতি ধনী সরোষ প্রণয়ে। বিভঙ্গুর ভুরুলজ্জা নানা মত হয়ে॥ অলসে বিশ্লথ ভুজ স্খলন গমন। অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি রহে এই মন॥ সব কুঞ্জ হৈতে যত সখীগণ আইলা। রাধিকার সঙ্গে আসি সবেই মিলিলা॥ কৃষ্ণ কুঞ্জ হৈতে তবে বাহিরে আইলা। সুবল বটুকে সঙ্গে করিয়া আনিলা॥ কান্তাদরে মুখ দেখি হাসিতে হাসিতে। তাহার নিকটে আইলা সখার সাহিতে॥ তবে কুন্দলতা বৃন্দাদেবী যে আইলা। ভোগচিহ্ন দেখি নানা পরিহাস কৈলা॥ নানা নর্ম্ম কথা কহি ব্রজাঙ্গনা গণে। ধূর্ত্তা কুন্দলতা কৈল লজ্জা বিভরণে কৃষ্ণ রতি লীলামৃত সিন্ধু সুগম্ভীর। সতত দুরবগাহ প্রেম পাট ধীর॥ প্রণয়ী লোকের হয়ে আস্বাদ বিরল। তটস্থান্য করিলে সে ভাগ্য যে প্রবল॥ যথা রাগ॥

কেলী যুক্ত মঞ্জু কেশ, লোটনি গ্রীবান্ত দেশ, বান্ধে বাস

অতি দৃঢ়করি। নব সূক্ষ্ম শুক্লবাস, পরে সবে মনোল্লাস, ভূষা রাখে সখী স্থানে ধরি ॥ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কান্তি, নব ঘন পুঞ্জ ভাঁতি, উদয় চন্দ্রাংশু জিনি ছটা। নয়ন প্রভাত পদ্ম, সকল আনন্দ সদ্ম, সে কটাক্ষ কামবাণ ঘটা ॥ কেলি শ্রম শান্তিকাযে, জললীলা রঙ্গে সাজে, লোল হৈল্ল কৃষ্ণচন্দ্র মন। রাই কর পদ্ম ধরি, কুণ্ডজলে নাম্বে হরি, সঙ্গে নাম্বে সব সখীগণ ॥ যেন মত্ত হস্তি বনে, সঙ্গেত করিণীগণে, বহু শ্রমে নাম্বে নদীজলে। নিজ সুখে খেলাকরে, যাতে শ্রম যায় দূরে, কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা তেন চলে ॥ গোপী নেত্র উৎপল, মুখ পদ্ম নিরমল, কুচ চক্রবাক মনোহর। তনু বাহু মৃণালিকা, অলকা মধুপধিকা, হাস্য কুমুদিনী মনচোর ॥ কৃষ্ণ চক্ষু মত্তগজ, দেখি গোপাঙ্গনা ব্রজ, প্রতি তনু নদী করি মানে। কেহ তটে তীরে থাকি, জল দেন কৃষ্ণ তাকি, বলে কৃষ্ণ ধরি তারে আনে সেখানে লইয়া হাসে, তবে কত সুধা খসে, থরহরি কাঁপে তার অঙ্গ। জানুজলে কেহ স্থিতি, কেহ উরুজলে রতি, নাভিসম জলে কেহ রঙ্গ ॥ কৃষ্ণে দেই জল রাশি, সবার বদনে হাসি, সূক্ষ্ম বস্ত্র তিতি লাগে গায়। অঙ্গের সৌষ্টব ধূলি, লাবণ্য তরঙ্গ শালী, কৃষ্ণমত্ত হস্তি বদ্ধ তায় ॥ তৈছে কৃষ্ণ তনুশোভা, সুধা ধর তনু লোভা, লাবণ্য তরঙ্গ গণ বহে। গোপাঙ্গনা চক্ষু যত, করিণীর ঘটা কত, নিমগন হইয়া রহয়ে ॥ কৃষ্ণ নাভি জলে থাকি, গোপাঙ্গনা তাকি তাকি, আকর্ষয়ে অতি হর্ষভরে। তারা কৃষ্ণে হর্ষকরে, শীতে আর্ত্তিকম্প ছলে, রোদন মিশালে হাস্য করে ॥ শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম, নীলপদ্ম হেমপদ্ম, রক্ত উৎপল গণ আর। কুমুদিনী নীলোৎপল, মধুরজ পরিমল, তুণ্ড

জলে কৃষ্ণের বিহার॥ বৃন্দা আর নান্দীমুখী, ধনিষ্ঠাদি হয়ে সুখি, দেখি রহে ঘাটের কুট্টিমে। রাই জয় জয় বোলে, নানা পুষ্প বৃষ্টিকরে, পরম আনন্দ পায়ে মনে॥ বটু আর কুন্দ লতা, সুবল সংহতি তথা, তীরে রহে অন্য কুট্টিমাতে। পুষ্প বৃষ্টি সদাকরে, কৃষ্ণ জয় জয় বোলে, চিত্তে অতি হয়ে হরষিতে তবে কৃষ্ণ জলকেলি, আরম্ভিলা প্রিয়া মেলি, সবে জল দেই কৃষ্ণ গায়। প্রথমে অলপজল, কৃষ্ণ দেই প্রিয়াপর, তাসবার আরতি বাড়ায়॥তবে গোপাঙ্গনা অঙ্গ, দেখিতে সৌন্দর্য্য রঙ্গ, সহস্রাক্ষ প্রায় হৈলা হরি। সবার নিকট যাইতে, সহস্র চরণ রীতে, সহস্র বাহু আলিঙ্গনে ধরি॥ উদর সমান জলে, মৃগী দৃশা গণ খেলে, জলদিয়া হাসে পদ্মমুখে। কুচ চক্রবাক তার, না নিবারে সবাকার, সহস্র কর হয়ে কৃষ্ণ সুখে॥ বটু দেখি কৃষ্ণরীত, আনন্দিত হয়ে চিত, শ্রুতিবাণী পড়য়ে হরিষে। সহস্রপক্ষ সিংহাক্ষ, সহস্র বাহু কহে লক্ষ, স্নানমন্ত্র পড়য়ে বিশেষে স্মৃতি বাণী নান্দীমুখী; পড়ে কৃষ্ণ রীত দেখি, অতিশয় করিয়া বিস্তার। সর্ব্বত্রেই হস্ত পদ, নখ মুখ শির কত, হাসি হাসি কহে বার বার॥ জলবৃষ্টি করে হরি, এদিগ বিদিগ ভরি, ব্রজাঙ্গনা লতা হৈল লোল। কৃষ্ণমূর্ত্তিজলধর, মালা হৈলা অবিরল, ঘন বর্ষে প্রিয়ার উপর॥ কৃষ্ণহস্ত জল পায়্যা, সখী ভেল সখী ছিয়া, অতিবৃষ্টি ভয়ে পলাইলা। আউলাইল ভুজ লতা, কেশ বস্ত্র শ্লথ মতা, পুষ্পমাল্য ছিড়ি দূরে গেলা॥ বিমুখী হইলা রণে, সব গোপাঙ্গনা গণে, নিরমল জলে ভাসাইলা। কৃষ্ণ বহুরূপ ধরি, সর্ব্ব বস্ত্র নিল হরি, ব্যস্ত প্রায় সবেই হইলা॥ দেখি কৃষ্ণ শীঘ্রহৈয়া, তরঙ্গ হস্তেত দিয়া, পত্রে আচ্ছাদয়ে অধ স্থান। হস্ত কঞ্চুলিকা করি, রহে সব গোপনারী, দীর্ঘ কেশ

ঝাঁপিয়া বয়ান ॥ কৃষ্ণস্থানে সব সখী, পরাভব হইলা দেখি, রাই ভেলা সখী দুঃখে দুঃখি। কৃষ্ণে জিনিবার তরে, কহে কথা মধুঝরে, যুদ্ধকরে হাসি সুধামুখী ॥ রাধাকৃষ্ণ জল রণ, পাছে কৈল সখীগণ, বাড়ি গেল জলযুদ্ধ রঙ্গ। এককালে সবা সনে, কৃষ্ণকরে বহু রণে, আনন্দে দ্রবিল সব অঙ্গ ॥ করাকরি যুদ্ধ এবে, ভুজাভুজি হৈল তবে, তার পাছে যুদ্ধ নখানখি। অঙ্গাঅঙ্গি যুদ্ধ হৈল, তবে রদারদি কৈল, তবে হৈল যুদ্ধ মুখামুখি ॥ রাই অঙ্গ পরশনে, হর্ষ হৈল কৃষ্ণ মনে, যুদ্ধ ভেল আনন্দ মন্থর। দেখিয়া ললিতা হাসে, কহয়ে মধুর ভাষে, না পীড়হ গোবিন্দ কাতর ॥ কেশ চূড়া ভঙ্গ দিল, পুষ্পমালা ছিন্ন ভেল, ললাটে তিলক লুকাইল। কাঁপয়ে কুন্তল রাজ, কৌস্তুভ পাইল লাজ, গণ্ডে তুয়া শরণ লইল ॥ জলযুদ্ধে জয়াজয়, যেমত যাহার হয়, দেখি তীরে সব সখীগণ। তৈছে করে পরিহাস, কহে রসময় ভাষ, যাহা শুনি যুড়ায় শ্রবণ ॥ তবে কৃষ্ণ রাধা ধরি, বলে আকর্ষণ করি, লয়ে গেলা কণ্ঠ সম জলে। কভু জলে মগ্ন করে, কভু বা উপরে ধরে, হেমপদ্ম যেন করি করে ॥ সুবাহু মৃণাল দিয়া, ধনী আনন্দিত হিয়া, কৃষ্ণ কণ্ঠ যতনে ধরয়। মুখ পদ্ম ঝাঁপে কেশে, রাধিকা পদ্মিনী ভাসে, হরি করে ধরে উৎকণ্ঠায় ॥ অথা সব সখীগণে, লুকায়ে হে মাম্ভ বনে, মুখপদ্মে মিশাইয়া রহে। তাহা দেখি কহে ধনী অন্য সহ ব্রজমণি, সখীগণ কোন স্থানে হয়ে ॥ শুনি কৃষ্ণ কণ্ঠ জলে, রাইরে থুইয়া চলে, অন্বেষয়ে সখী পদ্মবনে। এইকালে লুকায় রাই, হেমাম্বুজ বনে যাই, মিশাইল মুখপদ্ম সনে ॥ অথা কৃষ্ণ সখীগণ, করি ফিরে অন্বেষণ, যাহা দেখি হেমাম্বুজ বন। হেম পদ্মগণ পাশে, নীল উৎপল ভাসে, তার পাশে

শৈবালক গণ ॥ শশীমুখ নেত্র কেশ, মানি তারে সেই দেশ, যাই কৃষ্ণ চুম্বে পদ্মগণে। তৃষ্ণার্ত্ত ভ্রমরগণ, অতি উৎকণ্ঠিত মন মধুপান লালসার মনে॥ গোপী মুখ কাছে যবে, কৃষ্ণ মুখ যায় তবে, মুখপদ্ম যুড়ি রহে তারা। এককালে সবাসনে, হয়ে নানা কাম রণে, বহে কত প্রেমরস ধারা॥ কভু কৃষ্ণ রাইমুখে, মুখ দেন নিজ সুখে, চুম্ব দেই রম মধুলোলে। গোপী কুচ আস্ফালনে, লোল জল পদ্মগণে, উড়ে কত ষট্‌পদ বিভোরে॥ গোপী শ্রমে কৃষ্ণ অঙ্গ, তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র, কঙ্কণ বলয়া খসে জানি মৃণাল কঙ্কণ গণ, হয়ে হরষিত মন, দিল গোপাঙ্গনা প্রতি পাণি॥ কুণ্ডেত কুমদ বন, মৃণালিকা অনুপম, হংসগণ পদ্মবন ভরে। চক্রবাক নীলোৎপল, ভরিয়াছে কুণ্ডজল, অনুপম শোভা মনোহরে॥ গোপী হাস্য বাহুগতি, বদন নয়ন সতি, উরোজ উন্নত মনোরম। কুণ্ড সম দেখি শোভা, কৃষ্ণচক্ষু বাড়ে লোভা, বিহরয়ে মত্ত হস্তি সম॥ নিতম্ব উরুজ গণ, করয়ে যে আস্ফালন, তাহাতে কাঁপয়ে কুণ্ড জল। বায়ুর তরঙ্গ তাতে, জল পদ্মগণ রীতে, রহিতে যাইতে নাহি বল॥ গোপাঙ্গনা মুখামৃত, রুচিকুণ্ডে সুখোদিত, স্তন চক্রবাক খেলে কাছে। যাহা দেখি কোকগণ, সবিশ্বাস হৈলা মন, ক্ষণে ভয় মনে নাহি বাসে॥ রাই মুখচন্দ্র যবে, উয়ল কুণ্ডেতে তবে, নীলোৎপল কৈরব বিকাশ। সকল ষট্‌পদ গণে, নিশি দিশি নাহি জানে, সমকালে সমান বিলাস॥ সে কৌতুকে গোপীগণ, তুলনা না হয় মন, দেখি মধুকর গণ রঙ্গ। উৎপল কুমদ গণ, প্রবেশে যে পদ্ম বন, মধুপানে মত্ত হৈল ভৃঙ্গ॥ অলক্ষিতে এইকালে, কৃষ্ণ লুক ইলা জলে, নীলপদ্ম বনের ভিতরে। তা দেখিয়া গোপী গণ, গেল নীলপদ্ম বন, অন্বেষয়ে শ্যাম সুনাগরে॥ নীলা

ম্বুজে জ্ঞানকরে, এই কৃষ্ণ মুখ বরে, তাহা যায়্যা চুম্বয়ে তাহারে লাজ পায়্যা অন্যোন্য, হেরিয়া হাসয়ে ঘন, কহে হের নীলাম্বুজ বরে॥ হেনকালে চিত্রা কহে, দেখ দেখ সখী ওহে, নীলাম্বুজ বনে অদভুতে। রাই সঙ্গে কৃষ্ণ মিলে, দেখি আন ছলে বলে, নীলাম্বুজ বনে আনন্দিতে॥ হেমাম্বুজে নীলাম্বুজ, একত্র মিলন বুঝ, তাতে লোল অলি মালা সাজে। তাহাতে খঞ্জন দুই, প্রতি পদ্মে নাচি রই, শৈবালক গণে তাহাঁ রাজে॥ হেমাম্বুজ নীলাম্বুজ, অতনু তরঙ্গে যুঝ, সঘনে চালয়ে তেই চলে। ক্ষণেক বিরল হয়ে, ক্ষণে বা সংযোগময়ে, অনঙ্গ প্রেরিত কুতূহলে॥ জলে হইতে চক্রবাক, যুগল উঠিল তাক, নীলপদ্ম যুগ উঠি ধরে। হেমাম্বুজ যুগ তবে, জলে হইতে উঠে এবে, চক্রবাক ধরি রাখে বলে॥ দুই চক্রবাক লাগি, চারিপদ্মে লাগালাগি, যুদ্ধকরে অতি বিপরীত। লুটে নীলপদ্ম আসি, রাখি হেমপদ্ম রাশি, দেখ চারি পদ্মের চরিত॥ নীলাম্বুজ যুগ কাষ, দেখি পরতেক ব্যাজ, দূরেকর হেমপদ্ম জোর। লুটে চক্রবাক তবে, দেখি অবিচার এবে, অচেতন সচেতন ভোর॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণকান্তা গণে, অঙ্গ সত্য আলাপনে, কুণ্ডজল শ্বেতারুণ শ্যাম। নির্ম্মল গুণী সঙ্গে, নির্ম্মল করয়ে রঙ্গে, স্নিগ্ধজল ভেল অনুপাম॥ এইরূপে নানারঙ্গে, কৃষ্ণ খেলে প্রিয়া সঙ্গে, জললীলা করি উঠে তীরে। এযদুনন্দন কহে, জলকেলি সুধাময়ে, শুনইতে কর্ণ লোভভরে॥

পয়ার। এইরূপে কৃষ্ণ জল বিহার করিয়া। উঠিলা কুণ্ডের তীরে পদ্মিনী সাঞ্চিয়া। যেন মত্ত হস্তি শুণ্ডে জল উঝারিয়া। অজ্জবন সিঞ্চি উঠে উপরে আসিয়া॥ সেবাপরা সখী কৃষ্ণের সঙ্গে প্রিয়া যত। উদ্বর্ত্তন গন্ধ তৈলে অঙ্গ সেবে কত॥ স্নান

করাইল প্রেমে বহু হর্ষ পাঞা। সবেই উঠিলা তীরে আনন্দিত হৈয়া॥ গৌরাঙ্গীর অঙ্গে শুক্ল বসন লাগয়ে। জলধারা সব অঙ্গে বাহিয়া পড়য়ে॥ হেমাচল ক্ষুদ্র শৃঙ্গ শ্রেণী মগ্ন হৈয়া। শারদ অম্বুদ যেন বর্ষে হর্ষ পাঞা॥ কৃষ্ণের বিচিত্র কেশে জলধারা বহে। শিখর উপরে মুক্তা একাবলি রহে॥ ঐছে কৃষ্ণ শোভা দেখে ব্রজাঙ্গনা গণ। এত বিলসিল নহে তৃষ্ণা নিবর্ত্তন॥ স্বপ্নেতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ নব বিলোকন। ভাগ্যে বিঘ্ন হীন দোহে হইল সঙ্গম॥ মধুরীমামৃত যদি বহু পান কৈল। দ্বিগুণ তৃষার্ত্ত তবু ব্রজাঙ্গনা ভেল॥ ব্রজাঙ্গনা দরশনে কৃষ্ণ অঙ্গে ভাব। ভাগ্যবতী সুখ আদি বহু হৈল লাভ॥ তথাপিহ গোপাঙ্গনা কত স্বর ভঙ্গ। মাধুর্য্য দেখিয়া বাঢ়ে সুখাব্ধি তরঙ্গ॥ বিতস্তি প্রমাণ মাত্র কৃষ্ণ মধ্যদেশ। যশোমতি দাম বন্ধে পাইল নানা ক্লেশ॥ এথা ব্রজাঙ্গনা বৃন্দ সঙ্গে বিলসিল। চিত্ত নহে তথাপিহ তৃপ্তি নাহি হৈল॥ সূক্ষ্ম জল বাসে দুহু কেশ সম্মার্জ্জিল। সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র সবে পরিধান কৈল॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়া আর সখীগণ সঙ্গে। শ্রীরত্ন মন্দিরে দ্রুত আইলা বহু রঙ্গে॥ সে মন্দির মাঝে রত্ন কুট্টিমা আছয়। কুসুম রচিত বহু ভূষা তাহা হয়॥ শ্রীরাধিকা নিজ সখীগণ করি সঙ্গে। পরিপাটি করি বেশ করে কৃষ্ণ অঙ্গে ধূপাগুরু ধূমে কেশ আগে শুকাইল। রত্ন কাঁকই দিয়া শোধন করিল॥ ঊর্দ্ধ করি চূড়া কেশে চূড়া বানাইল। শ্যাম সুধার্ণবে নবঘন কি উঠিল॥ মূলে স্থলে আগে অতি সুসূক্ষ্ম করিয়া। মল্লিকা গর্ভক বেঢ়ি মূলে তার দিয়া॥ জাতি পুষ্প যূথি পুষ্প রঙ্গণ বকুল। স্বর্ণ যূথি গুচ্ছ পত্র দিলেন অতুল॥ কেতকীর দল আর চম্পকাদি যত। মত্ত শিখিপুচ্ছ চূড়া উপরে শোভিত

গুঞ্জামালা মুক্তামালা দিল দুই পাশে। ক্রমে উর্দ্ধ২ বেঢ়ি পিচ্ছান্ত পরশে॥ হৃষ্ট হঞা সখীগণ লঞা সুবদনী। চূড়া বানাইল রাই জগত মোহিনী॥ যে চূড়া দর্শনে সব ব্রজাঙ্গনাগণ। লাগিয়া রহয়ে আঁখি না হয় নির্গম॥ অঙ্গনা হৃদয়ে যেই করে পরবেশ। পুনঃ নাহি বাহিরায় ছাড়ি হৃদিদেশ॥ যে চূড়ার ছায়া দেখি নয়নে শ্রীকৃষ্ণ। ভ্রমণ করয়ে হঞা নয়ন সতৃষ্ণ॥ আশ্চর্য্য কৃষ্ণের এই চূড়ার বিলাস। দিয়া নিজ রুচি করে জগত উল্লাস॥ কুঙ্কুম তিলক দিল ললাট সুসমে। পূর্ণ শশী প্রায় করে ললিতা রচনে॥ মধ্যে মৃগমদ বিন্দু অতি মনোরম। চৌদিগে চন্দন বিন্দু করিলা ঘটন॥ ললনা হৃদয় যেন খণ্ডন করিতে। কন্দর্পের স্বর্ণ চক্র কৈল উপনীতে। কৃষ্ণ সর্ব্ব অঙ্গে চিত্র কুঙ্কুম রচিত। চিত্র বেশেশী ত কৈল সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত॥ লাবণ্যের উর্ম্মি যেন বিজুরী ঝলকে। রাসে কৃষ্ণ গোপী যেন এক হয়ে থাকে॥ নবঘন জিনি তনু চিত্রাচিত্র করে। মিত্র গাত্রে চিত্র লেখে অতি মনোহরে॥ সেচিত্র মদন ব্যাধি জাল বিস্তারয়। সখী দৃষ্টি খঞ্জরীট বন্ধ লাগি রয়॥ নানান সুগন্ধি পুষ্পগণের ভূষণে। পুষ্পের কলিকা পুষ্পদল আদিগণে॥ পুষ্পের কুণ্ডল হার কঙ্কণ মঞ্জীর। কিঙ্কিণী অঙ্গদ আদি মণ্ডন শরীর॥ যত অভরণ দিয়া বেশ কৈল অঙ্গে। সে হইল কন্দর্প পাশ দৃষ্টি মৃগী বন্ধে॥ তবেত রাধিকাকান্ত পটাবৃত হঞা। পুষ্প অভরণ বেশ কৈল সুখ পায়্যা॥ সখীগণ অন্যোন্যে বেশ সবে কৈল। সেবাপরা সখীগণ সব সমাধিল॥ তবে বৃন্দা দেবী তারে সম্যক কুট্টিমে। দেখায় অনেক ক্ষণ সামগ্রীরগণে॥ পলাশের পত্র আর শালপত্র গণ। রম্ভাপত্র বকুলাদি অতি মনোরম॥ কুণ্ডীথালি পাত্র সর্ব ধরে সারি২। কতেক সামগ্রী

তাহা গণিতে না পারি। শুভ্রবস্ত্র শুভ্রপুষ্প আসন উপরে। বসিলেন কৃষ্ণ তাহা আনন্দ অন্তরে॥ সুবল বসিলা বামে বটু যে দক্ষিণে। পরিবেশে রাই লয়ে নিজ সখীগণে॥ সখীগণ আনি আনি সামগ্রী যোগায়। পরিবেশে সুধামুখী আনন্দ হিয়ায়॥ শ্বেত রক্ত হরিত পীতবর্ণ নারিকেল। অশয্য শ্লথ শয্য দৃঢ় শষ্য জল॥ বাকলা ঘুচায়ে দিল শংখ বর্ণাকৃতি। মুখ করা নারিকেল দেই হর্ষ মতি॥ কৃষ্ণ তার জলপান করিল সকল তাহা ভাঙ্গি পুনঃ শাঁস খায় মুরহর॥ নানা বর্ণ আম্র নানা বিধ পক্ব ভেদ। নানাবিধে দেই তাহা নাহি পরিচ্ছেদ॥ অল্প পক্ব আম্র আঠি বংকল ঘুচাঞা। খণ্ড খণ্ড করি দিল চর্ব্বণ লাগিয়া॥ কিছু ঘন রস আম্র বংকল সহিতে। মুখ করি দিল তাহা আঠি তেয়াগিতে॥ ভক্ষণ করিল কৃষ্ণ পরম হরিষে। ওষ্ঠেতে অর্পণ করে রসের বিশেষে। পাকা আম্র রসে পূর্ণ মুখেতে কাটিয়া। দিলেন মধুর আম্র খায়েন চুষিয়া॥ তবেত কণ্টকী ফল কোন আঠি হীন। সুবর্ণ উৎপল চাঁপা কোরকের চিহ্ন॥ পূর্ণ রস অতি মিষ্ট কৃষ্ণ তাহা খায়ে। রাই পরিবেশে সব আনন্দ হিয়ায়ে॥ পক্ব পিলু দ্রাক্ষা আর সুপক্ব খর্জ্জুর। তাল শ্রীফল জম্বু কমলা প্রচুর॥ কদলী বদরী আর নকুচাদি যত। নানা ভেদ ফল সব কে কহিবে কত॥ শৃঙ্গাটক তালবীজ ক্ষীরা দৃতি ফল। শালুক কোমলপদ্ম বীজ মনোহর॥ পদ্মের মৃণাল শাঁস পিয়ালের ফল। নানান প্রকার বীজ বাক্য অগোচর॥ ক্ষীরসার চিনি পাকে পক্বান্ন করিয়া। শ্রীরাধিকা আনে যাহা ঘরে বনাইয়া॥ নারেঙ্গ আকার বৃক্ষ চোলঙ্গ আকার। অনেক আনিল সেই বহু ফলাকার॥ ফল পুষ্প যুক্ত বৃক্ষ শর্করার পাকে নির্ম্মাণ করিয়া আনে কৃষ্ণ স্পৃহা যাকে॥ আম বিল্ব দাড়িম্বাদি

নারিকেল তরু। নারেঙ্গ ছোলঙ্গ বৃক্ষ পুষ্প ফলে ভরু।। পক্কান্নের
এইসব বৃক্ষাদি আনিল। এসব খাইয়া কৃষ্ণ হরিষ পাইল।। চন্দ্র
কান্তি গঙ্গাজল আদি লাড়ুগণে। কৃষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদ করে
যার গুণে।। শর্করা কর্পূর লবঙ্গ এলাচি মরিচে। স্থূল সম্ভালিকা
পিণ্ডা বহু আনিয়াছে।। পনস আম্রের রস মধুর সহিতে।
চিনিপাকে কৈল বহু কর্পূর তাহাতে।। অমৃতকেলি কর্পূর
কেলি নাম লাড়ুগণ। আনি কৃষ্ণে দিল কৃষ্ণ করয়ে ভক্ষণ।।
ক্রমে শ্রীরাধিকা পরিবেশন করয়ে। বটু কভু প্রশংসয়ে কভু
বা নিন্দয়ে।। মুখের বিকৃতি কভু করিয়া রহয়ে। তাহা দেখি
সব সখী অত্যন্ত হাসয়ে।। নর্ম্মহাস্য রসে কৃষ্ণ ভোজন করিল
কর্পূর বাসিত জল তাহা পান কৈল।। আচমন কৈল জল দেয়
সখীগণ। খড়িকা খাইয়া মুখ কৈল প্রক্ষালন।। সূক্ষ্ম জলবাসে
মুখ মার্জ্জন করিল। এইরূপে কৃষ্ণ কুঞ্জ ভোজন হইল।। অম্বুজ
মণির মধ্যে গোবিন্দ আইলা। কুসুম শয্যাতে আসি শয়ন
করিলা।। তবেত তুলসী নিজ সখীগণ লয়্যা। কৃষ্ণ সেবা করে
অতি হরষিতা হয়্যা।। কেহ কৃষ্ণ পাদপদ্ম সম্বাহন করে। কেহ
বা তাম্বুল দেই বদন ভিতরে।। ব্যাজন করয়ে কেহ আনন্দ
হৃদয়ে। দরশ পরশ সুখ না ধরয়ে গায়ে।। বটুতে সুবলে খায়
তাম্বুল বীটিকা। পদ্মজাক্ষ কুট্টিমে যায় অলস অধিকা।।
শীতল শয্যাতে যাঞা করিল শয়ন। তবে শ্রীরাধিকা দেবী
লয়ে নিজগণ।। কৃষ্ণের অধরামৃত ভোজন করিতে। বসিলেন
বৃন্দাদেবী লাগে পরশিতে।। শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে বৃন্দা হর্ষ
মেলি। পরিবেশে সবে নর্ম্ম নানা রস কেলি।। ভোজন করিয়া
সবে আচমন কৈলা। শ্রীপদ্ম মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলা।।
শয্যাতে বসিলা তবে রাই সুবদনী। সখী মধ্যে বসিলেন রম

ধীর মণি॥তাম্বূল চর্ব্বিত কৃষ্ণ দিল তুলসীরে।বীড়া দিল নান্দী কুন্দলতা ধনিষ্ঠারে। তবেত তুলসী বৃন্দা শ্রীরূপমঞ্জরী। সেবা পরা সখী লঞা ভোজন আচরি॥ উবরিয়া ছিল যত কৃষ্ণাদি ভোজনে। সেই সব দ্রব্য সবে করিল ভক্ষণে॥ভোজন করিয়া সবে আচমন কৈল। সখীগণ সঙ্গে পুনঃ কুট্টিমে আইল॥ নান্দীমুখী কুন্দলতা আদি যত গণ। সবে যাঞা কুট্টি মাতে করিল শয়ন॥সেবাপরা সখীগণে তাম্বূল চর্ব্বিত। শ্রীরাধিকা দিলা অতি হয়ে হরষিত॥ বৃন্দাকে বীটিকা দিল তাহা যে লইয়া। মন্দির বাহিরে আইলা হরষিতা হৈয়া॥ ওথা কৃষ্ণ হাসি রাই কৈল আকর্ষণ। রাই অতি সলজ্জিতা সহাস্য বদন॥ যত্নে কৃষ্ণ নিজ মুখ তাম্বূল চর্ব্বিত। রাধিকা বদনে কৈল বদন অর্পিত॥ এইরূপে সুতাইল তারে নিজ পাশে। শয়ন করিলা দোঁহু হাস্য পরিহাসে॥ শ্রীরূপমঞ্জরী মুখ্য সখীগণ সহে। পাদ সম্বাহন আর ব্যাজন করয়ে॥ এইরূপে ক্ষণেক দুহুঁ নিদ্রা সুখ কৈল। অনেক আনন্দে দোঁহে শয়নে রহিল॥ এইত কহিল কৃষ্ণের জললীলা গণে। মধ্যাহ্ন সময়ে যেই করে সখী সনে॥ সংক্ষেপে কহিল মাত্র দিগ দরশন। যেই ইহা শুনে পায় কৃষ্ণের চরণ॥ এই সব রহস্য যদি পাষণ্ড না শুনে। তবে অতিশয় সুখ উপজয়ে মনে॥ ঠাকুর বৈষ্ণব পায় করি নিবেদন। পাষণ্ডী না শুনে যেন গূঢ় লীলা গণ॥ রসময় কথা এই গোবিন্দ চরিত। অমৃত হইতে পরামৃত নবীনতা নিত্য॥ রাধা কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এযদু নন্দন কহে গোবিন্দ চরিত॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে মধ্যাহ্নবিলাসে জললীলা বন্যভোজনং নাম পঞ্চদশঃ স্বর্গঃ ॥ ১৫ ॥

অথ ক্ষণান্তৌ প্রতিলব্ধবোধা,বুখায় তল্পোপরি সন্নিবিষ্টৌ। পূর্ব্বং প্রবুদ্ধাঃ প্রসমীক্ষাসখ্যো,বধূঃ সখীভ্যাং সহ তৎ সমীপং।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামি জীবনাথ ॥ জয় জয় শ্রীগোপাল ভট্ট মহা শয়। জয় শ্রীরঘুনাথ দাস প্রেমের আলয় ॥ অন্ধ প্রায় হয় মোর চিত্তের গমন। কৃপা লাঠি দেহ অবলম্বন কারণ ॥ অতঃ পর রাধাকৃষ্ণ শয়ন হইতে। ক্ষণেকে উঠিয়া দোহে বৈসয়ে শয্যাতে ॥ পূর্ব্বেই জাগিয়া আছেন সব সখীগণ। যার যেই স্থান সেই বৈসে করি ক্রম ॥ বৃন্দাদেবী আইলা দুই শুক শারী লয়ে। পঢ়াইল দুহাঁ বাল্যে স্বশিষ্য করিয়া ॥কালোক্তি মঞ্জুলা নাম হয়েত দোঁহার। বিদ্যা বিশারদ দুই সর্ব্ব বিদ্যা পার। অনর্ম্ম পঢয়ে দুহু অত্যন্ত সুস্বরে। জয় বৃন্দাবনেশ্বর কহে উচ্চৈঃস্বরে ॥ জয় বৃন্দাবনেশ্বরী জয় সখীগণে। কৃপাকর সবে মোরে প্রসন্ন নয়নে ॥ বৃন্দারে ইঙ্গিত কৈলা রাই সুবদনী। বৃন্দা বিজ্ঞা আদেশয়ে দুহে তাহা জানি ॥ পঢ় কীর শারী যবে বৃন্দাদেবী বৈল। পঢিতে লাগিলা দোঁহে আনন্দ পাইল ॥ আমি হীন গুণ গণে অতিশয় হীন। কবিত্বাহ নহে যদি মধুর প্রবীণ ॥ তথাপিহ সাধুগণ কৃষ্ণ গুণগণে। আস্বাদন করিবেন অতি হর্ষ মনে ॥ ব্যাধঘরে অস্ত্র থাকে মৃগাদি কাটয়। পক্ষেশ

পরশমণি লৌহ স্বর্ণ হয় ।। তথাপিহ সাধুগণ কৃষ্ণ গুণগণে। আস্বাদন করিবেন অতি হর্ষ মনে ।। মহত ভূষণ করে সে হেম লইয়া। সুখ নাহি পায় কিয়ে মণ্ডন করিয়া।। চক্র অৰ্দ্ধ চন্দ্র যব অষ্টকোণ তাতে। ত্রিকোণ অম্বর মৎস্য কলস সহিতে।। শঙ্খ গোষ্পদ ব্রজে স্বস্তি ধেনুকে। অঙ্কুশ অম্ভোজ ধ্বজ মীন উৰ্দ্ধ রেখে।। পক্ক জম্বু ফল আদি লক্ষ লক্ষ গণে। জয় কৃষ্ণ পাদপদ্ম যুগ মনোরমে ।।

যথা রাগঃ। কৃষ্ণ পাদতল কথা, শ্রবণ পরশ মতা, অন্য অন্য তৃষ্ণা সব নাশে। কৃষ্ণ পদ ধ্যান কৈলে, সকল সম্পদ মিলে, না রাখয়ে বিপদের লেশে।। কৃষ্ণ পদ দরশনে, চমক লাগয়ে মনে, দেখিয়াও মাধুর্য্য সুসমা। সর্ব্বেন্দ্রিয় আহ্লাদয়ে, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়ে, ঐছে কৃষ্ণ পদ মধুরিমা।। কৃষ্ণপদ পরশিলে, সব দুঃখ যায় দূরে, সুখসিন্ধু করয়ে উদয়। এই কৃষ্ণ পদ তল, কোটি চন্দ্র সুশীতল, প্রাপ্তি লাগি মোর বাঞ্ছা হয়।। কৃষ্ণ পদযুগ হয়, সৌভাগ্য মন্দির ময়, সদ্গুণ সম্পত্তি যত আর। প্রাকৃতাপ্রাকৃতে হয়, কৃষ্ণ পদ লীলাময়, ধ্যান মাত্রে মিলে সব সার।। কৃষ্ণপদ উপাসনা, করি করি কতজনা, লীলা চিন্তামণি সম ভেল। ধবলা হইল কাম, ধেনুবর অনুপাম, বৃক্ষগণ কল্পবৃক্ষ হৈল ।। তারা সব প্রাণী জনে, অভীষ্ট করয়ে দানে, হেন পদ কেবা না বাঞ্ছয়। এই কৃষ্ণ পদতল, শ্লথ অতি সুশীতল, পাইতে মোর মন বাঞ্ছা হয়।। কৃষ্ণের চরণ শোভা, পদ্মগণ করে লোভা; মধু হয় লাবণ্য তাহার। যত পদাঙ্গুলী গণ, হয় পদ্মপত্র সম, গোপী চক্ষু ভৃঙ্গ সুধাপার।। নখর নিকর যত, পদ্মের কেশর মত, সৌরভ তরঙ্গ সদা বহে। এই কৃষ্ণচন্দ্র পায়ে, সদা মেন মতি রয়ে, কখন বিচ্ছেদ যেন নহে।। কৃষ্ণ গুণ

পদতলে, পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদ করে, রক্তোৎপল পদ্ম নহে সমা। পদ নখাঙ্কুশ গুণে, দাতা কল্পবৃক্ষ জিনে, অতএব নাহি পদোপমা॥ সকল অভীষ্ট দেই, আছয়ে ত্রিবেণী যেই, সেইবৈস য়ে কৃষ্ণের চরণে। পদ প্রয়াগের তলে, অরুণবরণ ছলে, সর স্বতী করয়ে স্তবনে॥ পদ নখ শ্বেত কাঁতি, নিরমল গঙ্গা ভাঁতি, তাহার উপরে শ্যামরুচি। সেই যে যমুনা হয়ে, অতি সুখে নিবসয়ে, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বমতে শুচি॥ গোবিন্দ চরণে রহি, অন্ধ কার গর্ব্বময়ী, সে ভয়ে অরুণ পলাইয়া। পদতলে রহে দেখি, অতি ভয় পাইলা শশী, নখে পড়ে দশ খান হঞা॥ কলোক্তি শারিকা তবে, বৃন্দা আজ্ঞা পাইয়া এবে, জিহ্বা রঙ্গ ভূমি বাসাইতে। কৃষ্ণের চরণ গুণ, হয়ে আনন্দিত মনঃ, বিশে ষিয়া লাগিলা বর্ণিতে॥ গোপাঙ্গনা হস্তে যবে, কৃষ্ণ পদ রহে তবে, শোভা হয় নীলপদ্ম সম। যবে কুচকুম্ভে ধরে, অশো ক পল্লব বরে, দেখি শোভা অতি অনুপম॥ হৃদয়ে ধরয়ে যবে, রক্তোৎপল হয় তবে, সেই কৃষ্ণ পদ অরবৃন্দ। কমল ন য়ন পায়ে, দেখিত যুড়ায় গায়ে, নয়নে লাগিয়া রহে ধন্দ চন্দ্র ইন্দীবর আর; চন্দন কর্পূর সার, লালন চন্দন সিত গন্ধ। কৃষ্ণের চরণ তলে, এই সব গুণ ধরে, কহনে না হয় পর বন্ধ॥ রাই কুচ অঙ্গ হৈলে; কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে, অতিশয় হয়েত চঞ্চল। রাই কর সুললিত, রাই কুচ সুমিলিত, কুঙ্কুম চর্চ্চিত ঘনতর॥ শোভার সমূহ বৈসে, কৃষ্ণ পাদপদ্ম দেশে, সুমঙ্গল সুন্দর আলয়। এই পদ সম্বাহন, সদা বাঞ্ছে মোর মন, এযদুনন্দন দাস কয়॥

পয়ার। তবে শ্রীরাধিকা পুনঃ নয়ন ইঙ্গিতে। শুক শারী

কাকে কহে কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণিতে॥ কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণন সুধা মধুর চরিতে সখীগণ কর্ণ পূর্ণ করে পুণ্য রীতে॥ তবে কৃষ্ণ অঙ্গ বর্ণে হয়ে শুক শারী। রাধিকার কর্ণদ্বয় রসায়ন করি॥ কৃষ্ণের চরণ দুটি বর্ণন চিকণ। বিলাস করয়ে তনু লাবণ্যানুগণ॥ যমুনা তরঙ্গ যেন ইন্দীবর কলি॥ অর্দ্ধোদয় যেন তেন শোভা মনোহারি॥ কিম্বা কৃষ্ণ পাদপদ্ম তমাল পৃটিকা। লাবণ্য মধুতে পূর্ণ হইল অধিকা॥ ললনা নয়ন অলি জিহ্বার অগ্রেতে। অল্প লেহ্য করি মত্ত সদা বিঘূর্ণিতে॥ শুক বাক্য শুনি শারী বর্ণে পুনর্ব্বার। কূট বাক্য কহে অতি অপর্ব্ব সঞ্চার॥ কৃষ্ণপাদ দুটি ছলে বিধির বিধান। নীল সুদাড়িম্ব দুই কৈল নিরমাণ॥ রাধিকা নয়ন কির যুগের পুষ্টিতা। কারণে রচিল বুঝি করি সুপক্বতা॥ কৃষ্ণ পদ স্পর্শে যেই রুচিদ্বয় হয়। সে মাধুর্য্য করে চিত্তে চমৎকার ময় রাধিকার মন বৃত্তি সখী কুমারিকা। বসিবার তরে লঘু কন্দর্প কন্দুকা॥ শ্রীকৃষ্ণের জঙ্ঘাছলে বিবিধ ঘটনা। ভুবন ভরল মূল স্তম্ভের যোটনা॥ যুবতী জনের চিত্ত পীড়ার কারণে। নীল প্রস্তাধর রাখি কৈল নিরমাণে॥ কিম্বা মরকত মণি রম্ভা স্তম্ভ জিনি। বহয়ে মাধুর্য্য অতি সুন্দর লাবণি॥ পাপ বিঘা তয়ে কৃষ্ণের জংঘা যুগল। তরুণ তমালে তাহা কৈল নিরমল গোকুল যুবতী গণ ধৈর্য্য সৈন্য যত। নাশ করিবারে সদা কন্দর্প উন্মত্ত॥ কৃষ্ণ জংঘাছলে লঘু পরিঘা যুগল। তরুণ তমালে তাহা কৈল নিরমল॥ কৃষ্ণ দেহ কান্তি যেন যমুনার ধারা। লাবণ্য অমৃত তার তরঙ্গর পারা॥ চলন কটাক্ষ যেন হংস শব্দ মানি। অতএব যমুনার দুই ধারা জানি॥ কৃষ্ণ জংঘা যুগ অন্য অন্য বিলোকনে। সৌষ্ঠব দেখিয়া লোভ বাড়য়ে মিলনে॥ বেণু লয়ে যবে কৃষ্ণ বাদন করয়। তবে দোহেঁ আলি

ঙ্গনে আনন্দিত হয়॥ কৃষ্ণ জানু দুই শোভা মাধুর্য্য আসন। লাবণ্য লতার কি এ উৎসব কারণ॥ কি এ শোভা লক্ষ্মী ভূষা পেটারি যুগল। কৃষ্ণ জানু দুই হয় অতি মনোহর॥ গোবিন্দের উরুদ্বয় অতি সুললিত। তাতে জানু যুগমণি সম্পুট রচিত॥ গোপাঙ্গনা গণ চিত্ত চিন্তামণি গণ। রাখিবার লাগি কৈল অপূর্ব্ব গড়ন॥ কৃষ্ণ পদ প্রসারণ কুঞ্চন করিতে। বলি নহে এই মাংস অতি সুললিতে॥ রাই করপদ্মে জানু সঘন বলিতে। কৃষ্ণ জানু শোভা পূর্ণ সদা রহে চিত্তে॥ কৃষ্ণ উরুদ্বয় হয় অতি সুললিত। পীন সুচিকণ অধঃ বক্রকা ললিত॥ কন্দর্প নর্ত্তন বৃন্দ নর্ত্তনের বন্দ। সুলাবণ্য কেলি সুধা সদা নর ছন্দ। এই কৃষ্ণ উরু দুই আমার হৃদয়ে। বিঘ্ন নাশ করি যেন সদা স্ফূর্ত্তি হয়ে॥ নীলমণি স্তম্ভযুগ কিবা এই হয়। ব্রহ্মাণ্ড মন্দির বর সদাই ধরয়॥ কন্দর্প যজ্ঞের শ্রুব কিবা এই হয়। কিবা স্ত্রীর চিত্ত করী বন্ধ স্তম্ভ দ্বয়॥ এহো নহে হয়ে কৃষ্ণের উরু মনোহর। উপমা দিবারে নাহি চিত্ত অগোচর॥ কৃষ্ণের নিতম্ব উরু অঞ্চনের স্থলে। নীল রম্ভা অধোমুখি হয়ে উরু ছলে॥ ললনা নয়ন কীর পুষ্টির কারণে। অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ফল অতি মনোরমে॥ উলটা কদলী গর্ভভর বিদারয়ে। আশ্চর্য্য সুশ্লিষ্ট শোভা কৃষ্ণ উরুদ্বয়ে॥ মত্তহস্তি যেন মদ মর্দ্দন করয়ে। ঐছন সুসমা আর মর্দ্দ বাদি হয়ে॥ রাধিকা করভ সেবা সদাই করয়। হেন কৃষ্ণ উরুদ্বয়ে কি উপমা হয়॥ কিকহিব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীশ্রোণী মণ্ডল। পরিসর উচ্চ অতি সুশ্লিষ্ট সুন্দর॥ কামনট অর্ব্বুদের হয়ে বাসস্থল। ব্রজাঙ্গনা শ্রেণী শোভা বাঞ্ছিত অন্তর কোটিবিম্ব হৈতে উর্দ্ধে কৃষ্ণের শরীর। বিলাস করয়ে নব ত মাল সুধীর॥ শ্রোণী ছলে নীলরত্ন চারাতে বান্ধিল। লাবণ্য

জলেত সেই চারা পূর্ণ হৈল ॥ কিঙ্কিণী মরালী গণ তাতে খেলা করে। এছন দেখিয়া কৃষ্ণ স্বশ্রেণী মণ্ডলে ॥ রাই চিত্ত রাজ কৃষ্ণ অঙ্গ সিংহাসনে ॥ সতত বসয়ে বিধি তাহার কারণে শ্রোণী ছলে নীলবস্ত্র সুস্থূল করিয়া। সুচন্দ্র বালিশ কৈল হেলন লাগিয়া ॥ কৃষ্ণ নাভিস্থল কুন্দ কুকুরন্দ নাম। যাহাতে লাবণ্য সুধা নদীর বন্ধান ॥ ব্রজাঙ্গনা নয়ন সফরী মহানন্দে। কেলি করে সদা তাহে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে ॥ রাধা ঠাকুরাণী চিত্ত মৃগেন্দ্র কন্দরে। প্রণাম করিয়ে আমি কৃষ্ণ ককুন্দরে ॥ কৃষ্ণ নাভি ছলে যেই চক্ররেখা হয়। তার মধ্যে স্থল বস্তি নাম শোভাময় নাভি নদী কাছে যেই পুলিন সমান। রাধাচিত্ত নটরাজ স্থল মনোমান ॥ নিজ বৃত্তি অনেক অদ্ভুত নটী লৈয়া। সদা রাস বিহরয়ে সুখাবিষ্ট হৈয়া ॥ নাভি লোমাবলি ছলে কৃষ্ণ বস্তি স্থান। সুধাকূপে আসি আসি করে জলপান ॥ ব্রজাঙ্গনা গণের ইন্দ্রিয়গণ যত। তৃষার্ত্ত জানিয়া বিধি বস্তি নিরমিত ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের মধ্য দেশের সুসমা। সিংহ জিনি মধ্য করে সে কীর্ত্তি গণনা ॥ পলাইল সেই হিমালয়ের গহ্বরে। কি কহিব কৃষ্ণ মধ্যদেশ মনোহরে ॥ কৃষ্ণ নাভি হ্রদয়েতে বড়ই গম্ভীর লাবণ্যের বন্যা ভ্রমি তরঙ্গ নদীর ॥ তৃষার্ত্ত গোপিকা চিত্ত করি গণ তাহে। নিমগন হয়ে আছে উঠিতে নারয়ে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ নব তমাল তরুতে। সুনাভি কোঠর শোভা মকরন্দ তাতে ॥ তাহে শোভে ব্রজাঙ্গনা নেত্রভৃঙ্গীগণ। প্রবিষ্ট হইল পুনঃ না ভেল নির্গম ॥ সেই রসে মগ্ন হয়ে তাহাঁই রহিলা। লাবণ্য মধুতে মত্ত বাহির নহিলা ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মে জন্ম হইল গঙ্গার। বলি লতা দেখি গর্ব্ব হইল যমুনার ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মোপরি করিল বসতি। ত্রিবলি হইলা তিন ধারা শুদ্ধমতি ॥ ব্রজাঙ্গনা নেত্র

ভৃঙ্গী বাণ অলিগণ। কৃষ্ণ নাভি পদ্মমধু করিল ভক্ষণ।। কৃষ্ণে র উদর পদ্মপত্রে আসি বৈসে।। লোমাবলি ছলে কিবা পরম হরিষে।। কৃষ্ণের উদর শোভা পদ্মপত্র জিনি। অশ্বত্থ পত্রের শোভা কিকাযে বাখানি।। কৃষ্ণ তুল্য মধুরিম কহনে না হয়। সর্ব্বলোক নেত্র অলি যাতে আকর্ষয়।। লোম শ্রেণী কালি নাগ কিবা তাহা কহি। কৃষ্ণের উদর ত্রিভুবন শোভা যুহিঁ।। তমা লের নবদল কস্তুরী লেপনে সৌরভ্য মার্দ্দয়ে কৃষ্ণ তুন্দ তারে জিনে।। অতিপুষ্ট নহে বড় পুষ্ট অনুমানি। আঁখি লক্ষ ভৃঙ্গ গণ যাহাতেই জিনি।। নাভি হ্রদ হৈতে আদি রসের প্রবাহে লোমাবলি ছলে হৃদি উচ্ছলিত হয়ে।। অল্প উচ্চ দুই পাশে মধ্যে নিম্ন যার। সেই কৃষ্ণোদরে মন রঞ্জুক আমার।। কৃষ্ণের উদর ছোট নদীর সমান। রাধিকার চিত্তহংসী যেখানে বি শ্রাম।। রাই চক্ষু সকরিকা সদাই বিলসে। কিঙ্কিণী সারস পাণী স্তব্ধ তটদেশে।। লোমাবলি হৃদ জল লাবণ্য অমৃ তে। ত্রিবলিকা সূক্ষ্ম ঊর্ম্মি বিরাজিত তাতে।। নাভিপদ্ম বিল সয়ে অতি মনোরম। কৃষ্ণের উদরোপমা দিতে নাহি স্থান।। কৃষ্ণ দুই পার্শ্ব হয়ে প্রকাণ্ড নাগর। রাই পার্শ্ব নাগরীর বল্লভ সুন্দর।। প্রেয়সীর স্পর্শ লাগি সদা সমুৎসুকা। সুবর্ত্তুল স্নিগ্ধ মৃদু হয়েত অধিকা।। কৃষ্ণ বাম অঙ্গে হয় রমার স্বরূপ। দ ক্ষিণে শ্রীবৎস্য অঙ্গে অত্যন্ত অনুপ।। কণ্ঠে কৌস্তুভ হেম শৃ ঙ্খলে বিরাজে। সদাই বিলাস করে বনমালা মাঝে।। কৃষ্ণ বক্ষস্থল উচ্চ অতি পরিসরে। বল্লভীগণের সব সুখনর স্থলে।। রাধিকার চিত্ত রাজ স্বপীঠ আসনে। সদা বসি রহে নীলমণি সিংহাসনে।। ত্রৈলোক্য যুবতী মন হরণ মাধুরী। বিরাজ ক রয়ে বক্ষস্থলেযে মুরারি।। মুক্তাবলি তাতে শোভে যেন সুর

ধুনী। তনু রোমশ্রেণী সেই ভানুসুতা মানি॥বক্ষের তরলকান্তি যেন সরস্বতী। সঙ্গীত মঙ্গল করে সব ত্রিজগতি ॥ বক্ষস্থল নহে কৃষ্ণের যেন তীর্থরাজে। প্রণাম করিয়ে বক্ষস্থল সব সাজে বাহুস্তম্ভে কান্তিডোরে বন্ধন করিল। বক্ষের লাবণ্য দোঁলা নীলমণি হৈল॥ অশ্রান্ত দোলন করে রতি সিংহ কাম। কিবা দিব কৃষ্ণ বক্ষস্থলের উপাম॥ কৃষ্ণবক্ষে শ্রীবৎসাঙ্ক পার্শ্বে কুণ্ডলিকা। লাবণ্যের জাল তাতে শোভয়ে অধিকা ॥ হেন বুঝি কাম ব্যাধ জাল বিস্তারয়। গোপাঙ্গনা গণ চক্ষু খঞ্জন বাঁধয় কৃষ্ণবক্ষে স্তনাক্ষয় চক্রিকা আছয়। লক্ষ্মী শ্রীবৎসঅঙ্ক পার্শ্বে ক্ষীণ হয়॥ হেন বুঝি রাধিকার চিত্ত কোষালয়। যুবতী রতন ধন তথিমধ্যে হয়॥ বক্ষস্থল নীলমণি কপাট সোসর। চক্রিকা কুলুপ দিল অতি মনোহর ॥ গোপাঙ্গনা চিত্ত বাঞ্ছা পূর্ণের কারণ। তমাল কল্পতরু সুন্দর গঠন॥ সতীগণ সাধ্বী গর্ব্ব সকল নাশিতে। বাহুযুগ ছলে কাম পরিঘ নির্ম্মিতে ॥ কৃষ্ণ বাহু নহে এই গোপাঙ্গনা গণে। হৃদয় তণ্ডুল গণ কণ্ডন কারণে॥ ইন্দ্রনীলমণির কি কুশল অর্গলা। রাই চিত্তালয় রত্ন কপাট অর্পিলা॥ কিবা রাই চিত্ত শুক পঞ্জরের দণ্ড। কি কহিব কৃষ্ণবাহু অত্যন্ত প্রচণ্ড॥ অতিদীর্ঘ বাহুযুগ লাবণ্য উছলে। অতিশয় নব পুষ্ট সর্ব্বচিত্ত হরে॥ লক্ষ্মী বিশ্ব রমণীর বাঞ্ছনীয় শোভা। পীনস্তনী হৃদয়ের সর্ব্ব সুখ লোভা॥ এই কৃষ্ণ ভুজ যুগ মোর মন মাঝে। সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা কাযে॥ তরুণিমা মধুফুল্ল কৃষ্ণতনু বনে। মধুরিমা কাম গজ কৈল প্রবেশনে॥ তার দুই শুণ্ড ভুজ ছলে জানুপারি। সদাই চলয়ে শোভা পল্লব মাধুরি॥ কৃষ্ণ বাহু ছলে বিধি স্তম্ভ দুই কৈল। তাহার মাধুরি দোলা নীলরত্ন হৈল॥ লক্ষ্মী আদি

করি যত অঙ্গনার গণ। মতি দোলাইতে কিবা করিল গঠন ॥ কবিগণ কহে গোপী ধৈর্য্য নাশিবারে। কামরাজ আসি কৃষ্ণ দেহে যন্ত্র করে ॥ নীলমণি শ্রাব বাহু ছলে নিরমিল। আমার মতেতে কিছু আর চিত্ত হইল ॥ প্রলয় উজ্জ্বল রস সমুদ্র হইতে। আশ্চর্য্য প্রবাহ দুই হইল নির্গতে ॥ কৃষ্ণ করতলে শঙ্খ অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কুশে। যব গদা ছত্র ধ্বজ আদি সবিশেষে ॥ পদ্ম ছলে ধনু যূপ স্বস্তিকাদি করি। বজ্র খড়্গ ঘট বৃক্ষ মীন বাণ ভরি ॥ পুরুষ উত্তম কৃষ্ণ লক্ষণ অঙ্কিত। করতলে নানা রেখা অঙ্গুলী সহিত ॥ কোমল স্বভাব কৃষ্ণ হস্ত তলে মনে। কর্কশ হইল মহাপুরুষ লক্ষণে ॥ কোন কবিগণ কহে এইত কারণ। সত্য না হয় যত তাঁহার বচন ॥ কিম্বা গোপী গণ স্তন কমঠি কঠোরে। মর্দ্দন করিতে হস্ত হইল কঠোরে ॥ ব্রজাঙ্গনা হৃদি কাম শরে জরজর। বিষল্যকরিণৌষধি কৃষ্ণ কলেবর ॥ রাই কুচ রস পূর্ণ সুবর্ণ কলস। কৃষ্ণ করতল হয়ে স্পদ্ম বিশেষ ॥ পদ্মের উপরে থাকে পূর্ণচন্দ্র গণ। কামাঙ্কুশ তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ মুকুট সাজন ॥ প্রতি দল শিরে যদি এইমত রহে। তবে কৃষ্ণ করপদ্ম করি যোজনায়ে ॥ কৃষ্ণ স্কন্ধ বৃষ ঝুঁটা নিন্দি উচ্চতরে ॥ উত্তম পুরুষ চিহ্ন বর্ণে কবিবরে ॥ মোর মনে শ্রীরাধিকা সুবাহু মৃণালে। সতত মিলয়ে সুখি হয়ে উচ্চতরে কৃষ্ণ বাহু অংশ দুই উন্নত দেখিয়ে। হেন বুঝি কণ্ঠ শোভা দেখি লোভি হয়ে ॥ এইত কারণে সদা উদ্গ্রীবিকা হঞা। দেখয়ে কৌস্তুভ শোভা মস্তক তুলিয়া ॥ কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশে উর্দ্ধ সুবিস্কৃত অতি। অংশক্রমে কার্য্য যুক্ত হয়ে সর্ব্বমতি। মাধুর্য্য রাজার কিয়ে সুন্দর আসন। নীলমণি বরে কিবা হইল রচন ॥ লাবণ্যের পূর রহে অল্প নিম্নমাঝে। মৃগী দৃশা নেত্র ইষ্ট তৃষ্ণা

পুষ্টরাজে।। এই কৃষ্ণ পৃষ্ঠ্যদেশ স্তবন করিয়ে। যেন মন সদা মোর তাহাই রহয়ে।। শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধ মূলে স্থল মনোহর। ত্রিভুবন জনমিয়ে আনন্দ কন্দর।। উদ্ধ ক্রমে অল্প কার্য্য দেখিতে সুন্দর। যে দেখয়ে তাহা সেই কাম মনে হর। আপন মাধুর্য্য সিংহ স্কন্ধ দর্প হরে। কেশজূট বিলাসের খট্টিয়া সুন্দরে।। সুবর্ণ লতাতে এই মুকুন্দ কন্দর। যে শোভা দেখিয়া কাম হয়ত বিকল।। ইন্দ্র নীলমণি কম্বু কৃত কণ্ঠদেশ। পিক শিশু বাণীনাদ নিন্দি স্বরাশেষ।। কণ্ঠে তিন রেখা হয় অতি মনোহর। ত্রিভুবন জন নেত্র আনন্দ কন্দর।। নব নব নিজ কান্তি ভূষণ শোভিত। যাহাতে হরয়ে কত রমণীর চিত।। কৃষ্ণ কণ্ঠ হয় লীলা অক্ষর সুরধুনী। যাতে বিলসয়ে হংস যে কৌস্তুভ মণি।। লাবণ্যের নদী সহে নর্ম্ম নদী আর। সুন্দর কবিতা নদীগণ নদী সার।। কণ্ঠ প্রতি দেশে ইহা সদাই নিঃসরে। কৃষ্ণ কণ্ঠদেশ রহু আমার অন্তরে।। কৃষ্ণ নাসা হনু আর ওষ্ঠাধর শোভে। সুকণ্ঠ চিবুক শ্রোত্র পদ্মদল হয়ে।। দন্তাবলি হয় পদ্ম কেশর সমান। হাস্য পদ্ম মকরন্দ অতি অনুপাম।। নয়ন খঞ্জন ভুরু ভ্রমরীর পাঁতি। জিহ্বা যেন অম্বুজের কর্ণিকার ভাঁতি।। অতএব কৃষ্ণ মুখ পদ্ম মনোরঙ্গে। সদাই হউক স্ফূর্ত্তি আমার মরমে।। নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণ মুখচন্দ্র মনোহর। কলঙ্ক থুইল ব্রজাঙ্গনার উপর।। কুকবি কহয়ে এই কথা বাক্য রসে। আমার মনেত কিছু বিশেষ আইসে সহজ নির্ম্মল যেই আশ্রয় করয়। নিজ তুল্য করে তারে এইমনে লয়।। চন্দ্রের উপরে যদি বান্ধুলী থাকয়ে। দর্পণ কুন্দের কলি খঞ্জন নাচয়ে।। তিলের কুসুম অর্দ্ধ হয় কামধনু। লোল অলি মালা আর নিষ্কলঙ্ক তনু।। পূর্ণচন্দ্রে থাকে যদি এসব বিধান। তবে কৃষ্ণ মুখচন্দ্রে দিয়েত উপাম।। শ্রীকৃষ্ণ চিবুকে স্থল মোহ

ন বন্ধান। চন্দ্রকান্ত্যে নীলোৎপল দলের সমান।। জননী লালয়ে বাল্যে অঙ্গুলী সহিত। অল্প নিম্ন মধ্যে ভেল করি অনু ক্ষিত।। চিবুকের তলে দুই অঙ্গুলী যে দিয়া। অল্প উচ্চ কৈল অতি শোভার লাগিয়া।।লাবণ্যের বন্যা কৃষ্ণ চিবুকে উছলে। মনোজ্ঞ চিবুক শোভা কে কহিতে পারে।। শ্রবণ চিবুক মূল পরশ সুন্দর। কৃষ্ণ হনু যুগ্ম সন্নিবেশ মনোহর।। মাধুর্য্য জালেতে সব জনের হরে মন।বিহঙ্গের গণে রাখে করিয়া বন্ধন অল্প দীর্ঘ বিস্তারিত হনু মনোরম। মুখ বিম্ব অনুকূল অত্যন্ত সুসম।। কৃষ্ণের শ্রবণ দুই অতি সুকোমল। আকার সৌষ্ঠবে জিনে শষ্কুলি অন্তর।। সুন্দর বচন হয়ে বিষ্টরা ভজনি। নিজ অংশু জালে গিলে সর্ব্ব নেত্রমণি।। মকর কুণ্ডল তার মণ্ডন সুসমা। দেখিয়া অখিল চিত্ত দিতে নারে ক্ষমা।। ভূষণের ভরে অল্প দীর্ঘ বর্ণ তার। বিশ্বাঙ্গনা দৃষ্টি মীন মনোজের জাল।। গোপী মন হরিণীর বন্ধন কারণে। কন্দর্প ব্যাধের জাল লয়ে মোর মনে।। কিম্বা শ্রীরাধিকা চক্ষু খঞ্জন বন্ধনে। মদনের পাশ কণ বন্ধ লয়ে মনে।। রাধিকার পরিহাস সগর্ব্ব নির্দ্দন। গদ্গদ বচনামৃত অতি রসায়ন।। কৃষ্ণ কর্ণ তাহা পান করিতে চঞ্চল। সুরুচি সুশ্লিষ্ট শোভা অরুণ অন্তর।। আমার হৃদয়ে কৃষ্ণ কর্ণ যুগ শোভা। সদা স্ফূর্ত্তি হকু চিত্তে অতিশয় লোভা।। শ্রীকৃষ্ণের গণ্ড দুই পূর্ণচন্দ্র মণি। অত্যন্ত সুশ্লিষ্ট শোভা কহিতে না জানি।। রাধাধরামৃত পূর্ণ রসায়ন শোকে। পুষ্টিতা করিল অতি দেখ পরতেকে।। মকর কুণ্ডল নাচে তার রঙ্গস্থান। আশ্চর্য্য গণ্ডের শোভা অতি অনুপাম।। ইন্দ্র নীল মণিগণ দর্পণের গর্ব্ব। গণ্ডের লাবণ্য কৈল তাহা অতি খর্ব্ব।। কৃষ্ণ মুখে দুই ধারা সৃক্কতার নাম। মধুরিমামৃত নদী আবর্ত্তগর্ত্ত

ঠাম ॥ দশন কিরণে সিক্ত শোভা অনুপাম। নবীন পল্লব যেন দুগ্ধধৌত ঠাম ॥ কৃষ্ণ ওষ্ঠোপরি শ্বাস নির্গমের স্থলে। অল্প নিম্ন হৈল সেই অতি মনোহরে। শ্যাম অরুণিমা যাহা মিলন হইল। অল্প উচ্চ ওষ্ঠ তাহা মাধুর্য্য ভরিল ॥ অল্প উন্নত দীর্ঘ মনোহর সীমা। বন্ধুক জিনিয়া ছবি কি দিব উপমা ॥ কৃষ্ণাধর মঞ্জু বিম্ব বন্ধুক জিনিয়া। মধ্যে অল্প রেখা হয় মন মোহনিয়া ॥ তাহার দর্শনে যত অন্য রাগগণ। হরয়ে স্বভাব এই অতি বিলক্ষণ নিজামৃতে সুবাসিত বংশিকা করয়। সূক্ষ্ম দীর্ঘ শব্দে বিশ্ব চিত্ত আকর্ষয় ॥ ব্রজের রমণীগণের সর্ব্বস্ব পেটারি। রাধিকার প্রাণ সীধু চষক মাধুরি ॥ দশনের চিহ্ন তাতে আছয়ে সুচিহ্ন। কৃষ্ণাধর ওষ্ঠ চিত্তে রহু নিশি দিন ॥ কৃষ্ণের দশন জিনি কুন্দকলি বৃন্দ। আকার সৌষ্ঠব অতি মনোহর ছন্দ ॥ শিখিবর্হ। মুক্তা শোভা অতি অভিমান। দন্ত কান্তিলেশ মাত্রে করয়ে খণ্ডন ॥ যুবতী অধর বিম্ব দংশন কারণে। কৃষ্ণের দশন শুক মুখের সমানে ॥ প্রিয়ার অধর বিম্ব সদা আস্বাদনে। পক্ব সুদাড়িম্ব বীজ সম দন্তগণে ॥ রাধাধর স্বর্ণমণি ভেদের কারণে। কৃষ্ণের দশন নেত্র কামটঙ্ক বাণে ॥ ঐছে কৃষ্ণ দন্তগণ মাধুর্য্যের সার। সদাই স্ফুরুক এই হৃদয়ে আমার ॥ শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র সুহাস্য কৌমুদী। প্রণয়িগণের মন শ্রম নাশাবধি ॥ রাধিকার প্রেম অতি সমুদ্র গম্ভীর। কৃষ্ণ মুখচন্দ্র হাস্যে উছলে অস্থির ॥ আপনার সুপ্রসন্ন কলিকা হইতে। অত্যন্ত আনন্দ পায় বিশ্বলোক চিত্তে ॥ লক্ষ্মী আদি করি যত নিতম্বিনী গণ। কৃষ্ণ মুখ পদ্মগন্ধ বাঞ্ছয়ে সঘন ॥ গোপাঙ্গনা নেত্র ভৃঙ্গী সদা পান করে। আপন মাধুরী বংশী স্থলে যেই ধরে ॥ সেই কৃষ্ণ মুখাম্বুজ হাস্য মকরন্দ। আমার হৃদয়ে সদা করুক আনন্দ ॥ কৃষ্ণ

জিহ্বা রসকাব্য মণি জন্ম স্থান। অশ্রান্ত ষাড়্বিধ রসাস্বাদনে প্রধান ।। বিশ্বজনে সর্ব্ব রস দেন সর্ব্বক্ষণে। রসজ্ঞা যথার্থ নাম রাধাধর পানে।। কৃষ্ণের বচন হয়ে রসালা উত্তম । প্রেমামৃত হাস্য মধু হইল মিলন ।। সনর্ম্ম অক্ষর তাতে সংযোগ করিল। শব্দ অর্থ দুই শক্তি কর্পূরে বাসিল ।। কন্দর্পার্ক তাপ যত ব্রজাঙ্গনা গণে। এইত রসালা করে সে তাপ শমনে ।।সর্ব্ব বিশ্ব সন্তর্পণ করে কৃষ্ণ বাণী। জয়কৃষ্ণ বাণী সুধা সমুদ্র দমনী কৃষ্ণের নাসিকা যেন ইন্দ্র নীলমণি। তিলের কুসুম অধোমুখে আছে জানি ।। ইন্দ্র নীলমণি জিনি শুক চঞ্চু ঠাম। নাসা ছলে কামবাণ কৈল নিরমাণ ।।অতি উচ্চ অগ্রভাগ নাসা মনোহরে। সদা যেন স্ফূর্ত্তি হয় আমার অন্তরে ।। কৃষ্ণের নয়নদ্বয় চন্দ্র কান্ত মণি। গুণিতে ঘটনা কৈল ইন্দ্র নীলমণি ।।অত্যন্ত সুন্দর তারা বিধি নিরমাণ। শ্বেতপদ্ম কোষে ঘুরে ভ্রমরার ঠাম।। নয়নে অত্যন্ত শোভা অরুণ প্রবল। চতুর্দ্দিগে শ্বেত মধ্যে শ্যামতা তরল ।। কামের কন্দুক অতি চিত্র নিরমাণ। তাহাতে তাড়য়ে সর্ব্ব গোপাঙ্গনা মান।। লাবণ্যের সার সুধা বৈসে কৃষ্ণ আঁখি কারুণ্য অমৃত সার ঝারি সম দেখি।। কন্দর্পের ভাবামৃত কিবা বন্যাচয়। জগত প্লাবিত কৈল সর্ব্বানন্দময়।। কৃষ্ণের নয়ন অতি দীর্ঘ সুবিপুলে। অত্যন্ত চিকণ শোণকোণ মনোহরে।। সুস্নিগ্ধ সুপীন ঘন পক্ষ্ম সুচঞ্চলে। তারুণ্যের সার মদ ঘূর্ণনে মন্থরে।। এই কৃষ্ণ নেত্র যুগ্ম আমার হৃদয়ে। সদা স্ফূর্ত্তি হউ সর্ব্ব লীলা রসময়ে ।। কি কহিব গোবিন্দের লোচন কটাক্ষ। সাধ্বী ধর্ম্ম দৃঢ় মর্ম্ম ভেদে মহাদক্ষ ।। কামের সুতীক্ষ্ণ বানাজনি দর্প যার। হেন কৃষ্ণ কটাক্ষের গম্ভীর সঞ্চার ।। সমস্ত দরিদ্র গোষ্ঠী স্বপ্নে নাহি জানে। হেন বাঞ্ছা পূর্ণ করে কটাক্ষের দানে

কৃষ্ণের ভ্রূলতা অতি সুকৌটিল্য বাণ। বিদ্ধ করে যেই বিশ্ব যুবতীর প্রাণ।। যুবতীগণের চিত্ত চঞ্চল হরিণী। বিন্ধিয়া ঘুরায় যেই এদিন রজনী।। সেই কৃষ্ণ ভ্রূলতার কীর্ত্তি অতিশয়। কন্দর্প ধনুকে যেই তৃণতা করয়।। কৃষ্ণের ললাট কৃষ্ণাষ্টমী শশি জিনি। ভ্রূলতা অলকা দুই পার্শ্বেত সাজনী।। গিরিধাতু চিত্র চারু কাশ্মীর তিলকে। কাম যন্ত্রাভিধ নামে মোহয়ে অলিকে রাই মন হরিণীর বন্ধন লাগিয়া। কিরণের জাল কাম বিস্তারিল লঞা।। অলকা মধুপ মালা কৃষ্ণ ভালোপরে। অতি সুললিত শোভা সর্ব্ব মনোহরে।। অঙ্গনা নয়ন মীন বন্ধন কারণে। কন্দর্প কৈবর্ত্ত জাল কৈল প্রসারণে।। গোবিন্দের কেশ শোভা অতি দীর্ঘতর। অত্যন্ত চিক্কণ করে ভ্রমরা গঞ্জন।। অতি সূক্ষ্ম সুকুঞ্চিত ঘনাগ্র সোন্দর। কস্তূরিকা নীলোৎপল গন্ধ মনোহর কন্দর্প চামর নীলধ্বজ শোভা হরে। কৃষ্ণের কুন্তল সদা স্ফুরুক অন্তরে।। চূড়া অর্দ্ধযুক্ত বেণী জূটের বনান। সে সময়ে উচিত সেই বেশ বন্ধান।। যেকেশ রাধিকা চিত্তে অমৃত সমানে। সেই কৃষ্ণ কেশ রহুঁ সদা মোর মনে।। কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য সুধা সমুদ্র জিনিয়া। পারাবার শূন্য তাহা বর্ণন যে ইহা।। নানান ভূষণে করে যে অঙ্গ ভূষণে। সে শোভা করয়ে জগৎ দৃশাদি সেচনে।। সহস্র বদনে অঙ্গ বর্ণন নাহয়। হেন কৃষ্ণ মাধুর্য্যাঙ্গ সুমাধুর্য্য ময়।। এইরূপে কৃষ্ণ অঙ্গ বর্ণে শুক শারী। কণ্ঠে গদ্গদিকা আসি বাক্য রুদ্ধ করি।। তার বাক্য সুধার্ণবে মগ্ন ভেল চিত্তে ক্ষণেকে সবার চিত্ত হইল স্তম্ভিতে। এইত কহিল কৃষ্ণের অঙ্গের বর্ণন। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন।। গোবিন্দ চরিতামৃত সর্ব্ব বেদ সার। সদা আস্বাদয়ে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ

যার ।। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ।।

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে মধ্যাহ্ন বিলাসে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ বর্ণনং নাম ষোড়শঃ স্বর্গঃ ।। ১৬ ।।

শ্রীরাধায়া প্রেরিত যাথ বৃন্দা সংলালিত স্বান্ত্য মুপাগতোহয়ং। দৃষ্টঞ্চ কৃষ্ণস্য গুণানুবর্ণনে স শারিকঃ প্রাহ সভাং স নন্দয়ন্॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপা ধীর। জয় নিত্যানন্দ প্রিয় অদ্বৈত ঈশ্বর।। জয় সনাতন প্রিয় রূপের জীবন। জয় রঘুনাথ প্রিয় স্বরূপ নয়ন।। জয় প্রভু অদোষ দরশী কৃপাময়। এই কৃপাকর যে তোমাতে মতি হয় ।। রাধার প্রেরণে বৃন্দা সুয়াকে লইয়া। সুস্থির করিলা তারে লালন করিয়া ।। কৃষ্ণ গুণ বর্ণিবারে পুনঃ নিদেশিলা। আজ্ঞা পায়ে গুণ বার্ণি সবা সখী কৈলা ।। শুক কহে কৃষ্ণ গুণ সমুদ্র গম্ভীর। অবগাহ্ন নহে কবি মহাং ধীর ।। অত্যন্ত বরাক আমি কি বর্ণিতে জানি। জিহ্বাতে লেহন মাত্র চেষ্টা অনুমানি। যৈছন লাঙ্গুলি ফল সুপক্ব সুন্দরে। লুব্ধ কীর তাতে চঞ্চু অর্পিয়া ঠোকরে ।। ভাস্কর ধরিতে হস্ত প্রসারণ করি। সুমেরু ভাঙ্গিতে চাহি মস্তক উপরি ।। মহার্ণব সন্তরণে পার ইচ্ছা হয়। তৈছে কৃষ্ণ গুণ কহি নির্লজ্জ বিষয় ।। যে জিহ্বাতে কৃষ্ণ গুণ কণা পরশিল। সেই জিহ্বা অন্য বার্ত্তা পরশ তেজিল।। যে কোকিল রসালের মুকুল ভুঞ্জয়ে। সে নাকি কখন নিম্ব কুটমল বাঞ্ছয়ে ।। পূর্ব্বে ব্রজপতি আগে গর্গ মহামুনি। কহিয়াছে কৃষ্ণ গুণ কহিতে না

জানি।। মহত্ত্ব গাম্ভীর্য্য আদি বহু গুণ গণ। এই গুণ সাম্য কিছু লভে নারায়ণ।। অনন্ত মহিমা গুণ অনন্ত বিস্তার। হেন কেবা আছে যেই অন্ত করে তার।। স্বভক্তে বাৎসল্য আর প্রণয় বশ্য তা। বহুত পালন করে বৃত্তি মনোম্মিতা।। ঐছন অনন্ত গুণ সংখ্যা নাহি তার। ঐছে এক গুণ কেহ নারে বর্ণিবার।। কৃষ্ণ রূপ ভুবনের ভূষণ করয়ে। নবীন কৈশোর বয়ঃ মধ্যে স্থির রহে।। কৃষ্ণ বল দেখি গিরি ধরে কন্দু প্রায়। কি কহিব কৃষ্ণ সুশীলতা অতিশয়।।কৃষ্ণের লীলাতে জগমোহন করয়ে। ঐছে কৃষ্ণ দাতা ভক্তে আত্ম সমর্পয়ে।। অখিল প্লাবিত হয় গোবি ন্দ দয়াতে। কি কহিব কৃষ্ণ কীর্ত্তি বিশ্ব বিশোধিতে।। হেন কৃষ্ণ গুণ গণ ভুবন ভিতরে। কে আছয়ে হেন যেই বর্ণিবারে পারে।। গোপাঙ্গনা গণ নিজ কৈশোর বয়েস। যত গুণ যত শোভা যত অঙ্গ বেশ।। যতেক মাধুর্য্য আর কন্দর্পের লীলা। বৈদগ্ধী উজ্জ্বল রস চাপল্য অখিলা।। গোপেন্দ্র নন্দনে তারা কৈল সমর্পণ। অঙ্গীকার কৈলা কৃষ্ণ সাকল্য কারণ।। কৃষ্ণের অখিল অঙ্গে মৃগমদ রস। নীলোৎপল লিপ্ত গন্ধ জিনিয়া সর স।। কৃষ্ণ কক্ষ ভুরু শ্রোণী কেশ পরিমল। জিনিলা অগুরু পারিজাত উৎপল।। নাভি বক্ত করপদ্ম নয়ন সুগন্ধ। কর্পূ র লেপিত পদ্ম গন্ধ করে অন্ধ।। সৌরভ্য অমৃত ঊর্ম্মি বহে কৃষ্ণ অঙ্গে। জগত প্লাবিত হয় যাহার তরঙ্গে।। কৃষ্ণ গুণ গণে গোপাঙ্গনা মনোহরে। গোপাঙ্গনা গণ প্রেম লতাশয়ান্তরে সেই প্রেম হরে কৃষ্ণের চিত্তেন্দ্রিয় গণ। গোপাঙ্গনা বশ কৃষ্ণ এ ইত কারণ।। বংশীধ্বনি করি কৃষ্ণ গোপনারী হরে। গোপ নারী হরি রাস মহোৎসব করে।। রাস মহোৎসবে নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ কৈল। সকল জগতে সেই লীলা প্রকাশিল।। ব্রজেন্দ্রের

কোলে যবে রহয়ে মুরারি। নীলোৎপল দল মালা কৌমুল্য বিস্তারি।। এইত গোবিন্দ অঙ্গের যত গুণগণ। সহস্র বদনে সদা না হয় গণন।। কৃষ্ণোদরে বিশ্ব দেখে ব্রজেশ্বরী মাতা। গিরিবর ধরে করে যৈছে পদ্ম পাতা।। সবে রাধা মুখাম্বুজ দর্শন হইতে। যতেক আনন্দ হয় না পারি কহিতে।। কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য বন্যা তরঙ্গ উছলে। রাই নিজ প্রতিবিম্ব তাহাতে নেহালে।। আত্ম প্রতিবিম্ব দেখি অন্য নারীগণি। বিমুখী কাঁপয়ে অঙ্গে সুনিশ্চয় জানি।। রাই রসমান ঊর্দ্ধ্ব কেহ নহে আন। অনন্যতা কৃষ্ণ চিত্ত যাহাতে প্রমাণ।। অন্যাঙ্গনা প্রতি কৃষ্ণ চিত্ত নাহি যায়। পদ্মমধু লুব্ধ অলি লতাকে বাঞ্ছয়।। কৃষ্ণের বিচন্দ্র হয় অতি সুশীতল। চপল সমীর সর্ব্ব সহায় সুন্দর।। সাধুজন সুধারাম্বু নিধু সুগম্ভীর। কৃষ্ণ ঐছে স্বাভাবিক প্রেমরস ধীর শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর স্থির মতি সদা হয়। ক্ষান্তি পূর্ণ সশীলতা বপু সুখময়।। অত্যন্ত সলজ্জা নির্ব্বিকার সদা যেই। শ্রীরাধা প্রণয় রসে বিবশিত সেই।। রাইর বদন যবে দেখয়ে মুরারি। সম্ভ্রমে ভ্রময়ে কাম চাপল্য বৈকলি।। কৃষ্ণ গুণ দূরে শুনি লক্ষ্মী মনোহরে। ব্রজাঙ্গনা কেবা তাতে প্রণয়িনী করে।। ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণ আরাধনা করে নিতি। আশ্চর্য্য সামগ্রী তার শুনহ পিরিতি।। নিজ অঙ্গে স্বেদ পাদ্য অর্ঘ্য সুপুলকে। আচমন দিল অল্প উক্তি সুধাধিকে।। নিজাঙ্গ সৌরভ্য যেই সেই গন্ধ সার। মন্দ হাস্যগণ পুষ্প বরিষে অপার।। আলিঙ্গন লীলামৃত নৈবেদ্যাদি দিল।সুধাধর রসে সেই তাম্বূল অর্পিল।। বহুবিধ লোকে কৃষ্ণে বহুবিধ মানে। ব্রজবাসী জন সবে নিজ বন্ধু জানে।। অর্থতৃষ্ণা অতিশয় যাহার আছয়। অর্থের ঈশ্বর কৃষ্ণ তাঁর মনে লয়।। বিপন্ন জনেত কৃষ্ণ করুণার রাজে। যুবতী গণের স্থানে.

কন্দর্প বিরাজে।। বৈরিগণ স্থলে কৃষ্ণ কালমূর্ত্তি হয়। সদ্ভক্ত জনেত কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরময়।। চণ্ডাল করয়ে যদি কৃষ্ণের ভজন। সেই জন হয়ে ভক্ত ব্রাহ্মণের সম।। শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ যদি হয়ে বিপ্রগণ। চণ্ডালের তুল্য তারে তেজি দরশন।। শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিগণ অতি নিরমল। কৃষ্ণ রুচি করে যেই ভুবন সকল।। কৃষ্ণ প্রেম কভু হয় অমৃত সমান। প্রণয়ি জনেত কভু বিষাধিক জ্ঞান।। কৃষ্ণের বিরহে চন্দ্র হয়ে অগ্নি সমে। অগ্নিও অমৃত হয় কৃষ্ণের সঙ্গমে।। পূতনাদি করি যত কৃষ্ণ বৈরিগণ। অদ্যাপি কবীন্দ্র সব করয়ে গণন।। কৃষ্ণ হাস্য করুণতা গুণ গণ সঙ্গে। তা সবার গুণ সবে গান করে রঙ্গে।। কোন ব্রজাঙ্গনা দেখে যমুনা লহরি। তাহা দেখি কৃষ্ণ অঙ্গ অনুমান করি অন্য সখী দেখি তাহা কহয়ে তাহারে। কৃষ্ণ অঙ্গ নহে এই যমুনার ধারে।। তিঁহ কহে এই দেখি কৃষ্ণের বদন। সখী কহে মুখ নহে পদ্ম বিলক্ষণ।। কৃষ্ণ চক্ষু নহে এই উৎপলের গণ। কৃষ্ণের অলকা নহে ভ্রমর সাজন।। কেনে সখী তুয়া দৃষ্টি ধায় লুব্ধ হয়ে কৃষ্ণ নহে রবিসুতা দেখহ আসিয়ে।। যবে বংশীধ্বনি কৃষ্ণ আরম্ভ করয়ে। তবে ব্রজাঙ্গনা হৃদে মদন পৈশয়ে।। নানান প্রকার জন্মে ব্রজাঙ্গনা মনে। পশ্চাৎ মুরলীধ্বনি করে প্রবেশনে।। কন্দর্প উৎপত্তি করি ধৈর্য্যধন হরে। তবে লোক ভয় সব ধর্ম্ম করে দূরে।। এইরূপে পতি কোলে হৈতে ব্রজাঙ্গনা। আকর্ষণ করে বংশী এরূপে ঘটনা।। স্থিরচরগণ কাঁপে স্তম্ভ নদীপানী। জয়যুক্ত হউ সেই মুরলির ধ্বনি।। গুণগণ রসলীলা ঐশ্বর্য্যাদিগণ। অনেক আশ্চর্য্য করি কহে কোন জন।। যে বলে সে বলু কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্ব কর্ত্তা। নিশ্চয় জানিয়া মুনি কহে এই বার্ত্তা।। গোপাঙ্গনা প্রাণ কৃষ্ণ প্রণয়ে বিহ্বলা। বংশীকে কহয়ে সব হয়ে এক মেলা

শুনহে কঠিন বংশীধ্বনি ছল করি। গরল বরিষ কিবা অমৃত মাধুরী॥ রহেত জীবন রহু সুধারস পাঞা। অথবা পরাণ যাউ গরল ভক্ষিয়া॥ বিষামৃতে এক করি কেনে করধ্বনি। অসহ্য বেদনা সদা পোড়য়ে পরাণি॥ কুবুদ্ধি অসুর গণ কৃষ্ণ নিন্দা করে। হেন গুণ যার আছে মনে না বিচারে॥ ভোগ বাঞ্ছা করে যেই সর্ব্ব ভোগ পায়। অর্থ লুব্ধ জনে দেই সর্ব্ব অর্থময়॥ সুখের তৃষিত জনে সুখের স্বরূপ। আধিপত্য বাঞ্ছাকরে জগতের ভূপ॥ হেন কৃষ্ণে দ্বেষ করে যত গোপীগণ। দেখিতে উচিত নহে তাহার বদন॥ কৃষ্ণ সহ রাস করি ব্রজাঙ্গনা গণ। প্রাতঃকালে গেলা সবে আপন ভবন॥ রজনীর লীলা সব ভাবিত অন্তরে। বৃদ্ধা আগে দেখি সবে এই বোল বলে॥ যেন কৃষ্ণ হস্ত নিজ ভুজ শিরে আছে। সেই স্থলে যেন বৃদ্ধাগণ আসিয়াছে॥ কৃষ্ণকে কহয়ে শীঘ্র ছাড়হ আমারে। লোক যাত্রা হইল এবে যাব নিজ ঘরে॥ সর্ব্ব গুণ গভীরতা গিরিধর ধীর। দূরে করি সব পীড়া সুখদ সুশীল॥ নবীন কিশোর বিশ্ব চিত্ত আঁখি চোর॥ সতী যুবতীর হৃদি মগ্ন অতি ভোর॥ অসুরগণের প্রাণ হরিলে শ্রীহরি। বলে শচীপতি যজ্ঞ হরিল মুরারি॥ ফণিপতি স্থান হরে নিজ বল হৈতে। সেই সব সুমঙ্গল হইল সভাতে॥ রাধালয় হৈতে কৃষ্ণ আইলা প্রভাতে॥ অলকার রস রঙ্গ ললাট চিহ্নিতে॥ উরুজের মৃগমদ লাগয়ে বক্ষেতে। অঙ্গের মাধুরী হরি হইলা বিস্মিতে॥ শুনিতে নিপুণাগণ চিহ্নিতে নারিল লাক্ষাগিরি ধাতুমদে বক্ষ জ্ঞানহৈল॥ রাইর প্রণয়েকৃষ্ণ মাধুর্য্য বাঢ়য়। কৃষ্ণের মাধুর্য্য রাই প্রণয় বাঢ়য়॥ অহর্নিশি এইমত বাঢে দুইজন। দুহে বাঢে কেহ তাতে নহে বিমুখন॥ এইরূপে দুহুঁ সুখে কুঞ্জে বিলসয়ে। সখীগণ সঙ্গে সদা আনন্দ হৃদয়ে॥ কৃষ্ণ

পাদপদ্ম শোভা জিনি পদ্মগণ। কোটি চন্দ্র জিনি শোভা কৃষ্ণে র বদন॥ রম্য ভুরু যেন হয় ভ্রমরার পাঁতি। কৃষ্ণের অধর যেন সুধারস ভাঁতি॥ চঞ্চল নয়ন যেন পদ্মে অলি ভাঁতি। কৃ ষ্ণের দশন শুভ্র কুন্দকলি পাঁতি॥ কৃষ্ণের বচন হয়ে অমৃত সমান। কৃষ্ণ হাস্য জ্যোৎসা দ্যুতি দিয়েত উপাম॥ কৃষ্ণ হস্ত তল নব পল্লব জিনিয়া। নখগণ পূর্ণচন্দ্র তুল্য দেখসিয়া॥ কৃষ্ণ গণ্ড যুগ নব দর্পণের দ্যুতি। শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ নবঘন কাঁতি অঙ্গনা নয়ন কৃষ্ণ মুখপদ্ম মানে। ভ্রমরী তৃষিতা যেন পদ্মমধু প নে॥ সাধু স্থানে কৃষ্ণ যেন চন্দ্র সুশীতল। প্রণয় জনেত কৃষ্ণ জনক সোসর॥ কুঞ্জের ভিতরে কৃষ্ণ সুধার আলয়। দৈত্যগণ স্থানে কৃষ্ণ ব্রজসম হয়॥ রমণী বৃন্দের স্থানে মদন সমান। দাতা কৃষ্ণ সম কেহ নাহি হয়ে আন॥ ঈশ্বরের মধ্যে কৃষ্ণ তুল্য কেহ নহে। কৃষ্ণের সমান লীলা কাহাতে না রহে॥ কৃষ্ণের সমা ন ত্রিভুবনে কেহ নাই। হরিণ নয়নী মুখ চুম্বয়ে সদাই॥ এই সব গুণ আছে যে কৃষ্ণ তনুতে। সেই কৃষ্ণ রক্ষা করু সকল জগতে পঁচিশ প্রকার এই উপমার গণ। কৃষ্ণের কহিল- এই যাতে সুখী মন॥ বৃন্দাবনে তরু লতা কৃষ্ণ সুখী করে। ব্রজা- ঙ্গনা প্রায় নিজ অবয়ব ধরে॥ পুষ্পা ছলে হস্তে স্তন ফল মনো হর। নবীন পল্লব যত সুন্দর অধর॥ কৃষ্ণ বংশী নারায়ণের চিচ্ছ ক্তি স্বরূপা। যেই যৈছে বাঞ্ছে তারে তৈছে করে কৃপা॥ যোগে শ্বর গুণে যোগ সিদ্ধি মনোরমা। উপাসক গণে বিষ্ণু ভক্তি সিদ্ধি কামা॥ কৃষ্ণ কীর্ত্তি অমৃতের ধারা সুমাধুরী। কৌমুদী হ ইতে স্নিগ্ধ আছে বিশ্ব ভরি॥ গঙ্গা যেন পবিত্র করয়ে সর্ব্বজনে। ঐছন কৃষ্ণের কীর্ত্তি এ তিন ভুবনে॥ উপমা নাহিক কৃষ্ণের অঙ্গের সুসমা। সুসমা মাধুর্য্য তনু নাহি তার সীমা॥ মাধুরী হইতে রস

গুণ নাহি ওর। গুণ গণ হইতে শীল সুন্দর উজোর॥ কৃষ্ণ কান্তা বলি, প্রেম প্লুত বিনাশয়। কান্তা বলি প্রায় কৃষ্ণ বিদগ্ধতা হয়॥ বিদগ্ধতা হৈতে রসজ্ঞতায় উত্তম। রসজ্ঞতা হৈতে সর্ব্ব বিলাসানুপম॥ সুবলাদি করি যত কৃষ্ণ সখাগণ। বিচিত্র সখ্যতা তার শুনহ কারণ॥ কৃষ্ণের নিগূঢ় তৃষ্ণা জানিয়া যতনে। কুঞ্জ শয্যায় কান্তা আনি করায় সঙ্গমে॥ ধন্য বৃন্দাবন স্থল যাতে কৃষ্ণ নিতি। বিলাস করয়ে সব রমণী সংহতি॥ প্রতি গিরি কুঞ্জ প্রতি পুলিন নিকুঞ্জে। স্বচ্ছন্দে বিহরে কৃষ্ণ সর্ব্ব মনোরঞ্জে॥ পুলিন্দী কন্যার কৃষ্ণ অদর্শন হৈতে। কন্দর্পের ব্যাধি পূর্ণ হৈল তার চিত্তে॥ কৃষ্ণ পাদ কান্তা কুচ কুঙ্কুম লাগিল। সেই যে কুঙ্কুম পঙ্ক তৃণেতে ভরিল॥ সেইত কুঙ্কুম তারা লেপয়ে হৃদয়ে। তার স্পর্শে তাসবার ব্যাধি দূর হয়ে॥ কৃষ্ণ বধ কৈল যত যত দৈত্যগণে। তার পত্নী রাণী সব পুলিন্দের সনে॥ গোবর্দ্ধনে রহে কৃষ্ণ লীলার সময়। দেখিয়া আনন্দে কৃষ্ণে স্তবন করয়॥ বৈরিগণ পত্নী সব সুখ পাইল মনে। কহে সবে লাভ হৈল পতির মরণে॥ যে সব অসুর কংস মদ বাঢ়াইল। এখন না জানি তারা কোন স্থানে গেল॥ এইরূপে কৃষ্ণ গুণ অনন্ত অপার। নানা লীলা মহিমার কে কহিবে পার॥ তার তার কণা মাত্র পরশ করিয়ে। শুদ্ধতা করিয়ে মাত্র নিজ বাক্য চয়ে॥ এইরূপে শুক শারী কৃষ্ণ গুণ গণ। বর্ণন সমুদ্র মাঝে করিল মর্জ্জন॥ প্রফুল্লিত তনু মন আনন্দ হিল্লোলে। সুখ পায়ে রাধাকৃষ্ণ গুণ পুনঃ বলে॥

যথা রাগঃ। নবাম্বুদ জিনি দ্যুতি, দলিত অঞ্জন কান্তি, ইন্দ্রনীলমণি জিনি তনু। পীতাম্বর পরিধান, বিজুরী কুঙ্কুমঠাম, সূর্য্যোদয় যেন প্রাতে জনু॥ সখী হে সুমধুর মূরতি গোবিন্দ।

সদা মন্দ২ হাসি, উগরে অমিয়া রাশি, সুশীতল জিনি কত চন্দ্র।। ধ্রু।। কর্পূর চন্দন গণ, মৃগমদ বিলেপন, প্রতি তনু শোভয়ে মুরারি। কৃষ্ণের বদন ছান্দ, গর্ব্ব হরে পদ্ম চান্দ, বহে কত মাধুর্য্য মাধুরি।। মকর কুণ্ডল গণ্ডে, তাণ্ডব করায়ে রঙ্গে, বাঢায়ে বল্লবী গূঢভাব। প্রেম রত্ন অভরণ, বন্ধতায় সখীগণ তাহাতে মানয়ে বহু লাভ।। লোকপাল সুবন্দিত, কাল সৃষ্টি অবিরত, গৌরব রাখয়ে বিপ্রগণে। নিত্যনব্যরূপ বেশ, মনো হর কলি দেশ, নর্ম্ম কেলি মিত্র বৃন্দ সনে।। ইন্দ্রের নন্দন বন গুণ জিনি বৃন্দাবন, সদা কৃষ্ণ যাতে বিলসয়ে। ইন্দ্রের নাশিলা গর্ব্ব, কালিমদ কৈল খর্ব্ব, বলে কংস সবংশে ঘাতয়ে।। আত্ম কেলি বৃষ্টি করি, ভকত চাতকাবলি, পুষ্ট করে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বীর্য্য শীল লীলা যত, আত্ম ঘোষ বাসী কত, আনন্দিত করে জনে২।। কুঞ্জরাস কেলিগণ, সুধা করি নির্ম্মঞ্ছন, রাধিকা তো যণ করে যাতে। করে নানা পরিহাস, রাধা সহচরী পাশ, সখীগণ সন্তোষ করিতে। কৃষ্ণ প্রেম শীল কেলি, সুকীর্ত্তি মো হন মেলি, বিশ্ব চিত্ত চন্দন সমানে। করি রাসকেলি খেলা, নিজ শুদ্ধ ভক্তি মেলা, দেখাইল শুদ্ধ ভক্ত গণে।। রূপ বেশ চিত্র ঠাম, মন্মথ মন্মথ নাম, বহয়ে লাবণ্য রূপ রাশি। আপন নয়ন কোণে, যত ব্রজাঙ্গনা গণে, ভাব বৃন্দ হৃদি পরকাশি।। রাই পুষ্প উঠাইতে, কৃষ্ণ তারে পরশিতে, ভূষিত হৃদয় হয়ে যায়। রাই প্রেম বাম্যমুখ, সুরম্য নয়ন সুখ, দেখি কৃষ্ণ কোটি সুখ পায়।। রাই বক্ষ সুচন্দনে, কৃষ্ণ অঙ্গ বিলেপনে, যে আন ন্দ তার নাহি ওরে। বল্লবেশ সুচন্দন, চরণ কমল ধন, দাস্য দান করহ আমারে।। শ্রীরাধিকা সুবল্লভ, লক্ষ্মী আদি সুদু- র্ল্লভ, যেই ইহা সদা পান করে। রাধাকৃষ্ণ সঙ্গানন্দ, বৃন্দাবনে

সখীবৃন্দ, সঙ্গে দোঁহা পদ সেবাচরে॥ অনন্ত মহিমা গুণ, রূপেত না হয় ঊন, কেবা পারে করিতে বর্ণন। দিগ মাত্র দেখাইতে, কিছু প্রকাশিল ইথে, কহে দাস এ যদুনন্দন॥

পুনর্যথা রাগঃ। স্বর্ণপদ্ম কুঙ্কু মাক্ত, গর্ব্বহারী গৌর দীপ্ত, গোরোচনা গঞ্জন রাধিকা। কর্পূর রাজ গন্ধ বৃন্দ, কীর্ত্তি নিন্দি অঙ্গ গন্ধ, গোবিন্দ বাঞ্ছিত সুরাধিকা॥ বন্দো রাধা রূপ গুণ গণে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, যত লক্ষ্মীগণ আছে, মাগে যার পদ গুণ কণে॥ ধ্রু॥ চন্দন উৎপল চন্দ্র, কর্পূর শীতল ছন্দ, জিনি স্নিগ্ধ রাধা নিতম্বিনী। কৃষ্ণ আত্ম স্পর্শ দেই, কামতাপ বিনাশই, কৃষ্ণ সুখী করে সুবদনী॥ বিশ্ব সতী বন্দ্যা রমা, সে নহে যাহার সমা, রূপ নব্য যৌবন সম্পদা। শীল অতি মনোহরা, সুশীল অধিক তরা, নাশে কৃষ্ণ কামতাপ সদা॥ রাসে নৃত্য সুসঙ্গতা, নর্ম্ম কলা সুপণ্ডিতা, প্রেমরস রূপ যে অধিকা। সদ্গুণাদি সুমণ্ডিতা, বিশ্ব নব্য সুযোজিতা, গোপী বৃন্দ নিয়োজে অধিকা॥ স্বেদ কম্প কণ্টকাদি, অশ্রু হর্ষ গদ্গদাদি, হর্ষ বাম্য ভাব বিভূষিতা। নানা রত্ন আভরণ, প্রতি অঙ্গে বিধারণ, কৃষ্ণ নেত্র করয়ে তুষ্টিতা॥ কৃষ্ণ স্মৃতি সন্দর্শনে, দৈন্য সচাপল্য গণে, ভাব বৃন্দ রহয়ে মোহিতা। যত্র লব্ধ কৃষ্ণ সঙ্গ, নানান বিলাস রঙ্গ, করি শীঘ্র না হয় নির্গতা॥ এইত রাধিকা গুণ যেবা গায় অনুক্ষণ, সেই জন পায় সে চরণ। শৈলজাদি নারী গণ, দুর্ল্লভ যে সব ধন, রাধাকৃষ্ণ চরণ সেবন॥ সঙ্গে সব সখীগণ, রাধাকৃষ্ণ সুসেবন, করয়ে বা করয়ে শ্রবণ। বৃন্দাবন মাঝে রহে, এ যদুনন্দন কহে, হয়ে দোঁহা দাসের ভাজন॥

শুক শারী মুখে এই কৃষ্ণ গুণমালা। বর্ণন শুনিয়া সবে আনন্দ পাইলা॥ আনন্দ সমুদ্র মাঝে মগন হইলা। বিস্ময়

পাইয়া মনে ক্ষণেক রহিলা ।। গোবিন্দ চরিতামৃত কথা রসময় সদা পান করে যেই ভাগ্যবান হয় ।। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এযদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ।।

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে মধ্যাহ্ন বিলাসে শ্রীরাধা কৃষ্ণ গুণ বর্ণনং নাম সপ্তদশ স্বর্গঃ ।। ১৭ ।।

অথ প্রীতেশ্বরী কীর মাদয়ে বৎসলাকরে ।
অপাঠয়ল্লালয়ন্তী তদ্বৎ কৃষ্ণশ্চ শারিকা ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ।। জয়২ শ্রীরূপ জয় শ্রীসনাতন। জয়২ শ্রীরঘুনাথ ভট্টের চরণ ।। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ভক্তগণ সুখ। জয় রঘুনাথ দাস শ্রীজীব জীবনাথ ।। জয় বৃন্দা ঠাকুরাণী জয় ব্রজবাসী। জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা সদা সুধারাশি ।। জয় ব্রজাঙ্গনাগণ রাধা সখীবৃন্দ। সবে প্রেমদাতা রাধাকৃষ্ণ পদদ্বন্দ ।। অতঃপর প্রীত হঞা রাধা সুবদনী। লালন করয়ে শুকে লয়ে নিজ পাণি ।। তৈছে কৃষ্ণ শারী পক্ষ লয়ে নিজ করে। বাৎসল্যাদি করি দুহু পড়ায় দোহাঁরে ।। কীর লয়ে প্রথমে পড়ায় সুবদনী। সবার আনন্দ হৈল যেই কথা শুনি ।।

যথা রাগঃ। পঢ় কীরাভীর বীর, নীরদাভ তনু ধীর, গিরীন্দ্র ধরিল রসরাজে। সদা যেই কুণ্ড তীরে, মনোহর সুকুটিরে, বিলসয়ে সুমোহন রাজে ।। কহ রস কল্পতরু শ্যাম। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত, কুলবতী উনমত, ব্রজনারী কলঙ্কের ঠাম ।। ধ্রু ।। সুসদ্দাণ মণি মূল, তরুণী মাদক পুর, সুমধুর মধুর অধরে। সুন্দর শেখরবর, শুচি রস সুসাগর,

ব্রজকুল নন্দন নাগরে ॥ অঘ বক শকটক, ভব ভয় বিনাশক, কমলজ পদ হর পদে। চরণ কমল দল, প্রণত শরণ ফল, পঢ় খগ জয় জয় নাদে ॥ সুন্দর নূপুর ধ্বনি, কলহংস ধ্বনি জিনি, সর্ব্বগুণ গম্ভীর মুরারি। সুরারি গণের বীর, পর্ব্বত ধারণ ধীর হীরা হারে কণ্ঠের মাধুরি ॥ বিহরে কালিন্দী জলে, অতি রস সুকল্লোলে, সুমত্ত বারণ রসরাজে। রমণী করিণী সঙ্গে, মোহন বিলাস রঙ্গে, গিরি কুঞ্জ মন্দিরে বিরাজে ॥ বিলাস অমৃত সিন্ধু, তরঙ্গের এক বিন্দু, ত্রিভুবন পরশে মাতায়। চঞ্চল কুণ্ডল যুগ, সে গোবিন্দ পদযুগ, চিন্ত কীর দীপ্ত রসকায় ॥ কহ কৃষ্ণ সুধাসার, সর্ব্ব সুখমায়াগার, ব্রজ নারীগণ প্রাণ সম। এ যদুনন্দন মনে, বিচার করিয়া গণে, তেঞি লাগি তুয়া এত ভ্রম ॥"

পুনর্যথা রাগঃ। কৃষ্ণ কহে শুন শারী, স্তব কর মনোহারী, বারিজ বয়নি ধনী রাধে। জগন্নারী গর্ব্বহারি, গুণদাত্রী সুকুমারী কৃষ্ণপ্রিয়া সাধে কৃষ্ণ সাধে ॥ সখি হে সকল রমণী মণি রাই। প্রিয়াগণ কত মোর, তাহাতে নাহিল ওর, সবা হৈতে যেহ অধিকাই ॥ ধ্রু ॥ সুনাগরী সুরাধিকে, কৃষ্ণ চিত্ত মরালিকে, কহ শারী ধনী তুহুঁ ধন্যা। ত্রিজগত্তরুণী শ্রেণী, কলা শিক্ষা শিষ্যামানি, ভুবন ভরিল যশবন্যা ॥ সব গুণমণি খনি, প্রেমসুধামণি ধনী, ত্রিভুবন মধ্যে সাধ্বীবন্দ্যা। ভুবন পূজিতা ধনী, বৃন্দাবন রাজরাণী, লক্ষ্মী জিতি স্বয়ং লক্ষ্মী ছন্দা ॥ সর্ব্ব সল্লক্ষণময়ী, সুসদ্গুণ সুসঞ্চয়ী, অন্যে প্রণয়ী নিরমলা অজিত কমল বশ, হেন প্রেম সুধারস, স্বয়ং লক্ষ্মী আর সব কলা ॥ রাসে নৃত্য বেশ হাস, সৎকলাদি গুণারাস, প্রেম নব্য রূপ ভব্য ধনি। বল্লবী গণের ঈশ, নাগরেন্দ্র অহর্নিশ, পূরে

বাঞ্ছা রাধা গুণমণি ।। ধরাধর ধারী ধর, ধুরন্ধর বর বর, ধরি ধরি রাধার অধরে । নিজাধর ধরি ধরি, নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ করি, অনুক্ষণ ভাবয়ে অন্তরে ।। কুণ্ড তীরে তীরে নিতি, করিতে একত্র স্থিতি, ভ্রমে কৃষ্ণ রাইর লাগিয়া । তীরে তীরে গান করে, না পাইলে প্রাণ পুড়ে, পঢ় শারী এসব কহিয়া ।। কহ রাই কৃষ্ণ প্রাণ, রাই কৃষ্ণের ত্বনয়ন, রাই কৃষ্ণ গলে চম্পামালা এ যদুনন্দন মনে, কহে এই নহে আনে, যাতে রস সুরঙ্গ ধরিলা ।।

কৃষ্ণ হস্ত হৈতে শারী রাই করে গেলা। তৈছে শুক কৃষ্ণ হস্তে যাইয়া পড়িলা ।। তবে রাই পুনর্ব্বার শারীকে পঢ়ায়। শুনি সখী সবাময় সর্ব্ব সুখ পায় ।। পঢ় শারী কৃষ্ণ লীলা অতি নিরমলে । চন্দন করকা হীরা চন্দ্র মোহ করে ।। তমাল নিরদ অলি জিনি অঙ্গ ভাস। রস জিনি মকরন্দ সুগন্ধ বিকাশ ।। নর্ত্তক গোকুলচন্দ্র কীর্ত্তি বংশীঘুণে । জর্জ্জর করিল হৃদি বংশ নারীগণে ।। সরসীর চিত্তে যেন শরালীর ধ্বনি। শুনিয়া উন্মত্ত হয় মানয়া কিঙ্কিণী।।সুশীল বনিতা যত গোপ নারীগণে । নীবি বিস্রংসয়ে যার মুরলীর গানে।। শুন শারী তারে স্তব কর সাবধানে। মঙ্গল হইবে সব যাহার স্তবনে।। তবে কৃষ্ণ কহে কীর পঢ় সাবধানে। যাতে সুখী হয় মন সর্ব্ব জন শুনে ।। কৃষ্ণের অগ্রেতে সব গোপ সাধ্বীগণ । চিত্তের সহিতে ব্যক্ত না করে স্তবন।। সরসী কুটীরে দোলা বিলাস করিতে । গোবিন্দ বিহরে সব রমণী সহিতে ।। পদ্ম তলে নিবী তার কণা যে পবন। মন্দ মন্দ লঞা তাহা সুখী করে মন ।। পঢ় কীর সখী সঙ্গে প্রতি দিনে দিনে। উৎকণ্ঠাতে আসি সঙ্গ করে কৃষ্ণ সনে ।।পঢ় কীর কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকা আনন। যেই হৈতে আর্ত্তি করি করিল চুম্বন

সেই হৈতে ওষ্ঠাধর তৃষিত হইল। নিরন্তর তৃষ্ণা তার ক্ষণে না ঘুচিল ॥ এইরূপে শুক শারী দোঁহে পড়াইল। দ্রাক্ষা সু দাড়িম্ব বীজ খগে খাওয়াইল॥ প্রীত হয়ে দোঁহে দোঁহা বৃন্দা হস্তে দিল। সে শুক শারিকা বৃক্ষ ডালেতে বসিল॥ এথা পাশা খেলা ইচ্ছা হইল দোঁহার। সুদেবীর হরিৎ কুঞ্জে প্রবেশ সবার॥ চিত্রকোঠা আছে তার নিকটে আসন। কৃষ্ণ এক দিগে অন্য রাই সখীগণ॥ হিতদায় উপদেশে বটু আর ললিতা। সুদেবী সুবল পার্শ্বে চালন অধিকা॥ নান্দীমুখী কুন্দলতা মধ্যস্থ হইলা। শ্যাম পীত পাশা গোরী শ্যাম যে লইলা॥

যথা রাগঃ। রাধাকৃষ্ণ পাশা খেলে, নিজ চিত্ত কুতূহলে, পণ কৈল সুরঙ্গ হরিণী। পহিলে গোবিন্দ জিনে, বটু আনন্দিত মনে, বান্ধি লৈয়া রাখে সে হরিণী॥ সখিহে দেখ দেখ রাধাকৃষ্ণ রঙ্গে। পাশাটি ধরিয়া করে, নিজ জয় বাঞ্ছি ডারে, তনু ভরে আনন্দ অন্তরে॥ ধ্রু॥ রাধাকৃষ্ণ খেলে পুনঃ, মুরলী পাশক পণ, দ্বিতীয়া জিনিলা সুবদনী। আনন্দে ললিতা যাঞা, কৃষ্ণ হাতে হৈতে লৈয়া, লুকাইয়া রাখে বংশী আনি॥ কৃষ্ণ রাধা পুনর্ব্বার, খেলে পুনঃ দুহুঁ হার, হেনকালে বটু মিথ্যা করি। কৃষ্ণে উপদেশে দানে, জিনিবার অনুষ্ঠানে, কহে কৃষ্ণ মার এক শারী॥ কলোক্তি শারিকা শুনি, ভয়ে কহে ঠাকুরাণী, বৃক্ষ শাখা আগে উড়ি যায়। রাধাকৃষ্ণ তাহা দেখি, কৌতুকে মিলিয়া আঁখি, হাসে সবে আনন্দ হিয়ায়॥ হাসে কোলাহল রসে, সব সখীগণ হাসে, হেনকালে কৈতবী শ্রীহরি। হীন দানে পাশা মারে, হাসি কৃষ্ণ ডাকি বলে, জিনিলাম দেখহ বিচারি॥ তাহা শুনি সুনয়নী, দান পেলে মনো

মানি, কৃষ্ণ পাশা সে দানে বান্ধিলা। পাশা বান্ধি হাসে ধনী, কহয়ে জিনিল আমি, দেখিয়া ললিতা সুখী হৈলা॥ কৃষ্ণ হার লৈতে ধনী, পসারয়ে নিজ পাণি, কৃষ্ণ কর বারে নিজ করে। বটু কুন্দলতা সনে, সুবল আর সখীগণে, হাস্য সহ বদাবদি করে॥ বৃন্দা নান্দীমুখী মাঝে, কহে মধ্যস্থের কাযে, অন্য চিতে কিছু দেখি নাই। সাম্য হও দুই জনে, হার রহু দুহুঁ স্থানে, পুনঃ খেল কলহ ঘুচাই॥ চতুর্থে রাখিলা পণ, নিজ সহ চরী গণ, রাধিকার জয় অনুমানি। বটু শশঙ্কিত হিয়া, চালে পাশা শঙ্কা পাঞা, গোবিন্দের হীন দান জানি॥ জিনিলং কহি, এক কৈল পাশা দুই, দেখি রোষ কৈলা সখীগণে। বটু কে বন্ধন কাযে, সব সখীগণ সাজে, অত্যন্ত কলহ বটু সনে॥ পাশা রহু কৃষ্ণ কহে, চালিতে কলহ হয়ে, প্রবর্ত্ত হওত খেলাদায় কিবা পেল তুমি দান, আমি পেলি মনোমান, দান মধ্যে জয় পরাজয়॥ বিত্তি বিদ্ধ দুই চারি, দশ বামধ্বাদি করি, এই পঞ্চ দান যে তোমার। পাচতি চৌপঞ্চ আর, সদা দোয়া চারি সার, দূতী আদি বিষমা আমার॥ যে দান পড়য়ে এবে, যেই জন জিনে তবে, তত অঙ্গ সে জন লইবে। এই সব পণ করি, খেলা আরম্ভিলা হরি, ভ্রমে এই পণ কৈলা সবে॥ রাই ফেলা ইলা দান, পড়িল সে দশ নাম, দেখি হাসে সব সখী গণ। বিষণ্ণের প্রায় হরি, কহে রাই মুখ হেরি, জিনিলেত লও নিজ পণ॥ বাহুং কর এক, বুকেং পরতেক, করে কর অধরে অধর। গণ্ডেং এক কর, মোখ ওষ্ঠে ওষ্ঠ ধর, মুখে মুখ কর আপনার॥ এত শুনি হাসি ধনী, কুন্দলতা প্রতি বাণী, কহে শুন সখী কুন্দলতা। খেলাতে জিনিল আমি, জিত দ্রব্য লও তুমি, করি নিজ সঙ্গের সঙ্গতা॥ তবে কৃষ্ণ পেলে দান,

পড়িল চৌপঞ্চ নাম, হরষিতা কুন্দলতা কহে। কৃষ্ণ জয় লেশ পায়ে, মহা মহোৎসুক হৈয়ে, অতি গর্ব্ব বাণী প্রকাশয়ে॥ নয়ন যুগল আর, কপোল যুগলে ভাল, কুচযুগ দন্তবাস মুখে নিজাধর ওষ্ঠ দিয়া, এই অঙ্গ পরশিয়া, নিজ পণ লও তুমি সুখে॥ রাধিকার দশ দান, আছে কুন্দলতা স্থান, ললিতা কহয়ে তাহা জানি। চৌরঙ্গ তোমার দান, শুন কৃষ্ণ মনোমান কুন্দলতা স্থানে লও তুমি॥ তবে যে রহিল এক, পাছে হবে পরতেক, কোন দানে শোধ দিব তায়। শুনি হাসে সখীগণ, কুন্দলতা আনমন, এইমত নানা রঙ্গ হয়॥ শুনি কুন্দলতা বলে, ললিতা কপোল মূলে, সে দান রাখিয়া আছি আমি। শুন কৃষ্ণ যত্ন করি, আপন অধর ধরি, নিজ পণ লও বলে তুমি॥ শুনি কুন্দলতা বাণী, হরষিত ব্রজমণি, ললিতা চুম্বন মুখী হৈলা। হেনকালে হাসি ধনী, সুদর্শ বামঞ্চ বাণী, কহিয়া পাশাটী পেলাইলা॥ শুনি কৃষ্ণ ছল করি, যে আজ্ঞা তোমার বলি, বাম গণ্ডে ললিতা দংশয়। বিমুখী ললিতা অতি, সেই কুন্দলতা প্রতি ক্রোধিত হইয়া অতিশয়॥ তবে কৃষ্ণ রাই প্রতি, কহেন আনন্দ মতি, খেলাতে জিনিল দেও পণ। এত কহি নিজ মুখে, ধরি রাই মুখ সুখে, অতিশয় করেন চুম্বন॥ চঞ্চল নয়ন ধনী, ভর্ৎসে গদ২ বাণী, সস্মিত রোদন মিশ্র তাতে। কুটিল ভুরুর ভঙ্গী, কৃষ্ণ তাহা দেখি রঙ্গী, নিবারে ধনী কৃষ্ণ কর হাতে॥ নানান্ প্রবন্ধ করি, পাশা খেলি শ্রীহরি, পরম প্রেয়সী করি সঙ্গে হাসপরিহাস রসে, অমৃত সাগরে ভাসে, এযদুনন্দন কহে রঙ্গে॥

এইরূপে কৃষ্ণ পাশা খেলে প্রিয়া সহে। সূক্ষ্মকীর শারী আইলা হেনই সময়ে॥ আসি কহে জটিলার আগমন হৈল। জটিলার নামে সবে শঙ্কা বহু পাইল॥ নবাভিধ কুঞ্জে সবে

শীঘ্র চলি আইলা। কুন্দলতা সেইখানে গোবিন্দ রাখিলা॥ রাই লয়ে আইলা সূর্য্য মন্দির ভিতরে। পশ্চাৎ আসিয়া তথা জটিলা উত্তরে॥ আসি কুন্দলতা প্রতি কহে ব্যাজ কেনে। কুন্দলতা কহে বিপ্র না মিলে এথানে॥ সবে এক বিপ্র প্রাতে যুবতীর গণ। করিয়া লইয়া গেলা তারে নিমন্ত্রণ॥ গর্গ শিষ্য এক আইলা মথুরা হইতে। বিশ্বশর্ম্মা নাম সূর্য্য পূজার পণ্ডিতে॥ কৃষ্ণ বাক্যে কৃষ্ণ সনে বনে ধেনু পালে। শ্যামকুণ্ডে আইলা সবে স্নান করিবারে॥ প্রার্থনা করিয়া তারে আনিবার কালে। বটু তারে কটু কহি আসিতে না দিলে॥ তোমার কটুতা কথাপথে শুনাইল। এইত কারণে বিপ্র এথা না আইল॥ বৃদ্ধা কহে এবে তেঁহো আছে কোন স্থানে। কুন্দলতা কহে ফিরে শ্যামকুণ্ডবনে॥ পুনঃ বৃদ্ধা কহে যায়ে আন যত্ন করি। তেঁহো কহে না আইসে তুয়া দোষ বলি॥ তবে বৃদ্ধা যত্ন করি ধনিষ্ঠারে বলে। একা না আইসে তবে আনহ দোহারে॥ মিষ্টান্ন ভোজন বহু দক্ষিণা সহিয়া। আনহ তাহারে মধু মঙ্গলে লইয়া এইরূপে বৃদ্ধা যদি দুই তিনবার। যত্ন করি কহিলেন বটু আনিবার॥ শুনিয়া ধনিষ্ঠা শীঘ্র গমন করিলা। ব্রহ্মবেশে বেদ মূর্ত্তি কৃষ্ণ লয়ে আইলা॥ বটু সঙ্গে করি যদি গোবিন্দ আইলা বৃদ্ধা মান্য পূজা তার অনেক করিলা॥ তিঁহো তারে আশীর্ব্বাদ অনেক করিলা। পুত্রবধূ ধেনুগণ মঙ্গল কহিলা॥ পূজা রন্তে কৃষ্ণ তবে পুছে বৃদ্ধা স্থানে। কি নাম বধূর তাহা কহত আপনে॥ বৃদ্ধা কহে রাধা নাম বিখ্যাত ইহার। শুনি কৃষ্ণ মনে অতি হৈল চমৎকার॥ কৃষ্ণ কহে এহো হয় সেই গুণবতী। যাহার সতীত্ব যশ ভুবনে খেয়াতি॥ মথুরা নগরে শুনি গুণ গ্রামযার। ধন্য তুমি বৃদ্ধা হেন বধূ সে তোমার॥ এত কহি রাই

প্রতি কহেন মুরারি। শিরাবৃত বস্ত্রে মিত্রপূজা নাহি করি॥ কুন্দলতা রাই শিরের বস্ত্র নামাইলা। শোভা দেখি কৃষ্ণ অঙ্গে পুলকে ভরিলা॥ কহে নারী না পরশি যাজ্ঞিক লাগিয়া। বরণ করহ আমা কুশাগ্র ছুইয়া॥ জগত মঙ্গল গোত্র মোর উচ্চারহ শুচি বিপ্রবর শুচি পুনর্ব্বার কহ॥ তুমি বিশ্বশর্ম্মা পুরোহিত যে আমার। মিত্রপূজা কাযে কৈনু বরণ তোমার॥ তবে কহ ভাস্বৎ অতুলি অন্ধকার। অনুরাগী লাগি তাহা করহ সংহার॥ আগে মিত্র পদ্মিনীর সুবান্ধব তুমি। তোমার চরণদ্বয়ে প্রণমিয়ে আমি॥ এই মন্ত্রে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দিয়া। নমস্কার কর নমো মিত্রায় বলিয়া॥ তবে কহ গৌরাংশুক তব পূজাচরি। পূর্ণ কর যাহা আমি অভিলাষ করি॥ স্বস্তি বেদ পাঠ করে সে মধুমঙ্গলে। পূজা পূর্ণ দিয়া রাই প্রতি কিছু বলে গোপতি যজ্ঞের পূর্ণ হইল তোমার। নিজ গোত্র পুরোহিতে অর্পণা বিচার॥ আমাকেত গোধনাদি দেহ বহু করি। এত শুনি বৃন্দা আনি দিব্য পাত্রে ভরি॥ রাধিকার স্বর্ণাঙ্গুরী নৈবেদ্যের সঙ্গে। আনন্দে দক্ষিণা দিলা কৃষ্ণ বহু রঙ্গে॥ বৃন্দা ভক্তি দেখি কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া। কি কায নৈবেদ্য স্বর্ণ অঙ্গুরী লইয়া॥ একান্ত বৈষ্ণব আমি অন্য দেব শেষ। ভক্ষণ না করি ইহা জানিহ বিশেষ। শুক্ল বৃত্তি করি অন্য বর্জনা করিয়ে গর্গমুনির শিষ্য আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়ে॥ জ্যোতিস্ সামুদ্রক আমি জানিয়ে সকল। ব্রজবাসী প্রীতি মোর দক্ষিণা কেবল॥ তবেত জটিলা গুণ শুনিয়া তাহার। কুন্দলতার কর্ণে লাগি পুছয়ে বিচার॥ তবে কুন্দলতা আসি কহে কৃষ্ণ কাছে। বধূ হস্ত দেখি ফল বল বৃন্দা যাচে॥ কৃষ্ণ কহে আমি কভু যুবতীর অঙ্গ। দর্শন না করি এই আছয়ে নির্ব্বন্ধ॥ তথাপিহ

তোমা সবার আগ্রহ লাগিয়া। দূরে হৈতে মেল তুমি হস্ত তার গিয়া।। তবে কুন্দলতা রাই হস্ত প্রসারিল। দেখি কৃষ্ণের কম্প অশ্রু পুলক হইল।। অত্যন্ত বিস্ময় হর্ষ আচ্ছাদন করি। কহে স্বয়ং লক্ষ্মী চিহ্ন সকলি ইহারি।। ইহো যবে যারে হয় প্রসন্ন নয়ান। সব সুসম্পত্তি তবে হয় বিদ্যমান।। যেখানে রহয়ে এই বধূ যে তোমার। সেখানে সম্পত্তি সব মঙ্গল সঞ্চার।। কি নাম তোমার পুত্রের কহত নিশ্চয়। বৃদ্ধা কহে অভিমন্যু নাম তার হয়।। তার নাম শুনি কৃষ্ণ গণনা করিলা। গণনা করিয়া অতি চিন্তিত হইলা।। তুয়া পুত্র আয়ু মধ্যে বহু বিঘ্নগণ। আছয়ে দেখিল আমি করিয়া গণন।। এই সাধ্বী প্রভাবেত বিঘ্ন নাহি হয়। এত শুনি বৃদ্ধা চিত্তে আনন্দ বাঢ়য়।। রাই রত্ন সুমুদ্রিকা মূল্য নাহি যার। সন্তোষ পাইয়া ধরে আগেত তাহার।। এইত সময়ে তথা সুবল আইলা। চল বিশ্ব শর্ম্মা তোমা কৃষ্ণ বোলাইলা।। পয়ঃ ফেণ ফল আদি ভোজন লাগিয়া। তোমার অপেক্ষা করে সামগ্রী লইয়া।। তিহোঁ কহে অন্য জল অন্ন না খাইয়ে। ব্রাহ্মণের গৃহে আমি ভোজন করিয়ে।। গর্গ কন্যা আমা আজি নিমন্ত্রণ কৈল। শীঘ্র তথা যাব এই নির্ণয় কহিল শুন বটু লও তুমি নৈবেদ্যাদি যত। শুনিতেই বটু মনে হৈলা হরষিত।। বৃদ্ধাকে কহেন স্বস্তি বাচন দক্ষিণা। আমাকেত দেহ মিত্রপূজা যজ্ঞ পূর্ণা।। শুনি বৃদ্ধা নিজ হেমাঙ্গুরী তারে দিলা তাহা পায়ে নিজ কক্ষ বহু বাজাইলা।। নৈবেদ্য লইয়া নিজ অঞ্চলে বান্ধিলা। বৃদ্ধার প্রার্থনায় কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা।। দক্ষিণা না নিলে নহে ব্রতের পূর্ণতা। কৃপাকরি লও তুমি দক্ষিণা সর্ব্বথা।। তোমার না রহে কায দিবে অন্য দ্বিজে। না লইলে ব্রতিনীর অমঙ্গল ভজে।। এত শুনি হাসি সেই শ্রীমধুমঙ্গল।

অঞ্চলে বান্ধিয়া দুই মুদ্রিকা সুন্দর।। কৃষ্ণ নিষেধয়ে তারে কহে যত দোষ। আমার সকল দাও কাহে অসন্তোষ।। তবে ত জটিলা কৃষ্ণে কহে মান্য করি। যবে আইস মোর ভাগ্যে এই ব্রজপুরী।। সূর্য্য পূজাইবে নিতি আমার বধূরে। অনেক দক্ষিণা দিব বলিল তোমারে।। এত কহি বৃদ্ধা কৃষ্ণে প্রণাম করিলা। বটুকে প্রণমি সুখে গৃহেরে চলিলা।। রাধিকা সুন্দরী সব সখীগণ লৈয়া। চলিলা আপন গৃহে বিমনা হইয়া।। ললিতার সঙ্গে কথা আলাপন ছলে। গ্রীবা ফিরাইয়া কৃষ্ণ মুখাব্জ নেহারে।। পুনঃ পুনঃ পিয়ে কৃষ্ণ মুখাব্জ মাধুরী। তৃপ্ত নহে তৃষ্ণা বাঢ়ে নয়ন চকোরী।। রাই তনু হেমঘটি অতি মনোহরা। পূর্ণ কৈলা স্নিগ্ধ দুগ্ধ কৃষ্ণ রসলীলা।। তাহা দেখি সখীগণ সুনয়ন বৃন্দ। জুড়ায়ে সঘন চিত্ত পরম আনন্দ।। সেই রাই তনু এবে গোবিন্দ বিরহে। বিরস বিবর্ণা দেখি সখী তাপ পায়ে রাধিকার সঙ্গ চন্দ্রে গোবিন্দের তনু। প্রফুল্ল হইল নীল উৎপল জনু।। এবে রাই বিচ্ছেদার্ক উদয় হইল। সেই কৃষ্ণ তনু ক্ষণে ম্লান হৈয়া গেল।। ঐছে কৃষ্ণ সখা সঙ্গে বিমন হইয়া। সখাগণ মাঝে শীঘ্র উত্তরিল গিয়া।। সখাগণ ধায়ে আসি কৃষ্ণ পরশয়। আমি আগে ছুইল বলি হৃষ্ট হৈয়া কয়।। সখা কহে গেলা আমা সবাকে ছাড়িয়া। বহু দুঃখ পাইল সবে তোমা না দেখিয়া।। তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ সহনে না যায়। ব্যক্ত কাঠিন্যতা তুয়া নহিল হিয়ায়।। অত্যন্ত বৈকল্য পায়ে তোমা অন্বেষিতে। গমন উদ্যোগ মাত্র লাগিল করিতে।। হেনই সময়ে তুমি ক্ষণার্দ্ধে আইলা। আসিয়া কৌমল্য প্রেম প্রকাশ করিলা।। রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ মধ্যাহ্ন বিলাস। দুর্ব্বিগাহ সুধাসিন্ধু লীলা মনোল্লাস। পারাবার শূন্য সর্ব্ব রসময় লীলা।

শ্রীরূপানুগ্রহ বায়ু যে কিছু আনিলা ।। মোর ভাগ্যে তার কণা তটেত থাকিয়া। পরশ করিল আত্ম পবিত্র লাগিয়া ।। এইত কহিল কৃষ্ণের মধ্যাহ্ন বিলাস। গোবিন্দ লীলামৃতে যাহা হইল প্রকাশ ।। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণ সঙ্গে স্থিতি। সাক্ষাতে দেখিয়া লীলা বিস্তারিলা অতি ।। তাহার চরণদ্বয় করিয়ে বন্দনা। তাঁর পায়ে নহু মোর অপরাধ ঘটনা ।। সমাপ্তি করিল এই মধ্যাহ্ন বিলাস। ইহা যেই শুনে তার সর্ব্ব তাপ নাশ ।।

তথাহি। শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপ শ্রীরূপ সেবা ফলে, দৃষ্টে শ্রীরঘুনাথ দাস কৃতিনা শ্রীজীব সঙ্গোদ্গাতে। কাব্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বরজে গোবিন্দ লীলামৃতে,সর্গোহষ্টাদশ সংখ্য এষনিরগান্মধ্যাহ্নলীলাময় ॥

গোবিন্দ চরিতামৃত শ্রবণে মধুর। সদা আস্বাদয়ে যার ভাগ্য পুঞ্জপূর ।। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এযদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ।।

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে পাশক খেলা সূর্য্যপূজাদি বর্ণনং নাম অষ্টাদশঃ স্বর্গঃ ।। ১৮ ।।

তথাহি। শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে ক্লৃপ্ত
নানোপহারাং, সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখ কমলা
লোক পূর্ণ প্রমোদাং। কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্ণে ব্রজমনুচ-
রিতং ধেনু বৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ, শ্রীরাধালোক তৃপ্তং পিতৃ
খ মিলিতং মাতৃমিষ্টং স্মরামি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়; জয়২ নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রিয় জয়। জয় রূপেশ্বর জয় সনাতন প্রাণ। তোমার চরণার বিন্দে ভক্তি দেহ দান।। দুর্ব্বাসনা দুর্গতি দীন মুঞি দুরাচার। তোমা বিনু ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি আর।। কৃপাকর দয়ানিধি লইনু শরণ। তোমা না ভজিনু মুঞি বড়ই অধম।। এবে কহ অপরাহ্ন লীলা রস ক্রম। যাহা শুনি সুখী হয় ব্রজবাসী গণ।।

যথা রাগঃ। তবে রাই সখী মেলা, বিমনা গৃহেরে আইলা, উপহার কৈলা কৃষ্ণ লাগি। অপরাহ্ণে স্নান কৈলা, অঙ্গ বেশ বনাইলা, কৃষ্ণ মুখ দেখি গেল আসি।। পরম আনন্দ ভরে, বনপথ নাহি হেরে, আগুবাড়ি দেখিলা গোবিন্দে। নয়নে নিমিষ পড়ে, তাতে বিধি নিন্দা করে, এইরূপে বাঢ়িল আনন্দে।। কৃষ্ণ অপরাহ্ন কালে, ধেনু মিত্র লৈয়া চলে, ব্রজবাসী করিবারে সুখী। সখা সঙ্গে নানা রঙ্গ, নানাবিধ কথা ছন্দ, শৃঙ্গ বেণু সাজে পাখা শিখি।। রাধিকার মুখ দেখি, আনন্দে ভরল আঁখি, অতি তৃপ্ত হৈয়া গেল মনে। পিতা আদি গুরু জনে, কৈল বহু লালনে, অনেক লালিলা মাতা গণে।। এই অপরাহ্ন লীলা, সূত্র অতি মনোহরা, স্মরণ করিয়ে হিয়া মাঝে ইহার বিস্তার কহি, সঙ্কেপার্থ রসময়ী, কহিতে না উঠে শঙ্কা লাজে।।

সব সখাগণ যদি কৃষ্ণ লাগি পাইলা। আপন স্বভাব সবে প্রকাশ করিলা॥ শৃঙ্গ দল বেণু বীণা সব সখা লৈল। নানান লাবণ্য বেশে কৃষ্ণসেবা কৈল॥ সালাপানুলাপ কেহ প্রলাপ করয়ে। কেহ বিপ্রলাপ করে সংলাপাদি ময়ে॥ কেহ সুপ্রলাপ করে কেহ বিলপয়ে। কেহ অপলাপ করে আনন্দ হৃদয়ে অস্পষ্ট কহয়ে কেহ নিরস্ত ভাষিতে। কেহ মিথ্যা কহে অন্যে প্রিয় সত্বরিতে॥ উপালম্ভ কহে কেহ উৎকণ্ঠা বচন। কেহ স্তুতি গর্ব্ব করে কেহত নিন্দন। গূঢ় বাক্য পরিহাসে কহে অন্য জন। কেহ প্রহেলিকা কহে সুন্দর বচন॥ কেহ চিত্র বাক্য কহে সমস্যাদি দান। কেহত সমস্যা পুরে দিয়েত প্রমাণ॥ এইরূপে সখাগণ হাসয়ে হাসায়। দেখি কৃষ্ণ বলরাম অতি সুখ পায়॥ শ্রীমধুমঙ্গল নিজ উত্তরী বসনে। নৈবেদ্য বান্ধিয়া রাখে করিয়া গোপনে॥ যেন চৌর্য্য ধন কেহ রাখে যত্ন করি। দেখি প্রশ্ন করে রাম অতি কুতূহলী॥ কহ বটু তোমার বসনে কিবা হয়ে। বটু কহে দিবাকর নৈবেদ্য আছয়ে॥ পুনঃ পুছে বলরাম পাইলা কোন স্থানে। বটু কহে দিল মোরে সব যজমানে॥ পুনঃ হাসি রামপুছে কোন যজমান। বটু কহে সব ব্রজ কত নিব নাম॥ আজি শুভবার হয় সূর্য্যের বাসর। পূজাকরি কত জন পাইল কত বর॥ পুনঃ রাম কহে খোল দেখি কিবা হয়ে। বটু কহে লুভি সখা খুলিতে নারিয়ে॥ সখাগণে কিছু দেহ পুনঃ রাম কহে। আপনেহ কিছু খাও এই বিধি হয়ে॥ বটু কহে ইহা আমি দিতে না পারিয়ে। আপনি খাইব ইহা ক্ষুধা বহু হয়ে॥ রাম কহে কাড়ি লঞা খাইব সবাই। বটু কহে তারে মোর তৃণ জ্ঞান নাই॥ তোমারেহ তৃণজ্ঞান না করিয়ে আমি। সর্ব্ব বর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি বিচারিলে জানি॥

শুনি সখা প্রতি রাম ইঙ্গিত করিলা। সব সখাগণ আসি বটু
রে বেঢিলা॥ বিনয় করিয়া আগে যাচয়ে তাহারে। অবিজ্ঞা
করিয়া বটু কর্ণে নাহি করে॥ কেহো২ বটু পৃষ্ঠদেশেত
যাইয়া। দুই নেত্র আচ্ছাদিল দুই হস্ত দিয়া॥ কোন সখা বস্ত্র
সহ নৈবেদ্য লইলা। সুবর্ণ মুদ্রিকা লঞা যতনে রাখিলা॥
এইরূপে লুটপুট কৈল সখাগণ। কেহো পাছে যাঞা কাছা
করিল মোচন॥ কেহ আগে আসি কোচা খসাইয়া পেলে।
কেহ পাশে আসি পাগ নিল নিজ বলে॥ কেহ আসি কেশ
বন্ধ খসাইল তার। কেহ বেণু নিল যষ্টি নিল কেহ আর॥
সব দ্রব্য লৈয়া সবে ধাইয়া পলায়। নপুংসক বটু পাছে লগ্ন
হৈয়া ধায়॥ রোদন করয়ে উচ্চ হাঁসয়ে অপার। গর্জ্জন
করয়ে তর্জ্জে কহে ভাল২॥ গরিহা করয়ে কত দিব্য দেই
কত। কৃষ্ণ হস্ত যষ্টি লৈয়া ধায় উনমত॥ লগুড়া লগুড়ি
যুদ্ধ কৈলা কারো সনে। বাহু যুদ্ধ করে কারো সঙ্গেত যতনে॥
তবে কৃষ্ণ আলিঙ্গন করিয়া তাহারে। নিরস্ত করিলা আর যত
সহচরে॥ বেণু যষ্টি বস্ত্র আদি সব দিয়াইল। মুদ্রিকা না
পাঞা বটু অতি দুঃখি হৈল॥ রোষ করি সখাগণে শাপে
অতিশয়। ব্রহ্মস্ব হরিয়া নিলে মহাপাপীচয়॥ সুবর্ণ মুদ্রিকা
মোর চুরি করি নিলা। মোরে না ছুইহ কেহ অপবিত্র হৈলা॥
এই ব্রজে যাঞা আমি তোমা সবাকারে। প্রায়শ্চিত্ত করিবারে
কহিব সবারে॥ এত কহি দ্রুত যায় ফুকার করিয়া। নিরস্ত
করিলা রাম তাহারে ধরিয়া॥ তবে বটু রাম প্রতি কহিতে লা
গিলা। এইত পাপের এবে তুমি কর্ত্তা হৈলা॥ প্রায়শ্চিত্ত নাহি
কর যাবৎ পর্য্যন্ত। না ছুইব তুয়া তনু তাবৎ পর্য্যন্ত॥ এই
রূপে নানা লীলা সখাগণ সঙ্গে। করে কৃষ্ণ প্রতি তরুতলে

মহা রঙ্গে ।। অপরাহ্ণ কালে সব ধেনুগণ লৈয়া। ব্রজে চলে স্থিরচর আনন্দ করিয়া।। বৃন্দাবন হৈতে কৃষ্ণ ব্রজে যাইবারে। অতিশয় ত্বরা হৈল উৎকণ্ঠা অন্তরে।। তবে কৃষ্ণ দেখে সব ধবলার গণ। চরে সব ধেনু গিয়া অতি দূর বন।। একত্র করিতে কৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত হৈয়া। বংশীধ্বনি করে সব ধেনু নাম লৈয়া ।। হরিণী রঙ্গিনী পদ্মা পদ্মগন্ধা আর। চমরী খঞ্জরী রম্ভা কজ্জলাক্ষী সার ।। ভ্রমরী সুনদাসন্দা সুনন্দাদি নাম। সবলী মরালী পালী ধূম্রা কন্যাখ্যান ।। পিষঙ্গী ধবলী গঙ্গা তুঙ্গী মনোরমা। বংশীপ্রিয়া সুকালিন্দী হংসী আর শ্যামা।। কুরঙ্গী কপিলা গোদাবরী ইন্দুপ্রভা। ত্রিবেণী যমুনা শোনা শ্রেণী অতি শোভা চন্দ্রাবলী সুনর্ম্মদা আদি ধেনুগণে। হিহি হিহি শব্দে কৃষ্ণ করেন আহ্বানে।। ধেনুগণ মনে কৃষ্ণ আছে পাছে মোর। এই লাগি হর্ষে ধেনু চরে বনান্তর।। বেণু গানে জানে এবে কৃষ্ণ আছে দূরে। তৃণে তৃপ্ত হঞা আছে সবার উদরে।। দুগ্ধপূর্ণ স্তনগণ কম্বলের ভার। ঊর্দ্ধ মুখ ঊর্দ্ধ পুচ্ছ ঊর্দ্ধ কর্ণ আর।। প্রণয় মন্থর শীঘ্র গমন হুঙ্কারে। তৃণের কবল সবে দশনাগ্রে ধরে।। এইরূপে কৃষ্ণপাশে আইলা ধেনুগণ। বেঢ়িলা গোবিন্দে তাহাকে করু গণন।। গণের অধ্যক্ষ গঙ্গা আনি ধেনু যত। গোবিন্দ সৌন্দর্য্য নেত্রে পিয়ে অবিরত।। কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ লয় নাসা ঊর্দ্ধ করি। অঙ্গে অঙ্গ পরশয়ে হর্ষ চিত্তে ভরি।। জিহ্বাতে লেহন করে কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী। রহিলা হুঙ্কার যেন বৎস সে আবরি।। তার স্নেহ বশ হৈয়া নিজ হস্ততলে। মাজে সব ধেনু তনু কণ্ডূয়ন করে।। অতিশয় প্রেমে কৃষ্ণ হস্ত পরশিয়া। কহেন গোবিন্দ তারে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।। শুন মাতাগণ তৃণে উদর ভরিল। দেখ দিন গেল এবে অপরাহ্ণ হৈল।। ক্ষুধাতে

পীড়িত বৎস সকল তোমার। চল এবে ব্রজে যাই এই সে বিচার ॥ এইরূপে কৃষ্ণ স্নেহে বিহ্বল হইয়া। বিচ্ছেদ করায় সখা যতন করিয়া ॥ ব্রজ পথমুখী কৈলা সব ধেনুগণ। নানা ভেদধ্বনি করে ধেনু ঘনে ঘন ॥ কোন ধেনু কণ্ঠে ঘণ্টা তাহাতে কিঙ্কিণী। যুথ অগ্রগণ্য সেই চলে করি ধ্বনি ॥ ডাহিনে চলয়ে ধেনু সুপংক্তি করিয়া। বামে চলে মহিষাদি সে শোভা দেখিয়া ॥ স্বর্গলোক সব চিত্তে ভ্রান্ত হৈয়া গেল। মন্দাকিনী যমুনার প্রবাহ মানিল ॥ ধেনু বৃন্দ মন্দ২ করয়ে গমন। বেণু গীত গান হয় সুধা বরিষণ ॥ চঞ্চল অলকা গণে রেণু সব ভরে। দেখিতে কাহার হৃদি আনন্দ না করে॥ যাতে সখা নাহি সেই পথ পথ নহে। সে সখাতে কিবা যেই বিলাসজ্ঞ নহে ॥ সে বিলাসে কিবা যাতে পরিহাস ঊন। সেই নর্ম্মে কিবা যাতে কৃষ্ণ সুখ ন্যূন॥ বেণু গান করি মিত্র সঙ্গে চলি যায়। ধাঞা২ প্রতি বৃক্ষতলে রয়ে গায় ॥ রহি২ কেলিসুখ দেন বহুতর। দিয়া২ পুনঃ হয় গমন তৎপর ॥ ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেববৃন্দ। উপদেবগণ আর যতেক মুনীন্দ্র॥ কেহ পুষ্প বৃষ্টি কেহ প্রণতি করয়ে। কেহ নৃত্য করে কেহ গান বিস্তারয়ে ॥ কেহ পুষ্পবৃষ্টি করে কেহ বাদ্য বায়। পথে পথে কৃষ্ণপূজা করি সবে যায় ॥ তাহার লাগিয়া কৃষ্ণ স্বচ্ছন্দ বিহার করিতে সঙ্কোচ পায় সঙ্গে সহচর ॥ সকরুণ দৃষ্টি হাস্য সহ কৃষ্ণ মুখে। দর্শন লাগিয়া স্তব করে সবে সুখে ॥

যথা রাগঃ। প্রণমহো যশোদা সুত, হার গলে অদভুত গুণ গণ উত্তম আলয়। অপার করুণা সিন্ধু, অতিশয় দীনবন্ধু, বিহার করয়ে রসময় ॥ দাতা কল্পতরুবর, খলশ্রেণী প্রাণ হর,

নির্ব্বিকার সুন্দর শরীরে। অনন্ত নিকুঞ্জ স্থানে, প্রকাশয়ে সুখ ধামে, নিতুই বসন্ত সেবা করে॥ সখা সনে প্রীতকর, কুন্দ সম দন্তধর, মুখাম্বুজে সুধাময় হাস। আমারে করুণা কর, শুন অয়ে মুরহর; কৃপাদৃষ্টে কর পরকাশ॥ দিনান্তে নিশান্ত বনে, কর গমনাগমনে, বিভাবয়ে মহান্তের গণে। দুষ্টে কাল রূপ তুমি, শিষ্ট শান্ত শীত ভূমি, স্তুতি করি তোমার চরণে॥ সুধেনু সুবেণু শীল, সুশান্ত সুকান্ত নীল, সুকেশ সুবেশ মনো হরে। সুবেশ সুচিত্র নাট, সুমিত্র সহিতে ঠাট, প্রণাম করিয়ে মহীতলে॥ অঘারি মুরারি ধীর, বক অরি মহাবীর, ইন্দ্র গর্ব্ব কৈলে তুমি চুর। গিরিধর বরষায়ে, নিদানে শঙ্কর তারে, অপার বিহারে নাহি ওর॥ প্রবীণ অসুর মার, গষ্ঠী মহিমাধর, প্রতি ষ্ঠাতে ভরল ভুবন। দেবগণে সৃষ্টি সার, বলিষ্ঠ ধনিষ্ঠ আর, গুণ গণেকে করু গণন॥ গরীষ্ঠে সুমেরু সম, পটু হৈতে পটু তম, সুচ রিত্র তীর্থ পবিত্রায়। খলারি ছেদক হরি, ভবাব্ধি তারণ তরী, সজ্জন হৃদয় সুখময়॥ নাশ সব দ্বেষীগণ, সুমিত্র প্রণত জন, বিচিত্র প্রভাব কেবা জানে। গোধন চারণ রঙ্গী, সুমিত্র করিয়া সঙ্গী, নানা লীলা করহ সৃজনে॥ ত্রৈলোক্য রাখিতে মন, খল কৈলা বিধ্বংসন, কৃপাদৃষ্টি কর আমা প্রতি। এই রূপে দেবগণ করে নানা স্তবন, শুনি কৃষ্ণ সুখ পাইল অতি॥ কৃপাদৃষ্টি কৈলা তারে, দেখি সবে ভূমে পড়ে, প্রণাম করিয়া দেবগণ। এযদু নন্দন ভণি, লীলার সঙ্কোচ জানি, লুকাইয়া করে দরশন॥

দেবগণের স্তুতি শুনি যত সখাগণে। পরিহাস করে সবে অতি হর্ষ মনে॥ ব্রজেশ্বর পূর্ব্বে সেবা কৈল নারায়ণে। তেহোঁ নিজ বল দিলা গোবিন্দের স্থানে॥ সেই বলে কৃষ্ণ এথা অসুর মারয়। কৃষ্ণ মাইলবালে মূঢ় দেবগণে কয়॥ এইরূপে হাসি২ সখা

গণ যত। দেবতার আজ্ঞার চেষ্টা করে কত কত ।। এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে সখাগণ। নানা খেলা করি চলে সঙ্গেতে গোধন এথা শ্রীরাধিকা দেবী সখীগণ লঞা। আপন মন্দির মাঝে বসিলা আসিয়া ।। দাসীগণ সেবা করি শ্রম দূর কৈলা। এই রূপে ক্ষণ এক বিশ্রামে রহিলা ।। সায়ং নিশা ভোগ লাগি লড্ডুকাদি গণ। কৃষ্ণ লাগি করে ধনী করিয়া যতন ।। নিজ সখী লঞা করে পক্কান্নাদি গণ। অপূর্ব্ব বীঢ়িকা সজ্জ করেন তখন ।। মাষ চূর্ণ কদলক শাঁস নারিকেল। মরিচার-ঘন দুগ্ধ কর্পূর জাতিফল ।। এই সব এক করি ঘৃতপক্ক কৈলা। পুনঃ খণ্ড পাক করি তাহা উঠাইলা ।। বটক অমৃতকেলি আখ্যান ইহার। অতিশয় কৃষ্ণ স্পৃহা ইহা খাইবার ।। চালু চূর্ণ দধি মরিচ চিনি তাতে দিলা। নারিকেল কোমল শাঁস তাহাতে ধরিলা ।। লবঙ্গ এলাচি জাতিফল এক করি। অমৃত কদলীফল মুদ্গ চূর্ণ ধরি ।। এই সব এক স্থানে ফেণিত করিয়া। উঠাইল ভাল ঘৃতে পক্ক বিচারিয়া ।। পুনঃ তাহা পেলাইল মধুর উপরে পুনঃ তাহা পেলাইল গাঢ় দুগ্ধপূরে ।। অনেক কর্পূর তাতে দিল যত্ন করি। সুন্দর বটক নাম সে কর্পূরকেলি ।। কৃষ্ণ প্রিয় এই বড়া অতি মনোহরে। অমৃত নিন্দয়ে যার স্বাদু মিষ্টতরে ।। নারিকেল শাঁস আর চালু চূর্ণ করি। লবঙ্গ মরিচ জাতিফল তাতে ধরি ।। চিনি সঙ্গে ভালমতে এসব পিষিয়া। রম্ভা এলাচি সব একত্র করিয়া ।। ঘৃতপক্ক করি ইহা যত্নে উঠাইলা। অনঙ্গ গুটিকা নাম বিহিত হইলা ।। অতি প্রীতি করি কৃষ্ণ ইহা অঙ্গী করে। এইত কারণে যত্নে বনায়ে ইহারে। কদলী মরিচ দুগ্ধ খণ্ড জাতিফল। গোধূম পক্বেত সব কৈল একস্থল ।। নবীন কর্পূর মধু অর্পিলা তাহাতে। আশ্চর্য্য বটক হৈল পদ্ম গুণ

যাতে ।। অমৃত বিলাস নাম বটক হইল। কৃষ্ণ প্রীতি লাগি ধনী ইহা বনাইল ।। নানানুপায়স করি রাধা সুবদনী। আপ নার বুদ্ধে কৈল বটক যোজনি ।। অমৃত নিন্দয়ে কৃষ্ণ তৃষিত যাহারে। এই লাগি রাই নিজ হস্তে সজ্জ করে।। গোকুলে প্র সিদ্ধা এই সবা প্রীত করে। মধুপান প্রায় কৃষ্ণ ভোজন আচরে লবঙ্গ কর্পূর মরিচ শর্করা নিচয়ে।নারিকেল শাঁস আর ক্ষীর সরময়ে।। আশ্চর্য্য ইহার স্বাদু অমৃত নিন্দয়ে। চিনি পাকে কৈলা গঙ্গাজল লাড়ু হয়ে।। কর্পূর মরিচ আর লবঙ্গ শর্করা। নারিকেল শাঁস ক্ষীর সরেত ধরিলা ।। মৃদু লাজা দুগ্ধ সব একত্র করিলা। শরপুপী নাম হৈল চিনি পাকে কৈলা ।। তবে স্নান কৈল ধনী বৃষভানু সুতা। অরুণ বসন ধরে চন্দনে চর্চ্চিতা।।ললাটে সিন্দূর শোভে তিলক চিত্রিতা।মৃগমদ বিন্দু ধরে চিবুকে ললিতা।। বদ্ধবেণী সুমালিনী তাম্বূল বদনী। কুসু ম চিকুরা ধনী নাসা অগ্রে মণি।। নীবি সুসূত্রিণী আর কজ্জল নয়নী। কুসুম উত্তংশ করে লীলাপদ্ম ধনী।। পদদ্বয়ে যাবক শোভয়ে মনোরমা। ষোড়শ সিঙ্গার এই অত্যন্ত সুসমা ।। দিব্য চূড়ামণি শোভে ললাট উপরে। নীলমণি বলয়াদি শোভে দুই করে ।। শ্রবণে চক্রিকা শোভে শলাকা সহিতে। সুবর্ণ কুণ্ডল কাঞ্চী কঙ্কণ শোভিতে ।। মঞ্জীর কটক পাদাঙ্গুরী মনোরম। পদক অঙ্গদ গ্রীবা দোলনি রতন।। মণিহার মুদ্রি কাদি নানা অভরণ। ধরিয়া লইলা রাই কৃষ্ণ তৃষ্ণ মন।। সখী গণ তৈছে স্নান ভূষা আদি পরি। চন্দ্রশালা অট্টালিকা আরো হণ করি ।।গোবিন্দাগেমন পথে নয়ন ধরিলা। কৃষ্ণ দরশন লাগি উৎকণ্ঠা বাঢ়িলা ।। কৃষ্ণ মেঘ আগমন সময় জানিয়া। বল্লবী চাতকগণ হরষিতা হৈয়া ।।চন্দ্রশালা জালরন্ধ্রে চঞ্চু নেত্র

দিয়া। রহিলা একান্ত হৈয়া পথ নিরখিয়া।। গোপাঙ্গনাগণ মুখ চন্দ্রের মণ্ডপ। উৎকণ্ঠাতে উঠে যাঞা চন্দ্রশালাপর।। তেঞি সে যথার্থ নাম ব্রজে চন্দ্রশালা। যাহাতে উদয় গোপী মুখচন্দ্রমালা।। অথ। ব্রজেশ্বরী দেখে অপরাহ্ন হৈল। কৃষ্ণ আসিবেন করি উৎসাহ বাড়িল।। স্নেহ পরিপ্লুতা হৈলা গোবিন্দ কারণে। রন্ধনের ত্বরা করে ভক্ষ্যান্ন সাধনে।। নন্দনের পত্নী হয় অতুলা নাম তার। রোহিণীর সঙ্গে দিল পাক করিবার।। ছয় ঋতু উৎপন্ন যেই শাক কন্দমূল। ফলাদিক করি কত ব্যঞ্জন প্রচুর।। ব্রজেশ্বরী ব্যগ্র হঞা কহে বাড়িয়ালে। ছয় ঋতু উৎপন্ন যেই সবে আনি ধরে।। ছয় ঋতু সেবা করে শাক কৃষীগণ। ব্রজবাসী লোক জানে বাড়িয়াল কারণ।। শাকমূল ফলে করে কাণ্ডল পূরিত। অর্দ্ধেক রাখিল প্রাতে ভোজন নিমিত্ত।। সায়ং পাক লাগি আর অর্দ্ধেক রাখিলা। দাসীগণে সব দ্রব্য সংস্কার করিলা।। নারিকেল পক্ক আম্র আনে দাসগণ। সংস্কার করিয়া রাখে কৃষ্ণের কারণ।। দুই জাত দাস দাসী সবা নিয়োজিয়া। ব্রজেশ্বরী ব্যগ্র কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া।। যাত্রী আদি করি যত ব্রজাঙ্গনাগণে। সঙ্গে লৈয়া ব্রজেশ্বরী অশ্রু দুনয়নে।। বসন তিতয়ে স্তনে দুগ্ধ শ্রবে অতি। পুরদ্বারে গেলা সবে করিয়া সংহতি।। সূর্য্য অস্তাচল গেলা দেখি ব্রজেশ্বর। কৃষ্ণ দরশনে তৃষ্ণা বাঢ়িল অন্তর।। নিজ নেত্র অর্পে যথা গোধূলী উড়য়ে। বেণুধ্বনি স্থানে নিজ শ্রবণ রাখয়ে।। এইরূপে আত্মবৃন্দ সঙ্গে ব্রজেশ্বর। গোশালা আইলা অতি হরিষ অন্তর।। উচ্চ স্থানে রহে ব্রজবাসী গৃহ পায়। গোরজের জাল বলি যাঁহা দেখা পায়।। অথা কৃষ্ণ নিজ সখা সঙ্গেত হরিবে। পুষ্প অভরণ পরে আনন্দ বিশেষে।।

নানা পরিহাস কথা কহিতে শুনিতে। ব্রজের নিকট বন আইলা ত্বরিতে ।। নদী ধারে পরিসর স্থান মনোহর। তাঁহা বেণু শব্দে রাখে গোধন সকল।। যূথে২ ধেনু সব পৃথক করিয়া। জলপান করাইলা আনন্দিত হৈয়া।। নানা রঙ্গ মণিমালা নিজ হৃদি মাঝে। তাতে কৃষ্ণ ধেণুগণ যুথ পর নিজে।। সংখ্যা পূর্ণ হয় যদি তবে সুখ পায়। সংখ্যা ন্যূনে বেণু শব্দে তারে আকর্ষয়।। ধেণু সঙ্গে কৃষ্ণ নিজ সহচর লৈয়া। গোকুলে চলিলা সবে বেণু বাজাইয়া।।

যথা রাগঃ। গোধূলি ধূষর গায়; বন্য গুঞ্জামালা তায়, চঞ্চল অলকা পিচ্ছ কেশ। দল যষ্টি শৃঙ্গ বেণু, সর্ব্বত্র লাগিল রেণু, অদ্ভুত সবে গোপ বেশ।। আইসে কৃষ্ণ গোকুল ভুবনে। সখাগণ করি সঙ্গে, অনেক করিলা রঙ্গে, আগে করি সব ধেনুগণে।। ধ্রু ।। কৃষ্ণের নয়ন জোর, বিপুল শ্রবণ ওর, তাহাতে চাপল্য অরুণিমা। মনোহর পদ্ম তাতে, যাহাতে যুবতী মাতে, সে শোভার নাহিক উপমা।। ভ্রমণ করিতে বন, তাতে হই য়াছে শ্রম, অঙ্গ কান্ত্যামৃত বরিষণে। সিক্ত কৈলা সর্ব্ব জন, নয়ন চকোরগণ, তৃপ্ত হৈয়া তাহা করে পানে ।। মুখাব্জ মাধুরী সীমা, তাতে শ্রম জলকণা, গণ্ডে নাচে মকর কুণ্ডল। মুখে হাস্যামৃত লেশ, ভুলায় গোকুল দেশ, কুন্দফুলে ভরে ব্রজ স্থল ।। বংশীধ্বনি সুমাধুরী, ঘুরায়ে গোকুল নারী, ব্রজ সিঞ্চে অমৃতের কণা। আপন বিচ্ছেদানলে, পোড়াইলা ব্রজস্থলে, দেখি হৈল অনেক করুণা।। কৃষ্ণ জলধর মালা, বরিষয়ে সুধা ধারা, দশদিশে মুরলীর গান। শুনি সব ব্রজবাসী, আনন্দ সাগরে ভাসি, সুধা রসে করিলা সিনান ।। কৃষ্ণ আগমন রাজ, সখা সেনাপতি সাজ, শৃঙ্গ বংশী কোলাহল কৈল। সরভী

গণের রেণু, ধ্বজচয় সঙ্গেজন্তু, আসি যবে দূরে দেখা দিল ।। ব্রজের বিরহরাজ, দস্যু সম যার কায, দেখি শুনি বহু শঙ্কা পাইল। তানব দীনতা চিন্তা, ভয়োদ্বেগ সুজড়তা, সেনাপতি লঞা পলাইল ।। মেঘমালা ধূলি জাল, বংশী গানামৃত সার, হম্বা রব শব্দগণ তার। বর্ষা কৃষ্ণ আগমন, দেখি যত ব্রজ জন, ধায়ে সব চাতকের জাল ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তার দাস দাস প্রভু, তাঁর কন্যা শ্রীল হেমলতা। তাঁর পাদপদ্ম আশ, এ যদুনন্দন দাস, গায় কৃষ্ণ আগমন গাঁথা ।।

ব্রজেন্দ্র ঠাকুর নিজ ভ্রাতৃবর্গ লৈয়া। ব্রজেশ্বরী যাত্রীগণে সঙ্গেত করিয়া।। তৎকাল আইলা দোহেঁ বাহু পসারিয়া। কোলে কৈলা কৃষ্ণচন্দ্রে আনন্দিত হৈয়া।। শ্রীরোহিণী দেবী আইলেন ঠাকুরাণী। রন্ধনে আছিল কৃষ্ণ আগমন জানি ।। পাক স্থানে দাসীগণে রক্ষক রাখিয়া। দোহাঁ কৈলা আশীর্বাদ মহানন্দ পাঞা।। বংশীনাদ হৈতে হৈল মদন উত্থিত। ব্রজবধূ বদনার গদ্গদ পূরিত।। বস্ত্র নাহি সম্ভালয়ে শিথর দশনা। গৃহে হৈতে যায় পাঞা মদন কদনা।। কৃষ্ণ চিত্রভানু যবে উদয় হইলা।ব্রজজনা নেত্রোৎপল প্রফুল্ল ভৈগেলা।।বিকসিলা মুখে হাস্য কুমুদিনীগণ। অঙ্গে স্বেদ ভরে সেই চন্দ্র কান্তি সম।। বিরহ তাপিত প্রাণ শীতল হইলা। এইরূপে ব্রজ জনা আনন্দ বাটিলা।। পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ চিত্র উদয় করিলা। ব্রজ যুবতীর মুখপদ্ম বিকসিলা।। আরতি বিয়োগ চিন্তা ঘুক পলাইল। তনু চক্রবাকী স্থানে প্রাণ-কোক আইল ।। গোপাঙ্গনা গণ নেত্র ভ্রমিতাল মালা। কৃষ্ণ মুখপদ্ম কান্তি মধুলুব্ধ ভেলা।। লজ্জা প্রতিকূল বায়ু লংঘন করিয়া। কৃষ্ণ মুখপদ্মে পড়ে আনন্দিত হৈয়া ।। লতা ওত করি ব্রজবল্লবীরগণ। হরষিতা হঞা

দেখে গোবিন্দ বদন ॥ তা সবার মুখ কৃষ্ণ পদ্ম করি মানে। অতি লোভি হৈলা কৃষ্ণ তাহার দর্শনে॥ লজ্জা বলবতী বায়ু ভ্রমিতে২। নেত্রভৃঙ্গ পড়ে যাঞা সে মুখ পদ্মেতে॥ কৃষ্ণ মুখ পদ্ম দেখি যত গোপীগণে। নয়ন জুড়াঞা রহে আনন্দ ভবনে কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ বায়ু পরশ পাইল। তাহার পরশে গোপীর অঙ্গ জুড়াইল॥ কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমলে নাসা আনন্দিতা। বংশী নাদ হয়ে সব শ্রবণনান্দিতা॥ সেই বংশীধ্বনি সুধা আস্বাদ করিতে। জিহ্বার পুষ্টিতা হৈল মাধুর্য্য সহিতে॥ এইরূপে পঞ্চেন্দ্রিয় সব গোপীগণে। পুষ্টতা করিল কৃষ্ণচন্দ্র আগমনে॥ রাধিকা অপাঙ্গ মন্দ বিলোকন বাণে। ঐছন হইলা কৃষ্ণ বিদ্ধ মর্ম্মস্থানে॥অন্যাঙ্গনা শ্রেণী কত কটাক্ষ করয়ে। তৈছন ব্যা কুল কৃষ্ণ তাহাতে না হয়ে॥ রাধিকার মুখচন্দ্র হাস্যামৃত রসে যত সুখ পান কৃষ্ণ দরশ বিশেষে॥অন্যাঙ্গনা মুখচন্দ্রে হাস্যা মৃত ঝরে। তত সুখ কৃষ্ণ চিত্তে উদয় না করে॥ গোধন লইয়া কৃষ্ণ গোকুল প্রবেশে। গোপাঙ্গনা সর্ব্বেন্দ্রিয় হরয়ে বিশেষে॥ অথা ব্রজেশ্বর আর ব্রজেশ্বরী মাতা। দেখিল আইলা কৃষ্ণ মঙ্গল বনিতা॥ জীবনের প্রাণ যেন গিয়াছিল দূরে। তিহোঁ আইল নিধিপ্রায় করি করে কোলে॥ চুম্বন করয়ে বহু হৃদয়ে ধরয়ে। কভু কৃষ্ণ মুখপদ্ম আনন্দে হেরয়ে॥ ঘ্রাণ লয়ে কভু কৃষ্ণ মস্তক উপরে। এইরূপ মাতা পিতা লালে গোবিন্দেরে॥ কৃষ্ণ চূড় শিখি পিচ্ছ অলকাদিগণে। গোধূলী লাগিয়া আছে সুন্দর বদনে॥ মাতা পিতা নিজ বস্ত্র অঞ্চল লইয়া॥ দূর করে সেই ধূলী তাহাতে পুছিয়া॥ স্তনে দুগ্ধ শ্রবে চক্ষু নীর বরিষণে। তাহাতে করিলা কৃষ্ণ অঙ্গ প্রক্ষালনে॥এইমত পিতা মাতা আনন্দিত হৈয়া। লালয়ে গোবিন্দ তনু স্নেহময় হিয়া॥

পিতা আদি লোক কৃষ্ণে মিলন করিলা। প্রভাতে যেমন তেন এখনি হইলা ॥ কিন্তু প্রাতে দেখি কৃষ্ণ বিচ্ছেদের ভয়ে। সন্ধ্যার মিলনে হয় সর্ব্বানন্দময়ে ॥ গোআল সন্তাল কৈলা গবালয়ে লঞা। অস্তাচলে যৈছে সূর্য্য প্রবেশয়ে যাঞা ॥ যতেক বকনা গাভী পৃথক আলয়ে। দোবর্যি ভিন্ন রাখে যত গাভীচয়ে ॥ নবীন প্রসূতা গাভী আর ঋতুগণে। তাহা ভিন্ন২ রাখে লঞা অন্য স্থানে ॥ বৃষগণ ভিন্ন রাখে বৎসতর আর। যণ্ডগণ ভিন্ন রাখে মহিষ অপার ॥ এই রূপে কৃষ্ণ ধেনু লালন করয়ে। গো দোহন করাইতে ইচ্ছা বহু হয়ে ॥ তবে মাতা পিতা পুনঃ পুনঃ যত্নকরি। কহে ব্রজেশ্বর অতি স্নেহ চিত্ত ভরি ॥ ক্ষণেক বিশ্রাম করু সব ধেনুগণ। বৎসগণ দুগ্ধ পান করু একক্ষণ ॥ আমি এইখানে আছি গোগণ লইয়া। গো দোহন করাইব ক্ষণেক রহিয়া ॥ অরণ্য ভ্রমণে শ্রান্ত হইয়াছ দোঁহে। গৃহেরে গমন কর মাতাদি আলয়ে ॥ স্নান করি রসালাদি ভোজন করিয়া। তবে সে আসিবে এথা সুস্নিগ্ধ হইয়া ॥ কৃষ্ণ আকর্ষণ করি বটু কহে বাণী। ক্ষুধা তৃষ্ণা পীড়া করে দুঃখ পাই আমি ॥ চল কৃষ্ণ গৃহে যাই ভোজন করিয়া। প্রাণ রক্ষা করি আগে স্নিগ্ধ জল খাঞা ॥ ব্রজেশ্বরী শ্রীরোহিণী আগ্রহ করিলা। পুনঃ পুনঃ ব্রজেশ্বরী কহিতে লাগিলা ॥ তবে সখা সঙ্গে চলে কৃষ্ণ নিজালয়ে। অগ্রজ সহিতে আইসে আনন্দ হৃদয়ে ॥ তবে কৃষ্ণ সখাগণের যত মাতাগণ। পথে ব্রজেশ্বরী স্থানে করিয়া সাধন ॥ নিজ২ পুত্র সবে লয়ে গেল ঘরে। অনিচ্ছাতে গেলা সবে আপন মন্দিরে ॥ এথা ব্রজেশ্বরী রাম কৃষ্ণ লয়ে আইলা। বটুকেহ যত্ন করি সঙ্গেতে আনিলা ॥ তবেত রোহিণী নিজ পাদ প্রক্ষালিলা। অতুলাকে লঞা

সঙ্গে রন্ধনে চলিলা ॥ কৃষ্ণচন্দ্র আইলা যদি গোকুল নগরে। ব্রজের বিরহ তাপ সব গেল দূরে ॥ দর্শন বিচ্ছেদ আর্ত্ত চিন্তা বিঘ্ন হৈয়া। রাধিকাদি গৃহে গেলা সখীগণ লঞা ॥ ব্রজ জন সব যদি পুনঃ কৃষ্ণ পাইলা। অপুত্রক গৃহে যেন পুত্র উপজিলা ॥ কিম্বা অধনীর গৃহে হেম বৃষ্টি হৈলা। কিম্বা দাবানলে যেন সুধা বরিষিলা ॥ আচম্বিতে এই সব হৈলে যৈছে সুখ। তৈছে সুখ কৃষ্ণ পায়ে যত ব্রজলোক ॥ অপরাহ্ণ লীলা কৈল সংক্ষেপ কথন। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত শুন তর্ক ছাড়ি। অপূর্ব্ব২ কথা পরম মাধুরী ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এযদুনন্দন কহে অপরাহ্ণ বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে অপরাহ্ণ লীলা বর্ণনং নাম
ঊনবিংশতি স্বর্গঃ ॥ ১৯ ॥
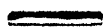
তথাহি। সায়ং রাধা স্বসখ্যা নিজ রমণ কৃতে প্রেষি তানেক ভোজ্যাং, সখ্যানীতেশ শেষাশন মুদিত হৃদংতাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুং। সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননী লালিতং প্রাপ্ত গোষ্ঠং, নির্বূঢ়োসালি দেহং স্বগৃহ মনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয় নিত্যানন্দ প্রাণ অদ্বৈতের বন্ধু ॥ জয় সনাতন প্রিয় রূপ প্রাণ জয়। হেন কৃপা কর যেন তোমাতে মতি হয় ॥ দারুণ সংসার সিন্ধু বিষানল ময়। ইহারে ধরিলে ধড়ে প্রাণ কোথা রয় ॥ তোমাকেহ পাস রায় হেন সে দুরন্ত। আমি আমি কহি যাতে হয় ভববন্ধ ॥

এই কৃপা মাগোঁ যেন তোমা না পাসরোঁ। যে তে খানে যেন তেন কেনে নাহি মরোঁ।। আমা বড় পাপী নাহি এতিন ভুবনে কৃপা করি কৃপাসিন্ধু দেহ দরশনে।।

যথা রাগঃ। সায়ংকালে সুধামুখী, অন্তরে হইলা সুখী, আপনার সখীগণ লৈয়া। গোবিন্দের কারণ, নানা উপহার গণ, পাঠাইলা যতন করিয়া।। তারা ব্রজেশ্বরীকে দিয়া, গোবিন্দেরে খাওয়াইয়া, শেষ লঞা আইলা রাই স্থানে। রাই কৃষ্ণ শেষ পাইয়া, নিজ সখীগণ লৈয়া, সুখে কৈল অমৃত ভোজনে।। কৃষ্ণ করে সায়ংসিনান, রম্য বেশ মনোরম, ব্রজেশ্বরী করেন লালন। আম্র নারিকেল যত, আর পক্কান্নাদি কত, ভুঞ্জি কৈল গোষ্ঠেরে গমন।। করে গো দোহন লীলা, নানান্ কৌতুক খেলা, পুনঃ আইলা আপনার গৃহে। পরমান্ন ব্যঞ্জন ভুঞ্জে, পিতা মাতা মনোরঞ্জে, সায়ং লীলা স্মরয়ে হিয়ায়ে।।

অতঃপর ব্রজেশ্বরী রাম কৃষ্ণ লঞা। বসাইল স্নানবেদী উপরে আনিয়া।। নিযুক্ত করিলা দাস সে দোঁহা সেবনে। ধনিষ্ঠাকে ডাকি কিছু কহেন বচনে।। রাধিকার স্থানে তুমি অতি শীঘ্র যাঞা। লড্ডুকাদি চাহি আন গোবিন্দ লাগিয়া।।কল্যাণদ লাড়ু, তাতে স্বাদু বহুতর। প্রার্থনা করিয়া তাহা আনহ সত্বর।। যাহার ভক্ষণে সদা আয়ু বৃদ্ধি হয়। পরম রুচিতে কৃষ্ণ তাহা আস্বাদয়।। ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা পাঞা দেবী ধনিষ্ঠিকা। শীঘ্র গেলা যেই স্থানে আছেন রাধিকা।। মাগিলা অমৃত লাড়ু গোবিন্দ লাগিয়া। তিহোঁ পাঠাইতে ছিলা নিজ সখী দিয়া।।হেনকালে মালতীর হৈল আগমন। বৃন্দা পাঠাইলা তারে কহিতে কথন।। রজনী বিলাস কুঞ্জ সঙ্কেত করিলা। শ্রীগোবিন্দ নাম স্থল তারে জানাইলা।। তবে শ্রীরাধিকা ভক্ষ সামগ্রীর

গণে। ভিন্নং কৈলা নব্য মৃত্তিকা ভাজনে॥ পৃথক বসনে তাহা আচ্ছাদন কৈলা। দিব্য বারকোষে লঞা সে সব ধরিলা॥ তাহার উপরে শুক্লবাসে আচ্ছাদিলা। কস্তুরী তুলসী দিয়া তাহা পাঠাইলা॥ তাম্বূল বীটিকা দিল ধনিষ্ঠিকা করে। সঙ্কেত কুঞ্জের কথা কহিল তাহারে॥ তারা সব সেই দ্রব্য লইয়া আইলা। ব্রজেশ্বরী কাছে লঞা সমর্পণ কৈলা॥ দ্রব্য দেখি ব্রজেশ্বরী মহাসুখ পাইল। ব্রজেশ্বরী তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে কৈল॥ নিজালয়ে যে যে দ্রব্য কৈল ব্রজেশ্বরী। বিষ্ণু সেবা লাগি রাখে ভিন্ন পাত্রে ধরি॥ বিপ্র স্থানে সেই দ্রব্য ধরিয়া রাখিলা। শালগ্রাম সেবা লাগি আগেই ধরিলা॥ ওথা কৃষ্ণ চন্দ্র অঙ্গ ক্ষালন করিলা। মর্দ্দনোদ্বর্ত্তন স্নান মার্জ্জনাদি হৈলা সূক্ষ্ম শুক্ল নববাস পরিধান কৈলা। তবে কেশ সংস্কার তিলক রচিলা॥ তবে অঙ্গে চতুঃসম করিলা লেপন। দিব্যমালা গলে দিল রত্ন বিভূষণ॥এই সব সেবা কৈল দাসগণ মেলি।আসনে বসিয়া করে সুভোজন কেলি॥ ক্রমে মাতা পরিবেশে রসালাদি করি। নারিকেল আদি ফল হরিষে আহরি॥ পীযূষগ্রন্থি কর্পূরকেলি অমৃতকেলি নাম। বটক লড্ডুকাদি নানা বিবিধ বিধান॥ হাসয়ে হাঁসায় মধুমঙ্গল সহিতে। নানা পরিহাস করি সুখ পাঞা চিত্তে॥ ভোজন করিয়া কৈল স্নিগ্ধ জল পান। আচমন করি কৈলা শয্যাতে বিশ্রাম॥ দাসগণে সেবে তাহা তাম্বূল বীজনে। এমতি ক্ষণেক কৃষ্ণ করিলা বিশ্রামে॥ তবে সখাগণ সঙ্গে গো দোহন কাযে। গোশালা গমন কৈলা শ্যাম রসরাজে॥ কৃষ্ণভুক্তশেষ দ্রব্য ধনিষ্ঠা লইয়া। রাই স্থানে পাঠায়েন গোপন করিয়া॥ নিজ সখী গুণমালা দ্বারে নিতিং পাঠায়েন রাই স্থানে অতি হৃষ্টমতি॥ শ্রীরাধিকা তাহা পাঞা

সখী বৃন্দ লৈয়া। ভক্ষণ করয়ে অতি সন্তোষ পাইয়া॥ তবে সখীগণ লৈয়া অট্টালী উপরে। আরোহয়ে গোদোহন লীলা দেখিবারে॥ গ্রীষ্মকালে কভু কৃষ্ণ জননী প্রার্থিয়া। যমুনাতে স্নান করে সখাগণ লঞা॥ দাসগণ দিয়া মাতা ভক্ষদ্রব্য গণ। পাঠায়েন বস্ত্র আদি নানা আভরণ॥ কৃষ্ণ নদী স্নান করি বেশাদি করয়ে। ভক্ষ পান করি শ্রম সকল নাশয়ে॥ সেই পথে গবালয়ে করয়ে গমনে। গোদোহন লীলা করে লয়ে সখাগণে॥ রাধিকাহ কভু নিজ সখীগণ লৈয়া। স্নান ছলে যান কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া॥ কুন্দলতা দিয়া ভক্ষ সামগ্রী পাঠায়। সেই সব দ্রব্য কৃষ্ণ ভোজন করয়॥ রাই কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ জলে স্নান করে। কৃষ্ণ ভুক্ত শেষ পান কুন্দলতা দ্বারে॥ সখীগণ লয়ে রাই সে সব ভুঞ্জিয়া। নিজ গৃহে যান অতি হরষিতা হয়্যা॥ কৃষ্ণের সেবক কেহ ভৃঙ্গার লইল। কেহত তাম্বুল পাত্র ব্যজন ধরিল॥ কেহ পাণ পাত্র লয়ে কেহ লয়ে পাশা। কেহ বেণু বেত্র লৈয়া গেলা ধেনু বাস॥ ওথা ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণ পথে নেত্র দিয়া খট্টার উপরে বৈসে ঘট আগে লৈয়া॥ গোপগণ দাসগণে আদেশ করয়ে। গোদোহন কার্য্যে তেহোঁ সবা নিযোজয়ে॥ হম্বারব ধেনুগণ বৎস আহ্বানয়ে। কর্ণ উচ্চ করি বৎস পথ চায়ে রহে॥ স্তনে দুগ্ধ ভার হয়ে চলিতে না পারে। আপনে শ্রবয়ে দুগ্ধ দোহে এইকালে॥ পূর্ব্বে যৈছে হিহি শব্দে ধেনুকে ডাকিলা। তৈছে কৃষ্ণ ইহা ধেনু বৎস আহ্বানিলা॥ গোদোহন করি গোপ কলসি ভরিয়া। সারি সারি করে গোপ দেখে দাণ্ডাইয়া। ভারীগণ ভার বহে ঘর্ম্ম সব গায়। সব দুগ্ধ ধরে লৈয়া দুগ্ধের আলয়। দুগ্ধ রাখি শূন্য ঘট ভার লৈয়া আ

ইসে। সেই সব ঘট আছে ব্রজেশ্বরী কাছে।। ঋতু গাভী লাগি ষণ্ডে ষণ্ডে মহারণ। শৃঙ্গ খুরে বিদারয়ে পৃথ্বী ঘনে ঘন।। করয়ে গম্ভীর ধ্বনি তার স্বর করি। এইরূপে ধায় ষণ্ড বলে মহাবলী।। মস্তকা মস্তকী ক্রীড়া করে বৎসগণ। তাহা দেখি কৃষ্ণ অতি হরষিত মন।। গোদোহন হৈল ব্রজেশ্বরে জানাইলা তবে কৃষ্ণ ধেনুগণে লালিতে লাগিলা।। শ্রীহস্তে মাজ্জনা করে অঙ্গ কণ্ডূয়ন। সব বৎসগণে দুগ্ধ করায় ভক্ষণ।। বৎসগণ দুগ্ধ পানে পূর্ণোদর হৈল। তৃপ্তি হৈল বৎসগণ ক্ষুধা দূরে গেল।। নিবৃত্তি হইয়া বৎস গেলা নিজ স্থলে। গাভী গণ স্তনে পুনঃ দুগ্ধ আসি ভরে।। কৃষ্ণ মুখপদ্মে নেত্র চিত্ত ধরে ধেনু। বাৎসল্যে শ্রবয়ে স্তন বৃষ্টিধারা জনু।। গোপ গণ ঘটকুলে সেই স্তন তলে। আনি আনি ধরে ঘট সব দুগ্ধে ভরে।। দোহাইয়া যত দুগ্ধ প্রথমে পাইলা। তত দুগ্ধ এইরূপে পায়ে হৃষ্ট হৈলা।। আনি ব্রজেশ্বর কাছে ধরে গোপগণে। বৃত্তা ন্ত শুনিয়া সুখী ব্রজরাজ মনে।। তবে গোপগণ যায়ে প্রতি ধেনু কাছে। বলে ধরি আনে বৎসগণ যত আছে।। বৎস গণ রাখে লৈয়া বৎসের আলয়ে। গাভীগণ রাখে যার যেই স্থান হয়ে।। তবে কৃষ্ণ ব্রজেশ্বর নিকটে আইলা। দুগ্ধ গৃহে ভারী গণে নিযুক্ত করিলা।। গবালয় দ্বারে সব কিঙ্কর রাখিলা। তবে ব্রজরাজ সুত লয়ে গৃহে আইলা।। শালগ্রাম সেবা পূজা করে বটু যাঞা। সন্ধ্যা আরাত্রিক করে মিষ্টান্নাদি দিয়া।। তবে ব্রজেশ্বরী সেই নৈবেদ্যাদি গণ। ব্রজেশ্বর স্থানে দেন ক রিয়া বতন।। পক্কান্ন ঐক্ষব পুষ্প মাল্যাদি চন্দন। গন্ধবীড়া আদি করি নানা প্রকারণ।। তাহা পায়ে ব্রজেশ্বর সবা সঙ্গে করি। ভক্ষণ করিল শ্রদ্ধা বিশেষ আচরি।। সবালঞা ইষ্ট

গোষ্ঠি ক্ষণেক করিলা। বন্ধুলোকগণ সব গৃহেরে চলিলা॥ কৃষ্ণ ছাড়ি যাইতে কারো ইচ্ছা নাহি হয়। মনেন্দ্রিয় কৃষ্ণ পাশে রাখি সব যায়॥ অথা সে রন্ধন গৃহে প্রস্তুত হইল। ভোজন কারণে তবে সবা বোলাইল॥ ভ্রাতৃপুত্র সুভদ্রাদি নিতি আহ্বানয়ে। কৃষ্ণ সুখ লাগি তারে সদা নিমন্ত্রয়ে॥ কোন দিন ব্রজেশ্বর নিজ সহোদরে। ভোজন কারণে তারে নিমন্ত্রণ করে॥ সেই দিন ব্রজেশ্বরী সবা নিমন্ত্রিলা। বটু দ্বারে তাসবারে আহ্বান করিলা॥ তুঙ্গী পীবরী যাত্রী বকুলাদি আর বধূকন্যাগণে আইলা লেখা নাহি তার॥ সবারে আনিলা বটু দ্বারে ব্রজেশ্বরী। ভোজনে বসিলা পাদ প্রক্ষালন করি॥ দক্ষিণে অগ্রজ বামে অনুজ বসিলা। ব্রজেশ্বর মধ্যে রামকৃষ্ণ আগে কৈলা॥ সুভদ্রাদি কৃষ্ণ বামে বসিলা ভোজনে। বটু হ বসিলা বলরামের দক্ষিণে॥ সুভদ্রের মাতা হয় তুঙ্গী তার নাম। জননীত জানে তেঁহো পরিবেশন কাম॥ ব্রজেশ্বরী তাহাকেত কহে যত্ন করি। রোহিণীকে কহে তেহোঁ সক্রম আচরি॥ দ্বিজ আগে দেয়াইল তবে নিজ পতি। তবেত দেবরে দেন অতি শুদ্ধমতি॥ তবে দেয়াইল তেহোঁ সব পুত্রগণে। এইরূপে রোহিণীকা করে পরিবেশনে॥ হেমবর্ণ ঘৃতে অন্ন ব্যঞ্জন সিঞ্চিত। অতি সুচিক্কণ অতি সৌরভে পূরিত॥ হেম পাত্র করি পাত্র ধাতুর উপরে। কোমলান্ন ব্যঞ্জনাদি তাতে লৈয়া ধরে॥ ছয় রস ব্যঞ্জনাদি পরমান্ন বটক। কোমল বীটিকা পুয়া দিলেন পৃথক॥ যার যে ব্যঞ্জনগণ প্রিয় অতিশয়। জানি ব্রজেশ্বরী রোহিণীকে ইঙ্গিতয়॥ তারে২ সেই২ ব্যঞ্জন দেয়ায়। হৃষ্ট হঞা তাহা পাঞা সেই২ খায়॥ ঘনদুগ্ধ শিখরিণী মথিত রসালা। ঘনদধি বহু সন্ধি তাতে করি মেলা॥ পক্ব আম্ররস আদি

ব্রজেশ্বরী লঞা। ক্রম করি পরিবেশে আনন্দিত হৈয়া॥ মাতা পিতা আদি করি যত২ জনে। পরম আগ্রহ করে কৃষ্ণের ভোজনে॥ মনোবাক্য নেত্র সবে প্রকাশ করয়ে। সমস্ত ভুঞ্জয়ে কৃষ্ণ এই মনে হয়ে॥ অতি গাঢ় প্রেম চিত্ত দ্রবিত হইয়া। স্নেহ বাষ্প ছলে বহে নয়ন ভরিয়া॥ শত শতাগ্রহ করি ভোজন করায়। তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পায়॥ মাতা গূঢ়রূপে করে আগ্রহ বিস্তর। বটু নর্ম্ম করে তাতে গাম্ভীর্য্য অন্তর॥ তবু প্রাতে কৃষ্ণ যৈছে ভোজন করিলা। সায়ংকালে ভোজনেত ব্যস্ততা হইলা॥ পিতা জ্যেঠা খুড়া সনে একত্র ভোজন। স্বচ্ছন্দিত নহে যদি নর্ম্ম আলাপন॥ মাতাও লালয়ে যদি স্বচ্ছন্দে না কৈল। তথাপিহ কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পাইল॥ একত্রে ভোজন কৈল সবাকে লইয়া। তাহাতেই সুখী কৃষ্ণ আনন্দিত হিয়া॥ প্রাতঃকাল হৈতে সায়ংকালের ভোজনে। কোটি সুখ পাইলা কৃষ্ণ স্নেহ আচরণে॥ ব্রজবধূ মুখচন্দ্র হাস্য মনোহর। দেখি তৃপ্ত হৈল সবার নয়ন অন্তর॥ কৃষ্ণবাণী সুধাবিন্দু কর্ণ পান কৈল। কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ সর্ব্ব নাসা পূর্ণ হৈল॥ মাধুর্য্য অমৃতাস্বাদে জিহ্বা পূর্ণ হৈল। পঞ্চেন্দ্রিয় কৃষ্ণ চিত্ত সবার পূরিল॥ ভোজন করিয়া তবে জলপান কৈল। আচমন করি মুখমার্জ্জন করিল॥ তবে কৃষ্ণ যাঞা রত্ন পালঙ্ক উপরে। বিশ্রাম করিলা সব দাসে সেবা করে॥ অট্টালী উপরে কৃষ্ণ করিলা শয়ন। দাসগণে সেবে দিয়া তাম্বুল বীজন॥ অট্টালী উদয়াচলে কৃষ্ণ মুখচন্দ্র। উদয় হইল জ্যোতি জ্যোৎস্না দীপ্ত চন্দ্র॥ রাধিকাহো নিজ সখী বৃন্দ সঙ্গে লৈয়া। নিজ অট্টালয়ে মুখ গবাক্ষে ধরিয়া॥ দেখে গোবিন্দের মুখ চন্দ্রের সুসমা। নয়ন চকোরদ্বয়ে নাহি হয়ে ক্ষমা। পুনঃ পুনঃ পিয়ে সুধা নয়ন চকো

রী। শূন্য অঙ্গ হৈল চিত্ত কৃষ্ণ সুখে ধরি ॥ সম্ভাগ্যের গণ যবে উদয় করয়ে। সর্ব্বত্রেই সর্ব্বক্ষণ সৎফল ধরয়ে ॥ কৃষ্ণ তৈছে অট্টালিকা গবাক্ষে আনন। ধরিয়া দেখয়ে রাই মুখ মনোরম ॥ রাই মুখপদ্ম মধু ধারা পান করে। নিজ নেত্র ভৃঙ্গ যুগ ভাগ্য ফল ধরে ॥ অথা ব্রজেশ্বরী তবে তুলসীকে কহে। ভোজন করহ তুমি লঞা সখীচয়ে ॥ তাহা শুনি ধনিষ্ঠিকা কহয়ে তাহারে। বিনা রাই জলপানং তুলসী না করে ॥ অতি স্নেহ রীত তার শুনি ব্রজেশ্বরী। ধনিষ্ঠাকে কহে তিহোঁ মহা ত্বরাকরি ॥ রাই সখীগণ সঙ্গে যত্তেক ভুঞ্জয়ে। তত অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাঠাহ সে গৃহে ॥ তাহা শুনি ধনিষ্ঠিকা কৃষ্ণ ভুক্ত শেষ। অন্ন ব্যঞ্জনাদি করি যত্তেক বিশেষ ॥ রোহিণীর স্থানে অন্ন ব্যঞ্জনাদি লৈয়া। একত্র করিলা তাহা গোপন করিয়া ॥ তুলসীকে দিয়া তাহ তৎকাল পাঠায়। অথা ব্রজেশ্বরী ধাত্রীগণেরে বোলায় কন্যা বধূ আদি যত দাস দাসীগণ। যত গোপগণে দিল মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন ॥ আপনেহ সবা লৈয়া ভোজন করিল। আঁচমন করি সবে তাম্বূল খাইল ॥ ধনিষ্ঠা আনিয়া অন্ন তুলসীরে দিল। সুবলে বিটিকা দিয়া সঙ্কেত করিল ॥ অথা রাধিকার পাশে তুলসী যাইয়া। শেষান্ন ব্যঞ্জন দিল হরষিত হৈয়া ॥ সখীগণ সঙ্গে ধনী সে দ্রব্য দেখিলা। গন্ধবর্ণে নাসা দৃষ্টি তৃপ্তি হৈয়া গেলা ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী তাহা তৎকাল লইয়া। ভোজন আলয়ে রাখে পৃথক করিয়া ॥ অথা বিশাখাকে ডাকি কহয়ে জটিলা। ভোজন করিয়া পুত্র গোশালাকে গেলা ॥ বধূকে বোলাও এথা ভোজন করিতে। তাহা শুনি বিশাখিকা লাগিলা কহিতে ॥ প্রথমে সে সখী মোর শয়ন করিলা। উঠিতে না পারে অঙ্গ অলসে ভরিলা ॥ অন্ন ব্যঞ্জন দেহ এথাই আনিয়া।

শয়ন করেন যেন এইখানে খাঞা।। কহি বিশাখিকা অন্ন ব্য
ঞ্জন আনিলা। রাধার ভোজনালয়ে ধরিয়া রাখিলা।। তবে
রাই শীঘ্র আসি ভোজন আলয়। বৈসে রত্ন পীঠোপরি আন
ন্দ হৃদয়।। সঙ্গে সখীবৃন্দ হেম ভৃঙ্গারেতে পানী। কৃষ্ণভুক্ত
শেষ ভুঞ্জে রাধা হংসিমণি।। দক্ষিণে ললিতা বামে বিশাখা
বসিলা। দুই পাশে বেঢ়ি আসি মণ্ডলি হইলা।। সখীবৃন্দ সঙ্গে
রঙ্গে রাই নিতম্বিনী। ভোজন করয়ে নানা রহঃকথা শুনি।। কৃষ্ণা
ধর শেষরাইকরয়ে ভোজন। সর্ব্বাঙ্গে পুলক হয় দেখে সখীগণ
এইরূপে ভোজন কৈলা সখীগণ লৈয়া। স্নিগ্ধ জলপান কৈলা
হরষিত হৈয়া।। আচমন কৈলা রাই সুবর্ণ ডাবরে। দাসীগণ
জল দিয়া সেবে সেইস্থলে।। রত্নের পালঙ্কে কৈল ক্ষণেক
বিশ্রামে। তাম্বূল বীজন সেবা করে দাসীগণে।। সখীগণ
সেইস্থলে করিলা বিশ্রাম। তাম্বূল ভক্ষণ কৈল অতি অনুপাম।।
কৃষ্ণদত্ত বীড়া আগে তুলসীকা দিল। তাহা পাই রাই অঙ্গ
পুলকে ভরিল।। সে ভাব দেখিয়া সখী করে পরিহাস। তবে
তুলস্যাদি যাঞা পাইল অবশেষ।। সব দাসীগণ গিয়া ভো-
জন করিল। চব্য পাণ সুধামুখী তাহা সবে দিল।। এইরূপে
রহে ধনী আনন্দ হিয়ায়ে। গুণীবৃন্দ নটী রঙ্গ দেখিবারে চাহে।।
তৎকাল যাইয়া সবে উঠে অট্টালয়ে। সেইখানে রহি সব কৌ
তুক দেখয়ে।। গোবিন্দ দেখিয়া রাই আনন্দে ভাসয়। অভি
সার লাগি চিত্তে উৎকণ্ঠিতা হয়।। গুরুজন জাগে কিবা শয়ন
করিল। তাহা দেখিবারে তুলসীরে পাঠাইল।। তিঁহো আসি
কহে সবে নিদ্রায় পড়িলা। শুনিয়া রাধিকা চিত্তে আনন্দ
বাঢিলা।। দুগ্ধ লাড়ু আদি নানা প্রকার পক্কান্ন। রসালাদি
করে রাত্রি ভোজন কারণ।। সঙ্কেত নিকুঞ্জে ধনী গমন করিতে

নানান উদ্বেগ করে সখীর সহিতে ॥ এইত কহিল কৃষ্ণের সায়হ্ন লীলা । সংক্ষেপে কহিল এই ভোজনাদি লীলা ॥ ইহাতে বিশেষ আর যত আছে কথা। ঠাকুর বৈষ্ণব তাহা শোধিবে সর্ব্বথা ॥ গোবিন্দ চরিত সব যে জন স্মঙরে। এইরূপে ব্রজস্থল কৃষ্ণ স্তুতি করে॥ তবে ব্রজেশ্বরী ভৃত্যগণে আজ্ঞা দিল। লোকের কলকলি সব নিষেধ করিল॥ নিজ২ স্থানে যাঞা বৈসে সব লোক। গুণিগণে করে রাজা ইঙ্গিত আলোক কলাবিদ সব তান নিজ২ কলা। সর্ব্বগণে মেলি সবে একত্র বসিলা ॥ এইত কহিল কথা সায়হ্ন বিলাস। দিগ দরশন করি সংক্ষেপ আভাস॥ শ্রীরূপ পাদপদ্ম করিয়া ধেয়ান। যেই উঠে মনে লিখি না জানি বিধান॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে সায়াহ্ন বিলাসে॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে সায়হ্ন বিলাস বর্ণনং
নাম বিংশতিতমঃ স্বর্গঃ ॥ ২০ ॥

তথাহি। রাধাং সালিগণান্তামসিত শিত নিশা যোগ্য বেশাং প্রদোষে, দূত্যাবৃন্দোপদেশা দভিসৃত যমুনা-তীর কল্পাগ কুঞ্জাং। কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিত গুণিকুলা লোক নংস্নিগ্ধ মাত্রা,যত্নাদানীয়সংশায়িত মথনিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর। জয় জয় তপ্ত হেম কান্তি কলেবর ॥ জয় জয় চন্দ্রমুখ কমল নয়ন। জয় জয় দীনবন্ধু পতিত পাবন॥ কৃপাকর দয়ানিধি মো অতি অধম। তোমা না ভজিনু বৃথা গেল এজনম ॥ নিজ গুণে কৃপাকরি দেহ দর

শন। সুখে সেবা করেঁ। তাথে তোমার চরণ।। অতঃপর ব্রজে শ্বর বাহিরে আইলা। অগ্রজ অনুজ সহ সভাতে বসিলা।।

যথা রাগঃ। সন্ধ্যার সময়ে রাই, সখীগণ এক ঠাঞি, বেশ॰ করে অভিসার কাযে। সিত আর অসিত নিশা, যোগ্য বেশ রচে দিশা, সাজে ধনী মনোহর নিজে।। বৃন্দাদেবী উপদেশে, চলিলা মোহন বেশে, যমুনার তীরে সখী সঙ্গে। কল্প বৃক্ষ কুঞ্জবন, স্থান অতি মনোরম, পাইলা ধনী কৃষ্ণ সঙ্গ রঙ্গে।। গোবিন্দ প্রদোষ কালে, গোপ সভা আসি মিলে, গুণি কলা কৌতুক দেখিলা। নানান্ কৌতুক দেখি, কৃষ্ণ হৈল মহাসুখী, তা সবারে বহু দান দিলা।। মাতা অতি যত্ন করি, সভা হৈতে আনে হরি, দুগ্ধ ভুঞ্জাইয়া শোয়াইলা। ক্ষণেক সুতিয়া কৃষ্ণ, অন্তরে বাঢ়িল তৃষ্ণ, অলক্ষিতে সেই কুঞ্জে গেলা।। রাধাকৃষ্ণ দরশন, আনন্দে ভরল মন, নানা ভাব ভরে দুহুঁ গায়। সখী সঙ্গে পরিহাস, রসময় সুবিলাস, স্মরে সেই আপন হিয়ায়।।

অতঃপর ব্রজেশ্বর বাহিরে আইলা। অগ্রজ অনুজ সহ সভাতে বসিলা।। ব্রজ প্রজাগণ যত সবাই আইলা। গুণিবৃন্দ আইলা মহা সমৃদ্ধ হইলা।। শ্রেণী মুখ্য লোক আর গুণিবৃন্দ যত। সবাই আইলা বিদ্যা বিশারদ কত।। বাদক গায়ক আইলা নাটক সহিতে। সূত বংশ ভাটগণ আইলা ত্বরিতে।। ব্রজেশ্বর সঙ্গে সবে মিলন করিলা। যথাযোগ্য গৌরবাদি সবা সঙ্গে কৈলা।। প্রণয়ানুগ্রহ করি সম্মানিল সবা। গোবিন্দ দর্শনে চিত্ত হঞা গেল লোভা।। ব্রজেন্দ্রের মনে কৃষ্ণ ভোজন করিয়া। শয়ন করিলা অতি শ্রমযুক্ত হৈয়া।। লোক গণ আইল তাঁর দর্শন লাগিয়া। কি বিধি করিব আমি না বুঝিয়ে ইহা।। হেনই

সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র আচম্বিতে। সখাগণ সঙ্গে আইলা রাজার সভাতে।। ব্রজেন্দ্রের সভা যেন উদয় পর্ব্বতে। কৃষ্ণচন্দ্র তাতে যদি হইলা উদিতে।। হৃদয় সমুদ্র সবার দেখি উছলিল। নয়ন চকোরগণ প্রফুল্ল হইল।। রোমোদধি প্রফুল্লিত হাস্য কুমুদিনী। প্রফুল্ল হইল সব চিন্তানন্দ মানি।। অঞ্জলি বন্ধনে কৃষ্ণ বিপ্রে নমস্করি। গুরুজন আদি করি বন্দে ভক্তি করি।। সব সখাগণে হাস্য মিশালে ঈক্ষণ। প্রতিপাল্য গণে করে দয়াবলোকন।। সবারে সম্ভাষা করি সঙ্গিগণ লৈয়া। আসনে বসিলা কৃষ্ণ অতি হৃষ্ট হৈয়া।। বেদধ্বনি করে বিপ্র জয় জয় রবে। পূর্ব্ব বংশ অনুবাদ পড়ে অনুভবে।। সেই সেই লীলা গান পঠন করয়ে। অতএব বহু বাদ্যে কোলাহল হয়ে।। পরম আনন্দ ধ্বনি স্তুতি কলকলি। সংগীত করিলা যত সেই ব্রজস্থলী।। এইরূপে ব্রজস্থল কৃষ্ণ স্তুতি করে। ঘোষ নিজ নাম যাতে মানয়ে সকলে।। তবে ব্রজেশ্বর ভৃত্যগণে আজ্ঞা দিলা। লোকের কলকলি সব নিষেধ করিলা।। নিজ নিজ স্থানে যত বৈসে যত লোক। গুণিগণে করে যবে ইঙ্গিতে আলোক।। কলাবিদ সব তবে করে নানা লীলা। কৌশল করিয়া সবে প্রকাশ করিলা।। ছালিক্যাদি নৃত্যলাস্য তাণ্ডব করয়ে। কেহ রাম নৃসিংহাদি রূপকাভিনয়ে।। নানা ইন্দ্রজাল সূত্র কেহ সঞ্চারয়ে। এইরূপ সব লোক হরষিত হয়ে। কেহ পুণ্য পৌরাণিক কথাহ শুনায়। বংশানুবর্ণয়ে কেহ নানা গীত গায়।। চতুর্ব্বিধ বাদ্য বাজে কর্ণ প্রীত যাতে। জন্মাদি বিরুদাবলী পড়ে বন্দী তাতে।। তাহা সবাকারে ব্রজরাজ আজ্ঞা করি। বস্ত্র অলঙ্কার দিল সম্মান আচরি।। যদ্যপিহ গুণিগণ গোবিন্দ দর্শনে। পূর্ণ তৃপ্ত হয় মন ধন তৃষ্ণা হীনে।। তথাপি লইয়া সবে আচার লাগিয়া।

কৃষ্ণ মুখচন্দ্র দেখে আনন্দিত হৈয়া। কৃষ্ণ মুখচন্দ্রে হাস্য জ্যোৎস্না সুধাময়। পান করে সর্ব্ব নেত্র চকোর নিচয়॥ অশ্রু ধারা ছলে সদা রমণ করয়ে। দুরূহ প্রেমের গতি তবু তৃপ্ত নহে॥ অথা ব্রজেশ্বরী দাস রক্তক পাঠায়। ব্রজেশ্বরে কহি কৃষ্ণে আনহ এথায়। তবে সে রক্তক আসি কহে ব্রজেশ্বরে ব্রজেশ্বরী চাহে পুত্র দেখিবার তরে। তাহা শুনি ব্রজশ্বর আগ্রহ করিয়া। পাঠাইলা গোবিন্দেরে যাত্রিক হইয়া॥ কৃষ্ণ হাসি সুধা দৃষ্টি সবাকে করিলা। বিচ্ছেদে কাতর লোক স্নিগ্ধ সম্ভাষিলা॥ তবে কৃষ্ণ আইলা নিজ মাতার মন্দিরে। মিত্র বৃন্দ সঙ্গে আর শ্রীমধুমঙ্গলে॥ চন্দ্রকান্ত মণি বেদী সুন্দর মার্জন। তাহাতে বসিলা আসি লঞা নিজ জন॥ কিছু উষ্ণ ঘন দুগ্ধ শর্করা কর্পূরে। মাতা আনি দিল তাহা কৃষ্ণ পান করে॥ অতি স্নেহে মাতা স্তনে দুগ্ধ শ্রবয়। নয়নে বহয়ে নীর বসন তিতয়॥ তবে মিত্রগণ সবে গেলা নিজালয়। রোহিণী জননী আসি কৃষ্ণেরে লালয়॥ শয্যালয়ে আসি কৃষ্ণে করান শয়ন। হলধর গেলা শীঘ্র আপন ভবন॥ বটু যে শয়ন কৈলা যাঞা নিজ স্থানে। দাসগণ করে ওথা গোবিন্দ সেবনে॥ স্বচ্ছন্দ শয়নে যদি কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা। তবে নিজালয়ে মাতা শয়নে চলিলা॥ গমন সময়ে দাসগণে পুনঃবলে। সদাই বিকল চিত্ত কৃষ্ণ স্নেহভরে॥ বাছা সব এই কার্য্য তোমরা করিবে। কৃষ্ণ নিদ্রা বাদীগণে সদাই বারিবে॥ বন বিহরণে আর বৎসাদি চারণে। শ্রান্ত হৈয়া আছে বাছা করিয়া শয়নে॥ প্রাতঃকালা বধি যৈছে সুখে নিদ্রা যায়। এই কার্য্যে যুক্ত সবে রহিবে সদায়॥ এত কহি তেহোঁ গেলা শয়ন করিতে। দাসগণ কৃষ্ণ সেবা করে হরষিতে॥ অথা সে রাধিকা নাম্নে অট্টালি হইতে।

দেখে পূর্ণচন্দ্র শোভা হঞাছে বিদিতে॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি তৃষ্ণা বাঢ়িল অন্তর। সঙ্কেত নিকুঞ্জে যাইতে করেন বিচার॥ সখীগণে ত্বরা করে বেশাদি করিতে। তবে সখীগণ বেশ করয়ে ত্বরিতে॥ অতি সূক্ষ্ম শুক্লবাস পরিধান কৈলা। কর্পূর চন্দন পঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা॥ মুক্তা অভরণ পরে মল্লিকার মালা। যত্ন করি নূপুর কিঙ্কিণী মূক কৈলা॥ নিজ সম সখীগণে বেশাদি করিয়া। সঙ্কেত নিকুঞ্জে চলে কৃষ্ণে অন্বেষিয়া॥ কৃষ্ণপক্ষে যবে ধনী করে অভিসার। শ্যাম বেশ তবে ধনী করে অঙ্গীকার॥ মৃগমদ লিপ্ত অঙ্গে নীলবাস পরে। কালাগুরু তিলক চিত্রমালা উৎপলে॥ নীলমণি রত্নগণ অভরণ ধরে। এইরূপে সখী সঙ্গে অভিসার করে॥

যথা রাগঃ। দেখিয়া উজোর রাতি, চিত্ত মনমথ মাতি, সঙ্গে সম বয়াঃ সখীগণে। কৃষ্ণ অভিসার কাযে, চলিলা সঙ্কেত কুঞ্জে, রাধা সুধামুখী বৃন্দাবনে॥ সখী হে দেখ দেখ রাই অভিসার। চান্দের কিরণ তনু, ডুবিয়া চলিলা জনু, চিনিতে শকতি হয় কার॥ ধ্রু॥ বয়স কিশোরী ধনী, তপত কাঞ্চন জিনি, বরণ বসন সিত সাজে। কৃষ্ণ প্রেমভরে ধনী, মন্থর গমন জানি, তাহা হেরি গজ পায়ে লাজে॥ প্রতি অঙ্গে প্রতি ক্ষণ, প্রতিবিম্ব অনুপম, ঝলকয়ে যেন সৌদামিনী। পদযুগ যাহা ধরে, কত কত রুহ ভরে; হাসিতে খসয়ে মণি জানি॥ কঙ্কণ ঝঙ্কণ কাযে, মনোমথ পায়ে লাজে, নয়ন ধুনন মনো হরে। যেখানে নয়ন পড়ে, কুবলয় বন ভরে, কটাক্ষে বরিষে কামশরে॥ তরু ছায়া যাঁহা হেরে, লোক অনুমান করে, ভীত হৈয়া মন্দ মন্দ যায়। বংশীবট তট স্থলে, সখী সব আসি মিলে, ব্রজভূমি সেবন করয়॥ হৃদয় কমলোপরি, রাইর চরণ ধরি,

যমুনার তটে লৈয়া গেলা। জানুদঘ্ন জল তার, হর্ষে ধনী হৈলা পার, পার হঞা সঙ্কেত পাইলা॥ জয় প্রভু শ্রীচৈতন্য, শ্রীগোপাল ভট্ট ধন্য, জয় জয় আচার্য্য ঠাকুর। মোর প্রভু জয় জয়, শ্রীঠাকুজ্ঞি মহাশয়, যদু যার উচ্ছিষ্ট কুক্কুর॥

শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবন আখ্যান তাহার। কৃষ্ণের সংযোগ পীঠ সর্ব্ব সুখাগার॥ সর্ব্বোত্তম অঙ্গ সেই বৃন্দাবন স্থানে। কূর্ম্ম পৃষ্ঠ সম নত উচ্চ মনোরমে॥ দশ শতদল পদ্ম তুল্য সেই স্থান। কুঞ্জগণ দল যার কৃষ্ণ মনোমান॥ হেম রম্ভাগণ হয় কিঞ্জল্ক তাহাতে। মণি গৃহ কর্ণিকার শোভা পূর্ণ যাতে॥ যমুনা উত্তরে পূর্ব্ব পশ্চিম বিভাগ। স্থল ক্রোড়ে করে বাঞ্ছ মিলি অনুরাগ॥ শাল তাল তমাল আর অশ্বত্থেরগণ। বকুল রসাল আর নারিকেল বন॥ পিয়াল কুদ্দাল আর শ্রীফল ভুকল কুন্দবান দধিফল উদ্দাল শরল॥ তিলক নকুচ পীত শালবন আর। জম্বুল সুপর্ণ স্থল পালাশ বিস্তার॥ গালব গ্রন্থিল আর গোলিঠাদি করি। মধুবষ্টী মধুল কন্টকী ফল ভরি॥ কদম্ব কুতমীন বৃক্ষ দ্রুকেলিম নাম। মঞ্জুল বঞ্জুল বৃক্ষ কোলি অনুপাম॥ বঞ্জুল মঞ্জুলগণ দ্রুমোৎপল আর। কর্পবান কুলক দেব বল্লভ প্রকার॥ কল্পবৃক্ষ বাঞ্ছিতাদি অনেক ভরিলা। অপারিজাতে পারিজাত বনে পূর্ণ হৈলা॥ মন্দারস বৃক্ষ আর বঙ্কদার নাম। সন্তানক সম্মদ তালক অনুপাম॥ শ্রীহরি চন্দন নাম গোবিন্দ শরীর। যাহার চন্দন ব্যাপ্ত স্নিগ্ধ যার শীল॥ মহাদাতা বৃক্ষগণ বেষ্টিত হইয়া। কল্পলতা উঠিয়াছে শুন মন দিয়া॥ মাধবী মল্লিকা আর হেমযূথী লতা। জাতী যূথী আর নব মালতী শোভিতা॥ মল্লিকা অপরাজিতা আর গুঞ্জালতা। বিম্বলতা কুব্জা আদি আছে বহুমতা॥ লবঙ্গ অশোক কুন্দ

আম্লতাগণ। দ্রাক্ষা নাগবল্লী আর বনজানুপম।। বৃক্ষলতা গণ সব কল্পবৃক্ষ সম। কৃষ্ণ গোপীগণের সে অভীষ্ট পূরণ।। পুষ্পবতী অমালিনী সংদৃষ্টি রজসা।। সুকুমারী প্রসবতা মুগ্ধ যে সরসা।। রাত্রিন্দিনে কৃষ্ণসনে গোপাঙ্গনা গণ। বিহার করিতে হৈলা শ্যামল বরণ।। শ্যামলতা ছলে তারা রহে স্তব্ধ হৈয়া। স্থাবর হইলা এবে জঙ্গম হইয়া।। কৃষ্ণ আলোকনে সহচরী দাসী গণ। স্তব্ধ কণ্টকিতা গুল্মলতা মনোরম।।শ্রীশক্তি ভূশক্তি লীলা শক্তি আর। কৃষ্ণ সেবা লাগি লোভ বাঢ়িল অপার।। বহু পুণ্যে স্থাবরতা বৃন্দাবনে হৈলা। জাতি ধাত্রী তুলসীতে আত্ম প্রকাশিলা।। সরস্বতী দুর্গা আদি গোবিন্দ দর্শনে। অতি তৃষ্ণা হৈল তারা রহে বৃন্দাবনে।। সোনবল্লী হরীতকী ছলেত রহিলা। পরম আনন্দে সবে স্থাবর হৈ গেলা।। অনেক পদ্মিনী গণ কৃষ্ণে সুখ দিতে। জলে স্থলে রহে সবে স্থির বহুমতে।। কৃষ্ণপক্ষে শুক্লপক্ষে এদিন রজনী। প্রফুল্লতা হৈয়া রহে স্থাবরতা জানি।। শরালী আছয়ে জলে স্থলে বহুতর। ঋষিগণ জলেস্থলে হয়ে স্থিরচর।। কৃষ্ণ তুষ্টি লাগি কুঞ্জে কমলা পূজিত কমলা আছয়ে তীরে কমলা বেষ্টিত।। রক্তাক্ষ রহিত প্রাণী বহুত আছয়। রক্তাক্ষ রক্তাক্ষ আছে রক্তাক্ষ নিচয়।। কলিতা হীন বৃক্ষ আর কলিতা পূরিত। ভয়ঙ্কর প্রাণী হীন সদা প্রাণী ভীত।। বিহীন খর্জ্জুর আর পলাশ প্রবীণ। কি অপূর্ব্ব শোভা সেই কনকের চিহ্ন।। কনকে রচিত ভূমি কনক কনকে। কনক কনক আর বেষ্টিত কনকে।। ক্রমুক রহিত স্থান অতি মনোহরে। ক্রমুক ক্রমুক আর ক্রমুক বিস্তারে।। জঙ্গম প্রিয়ক আর প্রিয়ক জঙ্গমে। স্থাবরে প্রিয়ক আর অতি মনোরমে। জঙ্গ

মে ময়ূর আর স্থাবর ময়ূরে। বিহীন বকুল আর পূর্ণ সুবকুলে তমাল বিহীন আর তমাল আছয়। ক্রমে বিদ্রুমে সব মহী বিস্তারয়॥ কৃষ্ণসারা কৃষ্ণসারা রুরুভি রুরুভি। শম্বর শম্বর ব্যাপ্ত সর্ব্ব চিত্তে লোভি॥ রোহিষ রোহিষ প্রিয় স্থলে ব্যাপ্ত হৈল। হরিণকুল তার ইস্তক শব্দে বেয়াপিল॥ বৎসর গালব আর শাণ্ডিল্যাদি মুনি। সেই পক্ষ শব্দ তার করে বেদধ্বনি॥ বৃক্ষমূলে চারা আর কুট্টিমার গণ। চারি কোণ ছয় কোণ কাহু অষ্টকোণ॥ মণ্ডল আকার কোন কুট্টিমার গণ। বিবিধ মণি তে চিত্র সোপান সাজন॥ গলা সম উচ্চ কেহ কেহ নাভি সম। কাহু নাভি শ্রোণী উরু কাহ জানু সম॥ নীল রক্ত বদ্ধ মণি কোন সুকুট্টিমা। চন্দ্রকান্ত মণি চারা তাহাতে ঘটনা॥ কোনখানে চন্দ্রকান্ত মণির কুট্টিমা। নীল রক্ত মণি চারা তাহা অনুপমা॥ হেমবৃক্ষে নীলমণি লতিকা উঠয়। নীলমণি বৃক্ষে হেমলতা বিলসয়॥ স্ফাটিক মণির লতা প্রবাল তরুতে। স্ফাটিকের বৃক্ষে পদ্ম রাগের ত্রভেতে॥ মরকত বৃক্ষে লতা চন্দ্রকান্ত মণি। প্রফুল্লিত বৃক্ষলতা সুন্দর সাজনী॥ ইন্দ্র নীল মণি ভূমে হেম বৃক্ষ হয়। প্রবালের বৃক্ষ ভূমি স্ফাটিকে আছয়॥ স্বর্ণভূমে স্ফাটিকের বৃক্ষ মনোহর। নীলমণি বৃক্ষারুণ ধরার উপর॥ মরকত মণি ভূমে পদ্মরাগ মণি। বৃক্ষ মনোহর অতি শাখার সাজনি॥ বৃক্ষগণে হেমস্কন্ধ ডাল শ্বেতমণি। উপডাল গণ তাতে সাজে নীলমণি॥ মরকত মণি পত্র পদ্মরাগ প্রবাল। স্ফাটিক কুসুম স্থূল মুক্তা ফল মাল॥ অন্য বৃক্ষগণ ঐছে উলটা ঘটনা। বিস্তার করিতে গ্রন্থ বাহুল্য রচনা॥ সেই বৃক্ষগণ ফলে সর্ব্ব বাঞ্ছা পূরে। আশ্চর্য্য ফলের কথা সম্পুট আকারে॥ কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণের রমণী নিচয়। বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধ পূর্ণ তাতে

হয়।। সহজ স্বভাব তার পুষ্প যত হয়। মাল্যাকৃতি পুষ্প সব মনোহর ময় ।। কলশ বহয়ে কুষ্মাণ্ড ভূমির সমান। কৃষ্ণ লীলোচিত বস্তু রহে মধ্যস্থান।। কুঞ্জগণ শোভা হয়ে অতি মনোহরে। অষ্টদিগে বৃক্ষশাখা প্রশাখা উপরে।। শাখাং মিলি হৈল মণ্ডপ আকার। চতুর্দ্দিগে লতা হয় ভিত্তি মনো- হর ।। অত্যন্ত নিবিড় লতা কুসুম পূরিত। ভ্রমর ঝঙ্কারে তথা কোকিলের গীত।। অতি ঘন পত্র বৃক্ষ শাখার উপরে। পত্র পুষ্প ফল চিত্র আচ্ছাদন করে ।। তাহার উপরে ভূমি মণি বিরচিত। তাহাতে কুসুম শয্যা সুগন্ধি পূরিত।। উপরেত চন্দ্রাতপ নানা চিত্র তাতে। অভরণগণ আছে রতন রচিতে।। উপধান মধুপাত্র তাম্বূল ভাজন। জলপাত্র গন্ধপাত্র মুকুর ব্যা: জন।। সিন্দূর অঞ্জন পাত্র সমস্ত আছয়। মণিময় গেহ তুল্য কুঞ্জগণ হয় ।। হিন্দোলিকা আছে নানা মণিতে রচিতে। চিত্র বস্ত্র চিত্র পুষ্প তাহাতে নির্ম্মিতে ।। কল্পবৃক্ষ শাখা শাখা একত্র মিলন। কৃষ্ণ তাতে কেলি করে লৈয়া প্রিয়াগণ।। কপোত পারাবত কোকিলাদিগণ। হরিতাল পিঙ্গল আর টিট্টিভানু পম।। ময়ূর চকোর আর চাতক পূরিত। চাসপক্ষ নারাপক্ষ বার্ত্তক সহিত।। শুক শারী পক্ষ আর চাতকাদি যত। কলিঙ্গ তিত্তির পদাযুধ আদি কত।। কোকব্যাড ব্যাঘ্রাটভ আদি পক্ষগণ। সুশব্দ বিলাস করে অতি মনোরম।। তার মধ্যে হেম স্থলী অতি পরিসর।। চতুর্দ্দিগে কল্পবৃক্ষ নিকুঞ্জ মণ্ডল।। তার মধ্যে চিত্রমণি মন্দির আছয়। কল্পবৃক্ষ কোণে মণি কুট্টিমা নিচয়।। মন্দির চৌপাশে শোভে শোণ ললিত। চারি কোণে কল্পবৃক্ষ সফল পুষ্পিত।। মন্দিরের মাঝে হেম সিংহাসন আছে। তাতে সিংহগণ চিত্র ভাল সাজিয়াছে।। সিংহ অঙ্গ-

কান্তি যেন পাথার নিচয়। পাছে দুই পায়ে সব অঙ্গ ভার হয়॥ পাছে দুই পদ আছে ক্রুঞ্চন করিয়া। সূর্য্যকান্তি অঙ্গ নে মাণিক্যে রচিয়া॥ ঊর্দ্ধ কর্ণ ঊর্দ্ধতে পুচ্ছ শটাতিক পিঁষ। রত্ন সিংহাসন দেই গোবিন্দে হরিষ॥ আকাশে উড়িয়া যাবে এমতি দেখিয়ে। চারি কোণে সিংহাসন আশ্চর্য্য শোভয়ে॥ অষ্ট পত্র পদ্ম তুল্য সেই সিংহাসন। চতুর্দ্দিগে মণি শোভে কেশরের সম॥ কর্ণিকার হয়ে রত্ন খট্টার আকার। সুচেল তুলিতে তাহা রচিয়াছে ভাল॥ মন্দিরের কাছে ছোট রত্নালয় আছে। অষ্ট কল্পবৃক্ষ লতা তাতে বেড়ি আছে॥ এইরূপ অষ্ট দিগে মন্দির বেষ্টিত। কহনে না যায় শোভা উপমা রহিত॥ লতাযুক্ত কল্পবৃক্ষ তাহার বাহিরে। কুঞ্জগণ আছে যেন মণ্ডলী প্রাকারে॥ এইরূপে শ্রীমন্দির বেড়িয়া বেড়িয়া। কুঞ্জের মণ্ডলী আছে দ্বিগুণ করিয়া॥ দ্বিগুণিত সংখ্যা চারি মণ্ডলী আছয়। অপূর্ব্ব তাহার শোভা কহিলে না হয়॥ তাহার বাহিরে হেম স্থলী মনোরম। শূন্যস্থলময় সেই দীপ্ত অনুপম॥ মৃগপক্ষ গণ রত্ন চিত্রিত তাহাতে। স্ত্রীপুরুষ ভাব উদ্দীপনা হয় যাতে॥ তাহার বাহিরে হয় কদলীর বন। মণ্ডলী বন্ধনে স্থল করে আব রণ॥ সফল শীতল পত্র নানা জাতি হয়। সমূল বকুলে সব কর্পূরাদি ময়॥ তাহার বাহিরে বেড়া পুষ্পোদ্যান আর। ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প বাড়ী বড়ই বিস্তার॥ তাহার বাহিরে বেড়া উপ বন হয়। পুষ্প ফল ভরে সেই নম্র হৈয়া রয়॥ তার মধ্যে বৃন্দাদেবী কুঞ্জ দাসীগণ। সেবা গেহ বহু তাহা নানোপক রণ॥ বাহিরে২ ক্রমে লতাদি বেষ্টিত। বৃক্ষতলে ভিন্ন২ চারা যে রচিত॥ গুবাক মণ্ডলী বন তাহার বাহিরে। হস্ত প্রাপ্য নব ফল গুচ্ছ মনোহরে॥ হরিদ্বর্ণ রক্তবর্ণ ফল মনোরম। বৃক্ষ

কণ্ঠে ফল শোভে সুমণ্ডলী ক্রম॥ তাহার বাহিরে আছে নারিকেল বন। দেখিতে তাহার শোভা অতি মনোরম॥ বৃক্ষের কপোলে যেন চারা বান্ধা গেল। এইরূপে ফলগুচ্ছ শোভিত হইল॥ কণ্ঠদেশে কেহ যেন ভূষণ পরয়ে। এইমত বৃক্ষে নারিকেল ফল হয়ে॥ যমুনার তট হয় তাহার বাহিরে চাঁপার নিকুঞ্জ আছে তাহার উপরে॥ অশোক কদম্ব আম্র পুন্নাগ বকুল। এই আদি করি কুঞ্জে আছয়ে প্রচুর॥ প্রফুল্ল মাধবীলতা শাখা নম্র হৈয়া। তীরে নীরে আছে বহু আবৃত হইয়া॥ মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জ আছয়ে বেষ্টিত। বিবিধ কুসুম কুঞ্জে চৌপাশে শোভিত॥ শ্রীরত্ন মন্দির হৈতে যমুনার কূল। চারি দিগে চারি পথ সর্ব্ব শোভা মূল॥ রত্ন পদ্মপথ সব তার দুই পাশে। প্রফুল্ল বকুলাবলী আচ্ছাদিয়া আছে॥ মন্দির ঈশান কোণে সদাশিবালয়। গোপেশ্বর নাম করি যার খ্যাতি হয়॥ তাহার উত্তর দিগে যমুনার তট। তথাই আছয়ে যার নাম বংশীবট॥ মণির কুট্টিমা আছে কৃষ্ণ যাহে রহি। আকর্ষয়ে গোপ নারী মুরলী বাজাই॥ যমুনাতে জানু উরুদঘ্ন কটি জল। স্বনাভি হৃদয় কণ্ঠ সমশির স্থল॥ কোথাহ অগাধ জল গোবিন্দ আপনে। জলকেলি সুখ করে গোপাঙ্গনা সনে॥ কহ্লার রক্তোৎপল কৈরবাদিগণ। পুণ্ডরীক ইন্দীবর অম্বুরহ বন॥ ক হ্লার সুবর্ণ পদ্ম প্রফুল্ল হইল। পরাগ কুসুম গন্ধে সে জল ভরিল মধুকরগণ গান তাহাতে করয়। মনোজ্ঞ সরসী জল সুশীতল হয়॥ চক্রবাক চক্রবাকী মদ্গু পক্ষগণ। শরালিকো যষ্টি আদি সারস উত্তম॥ হংস হংসীগণ আর খঞ্জন নিচয়। শব্দ সুবি লাস তীর নীরেতে করয়॥ মৃগোকর্ণ রোহিষক আর কৃষ্ণসার। অম্বর হরিণী বঙ্ক বিবিধ প্রকার॥ গন্ধর্ব্ব রোহিত আদি যত

মৃগীগণে। তীরে বিলসয়ে যাহা নিবিড় কাননে॥ সেখানে আ ছয়ে কৃষ্ণের রাসলীলা স্থল। যাহা বিলসয়ে লঞা রমণী সকল একদিগে যমুনার জলাবৃত হয়। অন্যদিগে মুক্তকুঞ্জ শতেক বেঢ়য়॥ আরদিগে উপবন কুসুম আবৃত। পূর্ণচন্দ্র প্রায় স্থল অতি সুললিত॥ কর্পূরের চূর্ণ মদ নিন্দা যে করয়। ঐছন বালুকা পূর্ণ সুধাময় হয়॥ দ্বিগুণ উজ্জ্বল স্থল গোবিন্দ আপনে। গোপাঙ্গনা সনে নৃত্য চিহ্নিত ভুবনে॥ উত্তরে যমু না তার রম্য তীর হয়। নির্ঝর পুলিন তার চৌদিগে আছয়॥ অষ্টদিগে বৃক্ষ লতা আমূল সহিতে। পুষ্পিত হইলা অলি করয়ে ঝঙ্কৃতে॥ পিক পিকী শব্দ করে তার স্বর করি। নাচয়ে আনন্দ ভরে ময়ূর ময়ূরী॥ কোটিচন্দ্র দীপ্ত প্রায় স্থান মনো হরে। রত্নের মন্দির আছে কল্পবৃক্ষতলে॥ গোপাল সিংহাসন আছে সিংহপীঠ তাতে। আগমাদি শাস্ত্রে কহে পূর্ণলীলা যাতে॥ প্রিয়াগণ লয়ে কেলি করে সর্ব্বকাল। কহিল না হয় স্থল মহিমা অপার॥ এইমত স্থল রাজ অতি পরিসরে। দেখি য়া রাধিকা সুখ বাঢ়য়ে অন্তরে॥ কন্দর্প লীলার যোগ্য আন ন্দ মন্দিরে। গোবিন্দ স্মারক সদা নিজ গুণ ধরে॥ এথা বৃন্দা দেবী নিজ সখী বৃন্দ লৈয়া। সামগ্রী রচনা করে আনন্দ পাই য়া॥ বিভূষণ আদি যত কুঞ্জ সেবা হয়। রচনা করয়ে কুঞ্জ উপচার চয়॥ রাধাকৃষ্ণ আগমন পথে নেত্র ধরে। অকস্মাৎ রাই তথা দেখে হেনকালে॥ অভ্যুত্থান করি বৃন্দা তৎকাল আইলা। হলক উত্তংস দুই আনন্দে সঁপিলা॥ বনকুঞ্জ মঞ্জু শোভা দেখাবার মনে। লঞা গেলা শ্রীকুঞ্জ শ্রীরাজ সদনে॥ বন শোভা তাতে চন্দ্র কিরণ রঞ্জিত। উদ্দীপনা দেখি রাই হৈলা বিভাবিত॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি চিত্ত চঞ্চল হইলা। অতি

যত্ন করি স্থির করিতে নারিলা।। বন শোভা উদ্দীপনা উৎ- কণ্ঠা ধনী মন। উচ্চালিত কৈল চিত্ত ভাব বায়ুগণ।। কৃষ্ণ প্রাপ্তি আশা লাগি পড়ে উৎকণ্ঠাতে। পথে তুলা পড়ে বায়ু চালয়ে যেমতে।। প্রবেশ করয়ে রাই কুঞ্জের ভিতরে। নানা চিত্র দেখি পুনঃ আইসে বাহিরে।। পত্রের উপরে পত্র পড়য়ে যখন। কৃষ্ণ আইলা করি রাই মানয়ে তখন।। বৃন্দাকে পুছয়ে কৃষ্ণ আগমন কথা। এইমত শ্রীরাধিকা হয়ে উৎকণ্ঠিতা।। সঙ্কল্প করেন মনে কৃষ্ণের বিলাস। কৃষ্ণ প্রাপ্তে বিক ল্পাদি করেন প্রকাশ।। সংজল্প করয়ে নানা বিস্তার করিয়া। নিজ অঙ্গ বেশ করে হরিষ পাইয়া।। কখন তেজয়ে ধনী ভূষা আদি গণ। কখন করয়ে ধনী শয্যার রচন।। নিজ অঙ্গ কান্তি দেখি কভু নিজ হিয়ে। অকারণে ধনী কভু অনেক হাসয়ে।। অল্পকালে বহু মানে গোবিন্দ লাগিয়া। সব ভাবচয় আসি ধরে ধনী হিয়া।। কৃষ্ণ পাব করি ইচ্ছা বাঢ়ি গেল মনে। নানা বেশ নানা কথা কহে নানা ভ্রমে।। অথ। ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণে শয়ন করাঞা। ব্রজেশ্বর পাশে সুখে সুতিলা আসিয়া।। দাসগণ এথা কৃষ্ণ সেবা স্নেহে করে। তাহা সবাকারে কৃষ্ণ পাঠাইলা ঘরে।। শয়ন হইতে তবে উঠিলা গোবিন্দ। সম্মুখ দুয়ারে খিল দিল করি ছন্দ।। কুঞ্জ গমনে অতি উৎকণ্ঠিত মন। পক্ষ দ্বার দিয়া শীঘ্র হইলা নির্গম।। পূর্ব্ব দ্বারে অনাচ্ছন্ন চন্দ্রের কিরণে। লোক জন পথে করে গমনাগমনে।। এইত কারণে কৃষ্ণ সে পথ ছাড়িয়া। বৃক্ষাবৃত পথে চলে বিচার করিয়া।। গমন উদ্যমে পদদ্বয় যবে ধরে। তবে ব্রজভূমি ধরে হৃদয় ক মলে।। মনোবেগ চন্দ্রার্পিত রথে আরোহিলা। কুঞ্জালয়ে নাগ রেন্দ্র তৎকাল চলিলা।। জ্যোৎস্না পূর্ণস্থান তূর্ণ লংঘন করিয়া

যত্নে বৃক্ষ ছায়া পথ লভিলা যাইয়া।। তবে মনে বিচারয়ে কি কর্ম্ম হইল। রাধিকা গমন তত্ত্ব ভালে না জানিল।। তা সবার আগমন হয় কি না হয়। বিচারিতে কৃষ্ণ চিত্তে উৎকণ্ঠা বাঢ়য়।। এথা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ লাগি উৎকণ্ঠিতা। আচম্বিতে দেখে ধনী তমালের পাতা।। পবনে দোলায় জ্যোৎস্না তাহাতে পূরিল। তাহা দেখি রাই মনে কৃষ্ণ জ্ঞান হৈল।। জ্যোৎস্না মানে হেম বাস তমাল শরীর। কৃষ্ণ আগমন লাগি হইলা অস্থির।। হাস্য করিবারে মনে কৌতুক হইলা। রত্নালয় মাঝে ধনী যাঞা লুকাইলা।। সুবর্ণের ভিত্তি লগ্ন প্রতিমার মাঝে। রত্ন প্রদীপাদি গণ তাতে ভাল সাজে।। সেই প্রতিমার মাঝে রাধা সুবদনী লুকাঞা রহিলা কৃষ্ণ আগমন জানি।। এইত সময়ে কৃষ্ণ বৃক্ষাচ্ছন্ন পথে। আসি উপস্থিত হৈলা সঙ্কেত কুঞ্জেতে।। দেখি বৃন্দা দেবী আইলা হরষিত হঞা। কর্ণিকার দিলা অবতংসের লাগিয়া।। মাধব উদয় হৈলা মাধবী দেখিয়া। পুলক মুকুল জাল ভরে অলি লঞা।। বাস্প মকরন্দ কম্প মলয় বাতাসে। হাস্য পুষ্প শ্বেত অঙ্গ পরম হরিষে।। ভ্রমরের ধ্বনি হয় গদ্গদ বচন। অতি প্রীতি পাইলা প্রিয় আইলা হেন মন।। এমনি রাধিকা নিজ সঙ্গীগণ সঙ্গে। গোবিন্দ দর্শনে হয় ভাবের তরঙ্গে।। মাধবী লতিকা দেখি গোবিন্দ মানসে। আনন্দ উদ্ধৃত্যভাব অঙ্গে পরকাশে।। কান্তাবলোকন লাগি নয়ন মানসে। চঞ্চল হইলা কৃষ্ণ অত্যন্ত হরিষে।। সখীগণ দেখি প্রশ্ন করিতে লাগিলা। তোমার সঙ্গিনী রাই কহ কোথা গেলা।। তারা সব কহে তিঁহো গৃহেত রহিলা। কৃষ্ণ কহে তারে ছাড়ি সবে কেন আইলা।। তারা সব কহে মিত্র পূজার কারণে। কুসুম তুলিতে এথা হৈল আগমনে।। কৃষ্ণ কহে তবে কেনে তার অঙ্গ গন্ধ।

সৌরভয়ে দেখ এই সকল দিগন্ত ।। তারা সব কহে তার অঙ্গের সহিতে। মো সবার অঙ্গ হৈল সৌরভ পুরিতে।। সেই গন্ধ লাগে এবে তোমার নাসাতে। কৃষ্ণ কহে এই কথা মিথ্যা প্রতারিতে।। তারা কহে মিথ্যা যদি ভালই হইলা। দেখ কোন স্থানে তবে রাধিকা আইলা।। কৃষ্ণ কহে তাহা বিনু তোমা সবাকার। আগমন সম্ভাবনা না হয় বিচার।। চন্দ্র মূর্ত্তি বিনা কভু আকাশ উপরে। কিরণের গণ কিয়ে উদয় আচরে।। সখীগণ কহে এই চন্দ্রাবলী নহে। বৃষভানুজার শ্রীউদয় করয়ে একদেশে রহি চন্দ্রাবলী ম্লান করে। তোমাকেই দীপ্ত করে অন্য কোন স্থলে।। এইরূপে সখীগণ পরিহাস করে। অথা বৃন্দাদেবী নেত্রে ইঙ্গিত আচরে।। বৃন্দার ইঙ্গিতে কৃষ্ণ জানিয়া তখনে। সুবর্ণ মন্দিরে গেলা প্রিয়া দরশনে।। মন্দিরে প্রবেশ করি দেখেন মুরারি। সুবর্ণের কান্ত্যে সব আছে গেহ ভরি রাধিকাঙ্গ কান্তি সর্ব্ব কান্তি সঙ্গে মিলি। সুবর্ণ অদ্বৈত কান্তি হৈলা গৃহস্থলী ।। তাহাতে শ্যামাঙ্গ কান্তি মিশাল হইল। মরকত মণি কান্তি সব উছলিল ।। প্রতিমা নিকটে কৃষ্ণ অন্বেষ করয়ে। প্রিয়া দেখিবারে চিত্ত অতি লোভ হয়ে ।। কৃষ্ণ দেখি রাধিকার হর্ষ ভাব হৈল। স্তব্ধ হৈয়া প্রতিমার সঙ্গেই রহিল।। রাধিকা দেখিয়া কৃষ্ণ প্রতিমা মানয়ে। প্রতিমা দেখিয়া মনে রাই অনুলয়ে ।। কৃষ্ণ সঙ্গ রঙ্গে রাই লালসাদি হয়। তৎকাল বামতা সখী আসি আকর্ষয়।। পরম আনন্দে বাহু চালে সুবদনী। সেইকালে বামভাগে আসি রোধে ধনী।। রাধিকা পরশে কৃষ্ণ ইচ্ছা যবে হৈল। অত্যন্ত হরিষ আসি স্তব্ধতা করিল তবেত লালসা হৈল নিবার্য্য না হয়। প্রিয়া হস্ত উগ্রতাতে আসিয়া ধরয় ।। গোবিন্দ পরশে রাই অঙ্গ পুলকিতা। প্রতি

অঙ্গে কম্প জল নয়ন পূরিতা।। বৈবর্ণ প্রস্বেদ জল। নয়ন চঞ্চল বক্র দৃষ্টি ভুরুলতা কুটিল প্রধল।। এইরূপে কৃষ্ণ কর হৈতে নিজ করে। আকর্ষণ করি ধনী লইল সত্বরে।। রাধিকার হাস্য মুখ নেত্রান্ত অরুণা। কুটিল নয়ন অশ্রু কলাপক্ষ্ম সীমা।। হেলা উল্লাস আর চাপল্যাদি গণ। মন্দ স্মিত আর্দ্র ধনী যুগল নয়ন কণ্ঠেতে খঞ্জন ধ্বনি হুঙ্কারের সঙ্গে। ভৎসন করয়ে বহু হর ষিত রঙ্গে।। রাধা চন্দ্রমুখী মুখ এরূপ দেখিয়া। গোবিন্দ হই লা সুখী পূর্ণানন্দ হিয়া।। নাসা কর্ণ নেত্র জিহ্বা শরীরাদি করি নিজ নিজ লাভে সবে বহু লোভে ভরি।। রাধাকৃষ্ণ অন্যান্যে লুটে বহু রঙ্গে। ছলকরি লুটে রাজ্য আনন্দিত রঙ্গে।। কামা-ঙ্কুশ অস্ত্র কৃষ্ণ হস্ত চোরবরে। প্রবেশ করিলা রাই কঞ্চুকা ভিতরে।। সর্পগতি হয়ে হেমঘট দুই ধরে। ধরিয়া লইতে রাই করে কর বারে।। এইমত সুমধুর লীলানন্দ সিন্ধু। নিমগন হৈল চিত্তে লুব্ধ ব্রজইন্দু।। রাধিকার চিত্ত তনু শিথিল হইল সখী আসি দেখে করি বাম্য উপজিল।। হর্ষ বাম্য ভাবে ধনী কুটিমামন্দিরে। প্রবিষ্ট হইলা সখীগণের ভিতরে।। রসের তরঙ্গে কৃষ্ণ ভাসিয়া২। রাই কাছে গেলা রাই রহে লুকাইয়া।। সখির মিশালে ধনী লুকাইলা যবে। সখী মধ্যে রাই কৃষ্ণ অন্বে ষয়ে তবে।। প্রণয়ে কৌটিল্য নেত্র করে সখীগণ। অন্তরে আন ন্দ করে বাহিরে ভৎসন।। এইরূপে ছলে কৃষ্ণ রাই অন্বে ষিতে। সখির তারুণ্য ধন লুটে ভালমতে।। যদ্যপিহ সখীগণ প্রণয়েৰ্ষ্যা করি। রোধয়ে গোবিন্দ হস্ত বাম্য আগে ধরি।। ত-থাপিহ কৃষ্ণ সুখ আনন্দ বাঢ়য়ে। অঙ্গনার বাম্যে সুখসিন্ধু বিস্তারয়ে।। এইত কহিল রাধাকৃষ্ণের মিলন। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন।। গোবিন্দ লীলামৃতে আছে ইহার বিস্তার

যে কিছু লিখিয়ে মাত্র সেই অনুসার ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সমুদ্র গভীর। সদাই বিহরে ইথে ভক্ত মহাধীর ॥ ঠাকুর বৈষ্ণব ইহা করিবে শোধন। নিজ গুণে না দেখিবা মোর দোষ গণ ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সদা যেই গায়। লোটাইয়া ধরু মুঞি তাঁর দুই পায় ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এযদু নন্দন কহে সায়ন্থ বিলাসে ॥•

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে সায়হ্ন লীলা বর্ণনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মিলনং নাম একবিংশতি স্বর্গঃ ॥ ২১ ॥

তথাহি। তাবুৎকৌলন্ধসঙ্গৌ বহু পরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ, গানৈর্নর্ম্মপ্রহেলীলপনসুনটনৈ রাসলাস্যাদিরঙ্গৈঃ। প্রেষ্ঠালীভর্লসিন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাধ্বীকপানৌ, ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধরতিরণৌদ্ধৃত্য বিস্তারিতান্তৌ ॥ ১০ ॥

তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈর্ব্যজন হিমপয়ঃ পাদসম্বাহনাদ্যৈঃ প্রেমাসংসেব্যমানৌ প্রণয় সহচরীসঞ্চয়েনাপ্তশান্তৌ। বাচাকান্তেরণাভিনির্ভৃতরতিরসৈঃ কুঞ্জসুপ্তালিসংঘৌ, রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥ ১১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ জয় জয় শ্রীজীব গোসাঞি দীননাথ জয়২ গদাধর ভক্তগণ নাথ ॥ তবে বৃন্দাদেবী আইলা নিজ গণ সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ লৈয়া গেলা রঙ্গে ॥ যমুনার তটে শিল্পশালা মনোহর। পূর্ণচন্দ্র কান্তিগণ নিন্দে সেইস্থল॥ কাঞ্চন বেদীকা আছে নিকটে তাহার। পুষ্পশয্যা সূক্ষ্মবাসে শোভিয়াছে ভাল॥ তাঁহাতে বসিলা রাধাকৃষ্ণ সখীগণ। শীত

ল সুগন্ধি মন্দ বহয়ে পবন ।। চিত্র পুষ্প অভরণ তাম্বূল চন্দনে। ব্যজন সুগন্ধি দিয়া করেন সেবনে।। রাধিকা গোবিন্দ আর যত সখীগণ । সেবা করে বৃন্দাদেবী লৈয়া নিজ জন ।। সজ্যোৎস্না রজনী বন কুসুমে পূরিত। সুন্দর পুলিন প্রিয়াগণ সুবেষ্টিত।। দেখিয়া গোবিন্দ হৃদি আনন্দ বাঢ়িল। রাসবিলাসের লাগি বাঞ্ছা বহু হৈল ।। বৃন্দাবন বৃক্ষতলে সগান নর্ত্তন। সুচক্র ভ্রমণ প্রায় অনেক ভ্রমণ ।। হল্লিসক নৃত্য হয় অতি মনোহর। যুগ্ম নৃত্য গান হয় প্রকার বিস্তর ।। তাণ্ডব নৃত্যেত আছে বহুত প্রবন্ধ। এক২ জন নাচে করিলাস্য রঙ্গ ।। সেই২ মতে গান নৃত্য নর্ম্ম আর। জল খেলা নর্ম্ম লীলা রাস অঙ্গসার।। সুমন্দ পবনে বৃক্ষলতিকা কাঁপয়। পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না তাতে উজ্বলিত হয়।। ময়ূর নাচয়ে গান করয়ে কোকিল। ভ্রমরা ঝঙ্কার বহে সুগন্ধি সমীর ।। দেখি কৃষ্ণ চিত্তে অতি আনন্দ বাঢ়িল। বন বিহরণ লাগি বাসনা হইল।। নিজ বাঞ্ছা বংশী গানে জানায়ে গোপীরে। কৃষ্ণ নাম গানে গোপী অঙ্গীকার করে।। কৃষ্ণ বংশী গানে কহে শুন প্রিয়াগণ। চন্দ্রের কিরণে ভরে সব বৃন্দাবন।। বিহার লাগিয়া চিত্ত বাসনা করয়ে। তাহা শুনি কৃষ্ণ নাম গানে তারা কহে।। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কান্ত হে। বিহরিতে বৃন্দাবন সর্ব্ব চিত্ত উৎকহে।। তাহা শুনি কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণ লঞা। উঠিলেন বৃন্দাবন বিহার লাগিয়া।। সঙ্গে চলে বৃন্দা দেবী অনুগত হঞা। নিজ শিক্ষা সুকৌশল বনদেখাইয়া।। প্রতি বৃক্ষ প্রতিলতা প্রতি কুঞ্জতলে। মৃদুগান শিখাইয়া ভ্রমি২ ফিরে ।। সুমন্দ মলয়ানিলে তরুপত্রচয়। কাঁপে সেইছলে সব অরণ্য নাচয়।। সুমধুর ধ্বনি কলাপিক কুল গান। ভ্রমর ঝঙ্করে মত্ত ময়ূর নর্ত্তন ।। নিজ প্রিয়া সমগুণ দেখি বৃন্দাবন। কৃষ্ণ চিত্তে বাঞ্ছা বাঢ়ে করিতে রমণ ।।

বৃন্দাবনে মৃগপক্ষ ভৃঙ্গ তরুলতা। মূর্চ্ছা হৈতে উঠে যেন হইল বিলতা।। মাধুর্য্য অমৃত রসে সিনান করিলা। কৃষ্ণকেলি দেখিবারে আনন্দিত ভেলা।।পক্ষমৃগ চঞ্চরিক আগেত করিয়া।বৃন্দাবন স্থান কৃষ্ণে মান্য করে গিয়া।। চন্দ্রের কিরণে অঙ্গ বলিত করিয়া। কৃষ্ণ আগে শীঘ্র আইলা বায়ুগতি হৈয়া।। চন্দ্রকান্ত্যে বৃন্দাবন গৌরবর্ণ হৈলা।গৌরাঙ্গীর অঙ্গ কান্তি তাতে মিশাইলা স্বর্ণ জলে স্বর্ণ যেন প্রক্ষালন কৈল। এইমতি বনে ব্রজাঙ্গনা অঙ্গ হৈল।। রাধিকার অঙ্গ দ্যুতি বৃন্দের সহিতে। মিলিলা গোবিন্দ অঙ্গ সুমধুর দ্যূতে।। চঞ্চল তমাল বৃক্ষ পত্রগণ যেন। ঝলমল করে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ।। তবে কৃষ্ণ প্রীত করি সবারে পুছয়ে। সুখে আছ পক্ষগণ কহত নিশ্চয়ে।। বৃক্ষলতা মৃগমৃগী মধুকর গণ। কুশলে আছহ সবে কহত কথন।। গোবিন্দ দেখিয়া বৃন্দাবন নৃত্য করে। পবনে চালায় পত্র পুষ্প আদি ছলে।। কোকিল ভ্রমরা ছলে করে মঞ্জু গান। নর্ত্তকীর প্রায় নাচে গায় বৃন্দাবন।। গোবিন্দ সংহতি যায় ভৃঙ্গ পুঞ্জগণে। অতিশ্রান্ত হৈল ভৃঙ্গ গমনাগমনে।। দেখিয়া মাধবীলতা নিজ মধুপানে। কিশলয় বায়ু চলে করেন আহ্বানে।। নিজ কুল ধর্ম্ম গোপীগণ তেয়াগিয়া। গোবিন্দে আনন্দ দেন শিক্ষার লাগিয়া।। মালতীর গন্ধে ভৃঙ্গ উন্মত্ত হইয়া। প্রণাম করয়ে রঙ্গে সে সব কহিয়া।। মল্লিলতা ফুলে বৈসে চপলা ভ্রমর। অনিলে চালয়ে তার পত্র মনোহর।। যেন কৃষ্ণ হাস্য দেখি কটাক্ষের সঙ্গে। পরম আনন্দ ভরে কাঁপে সব অঙ্গে।। আপন নিকটে কৃষ্ণ দেখি লতাগণ। নৃত্য করে ছল করি মলয় পবন পক্ষগণ শব্দ স্তুতি করয়ে বিস্তর। দেখিয়া আনন্দ পায় গোবিন্দ অন্তর।। গুঞ্জাবলী কুঞ্জে পুষ্প বিচিত্র অপার। নবদল

তম্পো বৈসে অলি পরিবার।। শব্দ ছলে তারা বহু স্তবন কর য়ে। দেখি রাধাকৃষ্ণ সুখ অধিক বাঢ়য়ে।। কৃষ্ণ মেঘ আলিঙ্গি তে রাই বিদ্যুল্লতা। অমৃত বরিষে মন্দ ধ্বনির সঙ্গতা।। দে খিয়া ময়ূর আর ময়ূরীর গণে। কেকা শব্দ করি নাচে পিচ্ছ প্রসারণে।। পক্ষগণ শব্দ করে ভ্রমরা ঝঙ্কৃতি। পুষ্পফলে পূর্ণ বনপরিমলে অতি।।চন্দ্র জ্যোৎস্না ভরে মন্দ পবনে চলয়ে।বন শোভা দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসয়ে।। অশোকলতার পুষ্প অল্প বিকসিলা। বৃষভানু সুতা তাহা ত্রোটন করিলা।। স্তবক যুগল কৃষ্ণ শ্রবণে ধরিলা। সুসখ্যতা প্রেমে হস্ত কাঁপিতে লা গিলা।। আর দুই পুষ্প গুচ্ছ হস্তেত ধরিয়া। মন্দ মন্দ হয়ে যান হরষিতা হৈয়া।। প্রণয়জ সুকলহ সদা কৃষ্ণ সঙ্গে। তার হস্ত পুষ্প গুচ্ছ হরে কৃষ্ণ রঙ্গে।। সেই গুচ্ছ লঞা রাই শ্রবণ যুগলে। হাসিয়া ধরিলা কৃষ্ণ ধনী বাঞ্ছা পূরে।। সিংহ মধ্য গণ কণ্ঠধ্বনি সুমধুর। গায় নিরমল গুণ সরস প্রচুর।। স্তবক অ র্পণ ছলে কৃষ্ণাঙ্গ পরশে। অতি উৎকণ্ঠিতা ভেল নিভৃত বিলা সে।। কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিব্বোক বিলাসে। ললিতালঙ্কার কৃষ্ণ পরাণ হরিষে।। ভ্রমর সকল ধ্বনি ছল উঠাইয়া। রাধাকৃষ্ণ গুণ গান পুষ্প পরশিয়া।। চন্দ্র আর লতা তরু গণের সংযো গে। কৃষ্ণচন্দ্র গুণ গায় সখী অনুরাগে।। বর্ণ অর্থ বিপর্য্যয় রাধাকৃষ্ণ শোভা। পরম হরিষে সখীগণ চিত্ত লোভা।।

যথা রাগঃ। উদয় করিলা শশী, শোভে অতি জ্যোৎস্না রাশি, জগত আহ্লাদশীল সার। প্রেমোদা হৃদয়ে কাম, বাঢ়া ইতে সুধা ধাম, রাধা অনুরাধা সুধাসার।। সখীহে রাই কানু বিলাসয়ে রাসে। প্রতি তরুলতা তলে, রাসের হিল্লোলে বুলে গান নৃত্য পরিহাস রসে।। ধ্রু।। গোবিন্দ সুশীল অতি, আহ্লা

দেও বন তিতি, বাঢ়য়ে যুবতী হৃদি কাম। রাধিকা ললিতা সঙ্গে, বিলাস করয়ে রঙ্গে, সুশোভা অধিক কান্তি ধাম ॥ প্রফুল্ল মাধবীলতা, পুন্নাগেন সুবেষ্টিতা, বিরাজয়ে গহনের মাঝে সজ্যোৎস্না রজনী অতি, বিরাজয়ে কান্তি ততি, তাতে বৃক্ষ লতা পুষ্প সাজে ॥ বন মাঝে কৃষ্ণচন্দ্র, সঙ্গে নিতম্বিনী বৃন্দ, বিলসয়ে সজ্যোৎস্না রজনী। বসন্ত মাধবীলতা, সঙ্গে হৈল প্রফুল্লিতা, বিশ্ব চিত্তে আনন্দ বর্দ্ধিনী॥ মাধবের আলিঙ্গনে, মাধবী আনন্দ মনে, তাহাতে মাধব হরষিত। দেখিয়া দোহাঁর শোভা, মদন অন্তরে লোভা, বিশ্ব নেত্র করে আনন্দিত॥ প্রফুল্ল মাধবী মাল্ল, কাঞ্চন যূথিকা ভাল, প্রফুল্ল হইয়া বেঢ়ে তায়। দেখিয়া সুন্দর শোভা, পরিমলে হৈয়া লোভা, ভ্রমরী ঝঙ্কৃতি হঞা ধায় ॥ প্রফুল্ল গোবিন্দ অঙ্গ, রাধিকা প্রফুল্ল সঙ্গ, শোভা দেখি সব সখীগণ। আনন্দে মগন মন, গুণ গায় সখীগণ, সমর্পণ করে কায় মন॥ নব পদ্মগণ সঙ্গে, ভ্রমরা বিলাসে রঙ্গে, গান করে মদন নিদেশে। মধুপানে মত্ত হঞা, হৃদয় মদন লৈয়া, এইরূপে রজনী বিলাসে॥ গোবিন্দ পদ্মিনী লৈয়া মদন পূরিত হিয়া, রঙ্গে বিলসয়ে সব রাতি। করে নানাবিধ গান; মনমথ মুরুছান, আনন্দে ভরয়ে সব মতি ॥ রজনী রমণী বর, সব অন্ধকার হর, দেখি পদ্ম কুমুদ বিকাশে। গগণ অসিত ঘন, সিত জ্যোৎস্না সপূরণ, পরিমলে ভরি অলি ভাসে॥ দেখি বন শোভা ছন্দ, সঙ্গে করি কান্তা বৃন্দ, ভ্রমরা বেষ্টিত চারি পাশে। নানামত গান করি, এরূপে বিহরে হরি, আনন্দ সমুদ্রে সদা ভাসে ॥ প্রতি বৃক্ষতলে২, ভ্রমণ করিয়া বুলে, তবে কৃষ্ণ যমুনার তীরে। গেলা বংশীবট তলে, মণির কুট্টিমান্তরে. গায় যদুনন্দন বিরলে ॥

কৃষ্ণ দেখি যমুনার আনন্দ বাড়িল। নিজ শোভা দেখাইয়া কৃষ্ণে সুখ দিল॥ তরঙ্গ হইলং ফেণা সেই হাস্য মানি। পক্ষ গণ ধ্বনি ছলে গান প্রকাশিনী॥ যমুনার সর্ব্বেন্দ্রিয় উৎকণ্ঠা বাঢ়িল। সরস উৎসবে উর্ম্মি হস্ত প্রসারিল॥ লোল পদ্মগণ ছলে বদন চঞ্চল। নয়ন চঞ্চল ফুল্ল মালা উৎপল॥ কুম্ভীরের মুখ হয় উচ্চ নাসা সম। গর্ত্তগণ যত হয় কর্ণ অনুপম॥ যমুনা পুলিন কৃষ্ণ দেখি আনন্দিত। রমণ কারণে তৃষ্ণা বাড়ি গেল চিত্ত॥ যমুনার পার হৈতে বাসনা হইলা। প্রিয়া বৃন্দ সঙ্গে কৃষ্ণ উঠিয়া চলিলা॥ জলের উপরে কৃষ্ণ পাদপদ্ম দিতে। যমুনা প্রণাম করে তরঙ্গ হস্তেতে॥ পদ্মগণ আনি দেন কৃষ্ণ পদ যুগে। পুনঃপুনঃ পরশিয়া বন্দে অনুরাগে॥ কৃষ্ণ নিজ প্রিয়া গণ সঙ্গে পার হৈতে। গমন শিক্ষার লাগি আইলা হংস ততে হংসীগণ সঙ্গে হংস তট কাছে আসি। মঞ্জীরের ধ্বনি স্থানে ধ্বনি সে অভ্যাসি॥ যমুনার সুখ হৈল কৃষ্ণ আগমনে। জলের সমৃদ্ধে হয় গমন স্খলনে॥ কৃষ্ণ সুখ লাগি জলে উদ্ধত গমন। ক্ষীণতা করিল অতি হরষিত মন॥ জানু সম জল হৈল সকল যমুনা। গুল্ফদঘ্ন জল বহে নির্ঝর পুলিনা॥ পার হয়ে সুখে কৃষ্ণ পুলিনে উঠিলা। কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সঙ্গে রমণেচ্ছা হৈলা॥ নয়নে২ মেলা আকুতের সঙ্গে। হাস্যমুখে কত পরিহাস করে রঙ্গে॥ আলিঙ্গন করি মুখে চুম্বন করয়ে। মদন পিয়াসে কুচ যুগে নখার্পয়ে॥ দোঁহে দোঁহা অঙ্গে অঙ্গ পরশ হইতে। অনঙ্গ বিলাস তৃষ্ণা বাঢ়ি গেল চিত্তে॥ তবে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সঙ্কেত করিয়া। রাসচক্র পুলিনেত আইল হৃষ্ট হৈয়া॥ সে চক্র উপরে কৃষ্ণ রমণ লাগিয়া। আরোহণ কৈলা কৃষ্ণ প্রিয়াগণ লৈয়া॥ ঊর্দ্ধ্ব হস্ত উচ্চ মেলি চক্রের উপরে। রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ নানা

লীলা করে ॥ দোঁহা মধ্যে করি অরি যত সখীগণ। ত্রিমণ্ডল হয়ে বাহে ক্রমে আচরণ ॥ তমাল তরুতে যেন স্বর্ণলতা বেড়া বান্ধিয়াছে মূলে যেন সুবর্ণের চারা ॥ অংশে অংশে দিল দুহুঁ২ ভুজলতা। নৃত্য করে সখী বৃন্দ প্রধান ললিতা ॥ নৃত্য করে নিতম্বিনী পদের চালনা। নানান্ বৈদগ্ধী গতি নাহিক তুলনা॥ জ্যোতিশ্চক্র যৈছে ভ্রমে কভু শীঘ্রগতি। কভু মধ্য গতি চলে কভু মন্দ গতি ॥ ঐছে হল্লিসক নৃত্য করে কৃষ্ণপ্রিয়া। সব সখী গণ মেলি ভুজে বন্ধ হৈয়া ॥ কভু কৃষ্ণ ললিতা বিশাখা মধ্যে যাঞা। অংশে বাহু অর্পি নাচে আনন্দ পাইয়া ॥ গান করে কৃষ্ণ আর গাওয়ায়ে সবারে। আপনি নাচয়ে আর নাচায়ে প্রিয়ারে ॥ অতি শীঘ্রগতি হয় পদের চালনে। দুই২ মধ্যে কৃষ্ণ এইরূপে ভ্রমে ॥ বহু স্বর্ণলতা মাঝে নাচয়ে তমাল। এইরূপে দেখে কৃষ্ণ সঙ্গে গোপীজাল ॥ আলাত চক্রের প্রায় গমন মুরারি। সবে জানে কৃষ্ণ আছে নিকটে আমারি॥ বহু বিস্তারিত এক মণ্ডলী করিয়া। তার মাঝে নাচে কৃষ্ণ চক্রভ্রমী হইয়া ॥ আপনার নিজ শক্তি তাহা প্রকাশিলা। দুই২ গোপাঙ্গনা মাঝে নৃত্য কৈলা ॥ সর্ব্ব গোপাঙ্গনা গণ দুই২ মিলনে। নাম্বিলেন চক্রে হৈতে বিলাসান্য মনে॥ নাম্বিয়া আইলা পুনঃ মণ্ডলী বন্ধন অনেক করিলা চক্র ভ্রমণ নর্ত্তন ॥ তবে পুনঃ রাসলীলা বিলাস কারণে। আরোহণ কৈল অন্য চক্র বিহরণে ॥ যমুনা লহরী মৃদুতাতে সংস্কৃত। কুমুদ সৌরভ বায়ু সে স্থলে মজ্জিত ॥ অতি সুবিস্তার স্থল চন্দ্রের কিরণে। সুন্দর পুলিন কৈলা অমৃত লেপনে ॥ অনঙ্গ উল্লাস রঙ্গ আখ্যান তাহার। সেই স্থলে প্রিয়া সঙ্গে কৃষ্ণের বিহার॥ মধ্যে কৃষ্ণ অষ্টদিগে ব্রজাঙ্গনা গণ। হস্তে হস্তে বন্ধ সব মণ্ডলী বন্ধন ॥ চন্দ্র বেড়ি রহে যেন সব তারাগণ

ঐছে কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা মধ্যে মনোরম॥ কাম কুম্ভকার কিবা রাসের কিরণে। হেমঘট চক্র কৈল ব্রজাঙ্গনা গণে॥ কৃষ্ণ দণ্ড দিয়া তাহা চালয়ে সঘন। গড়াইতে চাহে রাস লীলা মনোরম॥ রাসলীলা হৈল কিবা বিলাস সাগরে।কন্দর্প কৈবর্ত্ত সুখ বাঢ়ায়ে অন্তরে॥শ্রীকৃষ্ণেরমন মহামীন বান্ধিবারে।গোপাঙ্গনাগণ হেম জাল তাতে পেলে॥ উরোজ উন্নত হেমতুম্বি ফল বৃন্দে। ভাসে রাসলীলা জলে রসের তরঙ্গে॥ অন্যোন্য বন্ধ কর যত প্রিয়া গণে। কভু কৃষ্ণ যায় দুই২ মধ্যস্থানে॥ প্রিয়া অংশে নিজ ভুজ যুগল অর্পিয়া। নানা গীত নৃত্য করে আনন্দ পাইয়া॥ প্রিয়া ভুজ শিরে দিয়া নাচে কৃষ্ণচন্দ্র। নাচে তাহা কি কহিব বহুল প্রবন্ধ॥ জলদের জাল মাঝে সুস্থির চপলা। চক্রবায়ু আসি যেন তাহা চালাইলা॥ কভু কৃষ্ণ একলেই করেন নর্ত্তন। অতি শীঘ্রগতি সেই আলাত চক্র সম॥ সর্ব্ব গোপাঙ্গনা গণ জানে এই স্থানে। গোবিন্দ আছয়ে মোর প্রীতের কারণে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়া গণ বংশী কণ্ঠ ধ্বনি। বলয়া নূপুর কাঞ্চী একত্রে ঘট নি॥নটন গতির সঙ্গে পদ ছলে তাল। একত্র তুমুল ধ্বনি হইল বিশাল॥ সে ধ্বনি হইল দশদিগে বেয়াপিত। সকল জগত যাতে হইল বিস্মৃত॥ অতঃপর গান সবে আরম্ভ করি লা। অনিবন্ধ নিবন্ধ দুই বিধানে গাইলা॥ সা রি গ ম প ধ নাক্ষ স্বর আলাপয়ে। পৃথক২ নানা সঞ্চার করয়ে॥ শুদ্ধ সুবি ক্রিত জাতি ভেদ দ্বিধাগণ। সপ্ত সুদ্ধ একাদশ বিকৃত আখ্যান সপ্তম প্রকার শ্রুতিগান প্রকাশিলা। বাইশ প্রকার স্বর আলা পন কৈলা॥ সু তান [illegible] উনপঞ্চাশ প্রকার। একুইশ প্রকা র মূর্চ্ছা করিলা সঞ্চার॥ [illegible] প্রকাশে পঞ্চদশ মত তার। চালা আদি বহু ভেদ [illegible] সঞ্চার॥ রূপকাদি কৈল শুদ্ধ

শালগাদি করি। ত্রিবিধ প্রকারে কৈল সুজাত সঞ্চারি॥ সপ্তস্বর হয় এই সম্পূর্ণ বিধান। ষট্ স্বর ষাড়ব করি বলি যার নাম॥ পঞ্চস্বর ঔড়বাংশু ভেদ করি গানে। এইরূপে ত্রিধা হয় স্বরের বিধানে॥ মল্লার কর্ণাট নাট সাম সুকেদার। কামোদ ভৈরবী রাগ দেশাগ গান্ধার। বসন্ত মালব রামকেলি সগুজ্জরী। গৌরী গণ্ডকিরী রাগ তুড়ি আশাবরী॥ বেণাবলী মারহাট্টী মঙ্গল গুজ্জরী। দেশবরাড়ী আর সুপঠমঞ্জরী॥ মাগধী কৌশিকী পালী ললিত সিন্ধুড়া। এইত রাগিণী গান করে মনোহরা॥ সুশীরতা তাল ঘনা লুব্ধ বাদ্যগণে। বৃন্দা আসি ক্রমে দেন বাজন সংক্রমে॥ মুরুজ ডমরু ডম্ফ মডডুঞ্চ খমকা। মন্দিরা মুরলী বংশী সুন্দর পালিকা॥ বিপঞ্চ মহতী বীণা সুকর তালিকা। কচ্ছপী সুন্দর আর শুক বিলাসিকা॥ রুদ্রবীণা তম্বুর আর সুস্বর মণ্ডলী। বাজান সকল যন্ত্র কৃষ্ণ প্রিয়া মেলি॥ হস্তক করয়ে দেখি অতি বিলক্ষণ। যাহা দেখি মুরছিত হয় ত্রিভুবন পতাকা ত্রিপতাকাদি আর হংসমুখ। মৃগশির সম আর কাতারির মুখ॥ শুক মুখ সাঁড়াসি খটকামুখ আর। সুরিমুখ অর্দ্ধচন্দ্র পদ্মকোষাকার॥ সর্পমুখ আদি করি হস্তক প্রকার নর্ত্তনে দেখায় করি লালনে সঞ্চার॥ বহুবিধ তাল ধ্রুব লক্ষণাদিগণ। মঞ্জু লক্ষণক অন্যে অতি বিলক্ষণ॥ গ্রহাদি ত্রিবিধ হয় অতি অনুপম। সমা গো পুচ্ছিকা শ্রোত বহু মনোরম॥ ত্রিবিধ নব এব গতি দ্রুত মধ্য শেষ। নিঃশব্দ শব্দ দ্বিধারব সুবিশেষ॥ মান দুই শত হয় বদ্ধ নাহি মান। এইরূপে কৃষ্ণ সঙ্গে প্রিয়াগণ গান॥ তচ্চৎপুট চাটপুট রূপকাদি গণ। গজলীলা একতাল সিংহ নন্দন॥ নিশারূপা আদি করি তাল বিলক্ষণ। কতেক লিখিব ইহা না যায় লিখন॥ অজড় রূপা

আদিমণ্ড আর সম্পত্তি পুটিকে। পিকবর সুলন কুবর সুপু টকে।। উদ্ভটি উদ্ভট আর দর্পরাজ নাম। কোলাহল শচী প্রিয় রঙ্গবিদ্যা ধাম।। বাদকানুকূল সব কঙ্কণ বিধান। রঙ্গাঙ্ক কন্দর্প আর সর্পিতানন্দন।। পার্ব্বতী লোচন রাজ চূড়ামণি জয়। কতেক কহিব যত গান বাদ্য হয়।। সকল করয়ে কৃষ্ণ সঙ্গে প্রিয়াগণ। আনন্দ সমুদ্র মাঝে করিয়ে মজ্জন।। শ্রীগো বিন্দ লীলামৃত অর্থের সাগর। সতত সাঁতারে যার যত আছে বল।। ঠাকুর বৈষ্ণব ইহা করিবে শোধন। তোমার চরণে মোর একান্ত শরণ।। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে শ্রীরাসবিলাসে।।

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাস লীলা বর্ণনে
দ্বাবিংশতিতমঃ স্বর্গঃ।। ২২।।

তথাহি। অথ প্রবন্ধ গানং স নানাতালৈঃ পৃথগ্বিধঃ।
কর্ত্তুমারভতেতাভি বিদগ্ধাভি স নর্ত্তনঃ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র ব্রজেন্দ্র নন্দন। জয় জয় শচীসুত ভুবন পাবন।। জয় শ্যামদেহ কান্তি গৌরবর্ণাবৃত। জয় রাধাকান্তি ভাব বিলাসাদি কৃত।। জয় সনাতন প্রিয় জয় রূপ প্রাণ। জয় রঘুনাথ দাস কোটি প্রাণ সম।। জয় রঘুনাথ ভট্ট পরম দয়াল। জয় জয় জীব তুল্য করুণাবতার।। কৃপাকর দীনবন্ধু লইনু শরণ। যাতে হৈতে পাই প্রভু তুয়া প্রেমধন।। এবে কহোঁ গোবিন্দের বিলাসানুক্রম। যাহা শুনি সুখী হয় ব্রজবাসীগণ।। অতঃপর কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণ লৈয়া। গান তাল নৃত্য করে কল্পনা করিয়া।। রাই নিতম্বিনী যবে নর্ত্তন করয়ে। শ্রীকৃষ্ণ ললিতা লয়ে গান আচরয়ে।। চিত্রা আদি করি যত যত সখী

গণ। তাল ধরে তাতে সবে অতি বিলক্ষণ॥ বৃন্দা আদি গণ সবে দর্শন করয়ে। সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ পূর্ণানন্দেতে ভরয়ে॥ কৃষ্ণ যবে একা নৃত্য করেন হরিষে। রাধা সুধামুখী গান করেন হরিষে॥ অত্যন্ত দুরূহ তালগণ ধরে যবে। আশ্চর্য্য নাচেন কৃষ্ণ অতিশয় তবে॥ রঙ্গস্থলে নৃত্য তবে করি পুনর্ব্বার। বাদ্যধারী অন্তঃপটে প্রবেশ তাহার॥ তত ঘন সুশীরাদি কণ্ঠস্বরে মেলা। নানাবিধ গতি নৃত্য গান এক ভেলা॥ গোপাঙ্গনাগণ পদ চালে ভঙ্গী করি। কিবা সেই ভুরু করি চালন মাধুরী॥ কিবা সেই অঙ্গ ভঙ্গী গমন ভঙ্গিমা। কিবা সেই নেত্রগতি বিজুরী উপমা॥ তবে কৃষ্ণ নৃত্য রঙ্গে প্রবেশ করিলা। তালক্রম রসে পদযুগ চালাইলা॥ কিবা সে অঙ্গের গতি পদের চালনি। নানা তালে নানা গতি ভুবন মোহিনী॥ কিবা সেই হস্ত পদ যুগের কাঁপনী। নৃত্য গিত ক্রমে আইসে প্রিয় মধ্য জানি॥ আনন্দে কহয়ে এই মধু রস বাণী। কিবা সেই তাল গতি কথার গাথনি॥

> তত্তা তত্তা তথৈথা দৃগতি দৃক্ তথৈথা। থোদিক্ দাং দাং কিটকিটক্রুণ্ ঝোঁথোঙ্ক থো দিঙ্কুআরে। ঝেন্দ্রাং ঝেন্দ্রাং কিড়িগিড়ি কিড়িধাং ঝেঙ্কু ঝোঁঝোঁঙ্কু ঝেঁঝেঁ। থোদিক দ্রাং দ্রাং দ্রমিদ্রমিদ্রমিধাং কাঙ্কুঝে কাঙ্কু- ঝেন্দ্রা মাগত্বেবং নটতি সহচরি চারুপাট প্রবন্ধং॥

তবে রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ একত্র নাচয়ে। নূপুর কিঙ্কিণী পদ কটক বাজয়ে॥ কিবা সে দোঁহার হস্ত চালন ভঙ্গিমা। কিবা সে কঙ্কণধ্বনি অতি মনোরমা॥ যেন নব জলধর সঙ্গে সৌদামিনী। হরিষে নাচয়ে কিবা নাম্বিয়া অবনী॥ নৃত্য করি২ তাল ধরিবার কালে। অমৃত গাথনি কথা তাল ধরি বলে॥

তথথৈথৈ তথৈথৈ তথৈথা। দাধাদুক্ দুক্ চঙ চঙ
নিঙানঙনিঙানিঙানাং। তৃত্তক তুং তুং কুড়ুগুড়ু
গুড়ু দাং দ্রাং গুড়ুদ্রাং গুড়ুদ্রাং। ধেক্ধেক্ ধোধাং
কিরিট কিরিটং দিম্মিদিং দামাগত্ত্বেবং মুহুরিহ সদা
শ্রীমদীশান নর্ত্ত।

রাধা সুধামুখী করে একলে নর্ত্তন। করযুগ চালে ধনী অতি অনুপম॥ এইত সময়ে তাঁহা ললিতা আইলা। আসিয়া রাধিকা সঙ্গে নাচিতে লাগিলা॥ কিবা সে হস্তের গতি পদের চালনী। কিবা সেই অঙ্গ ভঙ্গী ভুরু ধুনায়নী॥ কিবা সেই নয়নের গমন চাপলী। কিবা সেই হাস্য সুধা মদন বৈকলী॥ কিবা সে কঙ্কণ ধ্বনি নূপুর বাজনী। কিবা সে কিঙ্কিণী ধ্বনি বলয় বাজনী॥ এইরূপে কহে তাল ধরিবার কালে। সে কণ্ঠের ধ্বনি শুনি কোকিল বিকলে॥

থৈথৈ থোথো দিগতিতিগথৈথো তথৈথো তথৈথা।
দৃমিদৃমিদৃমি ধোধোধো মৃদঙ্গাদি বাদ্যৈঃ কণ কণ কণ
বীণাশব্দ মিশ্রৈর্বিশাখা। লুঠতি ঝনন ঝংকার্য্যলঙ্কার
জালাদৃগতি দৃগতি দৃগথৈথো তথোথোত্রবাণা। ইতি।

এইরূপে বিশাখিকা কৈল নৃত্য রঙ্গ। এই তাল ধরি নাচে নানা অঙ্গ ভঙ্গ॥ আর কোন সখি নৃত্যে নাম্বিলা তখন। কিঙ্কিণী নূপুর আর বাজায় কঙ্কণ॥ হস্তের দুলন আর পদের চালন। করিয়া কহয়ে এই তাল বিলক্ষণ॥

থৈয়া তথৈয়া তথথৈ তথৈতা।

তার নৃত্য অবসানে আর কেহ নাচে। পদের চালনি হস্ত যুগ চালে পাছে॥ নুপুর কিঙ্কিণী সহ কঙ্কণের ধ্বনি। তালের উত্থানে কহে সুমধুর বাণী॥

থৈথৈথৈথৈ থৈতথৈ থৈথৈ তথৈথা।

তার নৃত্য দেখি অন্য সখী সুখ পাঞা। নৃত্য করে এই সব তাল উচ্চারিয়া॥

থৈআ থৈআ তথতথথৈআ থৈথৈথৈয়াতি গড়তিথৈয়া।

তবে কোন সখী নৃত্য করিতে লাগিলা। তার নৃত্য দেখি কৃষ্ণ হরষিত হৈলা॥ তবে কৃষ্ণ গান করে নটন সঞ্চারে। কিবা সে গানের গতি কিবা কণ্ঠস্বরে॥

আআঈআতি আআতি আঈঅতি আআআতি আআ
তিআআ। আত্মজ্যোৎস্নাঞ্চলাঙ্গং নটদিবপুলিনং
রাধিকে পশ্য আরে। আ আঈ আতি আআ নটতিচ
বিপিনঞ্চ মন্দবাতেরিতংআ। আআ আএতিকৃষ্ণঃ
পুনরিহনিগদনশালগাঙ্গং ন নর্ত্ত॥

কৃষ্ণ কহে পূর্ণ জ্যোৎস্না পুলিনে ভরিল। দেখ রাধে যেন নৃত্য আরম্ভ করিল॥ আর দেখ বন সব নৃত্য করে রঙ্গে। পবনে চালায় নাচে অলিগণ সঙ্গে॥ তবে রাই হাসি কহে নাচিতে নাচিতে। অতি মনোহর কথা গান রস রীতে॥ দেখ কৃষ্ণ তুয়া হাস্য চন্দ্র কুণ্ড জিনি। হংসি ক্ষীর হীরা গর্ব্ব করয়ে হরিণী॥

আঈ অআ ঈঅতি প্রিয়হাস্যশ্চন্দ্রতিকুন্দতি হংসতি
আরে। ক্ষীরতি হীরতি হারতি আরে আঈ অআঈ-
অতি নৃত্যতি রাধা॥

রাস মধ্যে বাজে বহু মুরুজেরগণ। অধিক২ ধ্বনি করয়ে সঘন॥ রাসে বহু সুখ পাঞা এসব বচনে। নিন্দা করে যত সব সুরাঙ্গনাগণে॥ বীণাবাদক যন্ত্র তালধারিগণ। অন্যোন্যে নাচে তাল ধরে অন্য জন॥ সকল অঙ্গনাগণ নাচে নৃত্য রসে। আবিষ্ট হইলা নীবি কঞ্চুকাদি খসে॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ সেই নৃত্য মাঝে যাঞা। নীবি বেণু কঞ্চুকাদি বান্ধে সুখ পাঞা॥ নানা শব্দে বন্ধে গান সৃজন করয়ে। শরিগম পধনা

দি স্বর আলাপয়ে ।। শুদ্ধ স্বর আর যত সংকীর্ণাদি করি। সহস্র প্রকার গান বলিতে না পারি।। গীত পথ উপদেশী ভেদ বহুতর। কে কহিতে পারে তার বিস্তার বিস্তর।। তত সুশীর্ঘন বাদি শব্দ পরচুর।কঙ্কণ কিঙ্কিণী আর বলয় নূপুর।।আর চারি বাদ্য ভেল তাগাতে মিশাল।পঞ্চম হইল ধ্বনি তুমূল বিশাল।। সুখে গান করে সব ব্রজাঙ্গনাগণে। আর অভিনয় করে হস্তের চালনে।। পদাব্জ যুগলে তাল ধরে মনোহরে। গ্রীবা কটি বিধুনন তাল মত করে।। তা দেখি গোবিন্দ চিত্ত অতিবিদ্ধ হৈল। মনসিজ সুখ রসে আরতি বাঢ়িল।। নয়ন দোলন গতি দক্ষিণ বামে। তারকা কটাক্ষ গতি অতি মনোরমে।। সে সব অঙ্গের শোভা সে হাস্য মাধুরী। নাচে কৃষ্ণ মুখপদ্মে কটাক্ষাদি ধরি তাহা দেখি কৃষ্ণ চিত্ত অধিক বিদ্ধ হৈলা। মনসিজ সুখ রসে আরতি বাঢ়িলা।। শ্রুতি অতি গমকাদি আর মূর্চ্ছাগণ। পঞ্চ স্বরে এক হঞা করেন গায়ন।। অংশ মিশ্র জাতি শ্রুতি গমকাদি যত। কেহ স্বর আলাপয়ে কত কত মত।। তাহা শুনি কৃষ্ণ অতি সাধু২ বলে।তাহা শুনি অন্যজন তৈছন আচরে।।কৃষ্ণ তারে তৈছে কৈলা সম্মান বহুত। এইরূপে গান গায় করিয়া আকুত।। ছালিক্যাদি নৃত্য তবে রাধা আরম্ভিলা। সে নৃত্য দেখিয়া কৃষ্ণ অতি তুষ্ট হৈলা।। তৎকাল যাইয়া তারে আলিঙ্গন কৈলা। সেই ছলে নিজ অঙ্গ তারে সমর্পিলা।। প্রিয়া গান করে বংশী বাজান মুরারি। দেখয়ে রাধিকা মুখ কটাক্ষ আচরি।। গান করে নানা নর্ম্ম বিস্তার করিয়া। তাহা শুনি আওলাইলা প্রিয়াগণ হিয়া।। তালের স্খলন হবে এমন সময়ে। নাগরেন্দ্র নেত্র পথে দেখান তাহায়ে।। স্খলন সময়ে তাল সন্ধালন কৈলা। দেখিয়া গোবিন্দ চিত্তে আনন্দ বাঢ়িলা।। যবে কৃষ্ণ

নৃত্যকরে তবে নিতম্বিনী। সুস্বর করিয়া করে মহতীর ধ্বনি॥ তৈছে কৃষ্ণ তাল ভঙ্গ হইবার কালে। রাই নেত্রপথে তাল করেন সাম্ভালে॥রাধাকৃষ্ণ অন্যোন্যে গান নৃত্য রসে। সহায় করেন সদা আনন্দ বিশেষে॥ তৈছন সহায় অন্য সখী হৈতে নহে। দোঁহার বৈদগ্ধী গুণ দোঁহাতেই রহে॥ তাল অবসানে কৃষ্ণ হস্ত পদ্ম দিয়া। প্রিয়া বক্ষস্থলে ধরে আনন্দ পাইয়া॥ রাধিকাহো তুষ্ট হৈয়া নিজ বামকরে। প্রণয় সরোষে কৃষ্ণ হস্ত করে দূরে॥ জানুদ্বয় মহীতলে আলম্ব করিয়া। শূন্যে রহে নিজ বাহুদ্বয় প্রসারিয়া॥ ঘুরয়ে অত্যন্ত বেগে অতি মনোহরে। কন্দর্প কাঞ্চন চাকী যেন ঘন ঘুরে॥ লীলাতে করেন তবে গমনাগমন। কভু বাহু প্রসারয়ে কভু বা কুঞ্চন॥ অন্যোন্য অঙ্গ হস্তে সদা পরশয়ে। এইত দুষ্কর নৃত্য অনেক করয়ে॥ কেহ এক হস্তে মহী ধরিয়া২। উলটি পড়য়ে নিজ অঙ্গ ফিরাইয়া॥ তাহা দেখি কেহ কেহ বিনাবলম্বনে। শূন্যে অঙ্গ ফিরাইয়া করেন নর্ত্তনে॥ তাহা দেখি কেহ কেহ উত্তা নির্ত হৈয়া। পৃষ্ঠদেশে বাহু পদে অঙ্গ ভার দিয়া॥ স্বর্ণলতা ধনু যেন চড়ার সহিতে। ক্ষীণমধ্যা নৃত্যকরে ক্ষণেক এই মতে॥ কেহ নৃত্যকরে তাল ধরে গানকরে। মঞ্জীর কলাই মাত্র একটি বাজয়ে॥ কভু দুই বাজে আর কভু বাজে তিন। যখন যৈছন তাল তৈছে শব্দ চিহ্ন॥ কভু বা নিঃশব্দে রহে শব্দ নাহি করে। ঐছে তাল রসে পদ চালন আচরে॥ তাহা দেখি সুখি হৈলা সব গুণীচয়। সাধু২ বলে সবে তাহারে পূজয় গীত বাদ্য নৃত্য আদি যতেক আছয়। ব্রহ্মা শিব আদি গণে সাক্ষাতে যে হয়॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ লোকে বিষ্ণুরূপ গণ। তাহা

র বিদিত যত সগান নর্ত্তন।। ব্রজের ললনাগণ নৃত্যকী হই তে। সে সব দেখিলা কৃষ্ণ রাসমণ্ডলীতে।। গান নৃত্য বাদ্য গণ জন্ম ব্রজস্থলে। অল্প অংশ যথা যেন তেন তথা পূরে।। রাসরস সাগরে গোবিন্দ বিলসয়। ব্রজাঙ্গনাবৃন্দ পাশে নাচিয়া বুলয়।। এক যুবতী দেখি আরে চুম্ব দেয়। অক্ষতে মি পয়ে আঁখি আঁখিতে মিলায়।। কার ওষ্ঠাধর পান করেন হরিষে। কর কুচে নখার্পয়ে আনন্দ বিশেষে।। অতর্কিতে কার কুচ করে আকর্ষণ। এইরূপে নাগরেন্দ্র করেন ভ্রমণ।। আপনি করেন গান গাওয়ায়ে অন্যেরে। আপনি নাচেন কৃষ্ণ নাচান প্রিয়ারে।। প্রিয়াবৃন্দ গান নৃত্য শ্লাঘা করি মানে। প্রিয়াগণে শ্লাঘ্য দেন নিজ নৃত্য গানে।। আপনি বাজায় যন্ত্র সুখি করে প্রিয়া। প্রিয়া যন্ত্রবাদ্যে সুখ পায় নিজ হিয়া।। কার অংশে বাহু দিয়া কৃষ্ণ আকর্ষয়ে। সুগন্ধি চন্দন অঙ্গ সঙ্গেত লেপয়ে।। পুনঃ আলিঙ্গিয়া তারে চুম্বন করয়ে। স্থির সৌদামিনী যেন জলধরে রহে।। তার অঙ্গে পুলকাশ্রু কম্প উপজিল। তাহাতে গোবিন্দ মনে মহাসুখ হৈল।। নর্ত্তন করিতে শ্রম হৈয়াছে তাহার। ঘর্ম্মের অঙ্কুর ভাল কপোলে সঞ্চার।। কৃষ্ণ স্নেহে সেই সব শ্রম দূরে গেল। ভাবময় ভূষা সব অঙ্গে পরাইল।। রাস নৃত্য অবসানে রাধাঙ্গ মাধুরী। দেখিয়া গোবিন্দ আঁখি পুলক না ছাড়ি।। শিথিল হইল বাস কেশ বেণী খসে। শ্রম জলকণা ভাল কপোল বিশেষে।। শ্বাসে নাচে কুচযুগ অতি মনোহর। অলস ভরল অঙ্গে তাহাতে সুন্দর।। ক্রমে যে জন্মিল রুচি দেখিয়া গোবিন্দ। সে মাধুরী হেরে অতি পাইয়া আনন্দ।। পদ্ম গর্ব্ব খর্ব্ব করে গোবিন্দ নয়ন। মকর কুণ্ডল কর্ণে করয়ে নর্ত্তন।। চর্ব্বিত তাম্বূল নিজ

বদন হইতে। রাস নৃত্যসুখে দিলা মুখে মুখার্পিতে॥ নিজাঙ্গ পরশ দিয়া প্রিয়ার শরীরে। অন্যোন্যে পরশে অঙ্গ পুলকাদি ভরে॥ স্বেদাদি হইল সুখ মোহ অনুমানি। এইরূপে সব শ্রম পলায় আপনি॥ কোটি চন্দ্র সুশীতল কৃষ্ণ করতলে। সে হস্ত পরশে শ্রম তাপ গেল দূরে॥ তথাপিহ পুনঃ২ কৃষ্ণ নিজ করে প্রিয়া মুখ মাজে দয়া ভরল অন্তরে॥ প্রিয়া শ্রম গেলা সুখ হইলা দ্বিগুণে। এই রূপে কৃষ্ণ দয়া সমুদ্র মগনে॥ তেঁহ নিজ সুসখ্যতা বাঢান আনন্দে। নিজ পটাঞ্চলে মাজে কৃষ্ণ মুখ চাঁন্দে॥ কৃষ্ণ তৈছে নিজ পট্ট বস্ত্রাঞ্চল লৈয়া। রাই মুখ মাজে সুসখ্যতা প্রকাশিয়া॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ হয় বিলাস সাগর। আনন্দ তরঙ্গ তাতে বহয়ে বিস্তর॥ তজ্জন্য অলসে রাই গমন হইলা। কেশ পাশ মালা খসে তাহা না জানিলা॥ এই রূপ সব রাস নৃত্যাদি বিলাস। তাহা সবা সনে হৈলা কৃষ্ণ রসোল্লাস॥ অন্য জন স্নিগ্ধ নহে এ রাসবিলাস। ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে মাত্র করেন বিলাস॥ তবে কৃষ্ণ তা সবার সঙ্গে রতিলীলা। করিতে বাসনা হৈলা বৃন্দা তা জানিলা॥ পক্ক ফল সব আর পুষ্প মধুগণ। কত মণিপাত্র তাতে করিলা পূরণ॥ মণিপাত্রে ভরি তাহা বৃন্দাদেবী আনে। দিলা লৈয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণদয়িতার স্থানে॥ তাঁহা নিজ শক্তি কৃষ্ণ প্রকাশ করিলা। প্রত্যঙ্গনা দ্বয় মধ্যে বিস্ফূর্ত্তি হইলা॥ আপন অধরামৃতে মধু বাসাইলা। হাসি২ পান করি তারে পিয়াইলা॥ কন্দর্প মাধ্বীক মদে যত ব্রজনারী ব্যাকুলা হইলা অঙ্গ ধরিতে না পারি॥ কন্দর্প মাধ্বীক মদে অনুশিষ্ট হৈলা। পুলিনান্ত কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ প্রবেশিলা॥ কন্দর্প মাধ্বীক মদে তৈছে সখীগণ। বিহ্বল হইলা ঘূর্ণা ভরিল নয়ন॥ ভিন্ন২ কুঞ্জে বৃন্দা সখীবৃন্দ লৈয়া। শোয়াইল পুষ্পশয্যা উপরে

আনিয়া ॥ অথা রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈল বহু মতে। স্বাধীন ভর্তৃকা বস্থা রাই পাইলা যাতে॥ বিলাস করিলা কৃষ্ণ প্রিয়া সঙ্গে করি। কুঞ্জের বাহিরে আইলা মনোরথ ভরি॥ তবে সুধামুখী কহে ব্যাঙ্গ কৃষ্ণ প্রতি। যাইবারে কহে যথা সখী আছে সুতি॥ তবে কৃষ্ণ সখী সঙ্গে প্রতি কুঞ্জে যাঞা। বিলাস করিলা মনো রথ পূরাইয়া ॥ স্বাধীন ভর্তৃকা রাধা সখীগণ পাইলা। অল ক্ষিতে কৃষ্ণ কুঞ্জ বাহিরে আইলা॥ হাস্যমুখে আসি রাই সঙ্গে তে রহিলা। পাছে সখীগণ কুঞ্জ বাহিরে আইলা॥ হাসিতে২ সবে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া। রাইর নিকটে রহে লজ্জিত হইয়া॥ তাহা দেখি ধনী ছলে নম্রমুখ করি। কহিতে লাগিলা কিছু লোলনেত্রে হেরি॥ যেঁহত নায়ক তেঁহ আছেন এখানে। তোমা সবা অঙ্গে কেন রতি চিহ্নগণে॥ বৃন্দা আমি কৃষ্ণ এথা আছি য়ে কৌতুকে। মিথ্যা নহে এই কথা পুছহ বৃন্দাকে॥ তাহা শুনি কৃষ্ণ হাসি কহিতে লাগিলা। প্রতি কুঞ্জে মূর্ত্তি মোর আছয়ে উজ্জ্বলা॥ রতি নৃত্য রসের নায়ক সেই হয়। সবারে শিখায় রতি কৃষ্ণ রসময় ॥ রাধাকৃষ্ণ ভঙ্গী কথা শুনি সখীগণ। প্রণয় ঈর্ষাতে কহে প্রবোধ বচন ॥ কৃষ্ণ প্রতি আগে কহে অতিহর্ষ চিতে। তুমি অন্য গুরু কর নর্ত্তন শিখিতে॥ শিষ্য হয়ে বাঞ্ছা কর শিষ্যাদি করিতে। হেন রূপে শিষ্য কভু না হয় উচিতে॥ যার যার যেই গুরু বাসনা যে হয়ে। সেই তার স্থানে যাঞা উ পদেশ লয়ে॥ বাঞ্ছা নাহি আর কেহ বলে শিষ্য করে। শাস্ত্রে কহে সেই শিষ্য হয়েত বিফলে॥ ছলে এইমতে কৃষ্ণে কহে সখীগণ। তারে কহি রাই প্রতি কহয়ে তখন॥ কুলাঙ্গনা ধর্ম্ম গণ তুমি কি না জান। অতি শুদ্ধমতি হয় যত সতীগণ॥ তথা পি আপন ভোগ ভুজঙ্গে করিয়া। নিজ সম করে সবা তারে

পাঠাইয়া॥ এইরূপে নর্ম্ম সব কথা সবা সঙ্গে। করিয়া চলেন কৃষ্ণ অতিশয় রঙ্গে॥ গোপাঙ্গনা সঙ্গে করি জলকেলি রঙ্গে। কৃষ্ণ মূর্ত্তি করি প্রিয়া করিণীর সঙ্গে॥ সকল বিহার শ্রম দূর করিবারে। সবেই নাম্বিলা গিয়া যমুনার জলে॥ উরুদ্বয় জল কাহাঁ কাহাঁ নাভি জল। কাহাঁ বক্ষদঘ্ন জল অতি নিরমল॥ কৃষ্ণ সবা আকর্ষিয়া সেই সেই জলে। প্রিয়াগণ জলসেচে গোবিন্দ উপরে॥ একাএকি যুদ্ধ কাহাঁ কাহাঁ পঞ্চ মেলি। কাহাঁ সপ্ত গোপাঙ্গনা কৃষ্ণ জলকেলি॥ নানা লীলাগণ তাহাঁ বিস্তার করিলা। অন্যোন্য চিত্তে বহু আনন্দ বাড়িলা॥ কৃষ্ণ কহে রজনীতে চক্রবাক গণ। প্রফুল্ল পদ্মেতে রহে ভ্রমর নিকর॥ কৃষ্ণ ভঙ্গী কথা শুনি গোপাঙ্গনাগণ। নিজ বাহু দিয়া বক্ষ করে আবরণ॥ সশঙ্কিত হৈয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া। তৎকাল ঝাঁপয়ে মুখ ঈষৎ হাসিয়া॥ রাধিকা নয়ন জিনে সফরী যুগল। দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা অত্যন্ত তরল॥ যাঞা কৃষ্ণ রাই লৈয়া কৈলা আলিঙ্গন। প্রকাশে সখ্যতা দোহুঁ নয়নে নয়ন॥ কমলে কমল যুদ্ধ করে সখীগণ। নিজ কর কমলেত ধরি পদ্মগণ॥ দূরে হৈতে কৃষ্ণ তাহাঁ করে বিলোকন। জিনিয়া লইলা সবে গোবিন্দ বদন॥ দুই তিন পাঞ্চ ছয় সপ্ত অষ্ট জনে। সবা লৈয়া কৃষ্ণ হৈলা মণ্ডলী বন্ধনে॥ জলমণ্ডুক বাদ্য বায় সবে কর তলে। এইরূপে কৃষ্ণ জল বিহারাদি করে॥ অঙ্গ বিলেপন যত চন্দনাদি হয়। সব ধোয়া গেল স্তন কুঙ্কুমাদিময়॥ নেত্র নিরঞ্জন হৈল বসন খসিল। হার মাল্য মগ্ন নীবিগুণ শ্লথ হৈল॥ ঘন রসে মগ্ন সবে কিছুই না জানে। বাস ভূষা শ্লথ আর যত অলেপনে॥ সূক্ষ্মবাস তিতি সব লাগিয়াছে গায়। তাতে সব অঙ্গ যেন অনাবৃত

হয়॥ গোপাঙ্গনা অঙ্গশোভাগণ উছলিলা। দেখিয়া গোবিন্দ চিত্তে বহু লোভ হৈলা॥ অঙ্গনার বক্ষে শ্বেত চন্দনেরচয়। যমুনার জলে তার ধারা সদা বয়॥ গঙ্গা আসি যেন যমুনাতে প্রবেশিলা। ভিন্ন ধারা হয়ে যেন পৃথক চলিলা॥ নানাকেলী সৌভাগ্যতালম্বন কারণে। গঙ্গা আইলা অনুমানি কৃষ্ণ পরশনে॥ এইরূপে কৃষ্ণ কৈলা জলেতে বিহার। উপরে লইয়া আইলা প্রিয়া পরিবার॥ সখীগণ মাঝে কেশ অঙ্গ মনোহরে। সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিলা সকলে॥ তবে বৃন্দাদেবী সবা সঙ্গে কৃষ্ণ লৈয়া। হেম মণ্ডপে আইলা আনন্দ পাইয়া॥ তার পূর্ব্বে আছে মণিকুট্টিমা সুন্দর। তাহা লৈয়া গেলা পুষ্প শয্যার উপর॥ সেখানে আছুয়ে মণি সম্পুট অনেক। যার যে সম্পুট তার নাম পরতেক॥ নিজ নিজ নাম দেখি সম্পুট লইলা। সম্পুট খুলিয়া বেশ করিতে লাগিলা॥ কল্প বৃক্ষ গণে সেই সম্পুট জনমে। বৃন্দা আনি দিলা সেই রত্ন অভরণে॥ চিত্র বস্ত্র অভরণ গন্ধ সুচন্দনে। তাম্বুল কর্পূর নানা বর্ণক অঞ্জনে রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত রত্নের পেটারি। তাতে যত অভরণ আগে আনি ধরি॥ গোবিন্দ উজ্জ্বল রসমূর্ত্তি মনোহর। রতি পরিণত মূর্ত্তি রাধাদি সকল॥ এক আত্মা দেহ মাত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়। সম রূপ সম গুণ সম কলাময়॥ দোহোঁ দোহাঁ প্রতি স্নেহ অঙ্গে উদ্বর্ত্তন। তারুণ্য অমৃতে স্নান করে দুই জন॥ লাবণ্য রসেতে ভেল উজ্জ্বল বরণ। দোহে দোহা প্রতি প্রেম সৌন্দর্য্য করণ॥ অষ্ট সাত্ত্বিকেতে দোহে অঙ্গ সুচিত্রিত। স্তম্ভ আদি করি ভাব বর্ণক নির্ম্মিত॥ কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি প্রকার। মৌগ্ধ্য চকিত ভাব দোহোঁ মত আর॥ নানাভাব অলঙ্কারে ভূষণ পরয়। তার আগে কিবা মানি ভূষণেরচয়॥ মধ্যে

অন্তঃপট দিয়া সবে ভূষা পরে। সখীগণ সবে অন্যে অন্যে
তে বেশ করে॥ এইরূপ রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। ভূষণ পরি
লা সবে নিজ নিজ অঙ্গে॥ অনঙ্গ গুটিকা আর অমৃত বিলাস
দুগ্ধ লড্ডুকাদি আনি ধরে কৃষ্ণপাশ॥ এসব সামগ্রী গৃহে
হৈতে রাই আনে। তাহা যে আছিল রূপ মঞ্জরীর স্থানে॥
রাধিকা ইঙ্গিতে তাহা আনি তেঁহ দিলা। বৃন্দাদেবী রস ফল
নিয়া যোগাইলা॥ প্রিয়া সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভোজন করিলা॥ ভো
জন করিয়া তাহা আচমন কৈলা॥ তবে প্রবেশিলা কেলি ম
ন্দির ভিতরে। চারিদ্বার মুক্ত বহে যমুনা অনিলে॥ কোটিচন্দ্র
জিনি স্থল অতি সুশীতল। কোটি সূর্য্যাংশু রত্ন পরম উজ্জ্বল॥
কন্দর্পের কেলিরসে পরম আলয়। অগুরু ধূমাতে বহে সৌ
রভ্যাতিশয়॥ রত্নের পালঙ্ক তাতে হংস তুলি সাজে। বৃন্তহীন
পুষ্প তাতে উপরে বিরাজে॥ পুনঃ সূক্ষ্ম শুক্লবাসে আবৃত ক
রিলা। সুচিত্র বালিশ দোহে উপরে ধরিলা॥ তাতে আসি
রাধাকৃষ্ণ শয়ন করিলা। কে কহিতে পারে তাহা যে শোভা হ
ইলা॥ তার দুই পাশে রত্নখট্টা দুই হয়। ললিতা বিশাখা
আসি তাহাতে বৈসয়॥ কৃষ্ণ নিজ মুখপদ্ম তাম্বুল চর্ব্বিত।
রাধিকা বদনে দেন শ্রীমুখ মিলিত॥ ললিতা বিশাখা দুহুঁ
তাম্বুল পূরিতা। দুহুঁ মুখ দরশনে অতি প্রফুল্লিতা॥ শ্রীরূপ
মঞ্জরী করে পাদ সম্বাহন। কোন ধন্যাগণ করে সপ্রেমে বীজন
ললিতা বিশাখা দেন তাম্বুল বদনে। এইরূপে ক্ষণ এক করেন
শয়নে॥ তবে তাহা হৈতে তারা বাহিরে আইলা। নিজ নিজ
পুষ্প সেজে শয়ন করিলা॥ কল্পবৃক্ষলতা কুঞ্জে আর যতজন
সবেই যাইয়া তাহাঁ করেন শয়ন॥ শ্রীরূপমঞ্জরী মুখ্য সেবা
পরা সখী। শয়ন করিলা কুঞ্জে সেজে হয়ে সুখী॥ সেই লীলা

গেহ বাহ্যে কুট্টিমা আছয়। তাহাতে শয়ন কৈলা লয়ে সখী চয়॥ রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত ফল মনোহর। ভক্তে আস্বাদয়ে ব্রজে কি বিষয় ফল॥ এই ফল সখীভাব বিনু নাহি মিলে। সখীবিনু কার ইহা নাহি অধিকারে॥

যথা রাগঃ। বৃন্দাবনে রাধা সঙ্গে, গোবিন্দ বিলাসে রঙ্গে, মধুর অনন্ত লীলাগণে। নবং রঙ্গেং, সুন্দর নেত্র মনে, কৈল মাত্র দিগ দরশনে॥ শ্রীরূপ লিখিত দিশা, দশ শ্লোকে অহর্নিশা, রাধাকৃষ্ণ কেলি মনোহর। তাহা আমি বিস্তারিল, চিত্তে যাহা উপজিল, বিস্তারিতে লীলা বহুতর॥ রাগাধ্ব সাধকজনে সেবাযোগ্য বপু মনে, শুনি ইহা করিবে স্মরণে। স্মরণে আনন্দ মনে, বপু কর্ণ রসায়নে, অতিলোভে মিলয়ে সেবনে॥ শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথ, পাদপদ্ম ভৃঙ্গনাথ, কৃষ্ণদাস সেই মধু আশ। গোবিন্দ লীলামৃত সার, গ্রন্থ কৈল সুবিস্তার, সুমাধুর্য্য অমৃত নিরাশ॥ এসুধা যে করে পান, হৃদি তৃষ্ণা অবিরাম, পুনঃ পুনঃ, বাড়য়ে আরতি। ব্রহ্মাদি দুর্লভ ভজে, রাধাকৃষ্ণ লীলা সে যে দরশনে ধারিবে শকতি॥ বৃন্দাবন বিলাসিনী, কুমুদিনী বৃন্দ মণি, বন্ধু তারে করুণা করিয়া। তার মন বাঞ্ছা যত, পূর্ণ করু অবিরত, এ লীলা যে কান্দয়ে শুনিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদ, অরবৃন্দ মধুমদ, শ্রীরূপ মধুপ সেবা ফলে। শ্রীরঘুনাথ দাস, আদেশের পরকাশ, শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গবলে॥ শ্রীরঘুনাথ ভট্টবরে, গ্রন্থঃ ভেল সুবিস্তারে, গোবিন্দ লীলামৃত কাব্য সার ত্রয়োবিংশতি স্বর্গে, সম্পূর্ণ হইল পারে, বিস্তারিতে অনন্ত অপার॥ কবি নহোঁ পণ্ডিত নহোঁ, তবু কৃষ্ণলীলা গাও. হাসিবেন বৈষ্ণব ঠাকুর। সেই হাস্যে মোর ত্রাণ, যতে সঁপিয়াছুঁ প্রাণ, ভয় লজ্জা সব গেল দূর॥ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতঃ অমৃত

হৈতে পরামৃত, যেঁহ ইহা সদা করে পান। তাহার চরণ ধূলী, আপন মস্তকে করি, তার পদজল করি পান ॥ চৈতন্য দাসের দাস, ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস, আচার্য্যজা শ্রীল হেমলতা। তাঁর পাদপদ্ম আশ, এযদু নন্দন দাস, অমৃষ্ঠ প্রাকৃতে কহে কথা ॥

জয়২ রাধাকৃষ্ণ জয় ব্রজানন্দ। জয় জয় ব্রজানন্দ গোকুল আনন্দ। শ্রীরাধামাধব জয় রাধা দামোদর। জয় গান্ধর্ব্বিকা জয় রাধা গিরিধর ॥ জয় রাস বিলাসী ব্রজ ললনা নাগর। জয় রাস বিলাসিনী রসিকা শেখর ॥ জয় নন্দসুত জয় বৃষভানু সুতা। জয় ব্রজাঙ্গনা গণ জয় শ্রীললিতা ॥ জয় বিশাখিকা জয় রাধা সখীবৃন্দ। শ্রীমদন গোপাল জয় শ্রীরাধা গোবিন্দ ॥ জয় বৃন্দাবন জয় ব্রজবাসী গণ। শ্রীগোপীনাথ জয় ব্রজেন্দ্র নন্দন রাধিকা মাধব জয় নিত্য সুখানন্দ। জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা সর্ব্বানন্দ কন্দ ॥ শ্রীরূপ শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া। লিখিল গোবিন্দ লীলা আনন্দিত হৈয়া ॥ এইত কহিল লীলা গোবিন্দ বিলাস। নিতি নব নব লীলা সর্ব্ব সুখাবাস ॥ রজনী দিবসে এই লীলার সাগরে। মগন আছেন কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে। শ্রীকৃষ্ণ দাস গোসাই কবিরাজ দয়াবান। কৃপাকরি লীলা প্রকাশিলা অনুপাম ॥ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশিয়া। জীব উদ্ধারিলা অতি করুণা করিয়া ॥ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত নিগূঢ় ভাণ্ডার। তাহা উঘাড়িয়া দিলা কি কৃপা তোমার ॥ কৃষ্ণ কর্ণামৃত ব্যাখ্যা কেবা তাহা জানে। তাঁহার নিগূঢ় কথা কৈলা প্রকটনে। তিন অমৃতে ভাসাইল এতিন ভুবন। তোমার চরণে তেঞি করিয়ে স্তবন ॥ তোমার চরণে করোঁ দণ্ডবৎ নতি। মোর অপরাধ না লইবে শুদ্ধমতি ॥ নাবুঝি তোমার মর্ম্ম কি লিখিনু

কথা। পাছে তাতে মোর হবে কোন দোষমতা ॥ তোমার গম্ভীর বুদ্ধি সমুদ্র অপার। মুই তার কি জানিব অতি তুচ্ছ ছার সেই গ্রন্থ আগে করি লেখ কৃষ্ণলীলা। তাহাই লিখিনু যাহা চিত্তে উপজিলা ॥ শুন শুন ওয়ে গোঁসাই কবিরাজ ঠাকুর। কিবল তোমার আমি উচ্ছিষ্ট কুক্কুর ॥ দোষ না লইহ মোর আপনার গুণে। আমার লিখন যেন শুকের পঠনে ॥ জয় জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাই। তোমার কৃপাতে এবে কৃষ্ণ লীলা গাই ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দবিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে সায়ঙ্ক লীলাবর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশতি স্বর্গঃ ॥ ২৩ ॥

সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীগোবিন্দলীলামৃতঃ।

☞ এই গ্রন্থ যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হয় তিনি বটতলার উত্তরাংশে
৯ নং দোকানে অথবা আহিরীটোলা ৯ নং
বাটীতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।